



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
October 2018

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার, বাচ্চাদের প্রতি এটাই আশা যে, বাচ্চারা সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হয়ে দূত প্রতিজ্ঞা করবে -- বাবা আমি তোমার, তুমি আমার, সেটাই হবে প্রকৃত ঈশ্বর প্রেম"

প্রশ্ন :-- রুদ্র শিববাবা দ্বারা রচিত যজ্ঞ আর মানুষ দ্বারা রচিত যজ্ঞের মধ্যে মূল প্রভেদ কি ?

উত্তর :-- মানুষ যেসব যজ্ঞ করে তাতে তিল ইত্যাদি আহুতি দেয়, সেগুলো মেটিরিয়াল (বাহ্যিক) যজ্ঞ । বাবা যে যজ্ঞ রচনা করেছেন তা হলো অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ, এই যজ্ঞে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে আহুতি দেওয়া হয় । ২ -- ঐ যজ্ঞ অল্প সময়ের জন্য চলে, এই যজ্ঞ দুনিয়া যতক্ষণ বিনাশ না হবে ততদিন পর্যন্ত চলবে । যখন তোমরা বাচ্চারা কর্মাতীত অবস্থাতে পৌঁছবে তখনই যজ্ঞ সমাপ্ত হবে ।

গীত :- নির্বলের সাথে বলবানের লড়াই, এই কাহিনী হল দিয়া আর তুফানের

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা জানে একে পাঠশালা বলা হয়ে থাকে আবার জ্ঞান যজ্ঞও বলা হয় । পাঠশালার বিচারে এইম অবজেক্ট অবশ্যই প্রয়োজন । এখন এ হল একাধারে জ্ঞান যজ্ঞ আবার পাঠশালাও । এ হলো জ্ঞান যজ্ঞ, ওরা একেই কপি করে, মেটিরিয়াল যজ্ঞ রচনা করে । ঐ যজ্ঞে যব, তিল, ইত্যাদি আহুতি দেয়। আবার অন্যদিকে আরও বড়ো যজ্ঞ তারা রচনা করে যেখানে নানা ধর্মগ্রন্থ ঐ অগ্নিকুন্ডের চারপাশ রাখে । অনেক বড়ো জমির মধ্যে এই যজ্ঞ রচনা করে । যজ্ঞের একপাশে তারা চাল , ধি, আটা ইত্যাদি সব দ্রব্য রাখে আর অন্যদিকে রাখে অনেক শাস্ত্র । যে শাস্ত্র সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন তারা ঐ যজ্ঞের সাথে শাস্ত্রকে যুক্ত করে নানা উপাচার আহুতি দেবে । বাবা বলেন, রুদ্র তো আমার নাম । বলাও হয়ে থাকে রুদ্র ভগবান জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছিলেন । এর নামকরণ হয়েছে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । যেমন নেহেরুর নামে নাম রাখা হয় -- নেহেরু মার্গ (রোড), নেহেরু পার্ক ইত্যাদি । রুদ্র হলেন ভগবান শিব । উনিই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছিলেন আর এই যজ্ঞে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে । কারও বুদ্ধিতে খোড়াই এসব থাকবে । কত বিশাল এই সৃষ্টি । কত দূর -দূরান্তে শহর । সব এই অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞে আহুতি হয়ে যাবে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে, তারপর নতুন দুনিয়া তৈরি হবে । বিনাশ হওয়ার কাজে প্রাকৃতিক দুর্যোগও সাহায্য করবে । সুতরাং এ হলো "রুদ্র রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ" । অবিনাশী অর্থাৎ যতদিন বিনাশ না হবে ততদিন এই যজ্ঞ চলবে। এরকম দীর্ঘ যজ্ঞ আর কারও চলেনা । বড়জোর এক মাস চলতে পারে । গীতাও একমাস ধরে শোনায় । এখন বাবা বোঝান আমিই এই জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করি । এ হলো রাজস্ব অশ্বমেধ অর্থাৎ তোমাদের যে রথ (শরীর রূপী) আছে তাকে উৎসর্গ করতে হবে । বাবা বোঝাচ্ছেন এ হলো আমার অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ । অবিনাশী বাবা দ্বারা অবিনাশী যজ্ঞ । এমন নয় যে সবসময় চলতে থাকবে। যখন সম্পূর্ণ দুনিয়া আহুতি দেবার সময় হয় ততদিন এই যজ্ঞ চলতে থাকবে । কেননা বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । ভক্তি মার্গে প্রচুর শাস্ত্র আছে । বাবা যখন জ্ঞানের সাগর তখন নিশ্চয়ই তাঁর কাছে নতুন জ্ঞান আছে । বাবা নিজেই এসে তাঁর পরিচয় দেন আর এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরে চলেছে তাও এসে বোঝান, যে জ্ঞান শুনে আত্মা ত্রিকালদর্শী হয়ে ওঠে । ত্রিকালদর্শী জ্ঞান এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ দিতে পারেন না । সর্বপ্রথম জ্ঞানকে ধারণ করতে হবে, দ্বিতীয়

তোমরা বাচ্চাদের যোগবল দ্বারা বিকর্মজীত হতে হবে । জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথায় সঞ্চিত হয়ে আছে । সেটা ভস্ম হতে সময় লাগবে । কত বছর হয়ে গেল তবুও কর্মাজীত হয়ে উঠতে পারনি । কর্মাজীত অবস্থা প্রাপ্তি করবে যখন তখনই যজ্ঞ সমাপ্ত হবে । অনেক বড়ো এই যজ্ঞ, তোমরা তার নিদর্শনও দেখতে পাচ্ছ যে প্রস্তুতি চলছে । আরও অগ্রগতি হলে দেখতে পাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগও তাদের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে । কখনও বন্যায় প্লাবিত হবে, কখনও ভূমিকম্প, আবার কখনও দুর্ভিক্ষ হবে । ওরা তো লম্বা চওড়া মিথ্যে বলে দেয় যে চার বছরের এমন পরিকল্পনা তৈরি করেছে যাতে প্রচুর পরিমাণে শস্য সরবরাহ হবে । আরে ! খাবার জন্য মানুষও তো প্রচুর সংখ্যক । এমনটা নয় যে শুধু মানুষই থাকে । পঙ্গপাল, পোকামাকড় ইত্যাদিও খেয়ে ফেলে । যখন বন্যা হয় কত লোকসান ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায় । এসব ভাবেই না । তোমরা জান দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হওয়া প্রয়োজন, তার লক্ষণও দেখা যায় । অল্পবিস্তর লড়াই ঝগড়াতেও আনাজপত্র আসা বন্ধ হয়ে যায় । আগের যুদ্ধে অনেক স্টীমারও ডুবে গিয়েছিল । একে অপরের অনেক ক্ষতি করেছিল ।

বাবা বলেন, ৫ হাজার বছর আগেও এই যজ্ঞ রচিত হয়েছিল আর তোমরা রাজযোগ শিখেছিলে । যজ্ঞ রচনা হয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা । গীতায় তো যুদ্ধের কথা বর্ণনা করেছে । সঞ্জয়ের নামও উল্লেখ করেছে । এ সবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। এও অবিনাশী । আবারও ভক্তি মার্গে অবিনাশী সামগ্রী রচিত হবে । রামায়ণ ইত্যাদি যা কিছু লেখা হয়েছে আবারও রচিত হবে । যাদের রাজধানী ছিল, ইংরেজ, তারপর মুসলমান প্রত্যেকেই এসে চলে গেছে আবারও আসবে, আবার পার্টিশন হবে । এসবই তোমরা জানতে পার নম্বর অনুসারে । কেউ তো কিছুই জানেনা । সুতরাং বাবা বোঝান কত যজ্ঞ রচনা হয় । ওদের বোঝাতে হবে -- বাস্তবে অশ্বমেধ অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ যা রুদ্র শিব ভগবান এসে রচনা করেছেন, কৃষ্ণ নয় । কৃষ্ণের ঐ চিত্র সত্যযুগেই পাওয়া যাবে, তারপর আর কখনওই পাওয়া যাবে না, কেননা তখন তার নাম, রূপ, দেশ, কাল সব বদলে যেতে থাকবে । এমনটা তো হতেই পারে না যে কৃষ্ণ এসে নিজেকে পতিত-পাবন বলবে । পতিত পাবন একজনই – পরমাত্মা । এমন নয় যে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার কেন তিনি আগে তাঁর রূপ প্রকাশ করেননি! না, সবকিছুই তিনি শুরুতেই বলে দিতে পারেন না । তোমরা বলবে প্রথমেই এই জ্ঞান কেন তিনি দেননি, কেনই বা একদিনে আমাদের এই জ্ঞান দেন না ? না, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর সুতরাং ধীরে ধীরেই শোনাবেন । এমনটা খোড়াই হবে যে সব একই সময়ে পড়তে পারবে । নম্বর অনুসারে পড়বে আর এই পাঠ পড়তে সময় লাগবে । এর নামই হলো অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । এসব কথা কোথাও লেখা নেই । শাস্ত্রে অল্প শব্দে লেখা আছে ভারতের প্রাচীন সহজ রাজযোগের কথা। আচ্ছা, প্রাচীন কবে ছিল? শুরু থেকেই । সুতরাং নিশ্চয়ই এই অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারাই স্বর্গ স্থাপনা হয়েছিল । বাবা বলেন আমি আসি কল্পে –কল্পে সঙ্গম যুগে । ওরা ভুল করে সময় বদলে দিয়েছে , তারপর সত্যযুগের আয়ু ও লক্ষ বছর বলে বর্ণনা করেছে । যুগের ৪টে ভাগ । স্বস্তিকাকেও ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে – জ্ঞান আর ভক্তি । আধাকল্প হলো জ্ঞান অর্থাৎ দিন আর আধাকল্প হলো ভক্তি অর্থাৎ রাত । জ্ঞানের প্রালম্ব মাখন প্রাপ্তি, আর ভক্তির প্রালম্ব হলো ছাঁচ । পতন হতে হতে একদমই নীচে নেমে শেষ হয়ে যায় । নতুন দুনিয়াকে ও আবার পুরানো অবশ্যই হতে হবে । কলা কম হয়ে গেলেই তাকে বলা হয় ব্রষ্টাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত। আসুরি দুনিয়া না ! তোমরা জান এই ভক্তি ইত্যাদি করে কখনওই ভগবানকে পাওয়া যায় না ।

ভক্তি তো করেই আসছ বন্ধই হয়না । যদি ভগবানকে পাওয়া যেত তবে তো ভক্তি বন্ধ হয়ে যাবে, তাই না ! আধাকল্প ধরে ভক্তি চলে । এইসব কথা মানুষকে বোঝাতে হবে, নতুন দুনিয়া কিভাবে তৈরি হয় ,এর চিত্র দ্বারা বোঝাতে হবে। পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে তারপর নতুন স্থাপনা হবে । এখন প্রদর্শনী ইত্যাদি উদ্বোধন করাতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয় । সাহায্য তো নিতেই হয় তারপর তার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় । অভিনন্দন জানাবার জন্য টেলিগ্রাম করা হয়। কত বড়ো বড়ো শিরোনাম তারা নিজের নামের উপর রেখেছে । শ্রী শ্রী টাইটেল ও রেখেছে । শ্রী শ্রী বাবা বোঝান -- শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া ছিল এখন ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে । আবার বাবা এসেছেন শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলতে । ওরা তারপর প্রথমেই শ্রী নাম রেখে দেয় । বাস্তবে শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ সত্যযুগেই বলা হয় । রাজাদের শ্রী টাইটেল কখনওই দেওয়া হয়না । তাদের বলা হয় হিজ হাইনেস । সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র লক্ষ্মী - নারায়ণের উপাসনা রাজারাও করতেন, কেননা তারা (লক্ষ্মী নারায়ণ) পবিত্র ছিল । কিন্তু রাজার নিজেরা পতিত ছিল । পবিত্র রাজাদের হিজ হোলিনেস বলা হতো । এখন তো হিজ হাইনেসের পরিবর্তে অনেক টাইটেল সবাইকে দেওয়া হয় । নিজেকে শ্রী শ্রী বলতে থাকে । এখন বেহদের বাবা এসে তোমাদের শ্রী বানাচ্ছেন । নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হয় চিত্র দ্বারাও তোমরা ব্যাখ্যা করতে পার । ব্যাখ্যা করতে পার নতুন দুনিয়া সৃষ্টির রহস্য । আমরা ব্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলার সেবা করছি, তোমরাও এসে একে বহন করে এগিয়ে নিয়ে চল । ওদের বোঝানো উচিত যে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি - গায়ন আছে না! যে ব্যাখ্যা করবে তাকে খুব অ্যাক্টিভ হতে হবে । মিলিটারির কত টিপটপ থাকে । বাম্ভারা, তোমাদের নামও কত বড় - শিব শক্তি সেনা । এই জ্ঞান দুর্বল এবং পাথর বুদ্ধি যারা তারাই প্রাপ্ত করে । এখানকার পাঠই ওয়ান্ডারফুল । দেখ উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান এসে পড়াচ্ছেন আর কাদের পড়াচ্ছেন ! অহল্যা আর কুজাদের। ভগবানুবাচ -- ওদের রাজযোগ শেখাতে হবে, ড্রামায় এটাই নির্ধারিত । কিন্তু নিজেকে সবাই পাপ আত্মা খোড়াই মনে করে । বাবা বলেন, এই অন্তিম জন্মে পবিত্র থাকতে পারলে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারবে । আসে তো অনেকেই । আশ্চর্যজনকভাবে আসে, পাঠ শোনে, আলোচনা করে, বাবার হয়ে ওঠে তারপর আবার নীচে নেমে পলায়ন করে । এরকম প্রথম থেকেই হয়ে আসছে । সকালে বলবে বাবার প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চয় আছে, সন্ধ্যায় বলে বসবে আমার সংশয় আছে আমি চলে যাচ্ছি । লক্ষ্য অনেক উঁচু তাই ছুটি নিশ্চি । এটাই ড্রামার অন্তর্ভুক্ত, তারপর বাবাকে ত্যাগ করে চলে যায় । মায়া এতই প্রবল যে চলতে ফিরতে থাপ্পড় লাগিয়ে দেয় । বাম্ভারা বলে বাবা, মায়াকে বলো কিছু নরম হওয়ার জন্য । বাবা বলেন -- আমি তো মায়াকে বলি প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠতে । বাবা বলেন সতর্ক হও । এমন নয় যে মায়া এসে থাপ্পড় লাগাল আর তোমরাও তার ফাঁদে পড়ে গেলে । তোমরা চেয়েছো রাজা জনকের মতো গৃহস্থ পরিবারে থেকেও যেন জীবনমুক্তি পেতে পার । বাবা বলেন, এক জন্ম যদি পবিত্র থাকতে পার তবে স্বর্গের মালিক হতে পারবে । মানুষের তো বিশ্বের (বিকার) প্রতি কত আসক্তি । চলতে চলতে নীচে নামতে থাকে । আমি যদি বিবাহ করতে না চাই গভর্নমেন্ট কিছুই করতে পারবে না । বোঝাতে পার কেন আমরা অশুচি হব যে পূজারী হয়ে সবার সামনে মাথা নত করতে হবে । আমি কুমারী থাকলে সবাই আমার সামনে মাথা নত করবে । সুতরাং আমি কেন পূজ্য হব না ? বেহদের বাবা বলেন পবিত্র পূজ্য হও । একটাই পরীক্ষা রাজযোগের । কতজন উত্তরণের পথে যেতে যেতেও আবার নীচে নেমে যায় । প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের পাট বাজিয়ে চলেছে । রেজাল্ট সেটাই হবে যা কল্প প্রথমে হয়েছিল । এটাই ড্রামা আর আমরা তার কলাকুশলী । সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হলেই বাবার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা জন্মাবে । বাবা, শুধু তোমাকেই

স্মরণ করব আর তোমার কাছ থেকে বর্ষা নিয়েই ছাড়ব । এমন প্রতিজ্ঞা করতে পারলেই স্ত্রী - পুরুষ দুজনেই পবিত্র হয়ে স্বর্গধামে যেতে পারবে । দুজনেই জ্ঞানের চিতায় বসতে পারবে । এমনই অনেক জুটি তৈরি হবে, তারপর দ্রুত গাছ(ঝাড়) তৈরি হওয়া শুরু হয়ে যাবে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমরনিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞে নিজের রথ (শরীর) সহ সবকিছুই আহুতি দিতে হবে । সার্ভিসের জন্য খুব সতর্ক এবং সক্রিয় হতে হবে ।

২) মায়া যতই প্রবল হোক না কেন সতর্ক হয়ে মায়ার থাপ্পড় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে । ভয় পেলে চলবে না ।

বরদান : - এক বাবাকেই নিজের সংসার বানিয়ে সবসময় হাসি, গান আর উড়তে থাকা প্রসন্নচিত্ত ভব

বলা হয় দৃষ্টি দ্বারাই সৃষ্টির পরিবর্তন হয়, সুতরাং তোমাদের রুহানী দৃষ্টিতে সৃষ্টির বদল ঘটেছে , এখন তোমাদের জন্য বাবাই একমাত্র সংসার । প্রথম সংসার আর এখনকার সংসারের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান হয়ে গেছে । প্রথম সংসারে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত, আর এখন বাবাই সংসার হবার পরে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে । বেহদের অনন্ত অবিনাশী প্রাপ্তি করান যিনি সেই বাবাকে পেয়েছি আর কি চাই ! সুতরাং সবসময় হাসি, গানে হাল্কা হয়ে উড়তে সক্ষম স্বরূপ প্রসন্নচিত্ত হয়ে থাক ।

স্নোগান :-- অন্তর যদি স্বচ্ছ হয় তবে সমস্ত ইচ্ছে পূর্ণ হবে । সর্ব প্রাপ্তি স্বাভাবিক ভাবেই তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন পূজারী থেকে পূজ্য, বেগার থেকে প্রিন্স হচ্ছ, তাই তোমাদের খুশীতে নৃত্য করা উচিত, কখনো ক্রন্দন করা উচিত নয়"

প্রশ্ন :-- অবিনাশী জ্ঞান রত্নের বর্ষায় বিত্তবান বানানোর জন্য বাবা তোমাদের কোন্ বিষয়ে নিজের সমান করেন ?

উত্তর :-- বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি যেমন 'রূপ বসন্ত' তেমনি তোমাদেরও 'রূপ বসন্ত' হতে হবে। যে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন তোমরা পেয়েছো, তা ধারণ করে মুখের দ্বারা দান করো। এই মহাদানেই ভারত বিত্তবান হবে। তোমরা বাচ্চারা যেমন বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিচ্ছ, তেমনি তা অন্যদেরও দাও। তোমাদের দায়িত্ব হলো সবাইকে পথ বলে দেওয়া, সুখদায়ী হওয়া।

গীত :-- ন্যায়ের পথে চলে দেখাও বাচ্চারা তোমরা.....

ওম্ শান্তি। এই গীত তোমাদের ক্ষেত্রেও যেমন প্রযোজ্য তেমনিই কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও, কেননা তারাও তো অনেক সহ্য করে ইংরেজের কাছ থেকে ভারতকে মুক্ত করেছে। তাই এই গীত রচিত হয় সেই খুশীতে। মানুষ তো আনন্দ করতেই থাকে, কিন্তু যতই করুক, দুনিয়ার তো পরিবর্তন হয় নি। এ তো সেই পুরানো দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে এই দুনিয়াকে পরিবর্তন করছি। ওরা শ্রীমত বলবে না। শ্রীমত হলোই এক ভগবানের। তোমরা এখন বাবার শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ শ্রীমতে চলছো। ওরা আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এখন বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ হলো শ্রী শিববাবার মত। কৃষ্ণকে বাবা বলা শোভা পায় না। এ হলো শ্রী শিববাবার মত। শ্রীকৃষ্ণ বাবার মত - এ কথা তো বলবে না। তোমরা এই ভারতকে আবার পবিত্র বানাচ্ছো। ভারত খন্ডই হলো মুখ্য কারণ এ হলো বেহদের বাবার জন্মভূমি। সম্পূর্ণ দুনিয়ার মনুষ্য মাত্রেরই যিনি বাবা, অর্থাৎ যিনি সবার সদগতিদাতা, এ তাঁরই জন্মভূমি। একেই সর্বোত্তম তীর্থ বলা হয়, এর থেকে উঁচু তীর্থ আর কিছুই নেই। গীতায় কিন্তু নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। এই ভারতবাসীরা নিজেরাই জানে না যে, ভারত হলো বেহদের বাবার জন্মভূমি। ভারতে শিবরাত্রি পালন করা হয় কিন্তু এ কথা কেউই জানে না যে, শিব কে? তিনি কবে এসেছিলেন? তাঁর নাম - রূপ কি? তোমরা এখন তা জেনে গেছো। এখন শিবলিঙ্গে সাদা স্টার দেখানো হয় যাতে মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পারে যে পরমাত্মার হলো এই রূপ, কিন্তু পূজা আদি কিভাবে করা যাবে তাই এই বড় রূপ বানানো হয়েছে। আসলে কিন্তু শিব হলেন স্টার। বাবা আবার জহরীও। বাবা জানেন যে, এমন পাথরও আছে যাকে স্টার রুবি, স্টার ফাইন মাণিক, স্টার নীলা ইত্যাদি বলা হয়। সেগুলো অতি মূল্যবান। তিনি খবরের কাগজেও পড়েছিলেন, সবথেকে বড় মণি অমুক জায়গা থেকে চুরি হয়ে গেছে। তাই এই শিবলিঙ্গ লাল তো বটে, এর মাঝে সাদা স্টার, লাইটের স্টার। এ কথা বোঝাতে খুব সহজ হবে। স্টার তো সাদা হয়, তাই না। আত্মারও সাদা স্টারের সাক্ষাৎকার হয়। জিনিস তো এই। কেবল স্টার চিন্তা করতে হবে। আর কিছু লেখার দরকার হবে না। তাহলে বোঝাতে খুব সহজ হবে। নীচে তো এই কথা লেখাই হয়, স্বর্গের রাজত্ব তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, কেননা ইনিই তো হেভেনলি গড ফাদার। তাই এই স্টারে আলো দিতে হবে। বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন। চট করে এই কাজ করে নেওয়া উচিত। এমন পাথরও আছে যাতে ফার্স্টক্লাস স্টার দেখায়।

এখানে তাদের অনেক মূল্য । এরপর সত্যযুগে তো এইসব জিনিসের কোনো মূল্য থাকবে না । ওখানে তো এই জহরতকে পাথর মনে করা হবে, মানুষ মহলে লাগাতে থাকবে । এই দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হচ্ছে । বাচ্চারা তোমরা জানো যে, আমরা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বাবার থেকে অবিনাশী বর্সা নিচ্ছি, পড়ছিও । যে যতো বেশী পড়বে সে তাতো উঁচু পদ পাবে । পড়তেও যেমন হবে তেমনি পড়াতেও হবে, অর্থাৎ নিজের মতো তৈরী করতে হবে তবেই উঁচু পদ পেতে পারবে । বাচ্চারা মনে করে, আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের প্রকৃত যাত্রা শেখাতে হবে । প্রত্যেককে বাবার পরিচয় দিতে হবে । কোনো মানুষই বাবাকে জানে না । বাবা তো একজনই । বাকি সকলেই নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে । এক আত্মার পার্ট অন্য আত্মার সঙ্গে মেলে না । আত্মা তো অবিনাশী, তার রূপের কোনো তফাৎ হয় না । শরীরের তফাৎ হয় আর প্রত্যেক আত্মার পার্টের তফাৎ হয় । প্রত্যেক আত্মা যারা স্টার লাইট, তাতে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে । অবিনাশী পার্ট । এ কথা তোমরাই জানো পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে । আত্মার সম্বন্ধে যেমন গাওয়া হয়, ভ্রুকুটির মধ্যে আজব তারা । অদ্ভুত তাই না । কত ছোটো তারা, তারমধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে । এই কথা যখন মানুষ শুনবে তখন তারিফ করবে যে, বরাবর এদের পরমাত্মা পড়ান । তোমাদের তো সবাইকে পড়াতে হবে । যদি খ্রীস্টানরা ইংরাজী জানে, তোমরা হিন্দিতে বলো, তারপর দোভাষী ইংরাজীতে শুনিয়ে দেবে । ওদের কাছে দোভাষী থাকে । বাবার পরিচয় তো দিতেই হবে । বাবা যেমন দুঃখহতা সুখকর্তা, বাচ্চারা তোমাদেরও তেমন হতে হবে । প্রত্যেককে পথ বলে দিতে হবে । অন্যদেরও সুখী করা --- এ বাচ্চারা তোমাদেরই দায়িত্ব । তোমরা নিজেরা বাবার থেকে এত অবিনাশী বর্সা নিচ্ছো, তো অন্যদেরও তো দিতে হবে । এ হলো মহাদান । এই এক একটি কথার মূল্য লাখ টাকার । শাস্ত্রের কথা যদি লাখ টাকার হতো তাহলে ভারত এমন কাঙ্গাল কেন হতো ?

তাই বাচ্চারা তোমাদের বুঝতে হবে যে, তোমাদের বাবার পরিচয় দিতে হবে, তিনিই পরম আত্মা । তিনি রূপও আবার বসন্তও, কিন্তু তিনি অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের বর্সা কিভাবে করবেন ? অবশ্যই তাঁর শরীরের প্রয়োজন । তাই বাবা এসে বাচ্চারা তোমাদের অর্থাৎ তোমাদের আত্মাদের রূপ - বসন্ত বানান । এই অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের ধারণা করতে হবে । মুখের দ্বারা এই জ্ঞান রঞ্জের দান দিতে হবে, যেই রঞ্জের কেউই মূল্যায়ন করতে পারে না । এর উপরও একটি কাহিনী আছে । তাই এই ধারণা করা উচিত । বলা হয় তো, শিববাবা বোম বোম ভোলানাথ --- ঝুলি ভরে দাও । এই অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা ঝুলি ভরতে হবে । এরপর তোমাদের মহল তো ওখানে হীরে জহরতের হবে । তাই এ কথা প্রত্যেককে বুঝিয়ে বলতে হবে । বাবা যেখানে থাকেন তা হলো নির্বাণধাম অথবা মুক্তিধাম । বুদ্ধ ইত্যাদির জন্য বলা হয় যে পার নির্বাণ গিয়েছেন । তাই সে তো সবারই নিজের ঘর হলো । সে হলো বাবারও ঘর । বাবা এখন এসেছেন সবাইকে নিয়ে যাবার জন্য । তিনি আমাদের অর্থ সম্পদ দিচ্ছেন । তাই বাবার পরিচয় তোমরা দেবে না তো কে দেবে ? বাবা বলেন যে, এ সবই হলো দেহের ধর্ম - আমি খ্রীস্টান, আমি অমুক । এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করে আমাকে (বাবাকে) স্মরণ করো । যাঁকে তোমরা ভক্তিমাগে স্মরণ করে এসেছো । গায়নও আছে যে - অন্ত মতি সেই গতি । গ্রন্থেও তো আছে - অন্তকালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে -- এখন কুকুর বা শূকর তো হতে পারবে না । তবুও জন্ম তো পাওই । বাবা বলেন - তোমরা দেহী-অভিমানী হও, আমাকে স্মরণ করো । তোমরা তোমাদের বাবাকে আর নিজের ঘরকে ভুলে গেছো । এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, আবার তা রিপিট হবে । ইসলামী, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সবাই নিজের নিজের পার্ট রিপিট করে এসেছে । এই নাটক অনেকবার রিপিট হয়ে এসেছে । এর কোন আদি বা অন্ত নেই ।

ড্রামার তো আদি বা অন্ত থাকে । আবার রিপোর্ট হতে থাকে অটোমেটিক্যালি । এ কথা যারা বুঝতে পেরেছে তাদের অন্যকেও বোঝাতে হবে যে, তোমরা এসে বাবাকে জানো । বাবাকে না জানার কারণে মানুষ অনাথ হয়ে গেছে । এখন মনে করো যে, পোপ বললেন, তোমরা লড়াই করো না, তাহলে ওরা খোড়াই মানবে । খ্রীস্টানদের বড় হলেন পোপ । তিনি সকলের গুরু । তাহলে গুরুর মতে কেন চলে না ? এরা কারোর কথাই শুনবে না । বাবা এসেই মত দেন, তাই সবাইকে বোঝাতে হবে । ধীরে ধীরে সব ধর্মের মানুষ শিখবে । প্রথমে তোমরা সিক্টারাই ছিলে, এখন সবাই আসতে শুরু করেছে । খ্রীস্টানদেরও বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত যাতে তারাও বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়ার অধিকারী হয় । এতে পরিশ্রান্ত হওয়া উচিত নয় । এই প্রদর্শনী তো খুব জোরে চলবে । সেবা পরায়ণ বাচ্চাদের উপর সেবার অনেক দায়িত্ব । তাঁরাই বাবার হৃদয়ে বিরাজ করবে তারপর সিংহাসনের অধিকারী হবে । তোমাদের মহাদানি হতে হবে তারপর বাবাকে স্মরণ করতে হবে । ওরা দ্বিতীয় জন্মের জন্য ইনসিওর করে । ঈশ্বরের কারণে বা কৃষ্ণের জন্য দান করে । বাস্তুবে কৃষ্ণ তো হলেন বিত্তবান, তিনি তো দান নিয়েছেন, বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিয়েছেন । স্বর্গের প্রিন্স যখন হয়েছেন, তাহলে যিনি স্বর্গ স্থাপন করেন, তাঁর থেকে অবশ্যই অবিনাশী বর্ষা নিয়েছেন, কিন্তু তা কিভাবে নিয়েছেন ? এ কথা কারোর বুদ্ধিতে বসে না । বাবা কৃষ্ণকেও আশীর্বাদী বর্ষা দিয়েছেন । এই বর্ষাকেও দান বলা হয় । যেমন কন্যাদান করে । বাবা এখন বলছেন, আমি তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে এসেছি, এর জন্য ব্যবস্থা করতে হবে । যদিও বা খরচসাপেক্ষ কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই । আমার কাছে বাচ্চারা তো সাক্ষাৎকার করেছে । ইব্রাহিম, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট ইত্যাদি বড় বড় আত্মারা অন্তিম সময়ে আসে । অবশ্যই শুনবে তবেই তো পদ পাবে তাই না । বাচ্চাদের তো খুশী হওয়া উচিত, তাই না । খ্রীস্টানদের ভারতের সঙ্গে অনেক সম্পর্ক । তারা রাজত্বও নিয়েছিলো আবার ফেরতও দিয়ে দিয়েছে । তারা ভারতকে খুব সামলে রাখতো । ভারতের উপর যদি কেউ চড়াও হয় তো সেই সব অর্থ নষ্ট হয়ে যাবে । তারা ভারতের উপর অনেক খরচ করেছে । এই সমস্ত কিছুই নানাভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, এই কারণেই তারা ভারতকে নানাভাবে রক্ষার চেষ্টা করে । এদের তো সাহায্যেরও দরকার আর রিটার্নেরও প্রয়োজন । তাদের তো রক্ষা করতেই হবে । বাবা জানে যে, ভারত গরীব তাই ওখান থেকেও সাহায্য করান আর নিজে এসেও সাহায্য দিচ্ছেন । এখন ওরা সাহায্য করছে আর ভবিষ্যতের জন্য বাবা সাহায্য দেবেন । তাই খুব ভালো হয় যে, একটি মন্ডপ বানিয়ে সেখানে যদি সব খ্রীস্টানদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় । কত ভালো ভালো চিত্র আছে, এতে সমস্ত জ্ঞান আছে । দিনে দিনে বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবে ।

তোমরা জানো যে, ছোটো আত্মার মধ্যে কত বড় পার্ট ভরা আছে । সায়েন্টিস্টরাও এই বিষয়ে আশ্চর্য হয়ে যাবে । সায়েন্টিস্টরাও মনে করে কেউ আমাদের প্রেরণা দেয় । বিনাশ তো অবশ্যই হবে । এ ড্রামাতেই নিহিত আছে । শঙ্করের কোনো কথা নেই । এ তো নিমিত্ত করে নাম রেখে দিয়েছে । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও হতে হবে । এই কথা শুনলে ওরা খুব খুশী হবে, তোমাদের অনেক ধন্যবাদ দেবে । বিদেশীরা অনেকে আসবে । তোমরা ঘরে বসে থাকলেও তোমাদের কাছে তারা আসবে । তাই তোমাদেরও তাদের দান করতে হবে । আমাদের কাছে তারা অনাথ এবং কাঙ্গাল । সম্পূর্ণ দুনিয়ায় ছেলেমেয়েরা অনাথ যেহেতু তারা বাবা মায়ের পরিচয় কেউ জানে না । তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও । তাই সার্ভিসের নেশা থাকা উচিত । তারও দেওয়া হয় যে তোমরা এসে বোঝো, বাবা এসেছেন সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যেতে । আত্মারা খুশী হয়, বরাবর এখন নাটক সম্পূর্ণ

হয়েছে, এখন বাবা এসেছেন নিয়ে যেতে । তারপর আমরা সুখধামে যাবো । আমরা অর্ধেক কল্প পূজারী হয়ে বাবাকে স্মরণ করেছি । এখন আবার আমাদের পূজ্য হতে হবে । তাই আমাদের খুশীতে নৃত্য করা উচিত । খুশী না হলে আবার কাঁদতে থাকে । যারা কাল্পকাটি করে তারা সব হারিয়ে ফেলে । হ্যাঁ, এমন সুখদানকারী বাবার স্মরণে যদি চোখে জল আসে, তাহলে তারা মালার দানা হয়ে যাবে । বাবার শ্রীমতে তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে । এই বাবাও বলেন, প্রতি পদে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । এই শ্রীমতই হলো শ্রেষ্ঠ । এই পড়া অনেক উঁচু । মানুষ যখন তীর্থে যায় তখন অনেক অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয় । আগে তো মানুষ পায়ে হেঁটে যাবো, এখন গভর্নমেন্ট অনেক সহজ করে দিয়েছে । তাই বাবা বোঝান যে, তোমাদের প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে হবে । সাবধানে চড়লে বৈকুণ্ঠের রস থাকে আর পড়ে গেলে চুরমার হয়ে যাবে । প্রতি পদে তোমাদের রায় নিতে হবে । তোমরা চিঠি লেখো - শিববাবা ভায়া ব্রহ্মা অথবা ব্রহ্মাকুমারী, তাহলে শিববাবা স্মরণে আসবে । অনেক বাচ্চারা লিখতে ভুলে যায় । একদিন সকলের বুদ্ধির তালা অবশ্যই খুলে যাবে । বাচ্চাদের সেবার অনেক নেশা থাকা উচিত । অনেক সেবা করতে হবে । এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । অর্থ নিজে থেকেই আসবে । অনায়াসেই সবকিছু হতে থাকবে । বাবা বলেন যে - তোমাদের তিন পদ পৃথিবী পাওয়াও খুব মুশকিল কিন্তু আগের কল্পেও তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলে ।

আচ্ছা, তোমরা তো অনেক বোঝাও, তোমাদের ধারণাও আছে । অনেক বেশী খেয়ে নিলে হজম হয় না । প্রদর্শনীতে তো অনেকেই আসে কিন্তু একজনও নিশ্চিত হয় না যে, এদের পড়ান বা রাজযোগ শেখান বাবা । প্রথম - প্রথম এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে । তোমরা বোঝাতে পারো যে - এ হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী । রচয়িতা হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা । সেই বাবার থেকেই অবিনাশী বর্ষা পেতে হবে । যতক্ষণ না বাবার সন্তান হচ্ছে ততক্ষণ আশীর্বাদী বর্ষা পেতে পারবে না । ভক্তদের ফল দেন বাবা । এত সব ব্রহ্মাকুমার - কুমারী আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও ফ্রিজেটর বলা হয় । এখন নতুন দুনিয়ার রচনা হচ্ছে । ভগবান উবাচঃ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি লাকী নক্ষত্রের প্রতি জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রের স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার হৃদয় আসনে বিরাজ করার জন্য সেবার দায়িত্ব নিতে হবে । অবশ্যই মহাদানি হতে হবে । জ্ঞান দানে কিছু খরচা হলেও সমস্যা কিছু নেই ।

২) . পড়া অনেক উচ্চ, তাই অনেক সাবধানের সঙ্গে চলতে হবে । প্রতি পদে শ্রীমত নিতে হবে ।

বরদান :-- ক্রকুটি কুটিরে বসে অন্তর্মুখীতার রসপান করে প্রকৃত তপস্বীমূর্ত ভব

যে বাচ্চারা নিজের বাণীকে নিয়ন্ত্রণ করে শক্তি আর সময় জমা করে নেয়, তাদের স্বতোই অন্তর্মুখীতার রসের অনুভব হয় । অন্তর্মুখীতার রস আর শব্দ বা বাণীর রস - এতে রাতদিনের

তফাৎ । অন্তর্মুখী সর্বদা ভ্রুকুটি কুটিরে তপস্বীমূর্তের অনুভব করতে পারে । তারা ব্যর্থ সংকল্প থেকে মনের মৌনতা আর ব্যর্থ বাণীর থেকে মুখের মৌনতা বজায় রাখে, তাই তাদের অন্তর্মুখীতার রসের অলৌকিক অনুভব হয় ।

স্লোগান :-- যে সকল রহস্যকে জেনে প্রতিটি পরিস্থিতিতে খুশী থাকে - সে-ই 'জ্ঞানী' তু আত্মা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - খুব বড় বিচিত্র ওস্তাদ পেয়েছো তোমরা। একমাত্র ওঁনার শ্রীমত অনুসারেই যদি চলতে থাকো তোমরা, তবে ডবল মুকুটধারী দেবতা হতে পারবে"

প্রশ্ন :- এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে যেন কখনোই ক্লান্তি না আসে - তার জন্য কি এমন সহজ পুরুষার্থ আছে?

উত্তর :- এই পঠন-পাঠনের মধ্যে কখনও যদি নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান-এর বিষয় আসে, তাতেও কিন্তু একই স্থিতিতে থাকবে। তা একপ্রকারের খেলা ভাবলে তবে কখনোই এই পাঠে ক্লান্তি আসবে না। সবচেয়ে বেশী নিন্দা হয় তো কৃষ্ণের। লোকেরা কতই না কলঙ্ক লাগায় তার নামে, তারাই আবার তাকে পূজা করে। অতএব এই গালি-গালাজ কোনও নতুন ঘটনা নয়, এর জন্য যেন এই জ্ঞানের পাঠে অনাগ্রহ বা ক্লান্তি না আসে। বাবা যতক্ষণ পর্যন্ত পড়াবেন, ততক্ষণ পড়তে থাকো।

(বনবারী= বনমালী/ শ্রীকৃষ্ণ)

গীত :- বনবারী রে, জীনে কা সাহারা তেরা নাম রে, মুঝে দুনিয়াবালো সে ক্যা কাম রে

ওঁম্ শান্তি! কে গাইছে এই গীত? কে কাকে উদ্দেশ্য করে বলছে একথা? তা কেবল তোমরা বি.কে.-রাই জানো। যাদের গোপ-গোপী বলা হয়, তারাই জানে। বাচ্চারা তাদের আপন বাবা গোপীবল্লভকে স্মরণ করছে। এমন বাবা আর যে কেউ হতেই পারে না, একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া। পূর্বে কখনও নিশ্চয় উনি এখানে এসে থাকবেন, তাই তো এভাবে আকুল হয়ে স্মরণ করে ওনাকে। প্রশস্তি তো পরবর্তী কালেই করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ - যীশুখৃষ্ট এসে খ্রিস্টান ধর্মের স্থাপনা করে। কিন্তু সে যদি অন্য কোথাও না যায়, তখন তো তার পালনা অবশ্যই করতে হয়, তখন ওনাকে অবশ্যই পুনঃ জন্মেই আসতে হয়। কিন্তু যিনি ধর্ম স্থাপনা করে গেলেন, তাই প্রতি বছরই তার জন্মদিন পালন করা হয়। অবশ্য যারা ভক্তি-মার্গের কেবল তারাই তাকে স্মরণ করবে। ঠিক তেমন ভাবেই আজকাল দশহরা বা দুর্গোৎসব পালন করা হয়, নিশ্চয় তা শুভ বলেই। কেউ তেমন ভাল কিছু করলে তবেই তো তার উৎসব করা হয়। এমনই দীপমালা বা দীপাবলী উৎসবও, যা আমরা পালন করি। কৃষ্ণ-জয়ন্তীও এমন কারণেই পালন করি। কিছু শুভ হবার কারণেই, সেই স্মৃতিতে উৎসবগুলি পালন করা হয়। বর্তমানের ভারত-বাসীদের তো এটাই জানা নেই যে রাখী ইত্যাদি উৎসবগুলি কেন পালন করা হয়, বা কি ঘটেছিলো তখন? যদিও তারা জানে যীশুখৃষ্ট-গৌতম বুদ্ধ এনারা এসেছিলেন ধর্মের স্থাপনা করতে। বর্তমান সময়কালটা আসুরী সম্প্রদায়ের, কেবলমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের। বাবা অর্থাৎ 'রাম' এসে তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছেন অথবা এভাবেও বলতে পারো পরমপিতা স্বয়ং এসে স্বর্গ-রাজ্যের উদ্ঘাটন করছেন অর্থাৎ ভিত স্থাপন করছেন। যাকে তোমরা ওপেনিং সেরিমনি-ও বলতে পারো। এই ভারত থেকেই শ্রেষ্ঠাচারী মহারাজা-মহারানীর নির্মাণ হয়। পূর্বে সত্যযুগী দেবী-দেবতারাই ডবল মুকুটধারী ছিলেন। তাদের যেমন ছিল পবিত্রতার মুকুট, তেমনি ছিল হীরে জহরত, মণি-মুক্তোর মুকুট। আর বিকারী রাজাদের ছিল কেবল রত্ন-জড়ির মুকুট। এই এক মুকুটধারীরাই দ্বি-মুকুটধারীদের পূজো করতো। কিন্তু কখন তা ঘটেছিল, কিভাবেই বা তারা সেই রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার পেয়েছিল - এসব লোকেদের জানা নেই। লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বি-মুকুটধারী দেবী-দেবতা ছিলেন। কিন্তু তাদের এমন শ্রেষ্ঠ বানিয়েছিলেন কে? এই

বাবা-ই বসে বসে তাদের সেসব কিছু বুঝিয়েছিলেন। এই যে দশহরা উৎসব, নিশ্চয় কোনও না কোনও ঘটনার স্মৃতিতেই তা পালন করে, উৎসবের প্রতীক হিসাবে রাবণকেও জ্বালানো হয়। কিন্তু রাবণ কি কোনও জ্বালানোর বস্তু? তার রাজত্ব তো এখন শেষ হতে চলছে। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত শ্রেষ্ঠাচারী রাম-রাজ্যের স্থাপনা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রষ্টাচারী রাবণ-রাজ্য চলতে থাকে। রাবণ-রাজ্যের বিনাশ আর রাম-রাজ্যের স্থাপনাতে সেই সেরিমনি (পর্বাদি) পালন করা হয়। রাবণকে জ্বালানোর প্রতীক হলো ব্রষ্টাচারী আসুরী রাজত্বের অবসান। ব্রষ্টাচারেরও আবার শ্রেণী-বিন্যাস আছে। যা চলে আসছে দ্বাপরের শুরু থেকেই। শুরুতে ব্রষ্টাচার থাকে ২-কলা, তারপর ৪-কলা, ৮-কলা, ১০-কলা এইভাবে বাড়তে বাড়তে সম্পূর্ণ ১৬-কলাই ব্রষ্টাচার হয়ে যায়। এই ১৬-কলা ব্রষ্টাচারকে ১৬-কলা শ্রেষ্ঠাচারী বানানো, তা একমাত্র এই বাবার দ্বারাই সম্ভব।

বাবা বোঝাচ্ছেন, যেহেতু এখন রাবণ-রাজ্য, সবাই ব্রষ্ট হয়েই আছে। কিন্তু রামরাজ্য ছিল শ্রেষ্ঠাচারী, যখন ভারতকে স্বর্গ-রাজ্য বলা হতো, যা আজ এমন ব্রষ্টাচারীতে পরিণত। তাই বাবা জানাচ্ছেন-উনি এসেছেন ব্রষ্টাচারী রাজ্যকে শ্রেষ্ঠাচারী করে গড়ে তুলতে। এখানে যেমন যাদব-কুল আছে, তেমনি আছে কৌরব-কুলও। যাদব-কুলে আবার অনেক প্রকার ধর্মের সমাগম। যারা একদা শ্রেষ্ঠাচারী দৈবী-ধর্মের ছিলো তারাই আজ ধর্ম-ব্রষ্ট, কর্ম-ব্রষ্ট। বাবা আবারও তাদেরকে শ্রেষ্ঠ-কর্ম করতে শেখান। ভক্তি-মার্গে তারই উৎসব পালন করা হয়। আর এই কর্ম-কর্তব্যের নিমিত্তে পূর্বেও অবশ্যই বাবা এসেছিলেন-যা আজ থেকে ৫-হাজার বছর পূর্বের কথা। উনি এসেই ব্রষ্টাচারীদের শ্রেষ্ঠাচারী করে গড়ে তুলেছিলেন। সমগ্র দুনিয়াকেই শ্রেষ্ঠাচারীতে রূপান্তর করা একমাত্র এই বাবা-রই কাজ তা। তারপর আবার এখানে পাঠিয়ে দেন, তোমরা যে দৈবী-ধর্মের স্থাপনা করো, তার পালনার জন্য। একথা বলার অপেক্ষা থাকে না, ডামার চিত্রপট অনুসারে অটোমেটিকেনী তা হতে থাকে। তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী হবার সাথে সাথে সৃষ্টি-জগৎ-ও সত্যপ্রধান ও শ্রেষ্ঠাচারী হতে থাকে। বর্তমানে তো ৫-তম্বই তমোপ্রধান অবস্থায়। তাই তো এত উত্থাল-পাতাল অবস্থা। মনুষ্যরাও আজ কত দুঃখী। কত কোটি-কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে চারিদিকে। সত্যযুগে এমন কোনও উপদ্রব হয় না, যা হয় কেবল এই নরক-রাজ্যেই। এই উপদ্রবের মাত্রাও প্রথমে ২-কলা থাকে, যা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে এখন ১৬-কলা সম্পূর্ণ। এসব আরও বিস্তারে বোঝানো উচিত। যদিও তা সহজবোধ্য, তবুও না তো লোকেরা বুঝতে পারে, আর না তোমরা সেভাবে বোঝাতে পারো। রাবণকে জ্বালানো শুরু হয় দ্বাপর থেকে। তা কিন্তু ৫-হাজার বর্ষ পূর্ব থেকে নয়। ভক্তি-মার্গ শুরু হলে তবেই তো উপদ্রব শুরু হয়। এরপর কিভাবে রাবণ-রাজ্যের বিনাশ হয়ে রাম-রাজ্যের স্থাপনা হয় - তা তো তোমাদের জানা। লোকেরা তো এটাই জানে না -রাবণ কি? বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন, লঙ্কা নামে সত্যযুগে কোনও কিছুই ছিল না। তখন তো জনসংখ্যাও ছিল খুব কম। যা জনবসতি ছিল তা কেবল যমুনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল-গুলোতে। আজকের স্বর্ণ-মন্দিরে বৈকুণ্ঠের একটা মডেল আছে, তবুও লোকেরা তা বোঝে না। স্বর্গ-রাজ্যে সোনার মহল বানাতে বিশেষ সময়ও লাগে না। উন্নত মেশিনারীতে মুহূর্তেই সোনা গলিয়ে টালি ইত্যাদি বানানো যায়।

বাম্বারা, এই বিজ্ঞান-ই বিনাশ ঘটাবে। সেই বিজ্ঞান-ই আবার আবার সেখানে তোমাদের কাজে আসবে। এই যে এরোপ্লেন ইত্যাদি যা খুশীর জন্য বানানো হচ্ছে, এগুলির দ্বারাই বিনাশ ঘটবে। যা সুখের জন্য তা আবার দুঃখেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুখ তো অল্পকালের জন্য। গত ১০০-বছরের মধ্যেই এসবের আবিষ্কার হয়েছে। এবার নিজেরাই ভেবে দেখ, বিনাশের পর কত অল্প সময়ের মধ্যেই

নতুন সেই দুনিয়ায় সবকিছুই তৈরী হয়ে যাবে। মুহূর্তেই সোনার মহল তৈরী হয়ে যাবে। এই ভারতেই এমন সব সোনা-রূপার মহল তৈরী হবে, যাতে লাগানো থাকবে হীরে-জহরত, মণি-মুক্তো। বিশাল আকারের হবে রাজ-দরবার। রাজ-রাজারা নিজেরা সবাই একত্রিত হবে সেখানে। তাকে পাণ্ডব-সভা বলা হয় না কিন্তু, বলা হয় লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানীর সভা। রাজকুমারেরা-রাজকুমারীরা সবাই এসে বসবে সেখানে। যেমন, যখন ব্রিটিশ সরকার ছিল, তখন রাজকুমার-রাজকুমারী ও রাজা-মহারাজাদের বিশাল সভা বসতো। সবাই যে যার নিজের মুকুট পরিধান করতো। নেপালে ব্রহ্মাবাবা যখন যেতেন, তখন সেখানেও রাজ পরিবারের সভা বসতো। বড় মুকুটধারী রাজাও সেখানেই বসতেন। যারা মহারাজা-মহারানী। তাদের মধ্যেও ক্রমিক অনুসার ছিল। অন্য রাণীরা পর্দার আড়ালেই থাকতো। মহা সমারোহে জাঁকজমক সহকারে বসতো তারা। উনি (ব্রহ্মা) বলতেন, এ যেন সেই পাণ্ডব রাজ্যের সভা। তারা নিজেদেরকে সূর্য-বংশী বলে পরিচয় দিত। যদিও এখন তারা এক-মুকুটধারী, পূর্বে দ্বিমুকুটধারী-ই ছিল। তারা কৃষ্ণের বিষয়েও অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করেছে - একে নিয়ে পালিয়েছে, এইসব করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও বাস্তব কিন্তু তা নয়।

কোনও ঘটনা ঘটান পর, তা অতীত হয়ে গেলে তাকেই উৎসব হিসাবে পালন করে লোকেরা। তেমনি রাবণ-রাজ্যের অবসান হয়ে রাম-রাজ্য স্থাপনার সময়টিকে প্রতি বছরই পালন করা হয়। এতেই তো প্রমাণিত, আসুরী রাবণ-রাজ্য আজ থেকে ৫-হাজার বর্ষ পূর্বেই ছিল। তখনও বাবা এসেছিলেন, এসে রাবণ রাজ্যের বিনাশও ঘটিয়েছিলেন। সেই মহাভারতের মহা-লড়াই আবার তোমাদের সামনে উপস্থিত। রাবণ কোনও ব্যক্তি বা বস্তু নয়। কিন্তু রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর কথাও যে উল্লেখ আছে। যদিও রাবণ এর মতন মন্দোদরীকে দশ-মাথার দেখানো হয় না। যেমন বিষ্ণুর চার-হাত দেখানো হয়। তা আসলে দুই-হাত লক্ষ্মীর আর দুই-হাত নারায়ণের। যেমন রাবণের দশ-মাথা দেখানো হয়, তা হলো ৫-বিকার রাবণের আর ৫-বিকার মন্দোদরীর। বিষ্ণুর চতুর্ভুজের অর্থও তেমনই। পূজা কিন্তু করা হয় চার-হাতের মহালক্ষ্মীকেই। যাকে দীপমালা উৎসবে আহ্বান করা হয়। কিন্তু তা হলে নারায়ণ-ই বা কি দোষ করলো? লক্ষ্মীকে ধন-সম্পদ দেবে তো নারায়ণ। আসলে উভয়েই তো সমান ভাগীদার। বাস্তবে লক্ষ্মীর কাছে তো ধন-সম্পদ থাকেই না। ধন-সম্পদ-দাত্রী তো জগদম্বা। তোমরা বি.কে.-রা তা জানো! যিনি এখন জগদম্বা আগামীতে তিনিই আবার লক্ষ্মী। কিন্তু লোকেরা তা পৃথক পৃথক করে দেখায়। এই জগদম্বার কাছেই সবকিছুর প্রার্থনা করা হয়। কোনও প্রকারের দুঃখ-কষ্ট হলে, কারও বাচ্চা মারা গেলে, তখন জগৎ অম্বাকে বলে- "আমাদের রক্ষা করো, আমাকে বাচ্চা দাও, আমার রোগ-ভোগ সারিয়ে দাও"- এরকম অনেক ধরনের কামনা করতে থাকে। কিন্তু, লক্ষ্মীর কাছে তো কেবল ধন-দৌলতের কামনা, বাস্ এইটুকুই। আর জগত অম্বা তো সব কামনাই পূরো করেন। লোককে ধনবান তো ইনিই বানান। তাই তো তোমাদের যাবতীয় চাহিদা পূরণ হয় এনার ইচ্ছাতেই। এই ধন-সম্পদ কোনও জাগতিক ধন-সম্পদ নয় - এ হলো জ্ঞানের সম্পদ, যার পাঠ পড়িয়ে থাকেন উনি- ফলে তোমরাও কত নিম্ন-স্তর থেকে উন্নীত হয়ে কত উচ্চ-স্তরে পৌঁছে যাও। তারপর তোমরা নিজেরাই যখন লক্ষ্মীর মতন হও, তখন তো খুবই ধনবান হয়ে যাও। এই সময়ে গুণ ও শক্তির সাহায্যে তোমরা নিজেরাই নিজেদের সর্ব-প্রকার কামনাগুলি পূরো করতে পারো। যেহেতু তা জগদম্বার দান। লক্ষ্মী-দেবী এসবের দান দিতে পারেন না। উনি যদি দান দিতে পারতেন, তবে জগতে না তো কেউ ক্ষুধায় মরতো, আর না কেউ কাঙ্গাল হতো। সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে রাবণের কোনও অস্তিত্বই থাকে না। রাবণকে জ্বালানো হয় এই কলিযুগে। দশহরার পর রাবণকে জ্বালিয়ে দীপাবলীর উৎসব পালন করা হয়। লোকেরা এই ভাবধারায় খুশী হয় যে রাবণ-

রাজ্যের বিনাশ হলেই রাম-রাজ্যের স্থাপনা হবে। প্রতি ঘরে যে আলায় আলোকিত করা হয়, যাতে তোমাদের আত্মাও আলোকিত হয় তাতে। সঙ্গম-যুগের এইসব ঘটনাক্রম সত্যযুগে ঘটে না।

বাম্বারা, তোমরা বি.কে.-রা ত্রিকালদর্শী। তোমরা তোমাদের প্রলব্ধ ভোগ করে স্বর্গ-রাজ্যে গিয়ে। এইসব জ্ঞান তখন ভুলেই যাও। সঙ্গমযুগ হলো স্থাপনা আর বিনাশ এর জন্য। স্থাপনা হয়ে গেলেই সঙ্গমের সমাপ্তি। এইসব উৎসব ইত্যাদির প্রকৃত কারণগুলির জ্ঞান কেবল বি.কে.-রাই জানে ও বোঝে। জগতের অজ্ঞানী লোকেরা এসবের কিছুই বোঝে না। তারা উল্টো-পাল্টা অনেক কিছুই বানিয়ে বলে, যা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য প্রকৃত তথ্য নয়। এখন বাস্তবে তোমরা যা দেখছো, সত্যযুগে এসব কিছুই ঘটবে না। শাস্ত্রগুলিতে আবার নারদের বিষয়েও নানান কথাও তো আছে। তোমাদের কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, তখন তোমরাও (নারদের মতন) জানাবে- বাবা, আমি লক্ষ্মীকেই বা নারায়ণকে বিয়ে করবো। তা শুনে বাবা বলেন - আগে (মন আয়নায়ে) নিজেকে বিচার করে দেখো, নিজেদের মধ্যে কোনও প্রকার বিকার নেই তো! ক্রোধ বা অন্য কোনও বিকার থাকলে তবে তা হতে পারবে কি প্রকারে? এখনও পর্যন্ত তো কেউ-ই সম্পূর্ণ হতে পারেনি। কিন্তু হতে যে হবেই তোমাদের। এইসব বিকারী ভূতগুলিকেও তাড়াতে হবে, তবেই তো এত উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে। চমৎকার পারদর্শী ওস্তাদকে পেয়েছো যে তোমরা। উনি এমনই বাবা, যিনি সর্বগুণ সম্পন্ন, জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, যিনি তার বাম্বাদেরও সর্বগুণ সম্পন্ন দ্বি-মুকুটধারী দেবতা গড়ে তোলেন-প্রতি কল্পে তোমরা বি.কে.-রাই এই বাবার আপন বাম্বা হও। একমাত্র দেবতারাই দ্বি-মুকুটধারী হন। তোমরা এসেছো বাবার থেকে সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা নিতে। এখানে যেমন আশীর্বাদ পাওয়া যায়, তেমনি পড়াশুনাও করতে হয়। পয়েন্টগুলিকে ধারণ করতে হয়। তোমরা নিজেরাই যদি তেমন পড়াশোনা না করো তবে অন্যদের তা বোঝাবে কিভাবে? এই অবিনাশী ড্রামা হুবহু পুনরাবৃত্তি হয়। এখন যেসব জ্ঞান ধারণ করছো, আগামীতে তা লুপ্ত হয়ে যাবে। এই লক্ষা (শ্রীলক্ষা) ইত্যাদি যা কিছু আছে, তারও কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। আত্মা, রাবণের জন্ম কখন হয়েছিলো? শাস্ত্রে যা লেখা আছে, দ্বাপর থেকে দেবতার বাম-মার্গে চলে যায়, আর তখন থেকেই লোকেরা বিকারী হতে শুরু করে। ভক্তি-মার্গ শুরুতে অব্যভিচারী থাকে পরে তা ব্যভিচারী হয়ে যায়। আজকাল তো মানুষেরা তাদের নিজেদেরকেও পূজা করায়। বাবা জানাচ্ছেন - উনি আসেন ব্রহ্মাচারী দুনিয়ার বিনাশ ঘটিয়ে শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া স্থাপন করতে। তা করতে হলে প্রথমে শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ার স্থাপনা করে তারপর ব্রহ্মাচারী দুনিয়ার বিনাশ করতে হয়। কল্প-কল্প ধরে এই কর্ম-কর্তব্যই ওনার! ব্রহ্মাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে সময়ও লাগে অনেক। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা স্বয়ং বসে পড়াতে থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই পাঠ পড়তেই হয়। কল্প পূর্বে যে যতটা পড়াশুনা করেছিল, এখনও সে ততটাই করবে। অনেক বি.কে. এই জ্ঞানের পথে চলতে চলতে বলে বসে - ব্যস্ আমি আর জ্ঞানে চলতে পারবো না। -- আরে, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান এসব তো থাকবেই। কিন্তু তা বলে তুমি তোমার পড়াশোনা কেন ছাড়বে? সবচেয়ে বেশী নিন্দা তো কৃষ্ণের প্রতি করা হয়। লোকেরা কত ধরণের কলঙ্ক লাগায় তার চরিত্রের নামে। তারপরেও কেন আবার তার পূজা-অর্চনাও করে? বাস্তবে - বর্তমান সময়ে সেই গালি এই ব্রহ্মাবাবাকেই তো দেওয়া হয়। পুরো সিন্ধ-প্রদেশেই তার কত নিন্দা ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু কেউ তাকে কিছু করে উঠতে পারেনি। এসবই যে ড্রামার খেলা। এ নতুন কিছু নয়। কল্প পূর্বেও এমনই গালাগালি করা হয়েছিল তার প্রতি। তাই তিনি নদীর এপাড়ে চলে আসেন। তোমরা বি.কে.-রাও তেমনই সিন্ধু পার করে সেই একই পারেই আছে এখন। সেখানে কিন্তু কোনও কৃষ্ণ ছিল না, এই ব্রহ্মাবাবা অর্থাৎ দাদা-রই আসা-যাওয়া ছিল। তোমরা এও জানো

যে, তোমরা বি.কে -রা এখন যে রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার পাও, পরবর্তীতে তা আবার খুইয়েও ফেলো। এমনই আজব খেলার নাটক এটা। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের প্রতি।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সবার মনোকামনা পূরণকারী কামধেনু (জগদম্বা)-র মতন হতে হবে। জ্ঞানের দান করেই যেতে হবে।

২) স্তুতি বা নিন্দা উভয় কারণেই একই সমান স্থিতিতে থাকতে হবে। কোনও কারণেই এই পাঠ পড়া ছাড়বে না যেন। সেগুলিকে খেলার অঙ্গ ভেবে তাকে অতিক্রম করে যেতে হবে।

বরদান :- শুদ্ধ মন আর দিব্য বুদ্ধির বিমান দ্বারা সেকেণ্ডেই 'সুইট-হোম'-এর যাত্রা করতে পারা মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

বিস্তার:- বিজ্ঞানীরা অতি দ্রুত গতি যন্ত্রের আবিষ্কারে ব্যস্ত, যার জন্য অনেক খরচও করে চলেছে, কত শক্তি আর কত সময় ব্যয় করে চলেছে। কিন্তু তোমাদের কাছে এমন তীব্র গতির যন্ত্র আছে, যা বিনা খরচেই ভাবনার সাথে সাথেই গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারো। শুভ সংকল্প ও দিব্য বুদ্ধির দ্বারা যা তোমরা পেয়ে থাকো। এই শুদ্ধ সংকল্প ও দিব্য বুদ্ধির বিমানের দ্বারা যখন ইচ্ছা তখনই পৌঁছে যেতে পারো আবার যখন চাও তখনই ফিরতে পারো। এমন মাস্টার সর্ব-শক্তিমানদের কেউ থামাতেই পারে না।

স্লোগান :- দিল (হৃদয়) সদা স্বচ্ছ থাকলে 'দিলারাম' বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা বর্ষিত হতেই থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- দেহের সম্বন্ধে বন্ধন আছে, তাই দুঃখ আছে, যদি দেহী-র সম্বন্ধে থাকে তবে অপার সুখ প্রাপ্ত করবে, একমাত্র মাতা-পিতার স্মরণ থাকবে"

প্রশ্ন:- কোন্ নেশায় থাকলে মাঝাকে পরাজিত করার সাহস আসবে ?

উত্তর :- এই নেশা যেন থাকে যে কল্প-কল্প আমরা বাবার স্মরণের দ্বারা মায়া শত্রুকে পরাজিত করে হীরে সম হই। স্বয়ং খোদা হলেন আমাদের মাতা-পিতা, এই স্মৃতি বা নেশায় থাকলে সাহস এসে যাবে। সাহসী বাচ্চারা বিজয়ী অবশ্যই হয় এবং গডলি সার্ভিসে রেডি থাকে ।

গীত :- তোমায় আহ্বান করতে ইচ্ছা হয়.....।

ওম্শান্তি। দেবী-দেবতাদের পূজারী পারলৌকিক মাতা-পিতাকে স্মরণ তো করেই থাকে আর ভক্তরাও জানে আমাদের ভক্তির ফল দিতে মাতা-পিতাকে অবশ্যই আসতে হবে । এবারে এই মাতা-পিতা হলেন কে - তারা সেই কথা জানেনা। আহ্বান করে, ফলে প্রমাণিত হয়, তাদের সম্বন্ধ আছে নিশ্চয়ই। এক হয় লৌকিক সম্বন্ধ, দ্বিতীয় হয় পারলৌকিক সম্বন্ধ। লৌকিক সম্বন্ধ তো অনেক প্রকারের হয়। কাকা, মামা, ইত্যাদি এই হল লৌকিক বন্ধন, তাই পরম পিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করা হয়। এ কথা তো বাচ্চারা জানে সত্যযুগে কোনো বন্ধন নেই। বাবাকে ডাকে যে আমরা এখন বন্ধনে আছি, তোমার শরণে যেতে চাই । ভক্তদের মনে আছে আমরা অনেক রকমের বন্ধনে আছি। দেহ বোধের স্মরণ থাকার দরুন অনেক বন্ধন আছে। দেহী(আমি শরীর নই, আমি হলাম আত্মা) ভাব-এর দ্বারা একমাত্র মাতা-পিতা স্মরণে থাকে। লৌকিক এবং পারলৌকিক-কে স্মরণের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ আছে। এ হল দৈহিক বন্ধন আর ওটা হল রূহানী বা আত্মিক সম্বন্ধ। দৈহিক সম্বন্ধ সত্যযুগে থাকে, কিন্তু সেখানে সেটা হল সুখের সম্বন্ধ । এখানে যেটা আছে তাকে দুঃখের বন্ধন বলা হবে, সম্বন্ধ বলা হবে না। এইসব কথা আগে জানা ছিল না । এখন বুঝেছি, যদিও তোমরা ডাকতে - হে মাতা-পিতা এসো। বাবা তো সবাইকে নিশ্চয়ই সুখ-ই দেবেন। কিন্তু বাবা কি সুখ দেন - সে কথা কেউ জানেনা। এখন বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে , ওঁনার কাছে সদা সুখের প্রাপ্তি হয়। সুখকে সম্বন্ধ , দুঃখকে বন্ধন বলা হবে। সুতরাং বাচ্চারা মাতা-পিতাকে আহ্বান করে যে এসে এমন মিষ্টি কথা শোনাও। তারা ইনডাইরেক্টলি ডাকে, তোমরা ডাইরেক্ট আহ্বান করো। তারাও স্মরণ করে - হে পরম পিতা পরমাত্মা। পিতা যখন আছেন তখন মাতাও থাকা উচিত। তা নাহলে বাবা ক্রিয়েট করবেন কিভাবে ? শিববাবাকে বাচ্চারা চিঠি লিখবে কিভাবে ? এমন হলে তো তিনি পড়তে পারবেন না। শিববাবা তো এখানে বসে আছেন, তাই লেখেন শিববাবা হ্রু ব্রহ্মা। শিববাবা অবশ্যই কোনো শরীর তো ধারণ করবেন। গায়নও করে - আত্মা আর পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল, সদগুরু তাঁকে বলা হয়। তিনি হলেন সকলের সদগতি দাতা। তিনি এসে এই শরীরে প্রবেশ করেন। তারপরে বসে এনাকে ৮৪ জন্মের রহস্য বলেন। ব্রহ্মার রাত, ব্রহ্মার দিন গায়ন আছে। প্রথমে আছেন পরমপিতা পরমাত্মা রচয়িতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে রচনা করেন। যথাযথভাবে পরমপিতা, ব্রহ্মার রাত-কে পুনরায় ব্রহ্মার দিন করতে আসেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দিন তো প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দিনও হল। দিন বলা হয় সত্যযুগ-ত্রৈতাকে। রাত, দ্বাপর-কলিযুগকে। এখন তোমরা বাচ্চারা এসেছ বাবার কাছে স্বর্গের বর্সা নিতে। ওঁনার জন্যেই গায়ন আছে স্বমেব মাতাশ্চ

পিতা ... সখা রূপে হালকা ভাবে এসে আনন্দিত হন। মুখ্য হল তিনটি সম্বন্ধ - পিতা, শিক্ষক, সদগুরু। এই সম্বন্ধেই লাভ আছে। বাকি কাকা, মামা ইত্যাদি সম্বন্ধের কোনো কথা নেই। সুতরাং সম্পূর্ণ পিতা এসে বাচ্চাদের সম্পূর্ণ করেন। ১৬ কলা সম্পূর্ণ তোমরা হচ্ছ। তোমরা হলে অনুভবী। অন্যরা কি করে জানবে। তারা যতক্ষণ বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সঙ্গ প্রাপ্ত না করছে ততক্ষণ কিভাবে বুঝবে।

এখন তোমরা জানো ভক্তি মার্গেও বন্ধন আছে। তখন স্মরণ করা হয় যখন রাবণ রূপী ৫ বিকারের বন্ধনে আছে। বাবার নাম-ই হল লিভেটর অর্থাৎ উদ্ধারকর্তা। ইংরেজি শব্দটি খুব ভালো। মানুষদের লিবারেট করেন, লিবারেট করা হয় দুঃখ থেকে, মায়ার বন্ধন থেকে লিবারেট করতে আসেন। তারপরে গাইড-ও হলেন তিনি। গীতায় আছে মশা বা পতঙ্গের মতো সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান অর্থাৎ বিনাশ নিশ্চয়ই হবে। এই গায়ন তো আছে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ করান। তারপরে যে স্থাপনা হয় ঔনার দ্বারা পালন হয়। এখন তোমরা তৈরি হচ্ছ - নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। দেহের বন্ধনকে বুদ্ধি দ্বারা ত্যাগ করতে হবে। সন্ন্যাসীরা তো ঘর সংসার ত্যাগ করে চলে যায়। তোমরা গৃহস্থ থেকে রাজ যোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করো। জনকের দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। তিনি আবার গিয়ে অনু জনক হয়ে যান। অনেক বাচ্চারা বলে আমরা জনকের মতন নিজের রাজধানীতে থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করব। প্রত্যেকে নিজের ঘরের রাজা কিনা। মালিককে রাজা বলা হয়। পিতা এবং তার স্ত্রী ও সন্তান - এ হল হৃদের রচনা অর্থাৎ দেহের রচনা। রচনা করেন, পালন পোষণও করেন। কিন্তু সংহার করতে পারেনা। কারণ সৃষ্টির তো বুদ্ধি হবেই। সবাই জন্ম দেয়। কেবলমাত্র বেহদের বাবা আসেন নতুন রচনা করেন এবং পুরানোকে বিনাশ করেন। নতুন সৃষ্টির স্থাপনা এবং পুরানো সৃষ্টির বিনাশ তো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের রচয়িতা পরম পিতা পরমাত্মা-ই করবেন। এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা খুব ভালো করে বুঝেছ। কথা গুলি খুবই সহজ। নামটাই হল সহজ যোগ বা স্মরণ। ভারতের জ্ঞান বা যোগ হল বিখ্যাত।

বাচ্চারা তোমাদের বাবা এখন দৈবী মতামত দিচ্ছেন যার দ্বারা তোমরা সর্বদা খুশীতে থাকো। মাতা-পিতার দ্বারা নতুন সৃষ্টির রচনা হয়। এই কথাতো সবাই জানে যে খোদা আমাদের জন্ম দিয়েছেন। এখন তোমরা বোঝো খোদা কিভাবে এসে নতুন সৃষ্টির রচনা করেন। নতুন সৃষ্টিকে অ্যাডপ্ট করেন। অবশ্যই মাতা পিতা আছেন। বাবা আছেন তারপরে নিজেই এনার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেন, ইনি হলেন বড়-মা। পরে প্রথম নম্বরে সরস্বতীকে অ্যাডপ্ট করেছেন। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন তাইনা। এই মাশ্বা হলেন অ্যাডপ্টেড। তোমাদের জন্যে হলেন মাতা-পিতা। আমার জন্যে অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবার জন্যে স্বামীও তিনি, পিতাও হলেন তিনি। প্রবেশ করে নিজের স্ত্রী রূপে এবং সন্তান রূপেও স্বীকার করেছেন। এসব হল খুবই রমণীয় কথা, যা সমুখে বসে শোনা উচিত। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী বোঝো। যদি সবাই বুঝেছে তাহলে অন্যদের বোঝাবে। বোঝাতে পারবেনা অর্থাৎ কিছুই বোঝেনি। জড় বীজ দ্বারা বৃক্ষ জন্ম নেয় - এই কথা তো সবাই চট করে বলে দিতে পারে। যতক্ষণ না এই বেহদের বৃক্ষের জ্ঞান বাবা এসে বোঝাচ্ছেন ততক্ষণ কেউ বুঝতে পারেনা। তোমরা জানো আমরা বাবার কাছে রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করে অবিনাশী বর্ষা নিছি। এই কথা তো বুদ্ধিতে থাকা উচিত। এ হল ডবল সম্বন্ধ। সেখানে তো সিঙ্গল সম্বন্ধ হয়। পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করেনা। এইখানে এইসব হল বন্ধন। তোমরা জানো আমরা এখন ঐ সম্বন্ধেও আছি। পিতার সম্বন্ধে এখন এসেছি, ঐ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে। আজকাল তো কতরকম

মতামত আছে। নিজেদের মধ্যেই লড়াই করে। জল নিয়ে, ভূমি নিয়ে লড়াই করে। এ হল আমাদের সীমার মধ্যে, আর ওটা হল তোমাদের সীমার বাইরে। একেবারেই দেহের ভাবে এসেছে। এই কথা ভুলে গেছে যে ভারতবাসী সত্যযুগ বেহদের (অসীমের) মালিক ছিল। যারা মালিক ছিল তারা-ই ভুলে যায়। ভুলতে তো অবশ্যই হবে তবেই তো বাবা আবার এসে বোঝাবেন। এসব কথা তোমরা এখন জানো। ওখানে আছে বন্ধন। এখানে মাতা-পিতার সঙ্গে আছে সম্বন্ধ। জানো যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলে অপার সুখের বর্ষা প্রাপ্ত করি। বাবা বলেন আমি তোমাদের সুখের বর্ষা প্রদান করি। তাহলে অভিষেক কে দেয় ? মায়া রাবণ। অভিষেকে আছে দুঃখ, বর্ষায় তো সুখ থাকে। মানুষ জানেনা যে মানুষকে দুঃখের বর্ষা কে দেয় ? বাবা সত্যযুগ স্থাপন করেন অতএব সুখের বর্ষা-ই দেবেন। বাবাকে দুঃখের বর্ষা প্রদানকারী বলা হবেনা। দুঃখ তো দেয় শত্রু। কিন্তু এইসব কথা কেউ বুঝতে পারেনা। কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে গেছে। বলেছে, লঙ্কা লুট হয়েছে, সোনা আনা হয়েছে। এবারে সোনা শিলংয়ে রাখা তো হয়নি। সোনা তো পাওয়া যায় খনিতে। কোথাও নদীতেও পাওয়া যায়।

বাচ্চারা জেনেছে এই হল অনাদি ওয়ার্ল্ড ড্রামা। বাচ্চারা এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে আছে। যারা বোঝেনা, বা বোঝাতে পারেনা তারা কি ব পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে ! তারা শিক্ষিতদের সামনে বোঝা বইবে। রাজা-রানী, প্রজা তে তফাৎ তো আছে তাইনা। যেমন মাশ্চা-বাবা গিয়ে উঁচু পদের অধিকারী হন। তোমরাও পুরুষার্থ করে এত পড়া করো যে মাশ্চা-বাবার সিংহাসনে বসতে পারো, বিজয় মালার দানা হতে পারো। অনেক প্রলোভন দেওয়া হয়। রাজযোগ কিনা ! তোমরা রাজযোগের দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত করো। পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রজা তো হবেই। সর্বদা বলা হয় ফলো ফাদার। তোমরা সন্তান কিনা। উনিও ফাদার ইনিও ফাদার, এখানে আবার মাদারও আছেন। নম্বর ওয়ানে ফলো করছে। তোমরা হলে ভাই-বোন। পিতা তো একজনই হওয়া চাই। ও গড ফাদার সবাই বলে অর্থাৎ সবাই ভাই-বোন হয়ে গেল । আর কোনো বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নেই। ভাই-বোন , ব্যসা। আর তাদের পিতা, দাদা, ভাই, বোন তো অনেক আছে। বাবাও আছেন একজন, দাদাও আছেন একজন । এক হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, ওনার দ্বারা রচনা করা হয়। তোমরা বোন-ভাইরা পদ মর্যাদা প্রাপ্ত কর নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বাকিরা গিয়ে নিজের নিজের ঝড়ে স্থান পাবে। ঠিকানা তো আছে তাইনা। তারা যেখান থেকে নম্বর অনুযায়ী আসে। এখানে হল জীবন বন্ধন। আত্মারা সেখান থেকে নেমে এসে সর্ব প্রথমে সুখে অবস্থান করে তাই প্রথমে জীবন মুক্ত হয়। সর্ব প্রথমে হয় স্বর্গে ভারতবাসীর জীবনমুক্তি। কত ভালো ভালো কথা বাবা শোনান। আমার তো একমাত্র সর্বোত্তম টিচার, অন্য কেউ নয়। কন্যারা বলবে আমার তো এক শিববাবা কন্যাদের এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। এই গভর্নমেন্টের অধীনস্থ হয়ে গিয়ে ঈশ্বরীয় সেবায় যুক্ত থাকতে হবে। তখন অসুরী সার্ভিস করবে কিভাবে ? প্রত্যেকের কর্ম বন্ধন অনুযায়ী পরামর্শ দেওয়া হয়। দেখা হয়, এগোতে পারবে কিনা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হলে কেবল গডলি সার্ভিসে লিপ্ত হয়ে যায়। বাচ্চারা তোমাদের হল গডলি সার্ভিস, নির্বিকারী করার সার্ভিস। আমরা হলম সেনা। গড আমাদের মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা শেখান। রাবণ হল সবথেকে পুরোনো শত্রু। এই কথা শুধু তোমরাই জানো। তোমরা রাবণকে পরাজিত করে হীরে তুল্য হবে। বাচ্চাদের ঐ সাহস, ঐ নেশা থাকা উচিত। মানুষ তো লড়াই করতে থাকে, সব জায়গায় দেখো কেবল ঝগড়া। আমাদের কারো সঙ্গে ঝগড়া নেই। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে। মায়ার আক্রমণ হবেনা। তারপরে বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গকে স্মরণ করো। এসবও কাউকে বলতে হবে তাইনা।

বাবার পরিচয় দিয়ে ঔঁনার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে। তিনি হলেন আমাদের মাতা বা পিতা। শিববাবা যদি আছেন তো বলো তোমাদের মাতা কে ? এই কথাটি কত গুহ্য। তোমরা জিজ্ঞাসা করো যে আত্মার পিতা কে ? তারাও লিখে দেবে পরমাত্মা। আত্মা, তাহলে মাতা কোথায় আছে ? মাতা ব্যতীত সন্তানের রচনা হবে কিভাবে ? তখন জগৎ অন্ধার দিকে দৃষ্টি যায়। আত্মা, জগৎ অন্ধাকে কিভাবে রচনা করা হয়েছে ? এই কথাও কারো জানা নেই। তোমরা জানো ব্রহ্মার কন্যা সন্তান হলেন সরস্বতী। উনিও হলেন মুখ বংশাবলী। রচয়িতা তো হলেন পিতা। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আমার একমাত্র সর্বোত্তম টিচার অন্য আর কেউ নয় - এই নিশ্চয় দ্বারা মাতা-পিতার মতো পড়া করতে হবে। পুরুষার্থে পুরো ফলো করতে হবে।

২) দেহের বন্ধনকে বুদ্ধি দ্বারা ত্যাগ করতে হবে। দৈবী মতানুসারে চলে সর্বদা খুশী থাকতে হবে। ঈশ্বরীয় সেবা করতে হবে।

বরদান :- দেহ, মন এবং হৃদয়ের স্বচ্ছতা দ্বারা সাহেবকে রাজি করতে পারা প্রকৃত সত্য হোলি-হংস ভব

ব্যাখা: স্বচ্ছতা অর্থাৎ মন-বাণী-কর্ম, সম্বন্ধ সবেতেই পবিত্রতা। সাদা রং পবিত্রতার প্রতীক রূপে দেখানো হয়। তোমরা হোলি-হংসরা হলে শ্বেত বস্ত্রধারী, শুদ্ধ হৃদয় অর্থাৎ স্বচ্ছতা স্বরূপ । তোমরা হলে দেহে, মনে ও হৃদয়ে সর্বদা বেদাগ অর্থাৎ স্বচ্ছ। হংসের বিশেষত্ব হল স্বচ্ছতা তাই ব্রাহ্মণ আত্মাদের হোলি-হংস বলা হয়।

স্লোগান - যারা এই সময় সবকিছু সহ্য করে তারা-ই শাহেনশাহ হয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - কখনো পড়াশুনা মিস্ করবে না। জ্ঞানদাতা বাবার ওপরে সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকলেই পড়াশুনার প্রতি শখ থাকবে। নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চারা ই সেবা করতে পারবে"

প্রশ্ন:- বাচ্চাদের কোন্ কথা শুনে বাপদাদা খুব খুশি হন?

উত্তর:- যখন বাচ্চারা সেবার খবর জানিয়ে পত্র লেখে - বাবা, আজ আমি অমুক ব্যক্তিকে বুঝিয়েছি, ওকে দুই বাবার পরিচয় দিয়েছি... এইরকম সেবা করেছে, তখন বাবা ওইসব পত্র পড়ে খুব খুশি হন। কেবল স্মরণ-ভালোবাসার পত্র লিখলে কিংবা ভালো থাকার খবর দিলে বাবার পেট ভরে না। বাবা তাঁর সহযোগী বাচ্চাদেরকে দেখে খুশি হন। তাই সেবা করার পরে সেবার খবরাখবর জানিয়ে পত্র লিখতে হবে।

গীত:- চলো যাই মা স্বপ্নের সেই গাঁয়ে ...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে কাঁটা থেকে ফুলের দুনিয়াতে যেতে হবে। সত্যযুগী দুনিয়াকে তো দিব্য ফুল বলা যাবে। কলিযুগের মানুষ হল কাঁটার মতো। কেবলই একে অপরকে দুঃখ দেয়, বিরক্ত করে। তোমরা বাচ্চারা এখন খুশি হয়ে বলছ - চলো, এবার আমরা আমাদের সেই দিব্য ফুলের সুখধামে যাই। সেখানে যাওয়ার রহস্যটাও বুঝতে হবে। ভালো করে পড়াশুনা করলে তবেই যেতে পারবে। আগে তো এইটা নিশ্চয় করতে হবে - 'কে পড়াচ্ছেন?' এইসব কথা কোনো বেদ শাস্ত্রে লেখা নেই। হয়তো গীতাতে রাজযোগের কথা লেখা আছে। যেহেতু এই পড়াশুনা রাজস্ব পাওয়ার জন্য, তাহলে নিশ্চয় সত্যযুগেই সেই রাজস্ব দেওয়া হবে। প্রথমে শিক্ষকের ওপরে নিশ্চয় হতে হবে। ইনি তো কোনো সাধু, সন্ত অথবা মানুষ নন। ইনি হলেন নিরাকার। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সকল আত্মার পিতা। আগের কল্পের মতো যারা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার, কেবল তারাই হবে। তোমরা দেখছ যে ফুলের দুনিয়া স্বর্গে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ পুরুষার্থ করছে। যদি কেউ নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে সে ঝট করে পড়াশুনা করতে লেগে যাবে। শাস্ত্রে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দিয়েছে। তবে তার সাথে এটাও লেখা আছে - রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এটা তো তাহলে জ্ঞানের ব্যাপার হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ কৃষ্ণের হাতে কাঠের মুরলি (বাঁশি) দিয়ে দিয়েছে। গায়ন আছে - তোমার মুরলিতে ঈশ্বরীয় জাদু রয়েছে। কিন্তু কাঠের মুরলিতে ঈশ্বরীয় জাদু থাকতে পারে না। সে তো মুখ দিয়ে মুরলি বাজাতে পারত। কৃষ্ণের কেবল ছোটবেলা দেখানো হয়। নিজেদের মধ্যে খেলাধুলা করছে। এইগুলো খুব বোঝার বিষয়। এটা বাচ্চারা বুঝে গেছে যে এটা হল রাজযোগ, অর্থাৎ যিনি রাজস্ব প্রাপ্ত করান তাঁর সঙ্গে যোগ। তিনি সমুখে এসে শিক্ষা দেন। এক্ষেত্রে কাঠের মুরলির কোনো ভূমিকা নেই। এইসব কথা একেবারে আলাদা। কেউ এটা জানে না যে স্বয়ং নিরাকার ভগবান এসে শিক্ষা দেন। কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও বলা হয় যে তার মুরলিতে ঈশ্বরীয় জাদু আছে। ঈশ্বর তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবে। কৃষ্ণকে ভগবান বলা যাবে না। ঈশ্বরকেই ঈশ্বর বলা যাবে। তাঁকেই জাদুকর বলা হয়। জাদুকর স্বয়ং এসে জাদু দেখান, সাক্ষাৎকার করান। তার সঙ্গে উঁচু পদ প্রাপ্ত করানোর জন্য শিক্ষাও দেন। মীরাও বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার করেছিল এবং নৃত্যও করেছিল। কিন্তু রাজযোগ শেখেনি। রাজযোগের কথা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। মীরাকে শিক্ষা দেওয়ার কেউ ছিল না। তার নাম ভক্ত মালাতেই থাকবে। এটা হল জ্ঞান মালা। রাত-দিনের পার্থক্য। তোমরা বুঝে গেছ যে আমরা যত

বেশি জ্ঞান ধারণ করব, তত উঁচু হবে। ভক্তমালাও রয়েছে। তাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। তাদের নাম খুব প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই জ্ঞান কারোর কাছে নেই। তাই বোঝাতে হবে যে বাবা-ই হলেন এই জ্ঞান দেওয়ার অথরিটি। তাঁর উদ্দেশ্যই বলা হয় যে তিনি ব্রহ্মার মুখ কমলের দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করে তাদেরকে সকল বেদ শাস্ত্রের সারকথা শোনান। শিববাবার হাতে কোনো শাস্ত্র দিতে পারেনি। কারন তিনি হলেন নিরাকার। তাই তিনি ব্রহ্মার দ্বারা বোঝান। এটাই হল তাঁর যুক্তি। কিন্তু কেবল তিনিই এইসব কথা বোঝাতে পারেন। দেখানো হয় যে ব্রহ্মার দ্বারা সারকথা বোঝানো হয়। তাই নিশ্চয়ই অন্য কেউ আছেন যিনি এইসব বোঝান। এখন তোমরা বাস্তবে দেখছ যে জ্ঞানের সাগর শিববাবা, যিনি আমাদের পিতা, তিনি সম্মুখে বসে আছেন। তিনি নিশ্চয়ই ভারতেই আসেন এবং অন্য কারোর শরীরে আসেন। এটা হল ব্রহ্মার শরীর। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও প্রয়োজন আছে। বরাবর প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই বাবা এসে ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করেন। ধর্ম রচনা কিভাবে হয়? এটাও তোমরা জানো। বাস্তবে তোমরাই হলে ব্রহ্মার সন্তান। তোমরা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বল। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষ্টি। অনুগামীরা কখনো উত্তরাধিকার পায় না। বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। তোমরা এসে এখন বেহদের বাবার সন্তান হয়েছ। যিশুখ্রিস্টের ফলোয়ার্স বলা হয়, বুদ্ধ কিংবা গুরু নানকের ফলোয়ার্স বলা হয়, সন্তান নয়। এখানে তোমরা হলে সন্তান। প্রজাপিতাও হলেন বাবা এবং শিববাবাও হলেন বাবা। তিনি হলেন নিরাকার, আর ইনি হলেন সাকার। এই সাকার শরীরের দ্বারাই শিববাবা বাচ্চাদেরকে রচনা করেছেন। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও কারোর দৃঢ় নিশ্চয় আছে, কারোর নেই। এটা খুব বড় লটারি। তোমাদেরকে নিজের শরীর নির্বাহ করার জন্য কর্ম করতে হবে এবং তার সাথে এই জ্ঞানও অর্জন করতে হবে। ওই পড়াশুনাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এখানে তো বাবা বলেন, এক ঘন্টা-আধ ঘন্টা অবশ্যই পড়তে বসো। কোনো কারণে কেউ হয়তো রোজ পড়তে পারবে না। সেক্ষেত্রে আগে সাত দিবসীয় কোর্স করে, তারপর মুরলির আধারে চলতে হবে। লক্ষ্যটা বুঝতে পেরেছ, এরপর জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বুঝতে হবে। সৃষ্টিচক্রের ছবিতে সেই সবকিছুই আছে। তোমাদেরকে ৮৪ জন্মের রহস্য বোঝানো হয়েছে। কল্পবৃক্ষের ছবিতে সবকিছু বিস্তারিত ভাবে রয়েছে এবং সৃষ্টিচক্রের ছবিতে নাটসেলের মধ্যে রয়েছে। বোঝানো হয়েছে যে এটা হল ভ্যারাইটি মনুষ্য সৃষ্টির ধর্ম। শুরুতে একটাই ধর্ম থাকে, পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধি হয়। বৃক্ষ দেখানো হয়েছে এবং কিভাবে স্থাপন হয় সেটাও দেখানো হয়েছে। কত সহজ রহস্য। ড্রামা এবং বৃক্ষের জ্ঞানকে বুঝতে হবে, বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে এবং তারপর অন্যকেও বোঝাতে হবে। দুই বাবার পয়েন্ট তো অবশ্যই বোঝাতে হবে। বেহদের বাবার কাছ থেকে স্বরাজ্য পাওয়া যায়। তাই রাজযোগ অবশ্যই শিখতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মা-ই স্বর্গ স্থাপন করেন। একে কৃষ্ণপুরীও বলা হয়। কংসপুরীতে তো কৃষ্ণপুরীর স্থাপন সম্ভব নয়। তাই সঙ্গমযুগ রাখা হয়েছে। কেবল তোমাদের মতো বাচ্চাদের জন্য এটা হল সঙ্গমযুগ, বাকি সকলের জন্য এটা হল কলিযুগ। তোমরাই এই সঙ্গমযুগ থেকে এরপর সত্যযুগে যাবে- এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। এখন আমরা সঙ্গমযুগে রয়েছি। সঙ্গমযুগের কথা মনে থাকলে সত্যযুগের কথাও মনে থাকবে এবং যিনি সত্যযুগের স্থাপন করেন তাঁকেও মনে থাকবে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। তোমরা বুঝেছ যে এখন আমরা সঙ্গমযুগে রয়েছি। বেহদের বাবা তো প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগেই আসেন। গীতাতে ভুল লিখে দিয়েছে। গীতার সাথে কেবল ভাগবৎ এবং মহাভারতের সম্পর্ক রয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা সবাই সীতা এবং আমি হলাম রাম। তোমরা এখন রাবণ-রাজ্য রূপী লঙ্কাতে রয়েছ। ওই লঙ্কার (শ্রীলঙ্কা) সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এমন নয় যে ওখানে কোনো রাবণ-রাজ্য ছিল। সত্যযুগে তো লঙ্কা (শ্রীলঙ্কা) ইত্যাদি থাকবে না। ওখানে এখন বৌদ্ধ ধর্ম রয়েছে। বর্তমানে

বৌদ্ধ ধর্মের অনেক বিস্তার হয়েছে। এটা তো বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে আগে ভারত সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল, সুখ-শান্তি ছিল, একটাই দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। আগে তো এই বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হতে হবে যে ইনি হলেন আমাদের বেহদের বাবা, তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। পুরুষার্থ করতে করতে পিছলে গেলে চলবে না। নিশ্চয় না হলে তো পুরুষার্থ করতেই পারবে না। বাবা পড়াচ্ছেন এবং তাঁর কাছ থেকে স্বর্গের অর্থাৎ সদা-সুখের উত্তরাধিকার পাওয়া যাচ্ছে - এটা তো সুনিশ্চিত। স্কুলে যদি কারোর এম অবজেক্টের ওপর নিশ্চয় না থাকে, তাহলে সে সেখানে বসে থাকবে না। ওখানে তো অনেক সাবজেক্ট থাকে, মার্জিন থাকে। এখানে তো একটাই সাবজেক্ট। একটা সাবজেক্টের দ্বারাই কত বড় রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যে পড়বে না সে জ্ঞানী আত্মার সামনে মাথা নোয়াবে। প্রজাদের মধ্যেও যে ভালো প্রজা হবে, তার সামনে কম পদের প্রজারা মাথা নোয়াবে। প্রজাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। কেউ গরিব, কেউ সাহকার। দুইজন কখনো একইরকম হবে না। কতই না আশ্চর্যজনক এই ড্রামা। অভিনয় করার জন্য সকল মানুষের চেহারা এই ড্রামাতেই নিহিত রয়েছে। এইসব অতি গুহ্য বিষয়, যেগুলো ধারণ করে অন্যকেও বোঝাতে হবে। সবাই তো বোঝাতে পারবে না। বাবা কত ভালো ভালো কথা বোঝান। নিশ্চয় হলেই বিজয়ী হবে, নিশ্চিত হলে তবেই পড়বে। কেউ তো সংশয়বুদ্ধি হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। মায়া হঠাৎ করে তুফান এনে সংশয়বুদ্ধিসম্পন্ন করে দেয়। সংশয়বুদ্ধি হলে বিনাশ নিশ্চিত। চড়তে পারলে বৈকুণ্ঠ রসের স্বাদ পাবে, কিন্তু পড়ে গেলে হাড়-গোড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কত তফাৎ। পড়ে গেলে একেবারে চন্ডাল হয়ে যাবে আর চড়তে পারলে বাদশা হয়ে যাবে। সবকিছু পড়াশুনার ওপরেই নির্ভরশীল। আগে কি কখনো শুনেছ যে নিরাকার শিক্ষক কেমন হয়। এখন শিববাবার কাছ থেকে শুনেছ। তোমরা নিশ্চিত হয়েছ যে আমি তোমাদের পিতা, পতিত-পাবন এবং নলেজফুল। নলেজের দ্বারা চক্রবর্তী রাজা হতে হবে - এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। নিশ্চয়ের ক্ষেত্রেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। শত্রু সামনেই আছে। তোমরা জানো যে মায়া হল আমাদের শত্রু, প্রতি মুহূর্তে ধোঁকা দিয়ে দেয়, পড়াশুনার ক্ষেত্রে সংশয় উৎপন্ন করে। সংশয় হলে অনেক বাচ্চাই পড়া ছেড়ে দেয়। পড়া ছেড়ে দেওয়ার অর্থ বাবা-টিচার এবং সদগুরুকেও ত্যাগ করা। দুনিয়ার মানুষ তো গুরু পরিবর্তন করে। অনেকজনকে গুরু করে। এখানে কেবল একজনই আছেন - সদগুরু। ইনি নিজের মহিমা করেন না। নিজের পরিচয় দেন। ভক্তরা গায়ন করে- শিবায় নমঃ, তুমি হলে মাতা-পিতা...। কিন্তু কিছুই জানে না। কেবল বলতে থাকে আর পূজা করতে থাকে। তোমরা এখন জেনে গেছ যে শিববাবা কে? শিববাবার পরে আছেন ব্রহ্মা এবং সরস্বতী। লক্ষ্মী-নারায়ণ পরে আসেন। আগে তো শিববাবা, তারপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শঙ্কর। বাবা বলেন, আমি আগে ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে একে রচনা করি। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হয় এবং তারপর ব্রহ্মাই বিষ্ণু হয়ে পালন করেন। এইসব পয়েন্ট নোট করতে হবে। তারপর কাউকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। কেউ কেউ তো খুব ভালো বোঝায়। বাবার কথা তো সম্পূর্ণ আলাদা। কখনো শিববাবা বোঝান, কখনো ইনি বোঝান। তোমরা সর্বদা এটাই মনে করবে যে শিববাবা বোঝাচ্ছেন। শিববাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা মনে কর যে শিববাবা এনার দ্বারা যুক্তি সহকারে নুতন নুতন পয়েন্ট শোনাচ্ছেন। তাই বাচ্চাদেরকেও এগুলো বুঝতে হবে। আগে তো নিশ্চিত হতে হবে। সাত দিবসীয় কোর্সের দ্বারাও ভালো ভাবে রঙ লাগা সম্ভব। কিন্তু মায়াও খুব শক্তিশালী। আগে তো এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে বাবা অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাহলে নিশ্চয়ই তিনিই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। কৃষ্ণের পক্ষে শেখানো সম্ভব নয়। কৃষ্ণের আগমন তো সত্যযুগে হয়। বাবা কারোর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন না। এনার শরীরে প্রবেশ করার পর এনার পরিচয় দেন এবং বলেন যে এনার নাম কেন ব্রহ্মা রাখা

হয়েছে। ইনিই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয় করেন। তোমাদেরও খুব ভালো ভালো নাম রাখা হয়েছিল। অনেক বাচ্চার নাম এসেছিল। কত আশ্চর্যের বিষয়, তাই না? মুহূর্তের মধ্যে দুই-আড়াই শো জনের নাম এসেছিল। এত নাম তো এখানকার ব্রাহ্মণরা দিতে পারবে না। বার্তাবাহক নাম নিয়ে এসেছিল। বেহদের বাবা নাম রেখেছিলেন। কত আশ্চর্যের বিষয়। ওয়ান্ডারফুল বাবা, ওয়ান্ডারফুল এম অবজেক্ট। তোমরাই রাজাদের রাজা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি খুব স্পষ্ট। ত্রিমূর্তির চিত্রও যথাযথ। ৮৪ জন্ম তো অবশ্যই নিতে হবে। কলিযুগের অন্তিম হল পতিত এবং সত্যযুগের আদি হল পবিত্র। বাচ্চাদেরকে সেবার প্রমাণ দিতে হবে - বাবা, আমিও ছোট ছোট ইশতিহার (হ্যান্ডবিল) ছাপিয়েছি। ওপরে যেন শিববাবা, ত্রিমূর্তি এবং দুই বাবার পরিচয় থাকে। এইসব পয়েন্ট গুলো যেন অবশ্যই থাকে। এইরকম হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে অনেক সেবা করে সেবার খবরাখবর দিতে হবে। তাহলেই শিববাবা হৃদয়ে স্থান পাবে। কেবল ভালো থাকার চিঠি লিখলে হবে না, সার্ভিস করে সেবার খবর লিখতে হবে - বাবা, এইরকম এইরকম সেবা করেছি। কেবল স্মরণ ভালোবাসার পত্র লিখলে কি বাবার পেট ভরবে? আজ অমুক ব্যক্তিকে বুঝিয়েছি, আমি স্বামীর সেবা করেছি, সে খুব খুশি হয়েছে, এইরকম ভাবে সেবা করেছি... ইত্যাদি খবর বাবাকে দিতে হবে। দুই বাবার পয়েন্ট হল মুখ্য। বেহদের বাবা হলেন স্বর্গের রাজত্বের দাতা। তোমরা কত মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চা। বাবা বোঝাচ্ছেন, এরা সবাই হল অ্যাডাপ্টেড চিলড্রেন। কেবল ধর্মের সন্তান হলেই এতজন সন্তান হওয়া সম্ভব। ওরা হল ধর্মের ফলোয়ার্স। এখানে তোমরা হলে সন্তান। বাবাও এইরকম বাচ্চাদেরকে দেখে খুশি হন। এরা সবাই আমার সন্তান। এখন অন্তিম সময়ের ভূমিকা পালন করছে। স্বর্গ স্থাপন করার কার্যে সাহায্য করার জন্য আমার সাথী হয়েছে। এটা হল রুদ্র শিববাবার রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ। শিববাবা কিভাবে স্বর্গ স্থাপন করেন? আগে ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেন। এই যজ্ঞের দ্বারাই স্বর্গ স্থাপন হয়। তাই ব্রাহ্মণদেরকেই এই যজ্ঞ সামলাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে পড়াশুনা করতে হবে। কোনো বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা যাবে না। নিশ্চয়ের দ্বারাই বিজয় হবে।

২) বাবার সাথী হয়ে স্বর্গ স্থাপনার কার্যে সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে। যজ্ঞ সামলাতে সক্ষম পাক্কা ব্রাহ্মণ হতে হবে।

বরদান:- 'আসা এবং যাওয়া'-র অভ্যাস দ্বারা বন্ধনমুক্ত হয়ে অলিপ্ত এবং নির্লিপ্ত হও।

সমগ্র পাঠ অর্থাৎ সকল জ্ঞানের সার হল - 'আসা এবং যাওয়া'। বুদ্ধিতে ঘর যাওয়ার এবং রাজত্ব আসার খুশি রয়েছে। কিন্তু আনন্দ সহকারে সে-ই যেতে পারবে যার আসা এবং যাওয়ার অভ্যাস থাকবে। যখন খুশি অশরীরী স্থিতিতে স্থির হয়ে যাও এবং যখন খুশি কর্মজীবী হয়ে যাও। এই অভ্যাস অত্যন্ত সুদৃঢ় হতে হবে। কোনো বন্ধন যেন নিজের দিকে আকর্ষণ করতে না পারে। বন্ধন-

ই আল্লাকে টাইট করে দেয় এবং টাইট পোশাক খোলার সময়ে টানাটানি করতে হয়। তাই সর্বদা অলিষ্ট এবং নির্লিষ্ট থাকার পাঠকে পাকা করো।

স্লোগান:- সুখের খনি দ্বারা সম্পন্ন থাকলে তোমার প্রত্যেক পদক্ষেপ দ্বারা সকলে সুখের অনুভব করতে থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহিত সবকিছু ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বলা হবে প্রকৃত সন্তান, এই পুরানো দুনিয়া থেকে এখন তোমাদের বুদ্ধি সরে যাওয়া উচিত

প্রশ্ন :-- বাবার জ্ঞান কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সহজেই বসে যায় ?

উত্তর :-- যারা গরীব বাচ্চা, যাদের মোহ নাশ হয়েছে, যাদের বুদ্ধি বিশাল, তাদের বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান সহজেই বসে যায়। বাকি যাদের বুদ্ধিতে থাকে - আমার ধন, আমার পতি -----তারা এই জ্ঞান ধারণ করে উঁচু পদ পেতে পারে না। বাবার হওয়ার পরেও লৌকিক সম্বন্ধকে স্মরণ করার অর্থ - কাঁচা বন্ধন (বাবার সাথে Engagement), তাদের নামমাত্র (Stepchildren) সন্তান বলা হয়।

গীত :-- তোমার পথেই আমার মরণ, তোমার পথেই আমার জীবন.....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা গানের অর্থ তো নিজেরাই বুঝেছে। এখন তোমাদের বেঁচে থেকেই এসে বাবার হতে হবে, আর পুরানো দুনিয়া যাকে চরম নরক বলা হয়, তাকে ভুলতেও হবে আবার ছাড়তেও হবে। এই চরম নরককে ভুলে স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পুরানো দুনিয়া বুদ্ধি থেকে সরে যাওয়া উচিত। এর জন্যই পুরুষার্থের প্রয়োজন। এ হলো জন্ম - জন্মান্তরের কর্মবন্ধন। এক জন্মের নয়, জন্ম - জন্মান্তরের কর্ম বন্ধন। কতো পাপ, কার কার সঙ্গে করেছে, সে সব জন্ম নিয়ে ভোগ করতে হয়। তাই এই কর্মবন্ধনের দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে। এ হলো ছি - ছি দুনিয়া, পুরানো শরীর, এর থেকে মোহ দূর করতে হবে। গরীবদের মোহ সহজেই দূর হয়ে যায় কিন্তু বিত্তবানদের মোহ খুব মুশকিলের সঙ্গেই দূর হয়। তারা মনে করে, আমরা এই স্বর্গেই সুখী আছি, গরীবরা দুঃখে আছে। এমনিতে তো সম্পূর্ণ ভারতই গরীব, কিন্তু এদের মধ্যেও প্রকৃত যারা গরীব তারা চট করে এই জ্ঞান ধারণ করে। তাদের জন্যই বাবা আসেন। গরীবরা অনেক বেশী আশীর্বাদী বর্ষা পায়। সব সেন্টারে দেখো, বিত্তবানরা খুব মুশকিলেই টিকতে পারে। গরীব ঘরের স্ত্রীরাই এখানে আসে। ধনবানরা তো তাদের পতির থেকে সুখ পায়, তাই তাদের পতির থেকে তাদের বুদ্ধিযোগ ছিল হয় না। গরীবরাই বেশীরভাগ এই জ্ঞান ধারণ করে। বাবা হলেন গরীবের ভগবান। যেই বাবাকে সকলে স্মরণ করে। ড্রামা অনুসারে কিন্তু ভক্ত ভগবানকে জানে না। ভগবান তো হলেনই ভক্তের রক্ষক। ভক্তির ফল এবং সন্নতি দেন একমাত্র বাবা। বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার কাছে জ্ঞানের কথা শুনছো। এই জ্ঞান সেই বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই বসে, যাদের বুদ্ধি বিশাল, এবং যাদের মোহ নষ্ট হয়েছে। যাদের বুদ্ধিতে - আমার পতি, আমার ধন ইত্যাদি থাকে, তারা উঁচু পদ পেতে পারে না। তারাই পদ প্রাপ্তি করে, যারা রচয়িতা এবং রচনার পরিচয় প্রদান করে। বাবাকে না চিনলে অবিনাশী বর্ষা কিভাবে পাবে? সাজনকে শুধুমাত্র সাজন বললে কোনো লাভ নেই। না জানলে, চিনলে সাজনের সঙ্গে কিভাবে বন্ধন হতে পারে? কন্যাদের যখন বিবাহ ঠিক হয়, তখন তাকে পাত্রের চিত্র দেখানো হয়। অমুকের সন্তান, সে এই কাজ করে। আগে দেখানো হতো না, এমনিতেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো। তাও পাত্র কী করে তা তো বলাই হতো। এখানে কোনো কোনো বাচ্চা বাবাকে বা তাদের সাজনকে জানেই না, তাহলে বিবাহ বন্ধন কিভাবে হবে? তা হয় পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই। কারোর বাবার সাথে বন্ধন আবার কাঁচা।

পারলৌকিক সাজনকে স্মরণ করেই না, লৌকিক সাজন আর সম্বন্ধীদের মনে করতে থাকে, তাহলে এ হয়ে গেলো কাঁচা বন্ধন । তাদের নামমাত্র সন্তান বলা হয় । পাকা বা দুটদের তো প্রকৃত সন্তান বলা হয় । এই প্রকৃত সন্তান খুবই অল্প । ভাঙিতে এতো আসে, কিন্তু তাদের মধ্যে কতো কাঁচা সন্তান বের হয় । নিজের সাজনকে তারা চেনেই না । পারদ যেমন হাতের উপরে স্থির হতে পারে না, তেমনি স্মরণও ততটাই কঠিন । মানুষ প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায় । ২৫ - ৩০ বছর ধরে যারা আছে, তারাও সম্পূর্ণ স্মরণ করতে পারে না । তোমরা জানো যে পারলৌকিক সাজন ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মহারাজা - মহারানী বানান । তিনি এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেন । সজনীদের এতো বোঝানো হয় তবুও বুদ্ধিতে বসে না । বুদ্ধি পুরানো দুনিয়ার বন্ধনে ঘুরতে থাকে । তারা বুঝতেও পারে না যে, আমরা বন্ধনে আছি । সম্বন্ধ তো একজনের সাথেই হওয়া চাই । বাকি সবই হলো বন্ধন । বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে - একজনের সাথেই সম্বন্ধ রাখা, তিনিই তোমাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের শিক্ষা দেন ।

তোমরা জানো যে - অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞান কাল্ড আর অর্ধেক কল্প ভক্তি কাল্ড । জ্ঞান কাণ্ডে তো ২১ জন্মের অবিনাশী বর্সা পাওয়া যায় । সেখানে হলো সতোপ্রধান, তারপর সতোপ্রধান থেকে নিচে সতো, তারপর সতোর থেকে নিচে রজোতে আসতে হবে । এখন সতো সম্পূর্ণ হয়ে গেলে জ্ঞান কাল্ড সম্পূর্ণ হয়ে যায় । দ্বাপর যুগ থেকে ভক্তি শুরু হয় । সেখানেও প্রথমে সতোপ্রধান ভক্তি হয় । এরপর ভক্তিও সতো - রজো - তমোতে আসে । ব্যভিচারী হওয়ার কারণে ভক্তিও নামতে থাকে । এখন এই কথা জানা বা কাউকে বোঝানো খুবই সহজ । বাচ্চারা তোমাদের এই চূড়ান্ত নরকের থেকে সম্বন্ধ ত্যাগ করে একের সাথেই রাখা উচিত । এক বাবার সাথেই সম্বন্ধ রাখার অভ্যাস করো । বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । গরীবরা খুব ভালো পরিশ্রম করে । তাই গরীবদের বাহবা । বাবাও গরীবদের প্রতি বলিহারি(সমর্পিত) যান । শুরুতে কতো গোপ ছিলো , কত মাতা ছিলো । তাদের কতো চলে গেছে বাকি অল্প আছে । মায়েরাও অল্প । হ্যাঁ, কোনো কোনো ধনী ব্যক্তি আবার ঘরেও রয়ে গেছে । যেমন কুইন মাদার, দেবী প্রমুখ । তোমাদের এখন মূল বিষয় বোঝাতে হবে যে, যে ভগবানকে সবাই সবাই স্মরণ করে তার পরিচয় কি ? পতিত - পাবন বাবা, যিনি রাজযোগ শিখিয়ে নর থেকে নারায়ণ বানান, তাকে যদি না জানো তাহলে তোমরা পাপ করতে থাকবে, বাবাকে গালিও দিতে থাকবে । সম্মেলন তো অনেকই হতে থাকে । সেখানে বোঝানোর জন্য খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাউকে দরকার । তাদের বোঝানো দরকার যে, তোমরা বেদের মহিমা জানো, কিন্তু এতে তো কোনো লাভ হয় না । লাভ তো এক বাবার থেকেই হয়, যাঁকে আমরা জানি কিন্তু তোমরা জানো না । এসো আমরা তোমাদের বোঝাচ্ছি । বাবাকে না চিনলে কিভাবে অবিনাশী বর্সার অধিকারী হবে ? বাবার এই অবিনাশী বর্সা হলো মুক্তি - জীবনমুক্তি, গতি - সন্নতি । এই অক্ষর বাবাই শোনান । বাচ্চারা, তোমাদের স্মরণে রাখা উচিত । আর কোনো জিনিসে এমন লাভ নেই । বাবাকে আর এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানতে হবে । এতেও অর্ধেক কল্প ভক্তি কাল্ড, অর্ধেক কল্প সন্নতি, জ্ঞান কাল্ড । যদিও সম্মেলন করে তবুও নিজেরাই দ্বিধায় রয়েছে । কিছুই বুঝতে পারে না । তোমাদের সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । যখন অনেকেই পরিচয় পেয়ে যাবে , তখনই বলা হবে বাহাদুরি । ইনি তো সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য চিত্র সহিত বলেন । মায়েদের খুব নেশা থাকা উচিত । পুরুষ সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে আর নির্দেশ দেন বাবা । মায়েদের বা কন্যাদেরই সব করতে হবে । আজকাল কন্যা এবং মায়েদের মহিমা অনেক বেশী । গভর্নর, প্রাইম মিনিস্টারও মেয়েরা হচ্ছে । একদিকে সেই মায়েরা, আর একদিকে তোমরা, পান্ডবদের

মায়েরা । তাদেরই আনন্দ অনেক বেশী কারণ রাজ্য তাদেরই । তোমরা তো তিন পা পৃথিবীও পাও না ।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের অনেক রহস্যের কথা বুঝিয়ে বলেন । তোমরা এখন স্বর্গের অবিদ্যা বর্ষা পাচ্ছো । সাজন তোমাদের সাজান, সাজিয়ে মহারানী বানান । এমন সাজনের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ না রাখা, এ মস্তবড় ভুল । বাচ্চাদের তো অনেক বোঝানো হয় । তোমরা কেবল জ্ঞান আর ভক্তির কনট্রাস্ট বলো । ভারতেই এই গায়ন আছে যে --- দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউ করে না । সুখে কেন স্মরণ করবে ? এখন সেই নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে । তারজন্য সুখের সেই অবিদ্যা বর্ষা সম্পূর্ণ নেওয়া উচিত । মাতাপিতা জানেন যে প্রত্যেকে কতটা উপযুক্ত । মৃত্যু যখন নিকটে আসবে তখন বলা হবে যে, তোমরা সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো নি, তাই তোমাদের এমন অবস্থা । এও বলবেন যে তোমরা কি ধরনের প্রজা হবে, কেমন দাস - দাসী হবে, সব বলবেন । আচ্ছা ।

কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে যে, আজ আমি খুব সুন্দর মুরলী পড়েছি, কিন্তু না, এ তো শিববাবাই এসে সাহায্য করেন । অহংকার হওয়া কখনোই উচিত নয় । যা তোমরা শোনাও তা তো তোমাদের বাবাই শেখান । বাবা না থাকলে তোমরা কিভাবে মুরলী বলবে । মুরলীধরের সন্তানদের মুরলীধরই হওয়া উচিত, না হলে উঁচু পদ পেতে পারবে না । যদিও কিছু না কিছু লাভ হয়েই যায়, কেউ যদি সেন্টার খোলে তাহলে অনেক আশীর্বাদ পায় । এত সময় তোমরা পড়া করেছে, তাই নিজেরাই সেন্টার খুলে সেবা করতে হবে । নিজে শিখলে কি অন্যদের শেখাতে পারবে না ? ব্রহ্মাকুমারীদের চায়, তাই বাবা বুঝতে পারে যে, সম্ভবত এদের মধ্যে এতটা জ্ঞান নেই । বাকি, এখানে এসে কি করে ? বাবা তো বোঝান -- বাদল এলো, তোমরা রিফ্রেশ হয়ে গেলে অন্য কোথাও বর্ষণের জন্য । না হলে পদ কি করে পাবে ? মাঝে - বাবা বলো তো সিংহাসনের অধিকারী হয়ে দেখাও । এও কারোর অহংকার আসা উচিত নয় যে আমি বাবাকে দিয়েছি । তোমরা কিছুই দাও না, বাবা তোমাদের কড়ি দেওয়ার থেকে মুক্ত করে হীরে দিয়ে দেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) একের সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ রেখে বুদ্ধিযোগ অনেক বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে । একের সাথেই পাকা সম্বন্ধের চুক্তি করতে হবে । বুদ্ধিযোগে বিভ্রান্ত হবে না ।

২) বাবার সমান মুরলীধর হতে হবে, আমি ভালো মুরলী পড়ি -- এই অহংকার যেন না হয় । বাদল ভরে নিয়ে বর্ষণ করতে হবে । পড়া পড়ে সেন্টার খুলতে হবে ।

বরদান :- পৃথক(ন্যারা) থাকার অভ্যাসের দ্বারা পাস উইথ অনার হয়ে ব্রহ্মা বাবার সমান ভব

ব্রহ্মাবাবা যেমন সাকার জীবনে কর্মজীত হওয়ার আগে পৃথক আর প্রিয় থাকার অভ্যাস প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়েছিলেন । সেবা বা কোনো কর্ম ত্যাগ করেন নি কিন্তু পৃথক হয়ে সেবা করতেন ।

এই পৃথক ভাব(নির্মোহী) প্রতি কর্মে সহজ সফলতার অনুভব করায় । তাই সেবার বিস্তার যতই বাড়াও কিন্তু বিস্তারে গিয়ে সারের স্থিতির অভ্যাস যেন কম না হয়, তখনই ডবল লাইট হয়ে কর্মাজীত স্থিতিকে প্রাপ্ত করে ডবল মুকুটধারী, ব্রহ্মা বাবার সমান পাস উইথ অনার হতে পারবে ।

স্লোগান :-- নিজেকে এমন শক্তি স্তম্ভ বানাও যে অনেকেরই নতুন জীবন প্রাপ্ত করাবার শক্তি যেন প্রাপ্ত হয় ।

মতেশ্বরী জীর মধুর মহাবাক্য :

১) তোমার আসল লক্ষ্য কি :-- সর্ব প্রথমে এটা জানা জরুরী যে তোমার আসল লক্ষ্য কি ? সেও খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে তবেই পূর্ণ রীতিতে সেই লক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারবে । তোমাদের আসল লক্ষ্য ---আমি আত্মা সেই পরমাত্মার সন্তান । প্রকৃতপক্ষে আমি কর্মাজীত, এরপর নিজেকে ভুলে যাওয়ার কারণে কর্মবন্ধনে এসে গেছি, এখন আবার তাঁকে মনে আসার কারণে এই ঈশ্বরীয় যোগে থাকার ফলে এখন আমি আমার নিজের দ্বারা কৃত বিকর্ম বিনাশ করছি । তাই আমাদের লক্ষ্য হলো আত্মা হলো পরমাত্মার সন্তান । বাকি কেউ যদি নিজেকে 'আমিই সেই দেবতা' মনে করে সেই লক্ষ্যে স্থির থাকে, তাহলে পরমাত্মার যেই শক্তি তা পেতে পারবে না, আর না বিকর্ম বিনাশ হবে । আর এ তো সম্পূর্ণ জ্ঞান যে, আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান, আমি কর্মাজীত, ভবিষ্যতে আমিই সেই দেবী - দেবতার পদ প্রাপ্ত করবো, এই লক্ষ্যে থাকলেই সেই শক্তি পাওয়া যায় । আর মানুষ যে এই সুখ, শান্তি, পবিত্রতা চায়, তাও পূর্ণ যোগে থাকলেই প্রাপ্ত হবে । বাকি দেবতা পদ তো নিজের ভবিষ্যতের প্রালঙ্ক, নিজের পুরুষার্থ আলাদা আর প্রালঙ্কও আলাদা । তাই এই লক্ষ্যও আলাদা, নিজেকে এই লক্ষ্যে রাখবো না যে, আমি পবিত্র আত্মা অবশেষে পরমাত্মা হয়ে যাবো, তা নয় । আমাদের কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র আত্মা হতে হবে, বাকি আত্মা কখনোই পরমাত্মা হবে না ।

২) এই অবিনাশী জ্ঞানের অনেক নাম রাখা হয়েছে :--

এই অবিনাশী ঈশ্বরীয় জ্ঞানের অনেক নাম রাখা হয়েছে । কেউ এই জ্ঞানকে অমৃত বলে, কেউ আবার এই জ্ঞানকে অঞ্জন বলে । গুরু নানক বলেছিলেন, জ্ঞান অঞ্জন গুরু দেন, কেউ আবার জ্ঞান বর্ষা বলেছেন কেননা এই জ্ঞানেই সমগ্র সৃষ্টি ভরপুর হয়ে যায় । তমোপ্রধান মানুষও সতোপ্রধান হয়ে যায় আর জ্ঞান অঞ্জনে অন্ধকার দূর হয়ে যায় । এই জ্ঞানকে আবার অমৃতও বলে যাতে মানুষ পাঁচ বিকারের অগ্নির জ্বালাকে ঠান্ডা করতে পারে । দেখো গীতাতেও পরমাত্মা পরিষ্কার বলেছেন - কামেশু ক্রোধেশু, এতেও মুখ্য হলো কাম, যা হলো পাঁচ বিকারের মুখ্য বীজ । এই বীজ থাকলেই ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার আদির ঝাড় উৎপন্ন হয়, এতেই মানুষের বুদ্ধি ব্রষ্ট হয়ে যায় । এখন এই বুদ্ধিতেই জ্ঞানের ধারণা হয়, জ্ঞানের ধারণা যখন সম্পূর্ণ হয় তখন বিকারের বীজ নষ্ট হয়ে যায় । বাকি সন্ন্যাসীরা তো মনে করে, এই বিকারকে বশ করা খুবই কঠিন । এখন এই জ্ঞান তো সন্ন্যাসীদের মধ্যে নেই । তাহলে এমন শিক্ষা কিভাবে দেবে ? তারা কেবল এমনই বলে যে - মর্যাদায় থাকো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মর্যাদা কি ছিলো ? সেই মর্যাদা তো এখন ছিন্ন হয়ে গেছে, কোথায় সেই সত্যযুগী, ত্রেতাযুগী দেবী - দেবতার মর্যাদা, যারা গৃহস্থ জীবনে থেকে কিভাবে নির্বিকারী

প্রবৃত্তির পথে থাকতো । এখন সেই প্রকৃত মর্যাদা কোথায় ? আজকাল তো বিকারের উল্টো মর্যাদা পালন করছে, একে অন্যজনকে এমনই শেখায় যে, মর্যাদায় চলো । মানুষের প্রথম দায়িত্ব কি, সে তো কেউই জানে না, ব্যস, কেবল এই প্রচার করে যে মর্যাদায় থাকো, কিন্তু এও জানে না যে, মানুষের প্রথম মর্যাদা কি ? মানুষের প্রথম মর্যাদা হলো নির্বিকারী হওয়া, কাউকে যদি এমন জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এই মর্যাদায় থাকো কি ? তখন তারা বলে দেয়, আজকাল এই কলিযুগী সৃষ্টিতে নির্বিকারী হওয়ার সাহস নেই । এখন মুখে বললেই, মর্যাদায় থাকো বা নির্বিকারী হও, এতে কেউ নির্বিকারী হতে পারে না । নির্বিকারী হতে হলে এই জ্ঞান তলোয়ারের সাহায্যে এই পাঁচ বিকারের বীজকে শেষ করতে হবে, তাহলেই বিকর্ম ভঙ্গ হবে । আচ্ছা ।

ওম শান্তি ॥

০৭-১০-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ২২-০১-৮৪ মধুবন

নামিগ্রামী (সুবিখ্যাত) সেবাধারী হওয়ার বিধি

আজ বাপদাদা স্থিতিশীল দীপ্যমান দীপের দীপমালা দেখছেন। কিভাবে দীপ্যমান দীপক তোমরা সকলে অনড়, নির্বিল্ল এবং তোমাদের আত্মজ্যোতি দ্বারা বিশ্বকে আলো দিচ্ছ। দীপের এই আলো আত্মাদের জাগিয়ে তোলার আলো। বিশ্বের সকল আত্মাদের সামনে অস্ত্রানের যে প্রাচীর আছে সেটা সরানোর জন্য এবং অন্যদের জাগাতে তোমরা নিজেরা জেগেছ, অন্ধকারের কারণে যারা অনেক রকমভাবে ঠোঁকর খাচ্ছে, তোমরা দীপ্যমান সব দীপের দিকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে আশায় তাকিয়ে আছে, তাদের আলোর ইচ্ছা এবং আবশ্যিকতা তোমরা পরিপূর্ণ করবে। লক্ষ্যহীনভাবে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন আত্মাদের জ্ঞানের আলো দিতে হবে তোমাদের, যাতে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। (কারেন্ট চলে গেল) এখনই দেখ, এই অন্ধকার ভালো লাগে? আলোই ভালো লাগে, তাই না! সুতরাং, একইভাবে বাবার সাথে কানেকশন জুড়ে দাও। কিভাবে কানেকশন জুড়তে হয় তাদেরকে সেই জ্ঞান দাও।

তোমরা সব ডবল বিদেশিরা রিফ্রেশ হয়েছো অর্থাৎ তোমরা শক্তিশালী লাইটহাউজ, মাইটহাউজ, নলেজফুল, পাওয়ারফুল এবং সাকসেসফুল হয়ে সেবাস্থানে যাচ্ছ, পুনরায় ফিরে আসার জন্য। যাওয়া অর্থাৎ সফলতার প্রতিমূর্তি হওয়ার পার্ট প্লে করে একের বহুগুন হয়ে ফিরে আসা। তোমরা যাচ্ছ তোমাদের পরিবারের অন্য আত্মাদের বাবার ঘরে নিয়ে আসার জন্য। হদের যুদ্ধে যেমন বাহুবল, সায়োন্সের শক্তিসহ সব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিজয়ের মেডেল আনতে যুদ্ধের ময়দানে যায়, তেমনই তোমরা সব রুহানী যোদ্ধা সেবার ময়দানে যাচ্ছ বিজয় পতাকা উত্তোলন করতে। তোমরা যতবেশি বিজয়ী হও, বাবার থেকে ততোই স্নেহের, সহযোগের, নৈকট্যের, সম্পূর্ণতার বিজয়ী মেডেলস লাভ করো। সুতরাং, চেক করো, এখনও পর্যন্ত কতো মেডেলস পেয়েছো! বিশেষত্ব অথবা টাইটেলস্ যা দেওয়া হয়েছে, সেসবের কতগুলো মেডেল তোমরা ধারণ করেছো? বিশেষ টাইটেল গুলোর লিস্ট তো তোমরা বানিয়েছো, তাই না? সেই লিস্ট তোমাদের সামনে রেখে নিজেকে দেখ, এই সব মেডেলস তোমাদের প্রাপ্তি হয়েছে কিনা! এখনও পর্যন্ত তোমরা খুব ছোট লিস্ট বানিয়েছো। কমপক্ষে ১০৮ তো হওয়াই উচিত! তারপর তোমাদের এত মেডেলস দেখে নিজদের নেশায় রাখো, কতো মেডেলসে তোমরা সেজে আছো! যাওয়া অর্থাৎ বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে সদা নতুন থেকেও নতুন মেডেলস লাভ করতে থাকা। তুমি যেমন কাজ সম্পন্ন করবে তেমন মেডেল পাবে। সুতরাং, এই বছর সেবার নিমিত্ত হওয়া সব বাচ্চাদের এই লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোনো না কোনো এমন বিশেষ নতুন কাজ সম্পন্ন করার, যা ড্রামাতে এখনও লুকিয়ে আছে, অথচ স্থিরীকৃত। এখন সেই কাজ প্রত্যক্ষ করতে হবে। জাগতিক দুনিয়ায় যেমন তোমরা কোনো বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে নামিগ্রামী (সুবিখ্যাত) হয়ে যাও। চারিদিকে তোমাদের বিশেষত্বের জন্য পরিচিত হওয়ার সাথে সাথে বিশেষ আত্মা হিসেবেও তোমাদের নাম হয়ে যায়। একইভাবে, তোমাদের প্রত্যেকে যেন ভাবে যে আমাকে বিশেষ কার্য সম্পন্ন করতে হবে, বিজয় লাভের মেডেল নিতে হবে। ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে বিশেষ সেবাধারীদের লিস্টে সুবিখ্যাত হতে হবে। রুহানী নেশায় থাকো, তোমার নামের নেশায় নয়। সেবার রুহানী নেশায় নির্মাণ অর্থাৎ নিরহঙ্কার নিমিত্ত হওয়ার সার্টিফিকেট সহ সুপরিচিত হতে হবে।

আজ ডবল বিদেশি গ্রুপ যারা বিজয়ী হয়েছে, তাদের বিজয় স্থলে যাওয়ার অভিনন্দন সমারোহ। যখন কেউ বিজয় স্থলে যায় তো মহা ধুমধামের সাথে খুশিতে ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে বিজয় তিলক

লাগিয়ে তারা অভিনন্দিত হয়। এটা বিদায়কালীন শুভেচ্ছা নয়, বরং অভিনন্দন, কারণ বাপদাদা এবং পরিবার জানে যে এইরকম সেবানায়ীদের বিজয় নিশ্চিত, এইজন্য অভিনন্দন সমারোহ উদযাপিত হয়। আগে থেকেই বিজয় নিশ্চিত, তাই না ! শুধু নিমিত্ত হয়ে রিপোর্ট করতে হবে, কারণ এটা করলে তোমরা নিমিত্ত হিসেবে করে এটার প্রতিদান পাবে ! কর্ম তো শুধু নামেমাত্র কারণ এর প্রত্যক্ষ ফল নিশ্চিত। এই নিশ্চয়ের উদ্যম-উৎসাহের সাথে তোমরা যাচ্ছ, অন্যদের অধিকারী বানিয়ে তাদের এখানে নিয়ে আসার জন্য। অধিকারের অনন্ত ভান্ডার তোমরা মহাদানী হয়ে তাদের দান পুণ্য করার জন্য যাচ্ছ। এখন দেখা যাবে পান্ডবরা আগে যায় নাকি শক্তির আগে যায় ! বিশেষ নতুন কাজ যে করবে, তার মেডেল প্রাপ্ত হবে। হয় এইরকম সেবার জন্য আত্মাদের বার করতে পারো, অথবা সেবাস্থানের আরও বৃদ্ধি করাতে পারো। অথবা বিশেষ কার্য সম্পন্ন করে চতুর্দিকে তোমার নাম ছড়িয়ে দিতে পারো, অথবা হতে পারে এমন একটা বড় গ্রুপ তৈরি করে বাপদাদার সামনে নিয়ে আসলে ! যারা এই ধরনের বিশেষ সেবা করবে তাদের বিজয়ের মেডেল প্রাপ্ত হবে। এইরকম বিশেষ কাজ যারা করে তাদের পূর্ণ সহযোগেরও প্রাপ্তি হয়। অন্যেরা তোমাকে টিকিট অফার করবে। একদম শুরুতে যখন তোমরা সেবাতে বেরোতে তো সেবা করে ফার্স্টক্লাসে সফর করতে। আর এখন, তোমরা নিজেরা নিজেদের টিকিট করে সেকেন্ড বা থার্ড ক্লাসে আসো। এমন কোনো কোম্পানির সেবা করো, সবকিছু সম্ভব হবে। সেবানায়ীরা সব সুযোগ সুবিধাও পেয়ে যায়। বুঝেছো তোমরা ! সবাই তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে বিজয়ী হয়েই তো ফিরে যাচ্ছ, তাই না ? কোনরকম কমজোরি তোমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ না তো ? কমজোরি অর্থাৎ সমস্ত দুর্বলতা স্বাভাবিক (আহুতি) করে শক্তিশালী আত্মা হয়ে যাচ্ছ, তাই না ! কোনরকম দুর্বলতা থেকে যাচ্ছ না তো ? যদি কিছু থেকে যায়, তবে স্পেশ্যাল সময় করে সমাপ্তি ঘটিয়ে তারপরে এখান থেকে যেও। আচ্ছা !

এইরকম সদা অনড় প্রজ্জ্বলিত দীপ, যারা সর্বদা জ্ঞানালোকে অন্ধকার দূর করে, যারা সদা সেবার কিছু বিশেষত্বের সাথে স্পেশ্যাল পার্ট প্লে করে, যারা বাবার থেকে সব প্রাপ্ত হওয়া মেডেল ধারণ করে, সদাসর্বদা যারা বিশ্বাস করে যে বিজয় সুনিশ্চিত, এমন অবিদ্যাক্ষী বিজয়ের তিলকধারী, সদা সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন, সন্তুষ্ট আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

জগদীশ ভাইয়ের সাথে :- বাপদাদার সাকার পালনায় পালিত রত্নদের ভ্যালু থাকে অর্থাৎ তারা মূল্যবান। জাগতিক স্তরেও, বৃষ্টি পাকা ফল কতো শোভনীয় হয়। সেইরকম তোমরা সব অনুভবী আত্মাদেরও সবাই কতো ভালোবাসার সাথে দেখে ! প্রথম মিলনেই তোমরা বরদানপ্রাপ্ত হয়েছো, তাই না ! পালনা অর্থাৎ বরদানেই তোমাদের বিকাশ, তাই না ! এইজন্য সদা তোমাদের পালনার অনুভব দ্বারা অনেক আত্মাদের পালনা দিয়ে প্রতিনিয়ত তাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকবে। সাগরের সাথে বিভিন্ন স্নানক্ষেত্র এবং অনুভবের তরঙ্গে ভাসতে থাকবে। সেবার শুরুতে, ইকনমির সময়ে তোমরা নিমিত্ত হয়েছিলে। ইকনমির সময় নিমিত্ত হওয়ার কারণ সেবার ফল সদা শ্রেষ্ঠ হয়। একদম সঠিক সময়ে তোমরা সহযোগী হয়েছো, এইজন্য তোমরা বরদান লাভ করেছো। আচ্ছা -

কনফারেন্সের জন্য আলাপআলোচনাঃ - যখন তোমরা উৎসাহ-উদ্দীপনায় একসাথে কোনো কাজের নিষ্পত্তি করো তো তাতে সহজে তোমরা সফলতা লাভ করো। সেই কাজ সকলের সম্মিলিত উৎসাহে হচ্ছে, তাই সফলতা অবশ্যই হবে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করাও শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। সবাই একজোট হলে

অন্য আত্মারাও মিলন উদযাপনের কাছাকাছি আসে। হৃদয়ের সঙ্কল্প ঐক্যবদ্ধ করা অর্থাৎ অনেক আত্মাদের মিলনোৎসব পালনে সমর্থ করে তোলা। এই লক্ষ্যে তোমরা সবকিছু করছো আর করতে থাকবে। আত্মা - ফরেনার্স সবাই ঠিক আছে? তোমরা সন্তুষ্ট? সবাই তোমরা এখন বড় হয়ে গেছ। সবকিছু সামলাচ্ছ। আগে তোমরা ছোট ছিলে, আর দুষ্টমি করতে, এখন সেখানে তোমরা অন্যদের দায়িত্ব নিচ্ছ, দেখভাল করছো। এরকম নয় যে তোমাদেরকে অন্যের সামলানোর প্রয়োজন। এখন মেহনত তোমরা নাও না বরং অন্যদের জন্য মেহনত করো। তোমরা কমপ্লেন করোনা, বরং তোমরা কমপ্লিট। তোমাদের এখনও কোনো কমপ্লেনস নেই, আর পরেও নেই, এইরকমই তো, তাই না? সদা খুশির খবর দাও। আর যারা আসেনি, তাদেরকে মায়াজিৎ বানাও। তখন তারা বেশি পত্র লিখবে না। শুধু আমি ও. কে.। তোমরা ভালো ভালো বিষয় লিখতে পারো, কিন্তু শর্টে। আত্মা।

টিচারদের সাথে আলাপআলোচনা: -

টিচারদের প্রতি বাপদাদার বিশেষ ভালোবাসা আছে, কারণ তোমরা সমান। বাবাও টিচার আর তোমরাও মাস্টার টিচার। যেমনই হোক, যারা সমান, তারা অতি প্রিয় হয়। অতি উদ্যম-উতসাহের সাথে তোমরা সেবাতে এগিয়ে যাচ্ছ। সবাই তোমরা চক্রবর্তী। চতুর্দিকে পরিক্রমণ করাকালীন তোমরা অনেক আত্মার সম্বন্ধে এসেছো, অনেক আত্মাদের কাছে আনার কাজ করেছো। বাপদাদা খুশি। এইরকমই তো বোধ হয় যে বাপদাদা আমাদের প্রতি খুশি, নাকি মনে হয় এখনো কিছু করা বাকি! তিনি খুশি, কিন্তু তোমাদের তাঁকে আরও খুশি করতে হবে। ভালো মেহনত করছো তোমরা, ভালোবাসার সাথে মেহনত করছো, তাই মেহনত কঠিন বলে বোধ হয় না। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের বাপদাদা সদাই মাথার মুকুট বলেন। তোমরা শিরোভূষণ। বাচ্চাদের উদ্যম-উৎসাহ দেখে বাপদাদা উদ্যম-উৎসাহ বাড়ানোর জন্য সহযোগ দেন। এক কদম বাচ্চাদের, পদম কদম বাবার। যেখানেই হিম্মত সেখানেই উল্লাসের প্রাপ্তি নিজে থেকেই হয়। যখন তোমাদের সাহস থাকে তোমরা বাবার সহায়তা লাভ করো। এই কারণে তোমরা বেপরোয়া বাদশাহ, সেবা করতে থাকো। সফলতা পেতে থাকবে। আত্মা -

০৭-১০-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইস: ১৩-০২-৮৪ মধুবন

"অশান্তির কারণ অপ্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির কারণ অপবিত্রতা"

(কনফারেন্সের পরে অতিথিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার:)

আজ প্রেমের সাগর, শান্তির সাগর বাবা, শান্তিপ্রিয় এবং প্রেমের প্রতিমূর্তি নিজের বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। সারা বিশ্বের আত্মাদের শান্তির জন্য একই আশা এবং প্রকৃত ভালোবাসা দেখে, বাপদাদা তোমরা সব বাচ্চাদের কাছে এসেছেন, তোমাদের সেই ইচ্ছাপূরণ করার সহজ বিধি দেখাতে। বহু সময় ধরে বিভিন্ন রূপে এই আশা পূরণ করার জন্য তোমরা বাচ্চারা যে প্রয়াস করেছো তা' দেখে করুণাময় বাবার তোমরা সব বাচ্চাদের প্রতি করুণা হয়, তোমরা দাতার বাচ্চারা এক মুহূর্তের শান্তি অথবা স্বল্প সময়ের শান্তির জন্য দাও, দাও বলছো! অধিকারী বাচ্চারা ভিত্তারী হয়ে শান্তি আর স্নেহের জন্য চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছ! ঘুরতে ঘুরতে কোনো কোনো বাচ্চা হতোদ্যম হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, বিশ্বে কি অবিনাশী শান্তি হতে পারে? সব আত্মার মধ্যে প্রকৃত নিঃস্বার্থ স্নেহ হতে পারে?

বাচ্চাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাবাকে স্বয়ং আসতেই হয়েছে। বাপদাদা বাচ্চাদের এই খুশির খবর শোনাতেই এসেছেন, তোমরা আমার বাচ্চারা কাল শান্তি আর সুখময় দুনিয়ার মালিক ছিলে। সকল আত্মারা প্রকৃত স্নেহের সূত্রে বাঁধা ছিলে। শান্তি আর প্রেম তো তোমাদের জীবনের বিশেষত্ব ছিলো। ভালোবাসার সংসার, সুখের সংসার, জীবনমুক্ত সংসার, যা তোমরা এখন আশা রাখো, ভাবছো যে এইরকম বিশ্বে হওয়া উচিত, তোমরা সেই সংসারের কাল মালিক ছিলে। আজ সেইরকম সংসার বানাচ্ছ আর কাল আবার সেই সংসারে হবে। কালকেরই তো ব্যাপার! তোমাদের এই ভূমিই কাল স্বর্গভূমি হবে। ভুলে গেছ তোমরা, এটা তোমাদের রাজত্ব ছিলো, সুখসম্পন্ন রাজ্য যেখানে দুঃখ অশান্তির লেশমাত্র নেই, অপ্রাপ্তি নেই! অপ্রাপ্তিই অশান্তির কারণ আর অপ্রাপ্তির কারণ অপবিগ্রতা। সুতরাং, যেখানে অপবিগ্রতা নেই, অপ্রাপ্তি নেই সেখানে কি হবে? তোমাদের যা ইচ্ছা আছে অথবা তোমরা যে প্ল্যান তৈরি করো সেটা প্র্যাকটিক্যাল্যে পরিণত হবে। সেই ড্রামার ভবিতব্য অটল এবং অনড়, কেউ এটা বদলাতে পারবে না। পূর্ব নির্দিষ্ট ঘটনা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। বাবা দ্বারা নতুন রচনা রচিত হয়ে গেছে। সবাই তোমরা কে? নতুন রচনার তোমরা ফাউন্ডেশন স্টোন। নিজেদের সেইরকম ফাউন্ডেশন স্টোন মনে করো, তবেই তো তোমরা এখানে এসেছো, তাই না! ব্রাহ্মণ আত্মা অর্থাৎ নতুন দুনিয়ার আধার মূর্ত। বাপদাদা এইরকম আধারমূর্ত বাচ্চাদের দেখে পুলকিত হন। বাপদাদাও গীত গান, "বাহু আমার প্রিয়, হারানিধি বাচ্চারা"। তোমরাও তো গীত গাও, তাই না! তোমরা বলো, "তুমিই আমার", আর বাবাও বলেন, "তুমিই আমার"। শৈশবে এই গান তো অনেক গাইতে, তাই না!

(দু'তিনজন বোন সেই গীত গাইলো আর তার রিটার্নে বাপদাদা রেসপন্ড দিচ্ছিলেন)।

মুখের আওয়াজ যেমনই হোক, বাপদাদা হৃদয়ের ধ্বনি শোনে। বাবা গীত রচনা করেছেন আর বাচ্চারা সেটা গেয়েছে। আচ্ছা! (কিছু ভাই-বোন নিচে হলে তথা ওম শান্তি ভবনে মুরলি শুনছিলো, বাপদাদা সম্মেলনে আসা অতিথিদের সাথে আলাপালোচনা করছিলেন) নিচেও কিছু বাচ্চা বসে আছে। বাপদাদা স্নেহভরা চেহারা দেখছেন আর তাদের মিষ্টি-মধুর অনুযোগ শুনছেন। তোমরা সব বাচ্চারা স্নেহে অন্তর্মম থেকে বিশ্ব সেবার পার্ট প্লে করেছো। বাপদাদা তোমাদের সকলের একনিষ্ঠার জন্য স্নেহের দোলায় দুলিয়ে অভিনন্দিত করছেন। তোমরা দীর্ঘজীবী হও, ক্রমাগত উন্নতি করো, উড়তে থাকো, সদা সফল হও। সকলের স্নেহের সহযোগ বিশ্বের কার্য সফল করেছে। যদি বাপদাদা একেকজন বাচ্চার প্রীতিপূর্ণ মেহনত দেখে দিনরাত সেই সম্পর্কে বর্ণন করতে থাকেন তো তাও কম হয়ে যাবে। বাবার মহিমা যেমন অপরম-অপার, সেইরকমই বাবার সেবানিধী বাচ্চাদের মহিমাও অপরম-অপার। একের প্রতি অনুরাগ, এক বিষয়ে উদ্যম এবং একমাত্র দৃঢ় সঙ্কল্প থাকে যে বিশ্বের সকল আত্মাদের শান্তির বার্তা অবশ্যই দিতে হবে। এই অনন্য নিষ্ঠার প্রত্যক্ষ স্বরূপে সাফল্য থাকে আর সদা থাকবে। দূরের যারা, তারাও কাছেই আছে। তোমরা নিচে বসে নেই বরং বাপদাদার নয়নে আছে। কেউ টেনে কেউ বাসে ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু বাপদাদার সবাইকে মনে আছে। তাদের মনের সঙ্কল্পও বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে। আচ্ছা।

বাবার ঘরে তোমরা যারা এসেছো, তারা অতিথি নও, কিন্তু তোমরা মহান আত্মা হতে যাচ্ছ। বাপদাদা তোমাদের সবাইকে আই.পি.এস অথবা ভি.আই. পি হিসেবে দেখেন না, বরং তোমাদের হারানিধি বাচ্চারূপেই দেখেন। ভি.আই. পি.রা তো আসবে আর অল্প সময়ের জন্য দেখে শুনে চলে যাবে। কিন্তু বাচ্চারা সদা হৃদয়ে থাকবে। যেখানেই যাও তোমরা, থাকবে তো হৃদয়েই। তোমাদের

নিজের ঘরে তথা বাবার ঘরে পৌঁছানোর জন্য অভিনন্দন । বাপদাদা সব বাচ্চাদের মধুবনের অর্থাৎ তাঁর ঘরের শৃঙ্গার মনে করেন । বাচ্চারা ঘরের শৃঙ্গার । কে তোমরা ? শৃঙ্গার, তাই না ! আচ্ছা ।

যারা সदा দৃঢ় সঙ্কল্পধারী, সাফল্যের নক্ষত্র, সदा হৃদয় সিংহাসনাসীন, সदा স্মরণ আর সেবার নির্ণায়ক মগ্ন থাকে, নতুন রচনার আধারমূর্ত, যারা সদাকালের জন্য বিশ্বকে নতুন আলো, নতুন জীবন দিয়ে সকলকে প্রকৃত স্নেহের অনুভব করায়, এইরকম স্নেহী সহযোগী, নিরন্তর সাথী বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

বরদানঃ - নিজের সর্বকর্ম দ্বারা দিব্যতার অনুভূতি করিয়ে দিব্য জীবনধারী ভব

বাপদাদা তোমাদের প্রত্যেক বাচ্চার দিব্য জীবন তথা দিব্য মূর্তি বানিয়েছেন অর্থাৎ দিব্য মূর্তি তাদেরই, যাদের দিব্য সঙ্কল্প থাকে, যারা দিব্য বোল বলে এবং দিব্য কর্ম করে । দিব্যতা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গার । দিব্য জীবনধারী আত্মা যে কোনও আত্মাকে নিজের সব কর্ম দ্বারা সাধারণের উর্ধ্বে যাওয়ার দিব্যতা অনুভূতি করাবে । দিব্য জন্মধারী ব্রাহ্মণ তন দ্বারা সাধারণ কর্ম আর মন দ্বারা সাধারণ সঙ্কল্প করতে পারে না । তারা ধনকেও সাধারণ কার্যে ব্যবহার করতে পারেনা ।

স্লোগানঃ - তোমরা হৃদয় দিয়ে সदा গীত গাইতে থাকো, যা পাওয়ার ছিলো তা পেয়ে গেছি . . .
তবেই তোমাদের চেহারা খুশি থাকবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সর্বদা খুশীতে তখনই থাকতে পারবে যখন সম্পূর্ণ নিশ্চয় হবে যে আমরা ভগবানুবাচ-ই শুনছি, স্বয়ং ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন"

প্রশ্ন:- ড্রামা অনুযায়ী এই সময়ে সবাই কি প্ল্যান করে আর কিসের জন্যে প্রস্তুতি নেয় ?

উত্তর :- এই সময় সবাই প্ল্যান করে এত বছরে এতখানি আনাজ বা ফসল উৎপাদন করব। নতুন দিল্লী, নতুন ভারত হবে। কিন্তু প্রস্তুতি নেয় মৃত্যুর জন্যে। সম্পূর্ণ দুনিয়ার গলায় মৃত্যুর হার পরানো আছে। কথায় আছে না - মানুষ চায় একরকম, হয় আরেক রকম বাবার এক রকম প্ল্যান, মানুষের প্ল্যান অন্য রকম ।

গীত :- কেউ যেন আমায় আপন করে হাসতে দিল শিথিয়ে.....

ওম্ শান্তি। নিরাকার ভগবানুবাচ ব্রহ্মা তন দ্বারা। এই প্রথম কথাটি পাকা করে নিতে হবে যে এখানে কোনো মানুষ পড়ায় না, নিরাকার ভগবান পড়ান। ওঁনাকে সর্বদা পরমপিতা পরমাত্মা শিব বলা হয়। বেনারসে শিবের মন্দিরও আছে তাইনা ! সর্ব প্রথমে আত্মার এই নিশ্চয় হওয়া উচিত যে বেহদের বাবা আমাদের পড়ান। যতক্ষণ এই নিশ্চয় নেই ততক্ষণ মানুষ কোনো কাজের নয়। কড়ি তুল্য। বাবাকে জানলে হীরে তুল্য হয়। কড়ি তুল্য ও হীরে তুল্য ভারতের মানুষ হয়। বাবা এসে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। প্রথমে যতক্ষণ এই নিশ্চয় নেই যে ভগবান পড়াচ্ছেন, ততক্ষণ তারা এই কলেজে বসেও কিছুই বোঝেনা। তাদের খুশীর পারদ উর্ধ্ব ওঠেনা। তিনি হলেন আমাদের মোস্ট বিলাভেদ পিতা, যাঁকে ভক্তিমার্গে ডাকা হয়েছিল যে - পরমাত্মা, দয়া করুন। এই কথা আত্মা বলে, মানুষ তো বোঝেনা যে লৌকিক পিতা থাকা সত্ত্বেও আমরা কোন্ পিতাকে স্মরণ করি ? আত্মা মুখে বলে ইনি আমাদের লৌকিক পিতা, ইনি আমাদের পারলৌকিক পিতা। তোমরা এখন দেহী-অভিমানী হয়েছ, বাদবাকি সকল মানুষই হল দেহ-অভিমানী। তারা আত্মা, পরমাত্মার বিষয়ে কিছু জানে না। আমরা আত্মারা ঐ পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান - এই জ্ঞান কারো নেই। বাবা প্রথমে নিশ্চয় করান ভগবানুবাচ, "আমি তোমাদের রাজ যোগ শেখাই। তোমরা দেহ সহ দেহের যা সম্বন্ধ আছে, সেসব ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো" । কোনো মানুষ বা কৃষ্ণ ইত্যাদি এমন বলতে পারেনা। এ হলই মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া, মিথ্যা হল সব সংসার। একথাও সত্য নয়। সত্যথন্ডে আবার একটিও মিথ্যা হয়না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যথণ্ডের মালিক ছিলেন, পূজ্য ছিলেন। এখন ভারতবাসী ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়েছে তাই নাম-ই হল ভ্রষ্টাচারী ভারত। শ্রেষ্ঠাচারী ভারত হয় সত্যযুগে। সেখানে সবাই সর্বদা হাসি মুখে থাকে, কোনো অসুখ কোনো রুগী থাকেনা । এখানে যদিও বলে অমুক স্বর্গে গেছে। কিন্তু কেউ জানেনা। এই সময়ের রাজ্য হল মৃগ তৃষ্ণার মতন। একটি হরিণের কাহিনী আছে না - জল ভেবে ভিতরে গেল আর পাঁকে আটকে গেল। অর্থাৎ এই সময় হল পাঁকের রাজ্য। যত শৃঙ্গার করা হয় ততই পতন হয়। বলতে থাকে ভারতে আনাজ বেশি হবে, এই হবে সেই হবে । কিছুই হয়না। একেই বলা হয় - মানুষ চায় এক, হয় আরেক। বাবা বলেন এ কোনো রাজ্য নয়। রাজ্য তো তাকে বলা হবে যেখানে রাজা রানী থাকবে। এটা তো হল প্রজাদের প্রজার উপরে রাজত্ব । এই হল ইরিলিজিয়াস, আনরাইটিআস রাজ্য। ভারতে তো আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখন তো ধর্ম ভ্রষ্ট,

কর্ম ভ্রষ্ট হয়েছে। এমন আর কোনো দেশ নেই যে নিজের ধর্মকে জানেনা। বলাও হয় রিলিজন ইজ মাইট অর্থাৎ ধর্ম হল শক্তি। দেবতাদের তো সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব ছিল, এখন তো একেবারেই কাঙাল হয়েছে। বাইরে দেশের কত সাহায্য নিতে হয়। তাদের হল বাহুবলের সাহায্য , তোমাদের হল যোগবলের সাহায্য। তোমরা বাচ্চারা জানো মোস্ট বিলাভেড হলেন বাবা যাঁর দ্বারা আমরা ২১ জন্মের জন্যে সদা সুখের বর্ষা প্রাপ্ত করি। সেখানে কখনও দুঃখের , কান্নার কথাই নেই। কখনও অকালে মৃত্যু হয়না। আজকালকার মতন একসাথে ৪-৫ টি সন্তান জন্মও হয়না, একদিকে দেখো খাদ্যের অভাব, বলে বার্থ কন্ট্রোল করো। মানুষ চায় কিছু । বোঝে নিউ দিল্লী, নতুন রাজ্য। কিন্তু কিছুই নেই। মৃত্যু স্বরূপ হার রয়েছে সবার গলায় । মৃত্যুর পুরো ব্যবস্থা করছে। যথাযথভাবে ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন এই হল সেই মহাভারত লড়াই। বাবা বলেন এইটি তো কোনো রাজ্য নয়, এই হল মৃগতৃষ্ণার মতন। দ্রৌপদীর দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়। তোমরা সবাই হলে দ্রৌপদী। তোমাদের জন্যে বাবার আদেশ হল এই বিকার গুলিকে পরাজিত করো। আমরা প্রতিজ্ঞা করি - আমরা সদা পবিত্র থেকে ভারতকে পবিত্র করব। এই পুরুষ জন পবিত্র থাকতে দেয়না। অনেক গুপ্ত গোপীকারা আহ্বান করে বলে যে এরা আমাদের ওপর অত্যাচার করে।

তোমরা জানো এই কাম মহাশত্রু তো হল মানুষকে আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখ প্রদানকারী। বাবা বলেন তোমাদের এই বিকারকে পরাজিত করতে হবে। গীতায়ও আছে ভগবানুবাচ , কাম হল মহাশত্রু। কিন্তু মানুষ বোঝেনা। বাবা বলেন পবিত্র হও তাহলে তোমরা রাজার রাজা হবে। এবারে বল, রাজার রাজা হবে নাকি পতিত হবে ? এই একটি শেষ জন্ম বাবা বলেন আমার জন্যে পবিত্র হও। অপবিত্র দুনিয়ার বিনাশ, পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা হয়ে যাবে। অর্ধকল্প তোমরা বিষ পান করে এত দুঃখ দেখেছ, তোমরা এক জন্ম এইসব ছাড়তে পারছো না ? এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ এবং নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। এতে যারা পবিত্র হবে আর পবিত্রে পরিণত করবে তারা-ই উচ্চ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। এই হল রাজ যোগ। তোমরা বলা আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার - কুমারী অর্থাৎ আমরা হলাম যথাযথভাবে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানও। ব্রহ্মা হলেন শিবের সন্তান, তোমাদের বর্ষা প্রদান করেন শিব। এই হল ইনকরপরিয়াল গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। তিনি হলেন হেভেন স্থাপনকারী, বর্ষা প্রদানকারী শিব। তিনি-ই গড ফাদার ব্রিসফুল, নলেজফুল পিতা বসে পড়ান। কিন্তু যখন দেহ অভিমান থাকবেনা তখন বুদ্ধিতে বসবে। ভাগ্যে না থাকলে ধারণা হবেনা। যথাযথভাবে তোমরা হলে জগৎ পিতার সন্তান। ব্রহ্মাকুমার- কুমারীরা রাজ যোগ শিখছে। তোমাদেরই বিশাল স্মরণিকা স্থাপিত আছে। কত সুন্দর মন্দির আছে ! সেসবের অর্থ তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানেনা। পূজো করে, মাথা নোয়ায়, সব টাকা খরচ করে। এখন একেবারেই কড়ি তুল্য হয়েছে। খাদ্য বস্তু নেই। এখন বলে সন্তান জন্ম দর কমাও। এই বিষয়ে মানুষের শক্তি নেই যে বলতে পারে কাম হল মহাশত্রু। এতো যত বলা হবে জন্ম দর কম করো ততই বেশি সংখ্যায় জন্ম হবে। কারো শক্তি চলবেনা।

বাচ্চারা সর্বপ্রথম তোমাদের এ কথা বোঝাতে হবে যে এ হল গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি, ভগবান হলেন এক। এই একটিই চক্র যা ঘুরতে থাকে। এইসবই হল বোঝার বিষয় । মিত্র-আত্মীয় স্বজন ইত্যাদিদেরও এই রূহানী যাত্রার রহস্য বোঝাতে হবে। দৈহিক যাত্রা তো জন্ম জন্মান্তর করেছে, এই রূহানী যাত্রা একবার-ই হয়। সবাইকে ফিরে যেতে হবে। কোনো পতিত এখানে থাকবেনা। এখন বিনাশের সময়। এত যে কোটি কোটি মানুষ আছে , এরা সবাই সত্যযুগে থাকবেনা, সেখানে সংখ্যা

খুবই অল্প হবে। সবাইকে ফিরে যেতে হবে। বাবা এসেছেন নিয়ে যেতে - যতক্ষণ ই কথা বুঝবেনা ততক্ষণ সুইট হোম এবং সুখধাম স্মরণে আসবেনা। স্মরণ করা তো খুবই সহজ। বাবা বলেন সুইট হোম চलो। আমি ছাড়া তোমাদের কেউ নিয়ে যেতে পারবেনা। আমি হলাম কালের কাল। কত ভালোভাবে বোঝানো হয়। কিন্তু আশ্চর্য যে এত বছর থাকার পরেও ধারণা হয়না। কেউ তো খুব তীব্র বুদ্ধি হয়ে যায়, কেউ কিছুই বোঝেনা। এর মানে এই নয় যে পুরনোদের এমন অবস্থা তো আমাদের কি হবে ? না, স্কুলে সবাই কি আর এক নম্বর হয়। এখানেও নম্বর অনুযায়ী আছে। সবাইকে বোঝাতে হবে - বেহদের বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্তির এই হল সময়। ২১ জন্মের জন্যে সদা সুখের বর্সা পেতে হবে। কত ব্রহ্মাকুমার- কুমারীরা পুরুষার্থ করছে। নম্বর অনুযায়ী তো হয়।

তোমরা জানো পতিত-পাবন হলেন একমাত্র পিতা। বাকি সবাই হল পতিত। বাবা বলেন সবার সদগতি দাতা হলেন এক, তিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন। তারপরে শুধু ভারত-ই থাকবে , বাকি সব বিনাশ হয়ে যাবে। মানুষের বুদ্ধিতে এইটুকু কথা থাকে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমার সহযোগী হও তো আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করব। মানুষের সাহস থাকলে ঈশ্বর সাহায্য করেন (হিস্মতে মর্দা, মদদে খুদা)। গায়ন তো করে ঈশ্বরীয় সেবানারী (খুদাই খিদমতগার)। বাস্তবে তারা হল দৈহিক স্যালভেশন আর্মি। তোমরা হলে সত্য প্রকৃত রুহানী স্যালভেশন আর্মি । ভারতের নৌকা যে ডুবে রয়েছে তার উদ্ধারকর্তা হলে তোমরা ভারত মাতা শক্তি অবতার। তোমরা হলে গুপ্ত সেনা। শিববাবা হলেন গুপ্ত তাই ওঁনার সেনাও হল গুপ্ত। শিব শক্তি, পাণ্ডব সেনা। এই হল সত্য নারায়ণের প্রকৃত ব্রতকথা , বাকি সব গুলি হল মিথ্যা কথা কাহিনী তাই বলা হয় সী নো ইভিল, হিয়ার নো ইভিল, আমি যা বোঝাই তাই শোনো।

এ হল বেহদের বিরাট স্কুল। এই ইউনিভার্সিটির জন্যে এই বাড়ী তৈরি হয়েছে, পরে এখানে এসে বাচ্চারা থাকবে। যারা যোগযুক্ত হবে তারা এসে থাকবে। এই চোখ দিয়ে বিনাশ দেখবে। যে স্থাপনা ও বিনাশের সাক্ষাৎকার তোমরা এখন দিব্য দৃষ্টি দ্বারা করছ পরে তো তোমরা এই চোখ নিয়ে স্বর্গে বসে থাকবে। এর জন্যে বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। যত বাবাকে স্মরণ করবে তত বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবে। যদি বিকার গ্রস্ত হবে তাহলে তালা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। স্কুল ছেড়ে দিলে তো গুস্তান বুদ্ধি থেকে একদম বেরিয়ে যাবে। পতিত হলে আর ধারণা হবেনা। পরিশ্রম আছে। এই হল কলেজ-বিশ্বের মালিক হওয়ার। এই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা হল শিববাবার নাতি-নাতনি। এরা এখন ভারতকে স্বর্গে পরিণত করছে। এই হল রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কস যারা দুনিয়াকে পবিত্র করছে। মুখ্য হল পবিত্রতা। শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া ছিল, এখন হয়েছে ব্রষ্টাচারী। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। এই দৈবী বৃক্ষের (ঝড়ের) কলম(স্যাপলিং) লাগছে যার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সত্যিকারের রুহানী স্যালভেশন আর্মি (উদ্ধার সেনা) হয়ে ভারতকে বিকার থেকে স্যালভেজ অর্থাৎ মুক্ত করতে হবে। বাবার সহযোগী হয়ে রুহানী সোশ্যাল সেবা করতে হবে।

২) এক বাবার কা থেকেই সত্য কথা শুনতে হবে। হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল এই চোখ দিয়ে আগামাদিনের সীন দেখার জন্যে যোগযুক্ত হতে হবে।

বরদান :- সরল সংস্কারের দ্বারা ভালো, খারাপের আকর্ষণ থেকে উর্ধ্ব থাকতে পারা সদা হর্ষিতমূর্ত ভব

ব্যথা: নিজের সংস্কার গুলিকে এমন ইজি (সরল) বানাও যাতে প্রতিটি কাজ সরলভাবে হতে থাকবে। যদি সংস্কার টাইট হয় তাহলে সারকামস্ট্যাঙ্ক বা পরিস্থিতিও টাইট হয়ে যায়, সম্বন্ধ সম্পর্কে যারা আসে তারাও টাইট ব্যবহার করে। টাইট অর্থাৎ টানাটানির মধ্যে থাকে যারা তাই সরল সংস্কারের দ্বারা ড্রামার প্রতিটি সীন দেখে ভালো খারাপের আকর্ষণ থেকে দূরে থাকো, না ভালো না-ই খারাপ কিছুই যেন আকৃষ্ট না করে - তবেই হর্ষিত থাকতে পারবে।

স্লোগান - যে সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন হয় সে-ই হল ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা ।

মাতেশ্বরী দেবীর মধুর মহাবাক্য

"অজপাজপ অর্থাৎ নিরন্তর যোগ অটুট যোগ" ০৪-০২-৫৭

যে মুহূর্তে ওম্ শান্তি বলা হয় তার যথার্থ অর্থ হল আমি হলাম আত্মা সেই জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মার সন্তান, আমরাও আকারে পিতা জ্যোতিবিন্দু পরমাত্মার মতন । বাকি আমরা হলাম শালিগ্রাম সন্তান সুতরাং আমাদেরও নিজের জ্যোতি স্বরূপ পিতার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে হবে, ঔঁনার সঙ্গে যোগ রেখে লাইট মাইটের বর্সা নিতে হবে, তাই তো গীতায় স্বয়ং ভগবানের মহাবাক্য আছে, মন্মনাভব। আমি জ্যোতি স্বরূপ পিতার মতো তোমরা বাচ্চারাও নিরাকারী স্বরূপে স্থিত হও, একেই অজপাজপ বলা হয়। অজপাজপ মানে কোনো মন্ত্র জপ করার পরিবর্তে ন্যাচারাল ভাবে পরমাত্মার স্মরণে বাস করা, একেই পূর্ণ যোগ বলা হয়। যোগের অর্থ হল একমাত্র যোগেশ্বর পরমাত্মার স্মরণে থাকা। সুতরাং যে আত্মারা সেই পরমাত্মার স্মরণে থাকে, তাদের যোগী বা যোগিনী বলা হয়। যখন ঐ যোগ অর্থাৎ নিরন্তর স্মরণে থাকা যাবে তখনই বিকর্মের এবং পাপের বোঝা নষ্ট হবে এবং আত্মারা পবিত্র হবে, ফলে ভবিষ্যতে দেবতা স্বরূপ জন্ম হবে প্রালঙ্ক। এখন পুরো নলেজ চাই তবেই পুরোপুরি যোগ লাগতে পারে। অতএব নিজেকে আত্মা ভেবে পরমাত্মার স্মরণে থাকা, এ হল সত্য স্তান। এই স্তানের দ্বারা-ই যোগ যুক্ত হওয়া যায়। আচ্ছা। ওম্ শান্তি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন মানুষের দেওয়া মন্ত্র কোনো কাজে আসে না, তাই সবার থেকে নিজের বুদ্ধিযোগ ছাড়িয়ে নিয়ে কেবল এক বাবাকে স্মরণ করো"

প্রশ্ন :-- ভক্তির কোন্ কথা জ্ঞান - মার্গে চলে না ?

উত্তর :-- ভক্তিতে ভগবানের থেকে কৃপা অথবা আশীর্বাদ চাওয়া হয়, জ্ঞান - মার্গে আশীর্বাদ বা কৃপার কোনো ব্যাপারই নেই । এ হলো পড়া, বাবা শিক্ষক হয়ে তোমাদের পড়াচ্ছেন । ভাগ্যের আধার এই পড়ার উপর নির্ভর করে । বাবা যদি কৃপা করেন, তাহলে তো সম্পূর্ণ ক্লাসই পাস করে যাবে, তাই জ্ঞান - মার্গে কৃপা বা আশীর্বাদের কোনো ব্যাপার নেই । প্রত্যেককে নিজের নিজের পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে ।

গীত :-- আমি হলাম এক ছোটো বাচ্চা, তুমি হলে বলবান

ওম্ শান্তি । এ হলো ভক্তিমার্গের ডাক, ছোটো আর বড় সকলের জন্য, কেননা বোঝানো হয়েছে যে, ভক্তরা যজ্ঞ, জপ, তপ ইত্যাদি করতে থাকে, তারা মনে করে এতেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের রাস্তা পাবে । তাহলে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা, আমিও হলাম তাঁর রূপ, আমার মধ্যেও ভগবান আছে, এই কথা বলা তো মিথ্যা, তাই না । তিনি কোনো দুঃখ সহ্য করেন না । ভগবান তো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস । এই ভুলের জন্যই মানুষ দুঃখ ভোগ করে । তোমাদের মধ্যেও অল্প কয়েকজনই বাবাকে জানতে পারে । মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় । বাবা তো বারবার বলেন, আমি তোমাদের শ্রীমত দিই যে, নিজেকে আত্মা মনে করো আর আমাকে স্মরণ করো । এ হলো শ্রেষ্ঠ মত । বাবার শ্রীমতেই মানুষ নর থেকে নারায়ণ, পতিত থেকে পবিত্র হয় । এই সময় যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ আছেন, তাদের মত শ্রেষ্ঠ নয় । ভগবানও বলেন যে, এ হলো ব্রহ্মচারী আসুরী সম্প্রদায় । বাবা বলেন যে, তোমাদের দেবী - দেবতা ধর্ম অনেক সুখ প্রদানকারী । তোমরা অনেক সুখ পেয়েছো, এ হলো বানানো ড্রামা । এমন নয় যে ভগবান কেন বানিয়েছেন ? এ তো অনাদি ড্রামা । জ্ঞান হলো দিন আর ভক্তি হলো রাত । জ্ঞানের দ্বারা তোমরা এখন স্বর্গবাসি হচ্ছে আর ভক্তিতে তোমরা নরকবাসি হয়েছিলে কিন্তু মানুষ পাথর বুদ্ধির হওয়ার কারণে বুঝতে পারে না । ক্রোধ কতো ভারী । মানুষ কতো বোম্বস বানায়, তারা মনে করে অবশ্যই বিনাশ হবে । তাহলে এ তো ব্রহ্মচারী বুদ্ধি হলো । কলিযুগকে বলা হয় রাবণ রাজ্য । রাবণই ব্রহ্মচারী বানায় । বাবা এসে নির্দেশ জারি করেন যে, এবার ব্রহ্মচার বন্ধ করো । এক নম্বর ব্রহ্মচার হলো একে অপরকে পতিত বানানো । এ হলো বেশ্যালয় । কলিযুগী ভারতকে বেশ্যালয় বলা হয় । সকলের জন্মই বিষের কারণে হয় । সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয় । শিববাবার স্থাপন করা পবিত্র ভারত । লক্ষ্মী - নারায়ণ আদিকে বলা হয় সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ----তখন এই প্রশ্ন উঠতেই পারে না যে বাচ্চার কিভাবে জন্ম হয় ? তোমরা বাচ্চারা যেমন যোগবলে এই বিশ্বের মালিক হতে পারো, তখন এই যোগবলে কি না হতে পারে । বাবা বলেন যে, তোমরা যোগবলের দ্বারা শ্রীমতে চলে স্বর্গের মালিক হতে পারো, তো সেখানেও যোগবলের দ্বারাই বাচ্চার জন্ম হবে । বাহুবলের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিতে রাজ্য করা যায় না । ওদের হলো বাহুবল আর তোমাদের যোগবল । তোমরা সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হও । সর্বশক্তিমান বাবা নিজেই বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম

বিনাশ হবে কিন্তু কারোর বুদ্ধিতেই এ কথা স্থায়ী হয় না । সেই সময় হ্যাঁ - হ্যাঁ বলে, তারপর ভুলে যায় ।

বরাবরের মতো বেহদের বাবা ভগবান রাজযোগ শিখিয়ে আমাদের জ্ঞানের দ্বারা শৃঙ্গার করছেন । তবুও বুদ্ধিতে না বসলে বলা হবে, ওর ভাগ্যে নেই তাই চেষ্টা করে না । টিচার তো সবাইকেই পড়ান, কেউ অনেক পড়ে, কেউ আবার পাস করতে পারে না । টিচারকে খোড়াই বলবে যে, আমাকে আশীর্বাদ করো । পড়াতে আশীর্বাদ, কৃপা এসব কিছুই হয় না । জ্ঞানমার্গে তো বাবা তোমাদের নমস্কার করেন । কৃপা বা আশীর্বাদ চাইবে না । বাবার কাছে যখন বাচ্চারা আসে তখন তারা মালিক হয়ে যায় । বাবা বলেন, এ তো মালিক, কৃপার কোনো কথাই নেই । বাবার সম্পত্তি তো বাচ্চাদেরই হয়ে গেছে । হ্যাঁ, বাকি বাচ্চাদের শুধরানো, এ তো টিচারের কাজ । টিচার বলবেন, তোমরা পড় । পড়া তো তোমাদের কাজ । কৃপা কি করবে ? গুরুও কাজ হলো পথ বলে দেওয়া, সদগতি মার্গের । আশীর্বাদের কোনো কথা নেই । এ তো একই বাবা, টিচার এবং সদ্ধুরু । তিনের কাছেই কৃপা চাওয়ার কোনো কথা নেই । অবুঝ মানুষদের বাবা বসে বোঝান । এ তো তাঁর আশীর্বাদই । বাকি এই কথায় চলা তো বাচ্চাদের কাজ । গায়ন আছে - শ্রীমৎ ভগবান উবাচঃ । তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু তাহলে তাঁর মতও তো উঁচুই হবে, তাই না । এই শ্রীমতে তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে শ্রেষ্ঠ দেবী - দেবতা হচ্ছে । তোমরাও বুঝতে পারো যে আমরা কতো নম্বরে পাস হবো । স্কুলের স্টুডেন্টরা তো বুঝতে পারে যে - আমরা সম্পূর্ণ পড়িনি তাই পাস করতে পারলাম না । বাবাও রেজিষ্টার দেখে বুঝে যান যে, এ পাস করতে পারবে না । এই বেহদের বাবা, টিচার এবং সদ্ধুরু একজনই । ইনিও জানেন আর বাচ্চারাও জানে যে আমরা পড়ি না । না পড়লে অবশ্যই কম পদ পাবে । এই পুরুষার্থও করে না যে, আমরা তীরগতিতে পড়ি । যতই মাথা ঠুকে, বোঝানো হোক না কেন কিছুই করে না । শ্রীমত অনুযায়ী না চললে নিচু পদ পাবে । যারা বাবার বাচ্চা হবে তারা সাম্রাজ্যে তো এসেই যাবে, তাতেও তো অনেক পদ আছে তাই না । দাস - দাসীও হয়ে যায় । বাচ্চারা জানে যে, পড়বো, পড়বো, না হলে দাস - দাসী হবো কিন্তু তারাও রাজকীয় ভাবে থাকে । লক্ষ্মী - নারায়ণের হীরে জহরতের মহল থাকবে, তাহলে দাস - দাসীও তো সেখানে থাকবে তাই না । এরপর নম্বর অনুসারে এগিয়ে পদ পেতে পারো । প্রজাতেও নম্বরের ক্রম থাকে । ভক্তিমার্গে তো মানুষ ইনসিওর করে । ঈশ্বরের জন্য অর্থ দান করে । মনে করো, কেউ যদি হাসপাতাল বানায় তাহলে নিরোগী কায়া পাবে । অল্পকালের জন্য তো ফল পায়, তাই না । কেউ যদি পাঠশালা বানায় তাহলে অন্য জন্মে শিক্ষিত হতে পারবে । ধর্মশালা যদি খোলে তাহলে অন্য জন্মে থাকার জন্য ভালো বাড়ি পাবে । তাহলে এ তো ইনসিওর করাই হলো । প্রত্যেকেই নিজেকে ইনসিওর করে । এখন তোমাদের প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ । সে হলো ইনডায়রেক্ট আর এ হলো ডায়রেক্ট ইনসিওর করা । বাবা, এ সবকিছুই আপনার, আমি ট্রাস্টি । এর পরিবর্তে আপনি আমাকে ২১ জন্মের জন্য স্বরাজ্য দিয়ে দিন । এ হলো ২১ জন্মের জন্য ডায়রেক্ট বাবাকে ইনসিওর করে দেওয়া । বাবা বলেন, তোমাদের ব্যাগ - ব্যাগেজ সব সত্যযুগে ট্রান্সফার করে দাও । লড়াই যখন লাগে তখন ছোটো ছোটো রাজারা বড় রাজাদের কাছে নিজেদের সম্পদ রেখে দেয় । তারপর লড়াই যখন শেষ হয়ে যায় তখন বড়দের থেকে ফিরিয়ে নেয় । বাবা তো এই বিষয়ের অনুভবী, তাই না । বাবাও জানেন আর এই দাদাও জানেন । বুঝতে হবে যে, আমরা দাদার দ্বারা বাবার থেকে অবিনাশী বর্সা পাই । বাবা আমাদের পড়ান । হেভেনলী গড ফাদার হলেন ওই বাবা, ইনি (ব্রহ্মাবাবা) নন, ইনি হলেন দাদা । প্রথমে অবশ্যই দাদার হতে হবে । বাবা

আমি আপনার, আপনার থেকে আমরা আশীর্বাদী বর্ষা নেবো । আর সকলের থেকে বুদ্ধিযোগ দূর করা, এতেই পরিশ্রম । বাবা বলেন যে, এখন গুরু আদির মন্ত্র কিছুই কাজে আসবে না । কোনো মানুষের মন্ত্র এখন কাজে আসবে না । আমি তোমাদের বলছি যে, আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের বিজয় । তোমাদের মাথার উপরে পাপের অনেক বোঝা । এখন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তারপর আমি তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো । প্রথমে তো এই নিশ্চয় চাই । নিশ্চয় না থাকলে বাবাও বুদ্ধির তালা খোলেন না, ধারণাও হয় না । বাবার হলেই আশীর্বাদী বর্ষার অধিকারী হবে । এ কথা বুদ্ধিতে বসে না । কোনো কোনো নতুনও পুরানোর থেকেও তীক্ষ্ণ হয়ে যায় । বাবা তো খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । যে যত পড়বে, তত কামাই । এই গড ফাদারলী নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম । এই জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও । মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান খোঁড়াই আছে । এখন তোমরা, আমার বাচ্চারা আসুরী থেকে দৈব সম্প্রদায়, ব্রহ্মচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছে । শ্রীমত ছাড়া কেউই শ্রেষ্ঠাচারী হতে পারে না । না হলে অন্তিম সময় সাজা ভোগ করে ফিরে যাবে । যদিও কেউ কিছু যদি শোনে, সে স্বর্গে আসবে, কিন্তু খুবই সাধারণ প্রজাতে । এই পদ তো নম্বর অনুসারেই হয়, তাই না । ওখানে এমন কোনো গরীব থাকবে না, যে রুটিও পাবে না । এখানকার মতো গরীব ওখানে হয় না । সকলেই ওখানে সুখে থাকে । এমন কিন্তু বোঝাবে না যে, প্রজা তো প্রজাই ঠিক আছে । এ তো দুর্বলতা হয়ে গেলো, তাই না । প্রথমে তো পাক্ষা নিশ্চয়তা চাই । এ হলো নিরাকার ভগবান উবাচঃ । ভগবান বলেন যে, আমার তো মানুষের শরীর নেই । আমার নাম হলো শিব । বাকি যারা দেবতা বা মানুষ আছে, তাদের শরীরের নাম আছে, আমার কোন শারীরিক নাম নেই । আমার নিজের কোনো শরীরই নেই । শরীরধারীকে ভগবান বলা হয় না, মানুষ বলা হয় । মানুষকে ভগবান মানাতেই ভারতবাসী অবুঝ হয়ে গেছে । না হলে ভারতবাসী খুবই বুঝদার ছিলো । প্রথমে ভারতে কাপড় আদি খুবই রিফাইন, সুন্দর তৈরী হতো । এখন তো সেই জিনিস হয় না । স্বর্গে তো সাইন্সও সুখের জন্য হয় । এখানে তো সাইন্স সুখ - দুঃখ দুইয়েরই জন্য । অল্পকালের সুখ পাওয়া যায় । দুঃখ তো অপার । সম্পূর্ণ দুনিয়া শেষ হয়ে গেলে দুঃখ তো হবেই । সকলেই গ্রাহি গ্রাহি করবে । ওখানে তো সাইন্সে সুখই সুখ হয়, দুঃখের নাম - নিশানা নেই । এও যার ভাগ্য খোলে সেই বুঝতে পারে । ভাগ্যে সুখ না থাকলে, বুঝতে পারবে না । ব্যারিস্টারও তো নম্বর অনুযায়ী হয়, তাই না । কেউ কেউ তো এক একটি কেসের জন্য দশ - কুড়ি হাজার টাকাও নেয় । কোনো কোনো ব্যারিস্টারকে আবার দেখো, পরার জন্য কোটও থাকে না । এখানেও এমন, নয় রাজার রাজা হয়, না তো পাই পয়সার প্রজা হয় । তাই বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান, ভারতই এই সময় সবথেকে গরীব, ভারতই আবার বিত্তবান হয় । দান সবসময় গরীবদেরই দেওয়া হয় । ধনবান এতটা ধারণ করতে পারে না । সাধারণ গরীবরাই এই জ্ঞান ধারণ করতে পারে । বিত্তবানদের দান দেওয়ার আইন নেই । তোমরা তো গরীব, তাই না । তোমাদের মাম্মা সবথেকে গরীব, তিনি আবার এই বিশ্বের মহারানী হন । এই ড্রামা এমনই বানানো আছে । গরীব বেশী ধারণ করতে পারে, কেননা তারা দুঃখী । বিত্তবানরা তো অনেক সুখী । তারা তো বলে, আমাদের তো এখানেই স্বর্গ, মোটর গাড়ি পয়সা ইত্যাদি । যাদের অর্থ নেই, নরকে আছে, তাদের তোমরা জ্ঞান দাও - এমনও বলেন । তোমাদের এখন গড ফাদারলী সার্ভিস । তোমরা ভারতের প্রকৃত সেবক । ওই সোশ্যাল ওয়ার্ক হলো শরীরের । মানুষকে তা অল্প সুখ দেয়। এ তো সমগ্র সৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে পবিত্র, সুখী বানিয়ে দেয় । এরা তন - মন এবং ধনের সাহায্যে ভারতের সেবা করে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) নিজের পুরানো ব্যাগ - ব্যাগেজ ২১ জন্মের জন্য ট্রান্সফার করতে হবে, ইনসিওর করে ট্রাস্টি হয়ে সামলাতে হবে ।

২) নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে পড়া পড়তে হবে । গরীবদের জ্ঞান দান করতে হবে । ভারতকে পবিত্র বানানোর প্রকৃত রুহানী সেবা করতে হবে ।

বরদান :-- সর্ব সম্পদের সম্পন্নতার দ্বারা সম্পূর্ণতার অনুভব করে প্রাপ্তি স্বরূপ ভব

যখন পূর্ণ চন্দ্র হয়, তখন সেই পূর্ণতা সম্পূর্ণতার নিদর্শন হয়, এর থেকে আর বেশী হবে না, ব্যস, এতটাই সম্পূর্ণতা, সামান্যতম অংশও কম হয় না । এমনই তোমরা বাচ্চারা যখন জ্ঞান, যোগ, ধারণা এবং সেবা অর্থাৎ সর্ব সম্পদে পূর্ণ বা সম্পন্ন হও, তখন এই সম্পন্নতাকেই সম্পূর্ণতা বলা হয় । এমন সম্পন্ন আত্মারা প্রাপ্তি স্বরূপ হওয়ার কারণে স্থিতিতেও সদা নিকটে থাকে ।

স্লোগান :-- দিব্য বুদ্ধির দ্বারা সর্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত করাই হলো সিদ্ধি স্বরূপ হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নতুন দুনিয়ার জন্য বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ নতুন কথা শোনাচ্ছেন। নতুন দিশার শ্রীমং দিচ্ছেন যা অন্য সব প্রচলিত মতের থেকে একবারেই পৃথক, তাই তো এর এত প্রসিদ্ধি"

প্রশ্নঃ - দয়ানিধি বাবা প্রত্যেক বাচ্চাকেই কি বিষয়ে সতর্ক করে উচ্চ-ভাগ্যের অধিকারী করে গড়ে তোলেন?

উত্তরঃ - বাবা বলেন- বাচ্চারা, উচ্চ-ভাগ্যের অধিকারী হতে চাইলে সেবার কাজ করো। যদি বিনা সেবায় কেবল খাওয়া ও শোয়া, তবে কিন্তু উচ্চ-ভাগ্য তৈরী হবে না। যেহেতু, সেবা বিনা খাবার খাওয়া অনুচিত, তাই বাবা এই সাবধানী শোনান। সবকিছুই নির্ভর করছে পঠন-পাঠনের উপর। বি.কে. ব্রাহ্মণদের যেমন পড়তে হয়, তেমন পড়াতেও হয় অর্থাৎ প্রকৃত গীতা শোনাতে হয়। যেহেতু বাবা দয়ানিধি তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রকৃত দিশার প্রতি আলোকপাত করেন।

🎵 *গীত :- জিস দিন সে মিলে হম তুম, নয়া দিন লাগে, নয়া রাত লাগে* *নয়া প্রীত লাগে, নয়া গীত লাগে* (*যেদিন থেকে তুমি আর আমি মিলেছি, দিন নতুন রাতও নতুন লাগে*)

ওম্ শান্তি! ঈশ্বরীয় পিতা বোঝাচ্ছেন ঈশ্বরীয় সন্তানদের। বাচ্চারা যখন বেহদের বাবার সামনে বসে তা শোনে, তখন বাবার প্রতিটি কথাই তাদের কাছে নতুন মনে হয়। বাবা নতুন দুনিয়া রচনা করতে চলেছেন। কোনও মনুষ্যই এ ধরনের নতুন কথা শোনাতেই পারে না। এই বাবা যিনি হেভেনলী গড়-ফাদার, সেই অসীম বেহদের বাবাই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন। আর নরক-রাজ্যের স্থাপনা করে রাবণ। ৫-বিকার স্ত্রীর আর ৫-বিকার পুরুষের এ নিয়েই রাবণ সম্প্রদায়। এটাও তো নতুন কথা। স্বর্গ-রাজ্যের রচনাকার পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি আবার রাম-ও। নরক-রাজ্যের রচনাকার রাবণ, যার কুশপুতলিকা বানিয়ে প্রতি বছরই তাকে জ্বালানো হয়। একবার যে জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়, আবারও কি তাকে দেখা যায়? সেই আত্মা তো তখন অন্য শরীর ধারণ করে। তার চেহারা-আকৃতিও বদলে যায়। কিন্তু লোকেরা সেই একই রাবণের কুশপুতলিকা বানিয়ে প্রতি বছরই তা জ্বালায়। নিরাকার শিববাবার কোনও আকৃতি-ই নেই। যদিও বাস্তুবে রাবণেরও কোনও আকৃতি নেই। রাবণ অর্থাৎ বিকার। বাবা এভাবেই তা বোঝান। লোকেরা ভক্তিমার্গে কি চায়? ভগবান আসেন ভক্তির ফল দিতে ও ভক্তদের রক্ষা করতে। যেহেতু ভক্তি-মার্গে এত দুঃখ-কষ্ট! সুখ তো খুবই অল্প কালের, তাও ক্ষণভঙ্গুর। তাই ভারতবাসীদের খুবই দুঃখের জীবন। যখন কারও বাচ্চা মারা যায়, কেউ ধনসম্পদ খুইয়ে দেউলিয়া হয়ে যায়, তখন তার জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে খুবই দুঃখের। তাই তো বাবা আসেন, সবাইকে সুখী বানাতে। বাবা এসে নতুন কথা শোনান বাচ্চাদের। বাবা জানান, উনি আসেন স্বর্গ-রাজ্য স্থাপন করতে। যেখানে বিকারের নামগন্ধও থাকে না। স্বর্গ হলো নির্বিকারী রাজ্য আর বর্তমানের এই দুনিয়া বিকারী রাজ্য। বাচ্চারা, তোমরা যদি স্বর্গ-রাজ্য চাও তবে একমাত্র এই বাবা তা স্থাপন করে দিতে পারেন। নরক-রাজ্য স্থাপন করে রাবণ। তাই বাবা বাচ্চাদের কাছে জানতে চাইছেন-তারা কি স্বর্গ-রাজ্যে যেতে চায়? বৈকুণ্ঠ-এর মহারাজা-মহারানী অর্থাৎ বিশ্বের মালিক হতে চায়? যদিও এসব কথা কোনও বেদ-শাস্ত্র বা পুঁথি পুরাণেও নেই।

বাবা বাচ্চাদের এমন কথাও বলেন না যে, রাম-রাম জপতে থাকো আর মন্দিরে মসজিদে গিয়ে কপাল ঠোকো, তীর্থে তীর্থে গিয়ে ঠেলা-ধাক্কা খাও, কিম্বা কোথাও বসে বসে গীতা-ভাগবৎ ইত্যাদি পড়তে থাকো। না এসবের দরকারই পড়বে না। সত্যযুগে কোনও শাস্ত্রাদিই থাকে না। যতই তোমরা বেদ-শাস্ত্র, পুঁথি-পত্র পড়ো না কেন, যাগ-যজ্ঞ, জপ-তপ, দান-পূণ্য করো না কেন, ভক্তি-মার্গে ঠেলা-ধাক্কা তো খেতেই হবে। যদিও এসবে প্রাপ্তি কিছুই হয় না। যেহেতু ভক্তি-মার্গে কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যে থাকে না। বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানাতে। বর্তমানে সবাই নরকবাসী। কিন্তু কারওকে যদি বলো- তুমি নরকবাসী, তখনই সে ক্ষেপে উঠবে। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তা জানো কলিযুগকে নরক আর সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয়। বাবা তোমাদের জন্য বৈকুণ্ঠ-এর রাজ-ভাগ্য নিয়ে এসেছেন। তাই বাবা বলছেন, এমন সুন্দর স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হতে চাইলে তোমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। স্বর্গ-রাজ্যের মূল নিয়মই হলো পবিত্রতা। কোনো কোনো লোক আবার বলে -পবিত্র থাকাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। --আরে, তোমাদের পবিত্র বানানো হচ্ছে তো স্বর্গ-রাজ্যের জন্য। প্রথমে শান্তিধামে গিয়ে, তারপর স্বর্গ-রাজ্যে আসতে হয়। সব ধর্মের লোকেদেরই বাবা বলেন, যেহেতু দেহ-ভাবকে ত্যাগ করে অশরীরী হয়ে যেতে হয় সেখানে তাই দেহের এই অভিমানকে (দেহ ভাব) ঝেড়ে ফেলতে। আমি

খ্রিস্টান, আমি বৌদ্ধ -এসব তো দেহের ধর্ম। কিন্তু আত্মা তো সুইট-হোম (শান্তিধাম) নিবাসী।

এবার বাবা বাচ্চাদের কাছে জানতে চাইছেন- বাচ্চারা, তোমরা কি আপন ঘর মুক্তিধামে ফিরে যেতে চাও? যেখানে শান্তিতে থাকতে পারবে। যদি তা চাও তো বলো, কিভাবে ফিরবে সেখানে? তা চাইলে তোমাদের এই পরমাত্মা বাবা আর তোমাদের শান্তিধামকে লাগাতার স্মরণ করতে থাকো, দেহের যাবতীয় ধর্মকে ত্যাগ করে। কে মামা, কে কাকা, বন্ধু-বান্ধব যাবতীয় সম্বন্ধকে ত্যাগ করো। নিজেকে কেবলমাত্র দেহী (আত্মা) ভেবে আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে স্মরণ করতে থাকো। এইটুকুই যা পরিশ্রম, আর অন্য কিছু শুনবেই না। এ যাবৎ যা পুঁথি-শাস্ত্র ইত্যাদি পড়াশোনা করেছো, সেসব ভুলে যাও। নতুন দুনিয়াতে যাবার জন্য আমিই তোমাদের নতুন শ্রীমৎ দিচ্ছি। একথা তো প্রচলিতই আছে, ঈশ্বরীয় গতি (দিশা) আর ঈশ্বরীয় শ্রীমৎ জাগতিক সবকিছু থেকেই আলাদা। 'গতি' বলা হয় মুক্তিকে। বাবা এমনই নতুন নতুন কথা শোনান। লোকেরাও তা শুনে বলে যে-এ তো নতুন ধরণের কথা। এর জন্য কোনও পুঁথি-শাস্ত্রের দরকার নেই। যেহেতু এসব যে প্রকৃত গীতারই কথা। কিন্তু অজ্ঞানী-মানুষেরা প্রকৃত গীতার বাণীতেও অনেক মিথ্যা জুড়ে দিয়ে সত্য তথ্যের দফারফা করে রেখেছে। কিন্তু বাবার কোনও গীতা-পুস্তক বা কোনও ধর্ম-পুস্তকেরই প্রয়োজন পড়ে না। পুস্তক লিপিবদ্ধ হয় তো ঘটনা ঘটনার অনেক পরে। আমি তো কেবল তোমাদের জ্ঞান দান করি। এমন আন্তরিকতার সাথে আর কেউ-ই বলতে পারে না- "ওহে, আমার হারানিধি বাচ্চারা।" একমাত্র নিরাকার পরমাত্মা বাবাই পারেন তার নিরাকার আত্মাদের (সন্তানদের) এমন আন্তরিকতার সাথে বলতে পারে। আত্মাই কিন্তু তা শোনে শরীর ইন্দ্রিয় কান-এর সাহায্যে। এই সহজ-সরল সত্যটা যা সাধারণ লোকেরা বুঝেই উঠতে পারে না। কিন্তু তোমরা বি.ক.-রা তা পারো, যেহেতু তোমরাই বাবার সেই হারানিধি বাচ্চারা। ভক্তি-মার্গে বা সংসঙ্গুণিতে মানুষেরাই মানুষদের শুনিয়ে থাকে, কিন্তু এখানে তো পরমাত্মা স্বয়ং বসে আত্মাদের শোনান। আমরা আত্মারাই আমাদের শ্রবণ (কান) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তা শুনে থাকি। --বাচ্চারা, তোমরা জানো পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং বসে তোমাদের তা বুঝিয়েও দেন। মানুষেরা তা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়-ভগবান কিভাবে তা বোঝায় এদেরকে! তাদের ধারণা গীতার জ্ঞান কৃষ্ণ-ভগবানই শুনিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণ নিজেই তো দেহধারী ছিলেন। (দেহধারী ভগবান হতে পারেন না) আর এই পরমপিতা পরমাত্মা বাবা তো বিদেহী এবং এই জ্ঞান তিনি বিদেহী আত্মাদেরই শোনান। এমন নতুন কথা শুনে লোকেরা বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ওঠে। কল্প-পূর্বে যারা এই জ্ঞান শুনেছিলো, এই জ্ঞান তাদের খুবই ভাল লাগবে। তারাই মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন করবে এবং ওনাদের 'মাম্মা'-'বাবা'বলবে। এখানে অন্ধ-শ্রদ্ধার কোনও ব্যাপার নেই। কিন্তু রীতি তো আছে যে বাচ্চারা মাতা-পিতাকে মাম্মা-বাবা বলবে। তোমাদের কর্তব্য লৌকিক মা-বাবাকে ভুলে গিয়ে পারলৌকিক মা-বাবাকে স্মরণ করা। এই পারলৌকিক মা-বাবাই তোমাদের জ্ঞান-অমৃতের লেন-দেনের পাঠ পড়ান। বলেন- ওহে বাচ্চারা, বিশ্বের লেন-দেন এখন ত্যাগ করো। আমি তোমাদের যেমন যেমন শিক্ষা দিচ্ছি, তোমরাও আবার তা একে অপরকে যদি দাও, তবেই তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবে। এই জ্ঞান অল্প শুনলেও তোমরা স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু অন্যদের মতন নিজেরাও গড়ে উঠতে না পারলে, সেখানে গিয়ে দাস-দাসী হতে হবে।

দাস-দাসীদের মধ্যেও আবার ক্রমিক থাকে। যারা একটু উন্নত পর্যায়ে তারা পাবে শিশুদের লালন-পালনের দ্বায়িত্ব। ক্লাসে থেকেও যদি মন দিয়ে এই পাঠ না পড়ো, তখন তাকে দাস-দাসী হতে হবে। তেমনি প্রজার ক্ষেত্রেও রয়েছে ক্রমিক অনুসার। যে খুব মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন করে, সে উচ্চ-পদের অধিকারী হয়। প্রজার মধ্যে ধনীদেহও দাস-দাসী থাকবে। তাই প্রত্যেককেই নিজের নিজের মন-দর্পণে তা দেখে নিতে হবে- আমি কোন পদের উপযুক্ত হয়েছি? আর বাবার কাছে কেউ জানতে চাইলে, তৎক্ষণাৎ বাবা তা বলে দেবেন। বাবা যে সবকিছুই জানেন-বোঝেন। এমন কি তা প্রমাণ করেও দেখিয়ে দেবেন এই কারণে তুমি এই পদ পাবে। যদিও তুমি সমর্পিত বাচ্চা হও না কেন, তারও হিসেব-নিকেশ আছে। সমর্পিত হওয়া সত্ত্বেও যদি কোনও সেবা-কার্য না করো, কেবল খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেই থাকো, তবে তা যা দিয়েছো, তা খাওয়া-দাওয়াতেই শেষ হয়ে যায়। যা দিয়েছো - তা খেয়েছো, কিন্তু সেবা কিছুই করলে না, এমন হলে নিম্ন-স্তরের দাস-দাসী হতে হবে। আর যদি সেবা করার সাথে সাথে খাওয়া-দাওয়া করো, তা হলে ঠিকই আছে। আর সেবা বা কাজ কিছুই না করে কেবল খাওয়া-দাওয়াতেই সব শেষ করে দাও, তখন তো অন্যেরও বোঝা হয়ে উঠবে। কেউ কেউ এখানে থেকেই খাওয়া-দাওয়া করে, যা তারা তা দেয়। আবার যে কিছুই দিল না অথচ খুব সুন্দর সেবায় ব্যস্ত থাকে, সে উচ্চ-পদের অধিকারী হয়। যেমন মাম্মা কোনও ধন-সম্পদই দেননি, তবুও কিন্তু অনেক উচ্চ-পদে আসীন হন, যেহেতু উনি মনপ্রাণ দিয়ে সর্বদাই বাবার ঈশ্বরীয় সেবাতেই ব্যস্ত। অনেকের মনে অহংকার থাকে যে-"আমি তো আমার সবকিছুই দিয়েই সমর্পিত হয়েছি।" -- কিন্তু তার বদলে তুমি তো এখানে খাওয়া-দাওয়া করো। সেবা না করে কেবল খাওয়া-দাওয়া করলে তোমাদের সবকিছু তাতেই শেষ হয়ে যায়। প্রবাদ বাক্য আছে না, যে ঘুমিয়ে কাটায় - তার ভাগ্যও তেমনি ঘুমিয়ে

থাকে। ৮-ঘন্টা সেবা-কার্য না করে খাওয়া-দাওয়া করলে তা পাপেরই সামিল। যদি কেবল খেতেই থাকে, তবে তো আর জমা কিছুই হবে না খাতায়, তাই সেবা-কার্য করতেই হয়। বাবা তো তোমাদের সবকিছুই জানান, তাই এ বিষয়ে পরে কেউ কিছু বলতেও পারবে না যে বাবা তো তা জানায়নি বা সতর্ক করেনি। ব্রহ্মা বাবাও তো ওনার সবকিছুই দিয়েছেন, তবুও উনি কত সেবা-কার্য করেন। তাই তো ওনার এত উচ্চ-পদ। সমর্পিত হয়ে কেবল বসে বসে খেলে, অথচ সেবা-কার্য করলে না, শ্রীমং অনুসারে চললে না - এমন করলে আর কি বা হতে পারবে? -এমন যেন না হয় পরে আবার কেউ বলবে-অবশেষে আমি এই পদ কেন পেলাম? তার জন্য বাবা বোঝাচ্ছেন- সেবাকার্য না করা, বিনামূল্যে খাওয়া-দাওয়া, তার ফল কিন্তু ভুগতে হবে কল্প-কল্পান্তর, -তাই বাবার এই সতর্ক বাণী। তোমাদেরও একথা বুঝতে হবে তোমরা পদ-ব্রষ্ট হবে কল্প-কল্পান্তরের জন্য। বাবার মনে দয়া আসে, তাই প্রতিটা বিষয়েই এভাবে তোমাদের কাছে আলোকপাত করেন। সেবা-কার্য না করলে উচ্চ-পদের অধিকারী হতেই পারবে না। আর যে ঘর-গৃহস্থ থেকেও সেবা-কার্য করে সে অবশ্যই অনেক উঁচু-পদ পায়।

সবকিছুই নির্ভর করছে নিজের পড়াশোনা এবং অপরকেও তা পড়ানোর উপরে। যেহেতু তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণ, তোমাদের সম্পর্ক থাকবে কেবল প্রকৃত গীতার সাথে। লোকেরা তো ক্লাসে যায় হাতে ধর্মীয় পুস্তকাদি নিয়ে। কিন্তু হাতে করে কিছুই আনতে হয় না তোমাদেরকে। তোমরাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এই সত্যটাই জানাতে হবে অন্যদেরকে, তবেই তোমাদের প্রকৃত পুণ্য-অর্জন হবে এবং অন্যদেরকেও তেমন করে গড়ে তুলতে হবে। এতদিন লোকেরা তো কেবল লোকসানের রাস্তাই দেখিয়েছে, হতাশ হয়ে তাই তো তারা লেখে, "সবকিছুই মিথ্যা"। (জগৎ মিথ্যা) আর এই বাবা সত্য শুনিয়ে সত্য-খণ্ডের মালিক বানায়। এসব যথেষ্ট বোঝার বিষয়। বিশ্বের মালিক হওয়াটা মুখের কথা নয় বা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। বুদ্ধিমান বাচ্চারা নানা প্রকারের পরিকল্পনা করতে থাকবে। যেমন সোনার ইটের এমন সুন্দর অট্টালিকা বানাবো, তা এতই সুন্দর বানাবো, তাতে এই করবো, তা করবো, ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমনটা করে থাকে ধনী পরিবারের উঠতি যুবকেরা। তেমনি তোমাদেরও এমনই শখ হওয়া উচিত, আগামীতে রাজকুমার হয়ে এমন সুন্দর অট্টালিকা ইত্যাদি বানাবো । যেমনটা আর কারোরই থাকবে না। এমন ইচ্ছা ও আগ্রহ কেবল তারই আসবে, যে খুব মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করে অপরকেও পড়াবে। তবেই সেখানে তার বাদশাহী থাকবে। অতএব বুদ্ধিতে এমন সংকল্প করতে হবে, আমাকে অনেক বেশী নম্বর পেয়ে পাশ করতেই হবে। এটা এক বিশেষ ধরনের বিশাল স্কুল। এখানে লাখ-লাখ, কোটি-কোটি বিশাল সংখ্যায় আগ্রহীরা আসবে এই পাঠ পড়ার জন্য। যা এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন বি.কে.-দেরকে। ভগবান কেবলমাত্র একজনই, যাকে আমরা মাতা-বলে থাকি। উনি এসে তোমাদের দত্তক নেন। যা অতি গুহ্য রহস্যের কথা। এটা এক নতুন ধরনের স্কুল। নতুন ধরনের পড়া পড়ান নতুন ধরনের শিক্ষক। যিনি কত সুন্দর সহজ-সরল পদ্ধতিতে সবকিছু বুঝিয়ে দেন। কিন্তু, এই জ্ঞান-রত্নে কেবল তারই ঝুলি ভরবে, যে সেই জ্ঞান-রত্নের উপযুক্ত হবে। অর্থাৎ যারা সেভাবে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। মাতা-পিতা তো কখনো তাদের সন্তানকে ভোলে না। তবুও সঙ্গমযুগী বাচ্চারা তাদের বাবাকে ভোলে কি করে? আচ্ছা!

দুনিয়া এখন একটা অস্থিরতার চক্রের মধ্যে দিয়ে চলছে, কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা চুপচাপ শান্ত। এই চুপ থাকাতেই শান্তি - আর শান্তিতেই সুখ। তোমরা বি.কে.-রা জানো, মুক্তির পরেই জীবন-মুক্তি। তোমাদের কেবল দুটি শব্দ স্মরণে রাখতে হয়- 'আল্ফ', 'আল্লাহ' আর তার 'বাদশাহী'-কে। কেবলমাত্র 'আল্ফ'-কে স্মরণ করতে পারলেই 'বাদশাহী' পাওয়া যায়। এরপর আর কি বা বাকী থাকে? যা থাকে তা তো কেবল দইয়ের ঘোল। 'আল্ফ'-কে পাওয়া মানে মাখনটাই পেয়ে গেলে। বাকীটা তো ঘোল। এমনই তো - তাই না? তোমরা বি.কে.-রা শান্তিতে বিরাজ করো। চুপচাপ থেকে বাবার শ্রীমং অনুসারে চলে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে, তবুও কোনও কোনও বাচ্চা তাদের বাবা 'আল্ফ'-কে সেভাবে স্মরণ করে না, কেবলই ক্ষণে-ক্ষণে ভুলে যায়, মায়ার ঝড়-তুফানের কারণে। তাই বাবা তাদেরকে বলেন- "মনমনা ভব - মধ্যাজী ভব"! গীতাতেও এই শব্দ-দুটি আছে। তোমরা গীতা পাঠকারীদের কাছে জানতে চাইতে পারো, "মনমনা ভব-মধ্যাজী ভব"-এই শব্দদুটির যথার্থ অর্থ কি? বাবা বলছেন- ওঁনাকে স্মরণ করলেই বাদশাহী প্রাপ্ত হবে। অতএব দেহ সম্বন্ধীয় সব ধর্মকে ত্যাগ করে দেহী (আত্মিক) হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে, বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। পাঞ্জাবিদের গুরু গ্রন্থেও তা আছে-'আল্ফ'-কে জপ (স্মরণ) করতে থাকলে, বাদশাহী পাওয়া যায়। সত্যখণ্ড (সত্যযুগের) -এর রাজত্ব পাওয়া যায়। তাই তো জগতের অন্যান্যদের থেকে বি.কে.-রা একেবারেই স্বতন্ত্র। অন্যেরা তাদেরকে এমনটা ভাবতেই পারে না। এই বাবা তোমাদের কত নতুন ধরনের কত কিছু শোনায়। এছাড়া অন্যেরা যা শোনায় সেসব তো পুরোনো কথা-ই। অথচ এটাই যে সহজ-সরল সত্য। 'আল্ফ'-এর আপন হতে পারলে তবেই তো বাদশাহী পাওয়া যাবে। তবুও পুরুষার্থ কিন্তু করতেই হবে। যত বেশী সংখ্যায় অন্যদেরকে নিজের মতন করে গড়ে তোলার সেবা করতে পারবে, তত বেশী ফল প্রাপ্ত হবে। সাধারণ লোকেরা না

তো 'অল্ফ'-কে জানে আর না জানে 'বে' (বাদশাহী) -কে। 'বে' মানে বাদশাহীর মাখন। কৃষ্ণের মুখে যে মাখন দেখানো হয়। আর এই বাদশাহী দিতে পারেন একমাত্র তিনি, যিনি স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপক। *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সুইট হোম (ঘর) -এ ফিরে যেতে হবে, তাই দেহের সব ধর্ম আর সম্বন্ধগুলিকে ভুলে নিজেকে কেবল দেহী (আত্মা) ভাবতে হবে। একমাত্র এই অভ্যাসেই অভ্যাসী হতে হবে।

২) বাবার যে শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছ, অন্যদেরও তা শিখিয়ে নিজের মতনই গড়ে তুলতে হবে। কমপক্ষে ৮-ঘন্টা সেবা-কার্য অবশ্যই করতে হবে।

বরদান:- দৃষ্টি দ্বারা শক্তি গ্রহণ করার ক্ষমতা ও শক্তি প্রদান করার ক্ষমতা ধারণকারী মহাদানী, বরদানী প্রতিমূর্তি ভব*

বিস্তার:- অদূর ভবিষ্যতে যখন বাণীর দ্বারা সেবা করার সময় বা পরিস্থিতি আর থাকবে না, তখন বরদানী, মহাদানী দৃষ্টি দ্বারাই শান্তি, শক্তি, প্রেম, সুখ বা আনন্দের শক্তির অনুভব করাতে হবে। যেমন জড় মূর্তির সামনে দাঁড়ালে মনের মধ্যে মূর্তির সৌম্য মুখমণ্ডল থেকে ভাইব্রেশন অনুভূত হয়, নয়ন থেকে দিব্যতার অনুভূতি হয়। তোমরা চৈতন্য রূপে এই সেবা করেছ বলেই তো এইরূপ জড় মূর্তি নির্মিত হয়েছে, সেইজন্য দৃষ্টি দ্বারা শক্তি গ্রহণ এবং শক্তি প্রদানের অভ্যাসী হও, তবেই তুমি মহাদানী, বরদানীর প্রতিমূর্তি হতে পারবে।

স্লোগান:- চেহারায়ে সুখ-শান্তি আর খুশীর ঝলক থাকলে, অনেক আত্মার ভবিষ্যৎকেই শ্রেষ্ঠ বানাতে পারবে।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা পার-লৌকিক (বেহদ) পিতাকে স্মরণ করো, এর মধ্যেই জ্ঞান-ভক্তি-
বৈরাগ্য তিনটে বিষয়ই নিহিত রয়েছে, এ হল একেবারে নুতন পাঠ”

প্রশ্ন:- সঙ্গমযুগে জ্ঞান এবং যোগের সাথে সাথে ভক্তিও করা হয় - কিভাবে?

উত্তর:- বাস্তবে যোগকে ভক্তিও বলা যায়। কারণ তোমরা কেবল অব্যভিচারী (একজনকেই) স্মরণ করো। তোমাদের এই স্মরণ জ্ঞানযুক্ত হওয়ার জন্য একে যোগ বলা হয়। দ্বাপরযুগ থেকে কেবল ভক্তি করা হয়, কোনো জ্ঞান থাকে না, তাই ওই ভক্তিকে যোগ বলা যাবে না। ওখানে কোনো এইম অবজেক্ট থাকে না। এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছ, তার সাথে যোগও করছ এবং এই অসীম সৃষ্টির ওপরে তোমাদের বৈরাগ্যও রয়েছে।

গীত:- কিসী নে অপনা বনা কে...

ওম্ শান্তি। বেহদের (সীমাহীন) বাবা বোঝাচ্ছেন - শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আসলে কোনও পড়া নয়। কারণ ওখানে কোনো এইম অবজেক্ট নেই। শাস্ত্র থেকে দুনিয়ার বিষয়ে কিছু জানা যায় না। আমেরিকা কোথায় আছে, কে আবিষ্কার করেছিল - এইসব কথা শাস্ত্রে লেখা নেই। বলা হয় অমুক ব্যক্তি আবিষ্কার করেছিল। থাকার জন্য অন্য জায়গা খুঁজতে গেছিল। জনসংখ্যা অনেক হয়ে যাওয়াতে থাকার জন্য অন্য জায়গার প্রয়োজন ছিল। ওইগুলো সবাই বইতে পড়েছে, ঐগুলোকে এডুকেশন বলা হয়। তোমাদের ক্ষেত্রে এডুকেশন হল এইগুলো। একে আশ্রম অথবা ইনস্টিটিউট অথবা ইউনিভার্সিটি বলতে পারো। এর মধ্যে সবকিছুই রয়েছে। দুনিয়ার পড়াশুনার মানচিত্রগুলো আলাদা। শাস্ত্র থেকে জ্ঞানের আলো পাওয়া যায় না। পড়াশুনা করলে জ্ঞানের আলো পাওয়া যায়। তোমরাও পড়াশুনা করছ। বৈকুণ্ঠ কাকে বলা হয়? এটা না আছে দুনিয়ার পড়াশুনাতে, আর না আছে কোনো শাস্ত্রে। এসব হল নুতন জ্ঞান যেগুলো কেবল বাবা-ই বলেন। মানুষ তো বলে দেয় যে স্বর্গ-নরক সব এখানেই। বাবা এসেই বোঝান যে স্বর্গ-নরক কাকে বলা হয়? এইসব বিষয় না আছে শাস্ত্রে, না আছে এডুকেশনে। তাই নুতন কথা হওয়াতে মানুষ সংশয় প্রকাশ করে। বলে- এইরকম কথা তো কখনো শুনিনি, এগুলো একেবারে নুতন এবং ওয়াল্ডারফুল বিষয় যেগুলো কেউ কখনো বলেনি। এইগুলো সত্যিই নুতন কথা। দুনিয়ার কোনো শিক্ষাবিদ বা সল্ল্যাসী এইসব বলতে পারবে না। তাই পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর। তিনি এই সীমাহীন (বেহদের) সৃষ্টির ইতিহাস-ভূগোল বোঝান এবং বিস্তারিতভাবে স্বর্গ-নরকের জ্ঞান দেন। এইগুলো সব হল নুতন কথা। এই পড়াশুনার মধ্যে সবকিছুই রয়েছে - জ্ঞানও আছে, যোগও আছে, পড়াশুনাও আছে আর ভক্তিও আছে। যোগকে ভক্তিও বলতে পারো, কারণ একজনের সাথে যোগ করাকে স্মরণ করা বলা হয়। ভক্তরাও স্মরণ করে, পূজা করে, গান করে। কিন্তু ওই ভক্তিকে যোগ করা বলা যাবে না। যেমন মীরা কৃষ্ণের সাথে যোগ লাগাত, তাঁকে স্মরণ করত। ওটা হল ভক্তি। তার বুদ্ধিতে কোনো এইম অবজেক্ট ছিল না। কিন্তু এটাকে তোমরা জ্ঞানও বলতে পারো, আবার ভক্তিও বলতে পারো। এখানে যোগ করা হয় অর্থাৎ কেবল একজনকেই স্মরণ করা হয়। সত্যযুগে তো জ্ঞান-ভক্তি কিছুই থাকবে না। সঙ্গমযুগে জ্ঞান এবং ভক্তি দুটোই আছে। দ্বাপরযুগ থেকে কেবল ভক্তি করা হয়েছে। কাউকে স্মরণ করাকে ভক্তি করা বলা হয়। এখানে জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি তিনটেই আছে। সবকিছু বুঝতে

পারা যায়। ওরা কেবল ভক্ত, তত্ত্বের সাথে যোগ করে। কিন্তু ওরা অনেকের সাথে যোগ করে, তাই ওরা হল ভক্ত। তোমাদের যোগ হল অব্যভিচারী। এখানে স্বয়ং জ্ঞানের সাগর বসে থেকে শিক্ষা দেন। তাঁর সাথেই যোগ লাগাতে হয়। দুনিয়ার মানুষ তো আত্মাকেই জানে না। আমরা জানি। পরমপিতা পরমাত্মা বাবার সঙ্গে বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হলে আমরা বাবার কাছে চলে যাব। ওরা তো হনুমানকে স্মরণ করে এবং হয়তো সাক্ষাৎকারও হয়ে যায়। ওটা হল ব্যভিচারী। এটা হল অব্যভিচারী যোগ। কেবল বাবা-কেই স্মরণ করতে হবে। তাই এক্ষেত্রে জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্য একসাথেই আছে। কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে এইগুলো সব আলাদা আলাদা। ভক্তি আলাদা বিষয়, জ্ঞান বলতে কেবল শাস্ত্রের জ্ঞান আর বৈরাগ্য কেবল সীমিত বিষয়ের ওপর। এখানে তো সবকিছুই সীমাহীন। আমরা সেই অসীমের পিতাকে জেনেছি এবং তাঁকেই স্মরণ করি। ওরাও হয়তো শিবকে স্মরণ করে, কিন্তু তাতে বিকর্ম বিনাশ হবে না। কারণ ওরা তাঁর অক্যুপেশন জানে না। ওদের কাছে বিকর্ম বিনাশ করার জ্ঞানটাই নেই। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়। দুনিয়াতে কাশী-কলবটের প্রচলন আছে। সেক্ষেত্রেও ওদের বিকর্ম বিনাশ হয়। কারণ ওরা কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু তাই বলে তোমাদের মতো এইরকম ধীরে ধীরে কর্মাতীত হয়ে যায় না। ওদের বিকর্মগুলো তো শাস্ত্রির দ্বারা বিনষ্ট হয়, ক্ষমা করা হয় না। সুতরাং এটা হল পড়াশুনা, জ্ঞান এবং যোগ। এর মধ্যে সবকিছুই রয়েছে। কেবল বাবা-ই সবকিছু শেখান। এটাকে আশ্রম কিংবা ইনস্টিটিউট বলা হয়। খুব সুন্দর ভাবে লেখা আছে। আগে 'ওম্ মন্ডলী'-নামটা ভুল ছিল। এখন বোধবুদ্ধি হয়েছে। এই নামটা খুব সুন্দর। যেকোনো ব্যক্তিকে বোঝানো যাবে যে তুমিও ব্রহ্মাকুমার। বাবা হলেন সকলের রচয়িতা। তিনি সবার আগে সুস্বভাবতন রচনা করেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শঙ্কর হল সুস্বভাবতনবাসী। নুতন সৃষ্টির রচনা করার জন্য প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে অবশ্যই প্রয়োজন। সুস্বভাবতনবাসী ব্রহ্মা তো এখানে আসতে পারবে না। তিনি হলেন সম্পূর্ণ অব্যক্ত। কিন্তু এখানে তো সাকার ব্রহ্মাকে প্রয়োজন। তিনি কোথা থেকে আসবেন? মানুষ তো এই কথাগুলোই বুঝতে পারে না। ছবিতেও দেখানো হয়েছে যে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণের জন্ম হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মা এলেন কোথা থেকে? দত্তক নেওয়া হয়। যেমন কোনো রাজা যদি নিঃসন্তান হয়, তাহলে সে কাউকে দত্তক নেয়। (শিব) বাবাও এনাকে দত্তক নেন এবং তাঁর নাম রাখেন - 'প্রজাপিতা ব্রহ্মা'। ওপরে (সুস্বভাবতনে) যে ব্রহ্মা আছে, সে তো নীচে আসতে পারবে না। নীচে যিনি আছেন, তাঁকেই ওপরে যেতে হবে। উনি হলেন অব্যক্ত, আর ইনি হলেন ব্যক্ত। এই রহস্যটাকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে। কারণ এটা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করে। বলে - দাদাকে কখনো ব্রহ্মা, কখনো ভগবান, কখনো কৃষ্ণ বলা হয়। কিন্তু এনাকে (ব্রহ্মা বাবা) তো ভগবান বলা যাবে না। তবে কৃষ্ণ কিংবা ব্রহ্মা বলা যাবে কারণ কৃষ্ণ তো শ্যামবর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং রাত্রিবেলা বলা হবে ব্রহ্মা এবং দিনের বেলা বলা হবে কৃষ্ণ। এখন এটা হল কৃষ্ণের আত্মার অস্তিম জন্ম এবং শ্রীকৃষ্ণ হল একেবারে আদি জন্ম। এই কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। রাধা-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের ৮৪ জন্মের কথাও বলতে হবে। ওদেরকেই এখানে দত্তক নেওয়া হয়েছে। এইভাবে ব্রহ্মার দিন এবং ব্রহ্মার রাত হয়। এটাই হল লক্ষ্মী-নারায়ণের দিন এবং রাত। ওদের সমগ্র বংশের ক্ষেত্রেও এটাই হয়।

তোমরা এখন ব্রাহ্মণ বংশে আছ। এরপর দেবতা বংশে যাবে। তাই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের ক্ষেত্রেও দিন এবং রাত্রি হয়, তাই না? এইগুলো সব হল বোঝার বিষয়। ছবিতেও স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে নিচে অস্তিম জন্মে তপস্যা করছে। তাহলে ব্রহ্মা এলেন কোথা থেকে? কিভাবে তাঁর জন্ম হল? ব্রহ্মাকে দত্তক নেওয়া হয়। যেভাবে রাজারা দত্তক নেন এবং তারপর তাকে রাজকুমার বলা হয়।

তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় - অমুক জায়গার রাজকুমার। আগে তো সে রাজকুমার ছিল না। রাজা দত্তক নেওয়ার পরেই রাজকুমার নাম রাখা হয়েছে। এইরকম রীতি অনেক দিন ধরে প্রচলিত আছে। এইসব বিষয় বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত। দুনিয়ার মানুষ জানে না যে বাবা কিভাবে পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ এবং নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। তোমাদের মতো বাচ্চাদের কাছেই এই জ্ঞানের আলোক রয়েছে। তোমাদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। ভবিষ্যতে ছোটো ছোটো কন্যারাও অনেক ক্ষুরধার হয়ে যাবে। কারণ তারা হল কুমারী। শাস্ত্রেও লেখা আছে যে কুমারীদের দ্বারা তীর মারা হয়েছিল। কুমারীরাই সবথেকে বেশি চমৎকার করে দেখিয়েছে। মাম্মাও কুমারী। তিনি সকলের থেকে আগে এগিয়ে গেছেন। বলা হয় 'উটার শোজ মাদার'। মা তো কারোর সাথে বসে কথা বলবেন না। কারণ ইনি হলেন গুপ্ত মা। মাম্মাকে দেখতে পাওয়া যায়। তাই তোমাদের মতো শক্তিসেনা অর্থাৎ বাচ্চাদের কাজ হল মা-কে প্রত্যক্ষ করা। অনেক ভালো ভালো কন্যা আছে যাদের পুরুষার্থ খুব ভালো হচ্ছে। কৌরব সম্প্রদায়ের মধ্যেও যারা মহারথী, তাদের নাম করা হয়। এখানেও মহারথীদের নাম করা হয়। শিববাবা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর নিবাসস্থান সবথেকে ওপরে। বাস্তবে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিবাসস্থানও ওপরে। মানুষ তো কিছু না জেনে কেবল মহিমা করে। আমরা আত্মারাও হলাম ওই লোকের নিবাসী। কিন্তু আমাদেরকে জনম-মরণের চক্রে এসে অভিনয় করতে হয়। উনি (পরমাত্মা) জনম-মরণের চক্রে আসেন না। উনিও অভিনয় করেন, কিন্তু কিভাবে করেন সেটা তোমরাই জানো। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছ যে এটা হল শিববাবার রথ। অশ্ব বা ঘোড়াও রয়েছে। তবে ঐরকম কোনো ঘোড়ার গাড়ি নেই। এইরকম ভুলগুলো ড্রামা অনুসারেই হয়েছে। অর্ধেক কল্প ধরে এইরকম ভ্রান্ত রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে আমরা একেবারে হারিয়ে যাই। এখন জ্ঞানের আলোক পেয়ে আমরা বিচক্ষণ হয়ে গেছি। আমরা জানি যে এই পুরাতন দুনিয়া বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমাদেরকে নির্মোহী হতে হবে। পদ্মফুলের মতো ঘর-গৃহস্থ থেকেও নির্মোহী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। সকলের সাথেই সম্পর্ক পালন করতে হবে এবং সবার সাথেই থাকতে হবে। যেভাবে আগের কল্পে হয়েছিল, সেইভাবে এই ভাঙিটাও হওয়ার ছিল। এখন তো বলা হয় যে ঘর-গৃহস্থ থেকেই পরিশ্রম কর। এখানে তো বাড়ি-ঘর ত্যাগ করার কোনো প্রশ্নই আসেনা। আমিও তো ঘরেই রয়েছি, তাই না? এতজন সন্তান, তার মধ্যে লৌকিক সন্তানও ছিল। কিছুই ত্যাগ করিনি। সন্ন্যাসীরা তো জঙ্গলে চলে যায়। আমি তো শহরেই বসে আছি। সুতরাং ওদের প্রতিও কর্তব্য করতে হবে। লৌকিক বাবাও রচনা করে এবং উপার্জন করে সন্তানদের উত্তরাধিকার দেয়। সবার আগে কাম বিকারের উত্তরাধিকার দেয়। তারপর এইসব থেকে মুক্ত করে নির্বিকারী বানানো কেবল পারলৌকিক বাবার কর্তব্য। কোথাও সন্তান তার মা-বাবাকে জ্ঞান দেয়, আবার কোথাও বাবা তার সন্তানদের জ্ঞান দেয়। এটা হল রাজযোগ, ওটা হল হঠযোগ। পরমাত্মার কাছ থেকেই আত্মা জ্ঞানলাভ করে। আমি (ব্রহ্মা) রাজাদের রাজা ছিলাম। এখন নিঃস্ব হয়ে গেছি। গায়ন আছে - আজ যে রাজা, কাল সে ফকির। বাচ্চারা জানে, আমরা যারা সূর্যবংশী ছিলাম, তারা এখন শূদ্রবংশী হয়ে গেছি। এটাও বুঝতে হবে যে - নরক এবং স্বর্গ আলাদা। মানুষ এটা জানে না। তোমাদের মধ্যেও অনেক বাচ্চা কিছুই জানে না। তাদের ভাগ্যই নেই। তাই ওরা আর কি পুরুষার্থ করবে? কারোর ভাগ্যে কিছুই নেই, আবার কারোর ভাগ্যে সবকিছু আছে। ভাগ্যই পুরুষার্থ করিয়ে নেয়। ভাগ্যে না থাকলে কিভাবে পুরুষার্থ করবে? স্কুল তো একটাই। সবাই পড়াশুনা করছে। কোনো বাচ্চা অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পরে পড়ে যায়, আবার কেউ চলতে চলতে মরে যায়। অনেকেই জন্ম নেয় আবার মরেও যায়। এটা খুব ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান। জ্ঞান তো খুবই সহজ। কিন্তু কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। বিকর্ম বিনাশ হলেই উড়তে পারবে। ধ্যানের থেকে জ্ঞান অনেক

ভালো। ধ্যানে অনেক মায়াবী বিদ্বান আসে। তাই ধ্যানের থেকে জ্ঞান ভালো। কিন্তু তাই বলে এমন নয় যে যোগের থেকেও জ্ঞান ভালো। এটা তো ধ্যানের জন্য বলা হয়। যারা ধ্যানে যেত, তারা আজকে নেই। যোগের দ্বারা উপার্জন হয়, বিকর্ম বিনাশ হয়। ধ্যানের দ্বারা কোনো উপার্জন হয় না। যোগ এবং জ্ঞানের দ্বারাই উপার্জন হয়। জ্ঞান এবং যোগ ছাড়া স্বাস্থ্যবান এবং সম্পত্তিবান হতে পারবে না। তখন এইরকম ঘুরতে যাওয়ার অভ্যাস হয়ে যায়। এটা ঠিক নয়। ধ্যানে অনেক লোকসান হয়। জ্ঞান তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। কিন্তু যোগ মোটেও এক সেকেন্ডের ব্যাপার নয়। যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন যোগ করতে হবে। জ্ঞান তো খুবই সহজ। কিন্তু এভার হেলদী, নিরোগী হওয়ার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। সকালে উঠে যোগ করতে বসলেও অনেক বাধা আসে। জ্ঞানের বিভিন্ন পয়েন্ট মনে করলেও বুদ্ধি যেখানে সেখানে চলে যায়। যে সবার আগে আছে, তার কাছেই তো সবথেকে বেশি তুফান আসবে, তাই না? শিববাবার কাছে তো কোনো তুফান আসবে না। বাবা সর্বদা বোঝান যে তুফান তো অনেক আসবে। যত স্মরণে থাকার চেষ্টা করবে, তত বেশি তুফান আসবে। কিন্তু সেগুলোকে ভয় পেলে চলবে না। স্থিরভাবে স্মরণ করতে হবে। অস্তিত্বে এমন অবস্থা হবে যে তুফান একটুও টলাতে পারবে না। এটা হল আত্মিক দৌড়। শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এই কথাটাই বুঝতে হবে এবং ধারণ করতে হবে। ধন দান না করলে ধারণাও হবে না। পুরুষার্থ করতে হবে। খুব সহজেই কাউকে দুই বাবার কথা বোঝানো যায়। এটাও তোমরা জানো যে বাবা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দেন। তোমরা বলো যে লক্ষ্মী-নারায়ণও বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পেয়েছিল। বাবা-ই ওদেরকে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। অন্য কেউ এইভাবে বলতে পারবে না যে ভগবান ওদেরকে এই উত্তরাধিকার দিয়েছেন। দুনিয়ার মানুষ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খুশি থাকে। তোমরা কোন বিষয় নিয়ে খুশিতে আছ, সেটা তো কেউই জানে না। দুনিয়ার মানুষ তো অল্প সময়ের জন্য ক্ষণভঙ্গুর খুশি নিয়েই আনন্দ করতে থাকে। তোমরাই হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। তোমরাই হলে জ্ঞানী এবং যোগী। অন্য কেউ তোমাদের এই অতীন্দ্রিয় সুখের খুশির ব্যাপারে জানতে পারবে না। ওরা তো কত খাটাখাটনি করে। চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করছে। খুব কঠিন পরিশ্রম করে। কিন্তু ওদের সকল পরিশ্রম বৃথা হয়ে যাবে। তোমরা কোনোরকম কষ্ট না করে এমন জায়গায় যাওয়ার পুরুষার্থ করছ যেখানে অন্য কেউ যেতে পারবে না। তোমরা সব কিছুর থেকে উঁচু পরমধামে চলে যাও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ঘর-গৃহস্থ থেকে নির্মোহী হতে হবে। সকলের প্রতি কর্তব্য পালন করে পদ্মফুলের মতো থাকতে হবে।

২) জ্ঞান ধারণ করার জন্য অবশ্যই জ্ঞান ধনের দান করতে হবে। জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা নিজ উপার্জন সঞ্চয় করতে হবে। ধ্যান অথবা সাক্ষাৎকারের কোনো ইচ্ছা রাখা উচিত নয়।

বরদান:- শান্তির শক্তি দ্বারা সঞ্চয়ের পরিমাণকে বাড়িয়ে শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হও

যেমন বর্তমান সময়ে সায়েন্সের শক্তির খুব প্রভাব রয়েছে এবং সেগুলো অল্পকালের বিভিন্ন প্রাপ্তিও করাচ্ছে। এইরকম সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা সঞ্চয়ের পরিমাণকে বাড়াও। বাবার দিব্য দৃষ্টির দ্বারা নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করো। তাহলে প্রয়োজনের সময়ে সেই সঞ্চিত শক্তি অন্যকে দিতে পারবে। যে দৃষ্টির মাহাত্ম্য জেনে সাইলেন্সের শক্তিকে জমা করে নেয়, সে-ই শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হয়। তার চেহারা থেকে আত্মিক খুশির ঝলক দেখা যায়।

স্লোগান:- যেখানে অ্যাটেনশন স্বাভাবিকভাবে থাকে, সেখানে কোনো প্রকার টেনশন আসতে পারে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন ঘোর অন্ধকার, ভয়ানক রাত শেষ হয়ে আসছে, তোমাদের দিনের দিকে চলতে হবে । এ হলো ব্রহ্মার বেহদের দিন আর রাতের কাহিনী"

প্রশ্ন :- সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার বা হীরেতুল্য জীবন বানাবার আধার কি ?

উত্তর :- প্রকৃত গীতা, যা শ্রীমৎ ভগবানুবাচ, বাবা তোমাদের সামনে বসে যে ডাইরেকশন দিচ্ছেন সেটাই হলো প্রকৃত গীতা, যা শুনে তোমাদের সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়। তোমরা হীরেতুল্য হয়ে ওঠো । ঐ গীতা(ভক্তি মার্গের)দ্বারা তো ভারত কড়িহীন হয়ে গেছে কেননা বাবাকে ভুলে গিয়ে গীতাকে খন্ডন করে দিয়েছে ।

গীত:- রাতের পথিক হয়ো না ক্লান্ত

ওম শান্তি । এই গান তোমরা বাচ্চারা তৈরি করনি । এ তৈরি করেছে চিত্র নির্মাতারা । অর্থ তো কিছুই বোঝেনি । প্রতিটি কথার যথার্থ অর্থ না জানার কারণে অনর্থ হয়ে যায় । গায় অথচ কিছুই বোঝেনা । এখন তোমরা বাচ্চারা শ্রীমৎ পেয়েছ । কার ? ভগবানের । ভগবানকেই ভক্তরা জানেনা তবে তাদের সঙ্গতি হবে কি করে । ভক্তের রক্ষক ভগবান, ভগবানের কাছে রক্ষা প্রার্থনা করে, নিশ্চয়ই কোনও দুঃখ আছে । বলে আমাদের রক্ষা কর। অনেক ভাবে ডাকে কিন্তু ভগবান কে, কি থেকে রক্ষা করে, কিছুই জানেনা । ভক্ত অথবা বাচ্চারা ভগবানকে না জানার কারণে কত দুঃখ ভোগ করে থাকে । এখন এর অর্থ তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছ । এখন গহন অন্ধকারের ভয়ানক রাত । অর্ধকল্প ধরে চলে রাত । কোনও বিদ্বান, আচার্য, পন্ডিত কেউই জানেনা রাত কাকে বলে । সে তো জানোয়ারও জানে রাত হলো ঘুমানোর সময়, আর দিন হলো জেগে ওঠার । পাখিরাও রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, ভোর হতেই উড়তে শুরু করে। ঐ দিন-রাত স্বাভাবিক । এ হলো ব্রহ্মার বেহদের রাত আর বেহদের দিন । বেহদের দিন সত্যযুগ - ত্রেতা, আর রাত হল দ্বাপর - কলিযুগ । অর্ধেক -অর্ধেক চাই না ! দিনের আয়ুও ২৫০০ বছরের । এই দিন-রাতের কথা কেউ জানেনা । এখন তোমরা বাচ্চারা জান যে রাত শেষ হয়ে আসছে । অর্থাৎ ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে অথবা ড্রামার চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে , এরপর দিন শুরু হবে । রাতকে দিন আর দিনকে রাত বানায় কে, এটাও কেউ জানেনা । ভগবানকেই জানেনা তো এসব জানবে কি করে । মানুষ পূজা করে কিন্তু জানেনা এরা কারা, যাদের আমরা পূজা করি । বাবা বসে বোঝান -- মূল বিষয়ই হলো গীতাকে খন্ডন করা । বলা হয় শ্রীমৎ ভগবত্ গীতা । গীতার স্বামী হলেন ভগবান, কোনও মানুষ নয় । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেবতা বলা হয় আর সত্যযুগের মানুষদের দৈবী গুণ সম্পন্ন বলা হয় । দৈবী ধর্মের শ্রেষ্ঠাচারীদেরকে দেবতা বলা হয় । ভারতের মানুষ শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, তারাই আবার আসুরি গুণ সম্পন্ন হয়ে পড়েছে । প্রধান ধর্ম শাস্ত্র ৪ টে আর কোনও ধর্মশাস্ত্র নেই, আর থাকলেও খুব ছোট ছোট মঠ স্থাপন করেছে । যেমন সন্ন্যাসীদের মঠ, বৌদ্ধ মঠ । বুদ্ধদেব বৌদ্ধ ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন, তারা বলবে অমুক ধর্ম শাস্ত্র আমাদের । এখন ভারতবাসীদের ধর্মশাস্ত্র একটাই । সত্যযুগের দেবী -দেবতা ধর্মের শাস্ত্র একটাই যাকে শ্রীমৎ ভগবত্ গীতা বলা হয় । গীতা হলো মা, তার রচয়িতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । কৃষ্ণের আত্মা যখন ৪৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে তখনই আবার গীতার ভগবান, জ্ঞান সাগর পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে সহজ রাজযোগ শিখে আর জ্ঞান

ধারণ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে । এমনই উচ্চ থেকে উচ্চতর ধর্মশাস্ত্রকে ওরা খন্ডন করে দিয়েছে । যার জন্যই ভারত কড়িতুল্য হয়ে গেছে । ড্রামার এই একটা ভুল গীতাকে মিথ্যে করে দিয়েছে । বাবা যে সত্য গীতা শোনাচ্ছেন সেটাই প্রকাশ হওয়া উচিত । প্রকৃত (সত্য) গীতা গভর্নমেন্টের ছাপানো উচিত । এ হল শ্রীমৎ ভগবানউবাচঃ । বাচ্চাদের প্রতি বাবার ডাইরেকশন দেন -- ভালো করে সংক্ষেপে গীতা ব্যাখ্যা করা উচিত । তোমরা জান প্রকৃত গীতা দ্বারাই সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্তি হয় । বাবার হয়ে বাবার থেকে অবিনাশী বর্সা গ্রহণ করতে হবে । বীজ, বৃক্ষ(ঝাড়) আর ড্রামার চক্রকে বোঝাতে হবে । গায়নও আছে সত্যযুগ ইত্যাদি হল সত্য, এটাই সত্য এবং এটাই সত্য থাকবে । ঝাড়কে জানাও সহজ । এর বীজ থাকে উপরে । এই ঝাড় বিভিন্ন ধর্মের । এর মধ্যে সব ধর্ম এসে পড়ে। বাকি ছোট ছোট শাখা-প্রশাখাও অজস্র আছে, মঠ, পন্থও আছে । ভারতের হল আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, এই ধর্ম কে স্থাপন করেছেন ? স্বয়ং ভগবান । কোনও মানুষ স্থাপন করেনি । শ্রীকৃষ্ণ দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, যিনি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে এখন অস্তিম জন্মে । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী হতে হতে কলা কমতে থাকে । সূর্যবংশী রাজধানী যা সত্যযুগে শ্রেষ্ঠাচারী ছিল এখন ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে । এখন আবার শ্রেষ্ঠাচারী হতে যাচ্ছে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে উচ্চ থেকে উচ্চতর পার্ট কার হবে ? এখন তোমরা জেনে গেছ প্রধান হলো শিবায় নমঃ । ঔনার যা মহিমা তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের জন্য গাওয়া হয় না । প্রেসিডেন্টের মহিমা প্রাইম মিনিস্টার বা অন্য কাউকে কি দেওয়া যাবে ? না । ভিন্ন -ভিন্ন টাইটেল আছে না ! সব-ই তো এক হতে পারেনা । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন ধারণা হয়েছে । তোমরা জান ক্রাইস্টও নিজের ধর্ম স্থাপনের পার্ট পেয়েছিল । আত্মা হলো বিন্দু স্বরূপ । তার মধ্যেই পার্ট নিহিত আছে । ক্রিস্চান ধর্মের স্থাপনা করে তারপর পুনর্জন্ম নিয়ে পালন করতে করতে সতো-রজো - তমোর মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয় । একদম শেষে গিয়ে সৃষ্টিকর্পী ঝাড়কে জড়জড়ীভূত অবস্থায় পরিণত হতেই হয় । প্রত্যেকেই কত দীর্ঘ সময় ধরে পার্ট পেয়েছে । বুদ্ধকে কতবার জন্ম নিয়ে তাকে পালন(সেই ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে) করতে হয়েছে তাও তোমরা জেনেছ । ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে তাঁকে জন্ম নিতে থাকে ।

এখন বাবা তোমাদের কত বিশাল বুদ্ধিমান বানান। কিন্তু কেউ কেউ তো শিববাবাকে স্মরণও করতে পারে না । বেহদের বাবা এসে বেহদের স্বর্গের বর্সা দেন, এটাও তোমরা বোঝাতে পার না । বাবা অনেকবার বৃষ্টিয়েছেন, আত্মার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ফিক্সড হয়ে আছে। এক শরীর ছেড়ে আবার নতুন শরীর ধারণ করতে হবে । এর গভীরে গিয়ে একে বুঝতে হবে । যারা স্কুলে রোজ পড়বে তারাই বুঝবে । কেউ তো চলতে -চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । গানও গেয়ে থাকে তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার । বাবা বলেন আমি তোমাদের স্বর্গের অনন্ত সুখ ভোগ করার জন্যই পুরুষার্থ করছি । তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ো না । এত উচ্চ থেকে উচ্চ পড়া তোমরা কিনা ছেড়ে দাও ! কেউ তো পড়া ছেড়ে দিয়ে আবার বিকারে চলে যায় । যেমনটি ছিল আবারও তাই হয় । চলতে -চলতে অধঃপতিত হলে আর কি হবে । যদিও ওখানে সুখে থাকবে কিন্তু পদ প্রাপ্তিতে প্রভেদ হবে না ! এখানে তো সবাই দুঃখী, ওখানে রাজা প্রজা সবাই সুখে থাকে । তবুও পদ তো উঁচু-ই নেওয়া উচিত, না ! পড়া ছেড়ে দিলে মাতা-পিতা বলবে তুমি তো এর উপযুক্তই নও । বাবার কাছ থেকে স্বর্গের বর্সা নিতে নিতে কোনও বাচ্চা ক্লান্ত হয়ে পড়ে । চলতে চলতে মায়া এসে আক্রমণ করলে ফিরে চলে যায় । যেটুকু সঞ্চয় করেছিল তাও হারিয়ে ফেলে । কি হতে পারবে ? স্বর্গে যদিওবা যাবে কিন্তু একদম সাধারণ প্রজা রূপে । বাবা বলেন আমার হয়েও যদি

ক্লান্ত হয়ে বসে পড় বা ট্রেটর (বিশ্বাসভঙ্গের কাজ কর) হয়ে যাও, তবে প্রজার মধ্যেই চন্ডাল রূপে জন্ম নেবে। সবই প্রয়োজন, না ! স্বর্গের মালিক হতে হতে যদি কেউ পড়া ছেড়ে দেয় তবে তার মতো মহান মুখ দুনিয়াতে আর কেউ নেই । বাচ্চারা লেখে তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার । তোমারই কৃপায় স্বর্গের অনন্ত সুখ ভোগ করি । আমার প্রতি কৃপা কর । বাবা বলেন কৃপা করার কোনও ব্যাপার নেই । আমি শিক্ষক তোমাদের পড়াচ্ছি । পুরুষার্থ তোমাদেরই করতে হবে। ভালো মার্কস নিয়ে পাশ করতে হবে । আমি কি খোড়াই সবাইকে আশীর্বাদ করব বসে বসে ! তোমরা যোগযুক্ত হয়ে থাকো, অধিক শক্তি পেতে থাকবে। খোড়াই সিংহাসনে সবাই বসতে পারবে । একজন কি আরেক জনের মাথার উপর চড়ে বসবে ? প্রধান ধর্ম হলো ৪ টি, শাস্ত্রও ৪ টি । তার মধ্যে প্রধান হলো গীতা। বাকি সব গীতার সন্তানাদি । বর্ষা তো মাতা-পিতার থেকেই প্রাপ্তি হয় । এখন বাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । শুধু গীতা পড়লে খোড়াই রাজার রাজা হতে পারবে । বাবাও (ব্রহ্মা) গীতা পড়েছিলেন । কিন্তু গীতা পড়ে কিছুই হয়না। এসবই ভক্তি মার্গের শাস্ত্র । তোমাদের পুরুষার্থ করে ১৬ কলা সম্পন্ন হতে হবে । এখন তো তোমাদের মধ্যে কোনও কলা নেই, কোনও গুণ নেই । তোমরা গেয়েও থাক আমি নিগুণ আমার মধ্যে কোনও গুণ নেই । নিজেকে নিজেই দোষারোপ কর..... তারপর বল আমাদের আবার ১৬ কলা সম্পন্ন বানাও । আমরা যা ছিলাম তাই বানাও । এখন তোমরা জান বাবা সামনে এসে বোঝাচ্ছেন। ওরা তো নিগুণ নামে একটি সংস্থাও বানিয়ে ফেলেছে । নিগুণ নিরাকারের অর্থও জানেনা । শিবের তো আকার আছে । যার নাম আছে তার অস্তিত্বও অবশ্যই আছে না ! আত্মা এত সূক্ষ্ম অথচ তারও নাম আছে । ব্রহ্ম মহাত্ম যেকোনো আত্মা বাস করে, সেটাও তো নাম না ! নাম - রূপ হীন কিছুই হতে পারেনা । ভগবানকে বলে নাম -রূপ থেকে পৃথক, বলেই তারপর তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দেয় । এটা বলা কত বড় ভুল । মানুষ এসব বুঝবে তবেই তো নিশ্চয় (faith, বিশ্বাস, আস্থা) হবে । বলবে বাবা আমরা তোমাকে জেনেছি কল্প -কল্প ধরে তোমার কাছ থেকে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্তি করছি, যখন এমন নিশ্চয় হবে, তখনই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়বে । এখান থেকে বাইরে বেড়িয়েই সব ভুলে যায় আর তাই সবার প্রথমেই লিখিয়ে নেওয়া উচিত - সত্যই, শিববাবা এসেছেন - রাজযোগ শেখাতে । কেউ আছে লিখে দেবার পরেও পড়েনা । ব্লাড দিয়েও কেউ লেখে কিন্তু আজ তারা নেই । মায়া কত প্রবল । বাবা বসে কত বোঝান, তোমাদের বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস তখনই হবে যখন তোমরা এই এই রকম ভাবে পত্র লিখবে । তোমাদের শক্তি সেনাতেও নম্বর অনুসারে আছে । কেউ চিফ কমান্ডার, কেউ ক্যাপ্টেন, কেউ বা মেজর । সিপাহীদের সাথে তাদের বোঝা বহনকারীও কেউ কেউ আছে । সবাই সেনা । বাবা তো পুরুষার্থ করাবেনই তাই না! প্রত্যেকেই পুরুষার্থ করতে করতে বুঝতে পারে -- রাজা - রানী হবে, না বিত্তবান প্রজায় যাবে, নাকি কোনও সাধারণ প্রজায় যাবে, না দাস-দাসী হবে। এটা বুঝতে পারা খুবই সহজ ব্যাপার । সুতরাং প্রথমে প্রধান জিনিসটাকেই নেওয়া উচিত । বাবা মহারথী দের উদ্দেশ্যে কত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। সুতরাং বিহঙ্গ মার্গের সেবার জন্য চিন্তন চলা উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা এবং গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ঈশ্বরীয় পড়ায় ক্লান্ত হওয়া উচিত নয় । উচ্চ থেকে উচ্চতা হল এই পাঠ, এই পাঠ রোজ পড়তে হবে আর অন্যদেরও পড়াতে হবে।

২) বিহঙ্গ মার্গের সেবার জন্য যুক্তি খুঁজতে হবে । যোগে থেকে বাবার থেকে শক্তি নিতে হবে । কৃপা বা আশীর্বাদ প্রার্থনা নয় ।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জীবনে খুশীর বরদানকে সর্বদা স্থায়ী রাখতে সমর্থ মহান আত্মা ভব

ব্রাহ্মণ জীবনে খুশীই হল জন্মসিদ্ধ অধিকার, সবসময় খুশীতে থাকাই হল মহানতা । যে এই খুশীর বরদানকে ধরে রাখতে পারে সে-ই মহান। সুতরাং কখনোই খুশী হারানো উচিত নয় । সমস্যা তো আসবেই আবার চলেও যাবে কিন্তু খুশী যেন না যায় । কেননা সমস্যা হল পর-স্থিতি, অপর প্রাপ্ত থেকে আসে । সে যেমন আসবে আবার চলেও যাবে । খুশী হল নিজস্ব জিনিস, তাকে সবসময় নিজের কাছে রাখতে হয় । সেইজন্য শরীরও যদি যায় যাক কিন্তু খুশী যেন না যায় । খুশী বা আনন্দের সাথে শরীর ত্যাগ হলে তো আরো ভালো, আরও সুন্দর নতুন শরীর লাভ হবে ।

স্লোগান :- বাপদাদার আন্তরিক অভিনন্দন নিতে হলে অনেক কিছুই দেখেও না দেখে অক্লান্ত সেবায় উপস্থিত থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মনে খুশীর বাজনা বাজা উচিত কেননা, বেহদের বাবা তোমাদের বেহদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা দিতে এসেছেন"

প্রশ্ন:- মায়া মানুষকে কোন্ ভ্রমে ভ্রমিত করেছে, যে কারণে তারা স্বর্গে যাওয়ার পুরুষার্থ করে না?

*উত্তর:- মায়ার একশ' বছরের এই যে আড়ম্বর, এরোপ্সেন, বিদ্যুৎ (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামও) ইত্যাদি যা যা আবিষ্কার হয়েছে, এই আড়ম্বর দেখে প্রতিটা মানুষ মনে করে যে, স্বর্গ তো এখানেই। অর্থ, গাড়ি, বাড়ি ---ব্যস, আমাদের জন্য তো এখানেই স্বর্গ। এ হলো মায়ার সুখ যা ভ্রমিত করে। এর কারণেই তারা স্বর্গে যাওয়ার পুরুষার্থ করে না।

গীত:- মাতা ও মাথা... তুমিই ভাগ্য বিধাতা

ওম্ শান্তি। এখন এ তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, যা ঘটে গেছে তারই মহিমা করা হয়। ভারতবাসীরা তো জানে না। বিদ্বান পন্ডিতরাও জানে না। জগৎ অস্বা অর্থাৎ জগতের মানুষকে রচনা করেন যিনি। তোমরা জানো যে, যাকে জগদম্বা বলা হয়, তিনি এখন বাচ্চাদের সামনে বসে আছেন। ভক্তিমার্গে তো এমনই গায়ন হয়ে এসেছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন জ্ঞান পেয়েছো অর্থাৎ জগৎ অস্বার পরিচয় পেয়েছ। জগদম্বার নামেই বিভিন্ন ধরনের অনেক চিত্র বানানো হয়েছে। বাস্তবে জগদম্বা হলেন একজন, তাঁকেই কালী বলা, সরস্বতী বলা, দুর্গা বলা, এই অনেক নাম রাখার কারণে মানুষ দ্বিধাপ্রস্তু হয়ে গেছে। কলকাতার কালীও(কালী কলকতে ওয়ালী) বলা হয়। বাস্তবে তো এমন চিত্র হয় না। বাবা বলেন যে, এ সবই হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। যখন থেকে ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখন থেকে রাবণ রাজ্যও শুরু হয়। এ তো মানুষ জানেই না যে, রাবণ কে আর রাম কে, এ হলো বেহদের কাহিনী। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে, রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই রাম রাজ্য শুরু হয়। রাম অবশ্যই সুখ দেবেন, আর রাবণ অবশ্যই দুঃখ দেবে। ভারতে রাবণ রাজ্যকে শোক বাটিকা বলা হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা সব এই সময় রাবণ রাজ্যে আছো। এ হল ভারতেরই মুখ্য কথা। রাবণ রাজ্যে তোমরা ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছো। রাম অর্থাৎ বেহদের বাবা হলেন সুখ প্রদানকারী। এই সময় সকল মানুষই আসুরী মতে চলছে। বাকি রাবণ কোনো দশ মাথা বিশিষ্ট মানুষ নয়। এ হলো পাঁচ বিকার, যাকে রাবণ বলা হয়। শিববাবার মত হলো শ্রীমত। এখন তো সব আসুরী সম্প্রদায়, তাই না! এ হলো বেহদের কথা। তোমরা এই শ্রীমতে একুশ জন্মের সুখ পাও। আসুরী মতে চলে তোমরা ৬৩ জন্ম দুঃখ পেয়েছো।

তোমরা জানো যে, এই রাবণ হলো বড়র থেকেও বড় শত্রু, যাকে মানুষ জ্বালাতে থাকে। মানুষ বোঝে না, রাবণকে অবশেষে কবে আমরা জ্বালানো বন্ধ করবো? ওরা বলে - এই রাবণকে জ্বালানো তো পরম্পরা ধরে চলে আসছে। কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালাতে থাকে। বরাবর এই রাবণ সবাইকে দুঃখ দিয়েছিলো, বিশেষ করে ভারতকে। তাহলে তো রাবণ বড় শত্রু হলো। এই বেহদের শত্রুকে কেউই জানে না। বেহদের বাবা এসে বেহদের সুখ প্রদান করেন। এমন সহজ কথাও কোনো বিদ্বান - পন্ডিত আদি জানে না। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, আমাদের বেহদের বাবার থেকে সুখের অবিনাশী বর্ষা নিতে হবে। তবুও তোমরা প্রতি মুহূর্তে বাবাকে ভুলে যাও। ভক্তিমার্গে তোমরা ডেকে এসেছো - হে বাবা, ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো। আমি তো ক্ষমা করতেই থাকি। যে ভাবনায় তোমরা দেবতাদের পূজা করো, তারজন্য অল্পকালের সুখ তো আমি অবশ্যই দিই। আর কেউই তোমাদের সুখ দিতে পারে না। আমিই হলাম সুখদাতা। ভক্তিমার্গেও আমিই দিই। মানুষ বলে - গড ফাদার এই দিয়েছেন। ভগবানের জন্য বলে। তাহলে এমন কেন বলা, এই ধন অমুক সাধু দিয়েছেন। যেখানে সুখ প্রদানকারী হলেন একমাত্র বাবা। মানুষ গেয়েও থাকে - হে ভগবান, আমাদের দুঃখ দূর করো। তাহলে এমন কেন বলে, অমুক সাধু আমার এই দুঃখ দূর করেছেন, সন্তান দিয়েছেন। তারা মনে করে, ওদের কৃপায় সুখ পেয়েছি। ব্যবসায় লাভ হলে মনে করে, গুরুর কৃপা হয়েছে। লোকসান হলে কিন্তু বলে না, গুরু কৃপা করেন নি। বেচারী ভক্তরা না বুঝে যা মনে আসে তাই করে। যা শোনে তাই অনুসরণ করতে থাকে। এ হলো ড্রামা।

বাবা এখন এসে তোমাদের আপন করে নিয়েছেন। বাবার সঙ্গে ভালবাসা রাখাতেও মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। একদম মুখ ঘুরিয়ে দেয়। ২১ জন্মের সুখ প্রদানকারী বাবার থেকে তালুক দিয়ে দেয়। বাবা বোঝান যে, ভক্তিমার্গ আর জ্ঞান মার্গের মধ্যে রাতদিনের তফাৎ। ভক্তি করতে করতে যখন কাঙ্গাল হয়ে যায়, তখন বাবা এসে জ্ঞান দিয়ে ২১ জন্মের জন্য

তোমাদের ভাগ্যবান করে দেন । ওই ভক্তি তো তোমরা জন্মে - জন্মে করতে থেকেছো, এরজন্য অল্পকালের সুখ পাওয়া যায় । দুঃখ তো অনেকই । বাবা বলেন যে - আমি এসেছি তোমাদের হারিয়ে যাওয়া রাজ্য ফেরত দিতে । এ তো বেহদের কথা । বাকি আর কোনো কথা নেই । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ আদি নির্বিকারী দেবতা ছিলেন । তাঁদের মহলে কতো না হীরে - জহরত থাকবে । তোমরা ভবিষ্যতে অনেককিছু দেখবে । যত নিকটে যেতে থাকবে ততই স্বর্গের সীল দেখতে থাকবে । কতো বড় বড় দরবার হবে । দরজা - জানালার উপর সোনা, হীরে, জহরতের কত সুন্দর শৃঙ্গার থাকবে । ব্যস, এই রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন শুরু হবে । যে বৈকুণ্ঠ তোমরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখো, তা অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে দেখবে । যে বিনাশ তোমরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখো তাও প্রত্যক্ষভাবে দেখবে । তোমাদের ভিতর তো খুশীর বাজনা বাজা উচিত । আমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্ষা নিষিদ্ধি । এই চিত্র তো সঠিক নয় । সেইসব তোমরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখো । ওখানে গিয়ে রাস আদি করো । কতো চিত্র আদি বানাতে । যা কিছু বাবা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়েছেন তা আবার প্রত্যক্ষভাবে অবশ্যই হবে । তোমরা জানো যে, এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । তোমরা এখানে বসে আছো শ্রীমতে স্বরাজ্য নেওয়ার পুরুষার্থ করার জন্য । কোথায় ওই ভক্তিমার্গ আর কোথায় এই জ্ঞানমার্গ । এখানে ভারতের হাল দেখো কি হয়েছে - খাওয়ার জন্য অল্প নেই অথচ বড় বড় প্ল্যান বানাচ্ছে । সময় তো খুব অল্পই আছে । ওদের প্ল্যান আর তোমাদের প্ল্যান দেখো কেমন ? এই কথা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই । রামায়ণ ইত্যাদিতে কতো কাহিনী লিখে দিয়েছে কিন্তু এমন তো হয় না । তাহলে রাবণকে কেন প্রতি বছর জ্বালানো হয় । রাবণকে জ্বালানো তাহলে তো শেষ হয়ে যাওয়া উচিত । ভক্তিমার্গের আমদানী কেমন আর জ্ঞানমার্গের আমদানী কেমন ! বাবা একদম ভান্ডার ভরে দেন । এরজন্য পরিশ্রম আছে । অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে । গায়নও আছে যে, অমৃত ছেড়ে বিষ কেন পান করবে । অমৃতের নামে অমৃতসরে এক পুকুর বানিয়ে দিয়েছে । মানুষ সেই পুকুরে ডুব দেয় । মানস সরোবর নামেরও একটি পুকুর বানিয়ে দিয়েছে । মানসসরোবরের অর্থও কেউ বোঝে না । মানস সরোবর অর্থাৎ নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর, মানুষের তনে এসে এই জ্ঞান শোনান । মানুষ বসে কতো কথা ইত্যাদি বানিয়েছে । সর্বশাস্ত্রময়ী শিরোমণি হল গীতা -- তাতে আবার কৃষ্ণ উবাচঃ লিখে দিয়েছে । কৃষ্ণের জন্য আবার কতো কথা লিখে দিয়েছে । সর্প দংশন করেছিলো, কৃষ্ণ স্ত্রীদের ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলো -- কতো মিথ্যা কলঙ্ক লিখে দিয়েছে । এখন তোমরা বোঝাতে পারো । কৃষ্ণের তো ব্যাপারই নেই । এ তো ব্রহ্মার দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা বসে সমস্ত বেদ শাস্ত্রগ্রন্থের সার বলে দেন । এক নম্বর হলো শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ভারতবাসীদের ধর্মশাস্ত্র একটাই, তার খন্ডন করে দিয়েছে, তাই বাকি যা বেদ শাস্ত্র বাচ্চা আছে সব খন্ডন হয়ে গেছে ।

বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান তবুও চলতে চলতে মায়ার থাপ্পড় খেতে থাকে, ধারণা করে না । এ হলো যুদ্ধস্থল । তোমরা হলে সেই বাচ্চা যারা ব্রাহ্মণ হয়েছে । গীতা ইত্যাদিতে তো এমন কোনো কথা লেখা নেই । তোমরা হলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, ব্রহ্মার দ্বারা যন্ত রচনা করা হয়েছে । রুদ্র জ্ঞান যন্ত তো বরাবরই আছে, তাহলে যুদ্ধের ময়দান কোথা থেকে এলো ? গায়নও আছে যে, রাজস্ব অশ্বমেধ যন্ত । এই যে রথ, তা আমরা বলি দিই । ওরা আবার দক্ষ প্রজাপতির যন্ত রচনা করে ঘোড়ার উপর বসে স্বাহা করে । কি কি সব লিখে দিয়েছে । তোমরা জানো যে, সত্যযুগে ভারত যখন স্বর্গ ছিলো তখন সেখানে অবশ্যই খুব অল্প মানুষই থাকবে । দেবী - দেবতারা অল্প ছিলো । যমুনার উপকূলে অবশ্যই রাজ্য হবে । কেবল দেবী - দেবতারা রাজ্য করবে । সেখানে তো গরম থাকবেই না যে কাশ্মীর, সিমলা ইত্যাদিতে যেতে হবে । তত্ত্বও সম্পূর্ণ সত্যপ্রধান হয়ে যায় । এও যারা বোঝার তারাই বুঝবে । সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয় আর কলিযুগকে বলা হয় নরক । দ্বাপরকে এত নরক বলবে না । ত্রেতাতেও দুই কলা কম হয়ে যায় । সবথেকে বেশী সুখ আছে স্বর্গে । বলা হয়, অমুকে স্বর্গে গেছেন । তারা কিন্তু স্বর্গের অর্থ বোঝে না । স্বর্গবাসী যখন হয়েছেন তখন অবশ্যই নরকে ছিলেন । প্রত্যেক মানুষই এখন নরকে আছে । বাবা এখন তোমাদের বেহদের রাজ্য দিচ্ছেন । ওখানে তো সবকিছুই তোমাদের থাকবে । তোমাদের পৃথিবী, তোমাদের আকাশ -----তোমরা অটল, অখন্ড, শান্তিময় রাজ্য করবে । দুঃখের নামই থাকবে না সেখানে । তাই তারজন্য কতটা পুরুষার্থ করা উচিত । বাচ্চাদের অবস্থা কেমন । তারা জানেও, আমাদের মা - বাবা খুব ভালো পুরুষার্থ করেন, তাহলে আমরাও কেন পুরুষার্থ করে অবিনাশী বর্ষা নেবো না ।

বাবা বলেন যে, বাচ্চারা, পরিশ্রান্ত হয়ে না, শ্রীমতে চলতে থাকো । শ্রীমতকে কখনোই ভুলে যেও না । এতে খুব বড় সাবধানতার প্রয়োজন । যা কিছুই করো, জিজ্ঞেস করো - বাবা, আমরা এ নিয়ে দ্বিধায় আছি, এই কাজ করলে আমাদের পাপ তো লাগবে না ? বাবা কখনোই কারোর থেকে নেন না । ভক্তিমার্গেও ঈশ্বরের কারণে দান করলে পরিবর্তে আবার নেয়ও । শিববাবা নিয়ে কি করবেন, তিনি তো কোনো মহল বানাবেন না । সবকিছুই তিনি বাচ্চাদের জন্য করেন । তিনি বাড়িও যে বানান তা ভবিষ্যতে তোমাদের থাকার জন্য । তোমাদের স্মরণে মন্দিরও এখানে আছে । তোমরাও এখানে বসে আছো । যারা সেবাপরায়ণ বাচ্চা তারা ভবিষ্যতে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে । এখানে বসেই স্বর্গে চক্রে

লাগাতে থাকবে । তারপর সেখানে গিয়ে মহল বানাবে । মহলের তো কম্পিটিশন হয়, তাই না ! এখন দেখো একশ বছরে কতো বানানো হয়েছে । ভারতকে যেন স্বর্গের মতো বানিয়ে দিয়েছে । তাহলে তোমরা বুঝতে পারো, ওখানে একশ বছরে কি না হবে । সাইন্সের সমস্তকিছুই তোমাদের ওখানে কাজে আসবে । সাইন্সের সুখ হলো সেখানে । এখানে তো দুঃখ । সাইন্সের জন্য মানুষ কতো পরিশ্রম করে । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো, এ হলো নিজেদের বড়াই, অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ, এ হলো মায়ার আড়ম্বর । এখন মানুষ এরোপ্লেন, রকেট ইত্যাদিতে যায় । পূর্বে এইসব সাধন ছিলো না । বিজলী ইত্যাদিও ছিলো না । এ সবই হলো মায়ার সুখ যা মানুষকে ভ্রমিত করে । মানুষ মনে করে - ব্যস, এখানেই স্বর্গ । বিমান আদি তো স্বর্গেই ছিলো, তাই এও স্বর্গ । এ কথা বুঝতে পারে না যে, স্বর্গের জন্য এখন তৈরী হচ্ছে । তারা মনে করে, ধন আছে, মহল আছে, ব্যস আমাদের জন্য এখানেই স্বর্গ । আচ্ছা, তোমাদের ভাগ্যে এই স্বর্গ । আমাদের তো পরিশ্রম করে সত্যিকারের স্বর্গে যেতে হবে, যার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো । পুরুষার্থে টিলেমি দিও না । গৃহস্থ জীবনে থেকে পুরুষার্থ করতে হবে । সার্ভিস করতে হবে । নিজেরা পবিত্র হয়ে তারপর তোমাদের মিত্র - সম্বন্ধীদের যোগ্য বানাও, বাবার মিষ্টি - মিষ্টি কথা শোনাও । বাবা, দুইজন বাবার পয়েন্ট খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন । সম্পত্তির অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা কিন্তু পাওয়া যায় এক বাবার থেকেই । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পুরুষার্থে কখনোই পরিশ্রান্ত হবে না । অনেক সাবধানের সঙ্গে শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে । দ্বিধাগ্রস্ত হবে না ।

২) কোনো পাপ কর্ম করবে না । সত্যিকারের স্বর্গে যাওয়ার জন্য পবিত্র হতে হবে আর পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদান:- অনাসক্ত হয়ে লৌকিককে সন্তুষ্ট করেও ঈশ্বরীয় উপার্জন জমা করতে সমর্থ রাজযুক্ত(সকল রহস্যকে জেনে) ভব*

কোনো কোনো বাচ্চা লৌকিক কার্য, লৌকিক প্রবৃত্তি, লৌকিক সম্বন্ধ সম্পর্ক পালন করেও নিজের বিশাল বুদ্ধির দ্বারা সবাইকে যেমন সন্তুষ্ট করে তেমনি ঈশ্বরীয় উপার্জনের রহস্য জেনে বিশেষ অংশও বের করে নেয় । এমন একনামী আর ইকোনামী অনাসক্ত বাচ্চা আছে যারা সর্ব সম্পদ, সময়, শক্তি আর স্থূল সম্পদকে লৌকিক ধনকে ইকোনামী করে অলৌকিক কার্যে নিশ্চিত হৃদয়ে লাগায় । এমন যুক্তিযুক্ত, রাজযুক্ত বাচ্চাই মহিমার যোগ্য ।

প্লোগান:- স্মৃতি স্বরূপ হয়ে প্রতিটি কর্ম যারা করে তারাই প্রকাশ স্তম্ভ (লাইট হাউস) হয় ।*

ব্রাহ্মণ জীবন - অমূল্য জীবন

আজ স্নেহের সাগর এসেছেন, সদাসদাসর্বদা স্নেহ-সাগরে ডুবে থাকা বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে । তোমরা যেমন স্নেহে বাবাকে স্মরণ করো, তেমনই স্নেহী বাচ্চাদের পদমণ্ডন রিটার্ন দিতে, মিলনোৎসব পালন করতে বাবা সাকার সৃষ্টিতে এসেছেন । বাবা বাচ্চাদের নিজস্ব অশরীরী নিরাকার বানান, আর বাচ্চারা স্নেহের বশে নিরাকার এবং সুস্থ বাবাকে সাকার বানিয়ে দেয় । এটাই হলো বাচ্চাদের স্নেহের চমৎকারিত্ব ! বাচ্চাদের স্নেহের এমন চমৎকার দেখে বাপদাদা পুলকিত হন । বাবা বাচ্চাদের গুণের গীত গান, কিভাবে তারা বাবার সঙ্গে রঙে বাবার সমান হচ্ছে । এইরকমভাবে যে বাচ্চারা ফলো ফাদার করে, তাদের বাপদাদা বলেন, আঙুকারী, বিশ্বস্ত, নির্ভরশীল, প্রকৃত অমূল্য রত্ন । তোমাদের তুলনায় এই স্থূল হীরে-জহরতও মৃত্তিকাসমান । তোমরা এতটাই অমূল্য ! বাপদাদার গলার মালার "আমি অমূল্য রত্ন" - নিজেকে এইরকম অনুভব করো তোমরা ? এমন স্বমান থাকে তোমাদের ?

ডবল বিদেশি বাচ্চাদের নেশা আর খুশি থাকে যে তারা এত দূরে থাকা সত্ত্বেও বাপদাদা তাদের দূরদেশ থেকে বাছাই করে আপন করেছেন । সারা দুনিয়া বাবাকে খুঁজছে আর বাবা আমাদের খুঁজে নিয়েছেন । এমনভাবে নিজেদের ভাবো ? দুনিয়া তাঁকে এখানে আসার জন্য ডাকছে, আর নব্ব্বত্রমিক তোমরা বাচ্চারা কি গীত গাও ? "আমি তোমা সনে বসি, তোমা সনে বসি আহারে, থাকি প্রতি অনুক্ষণ তোমারই সনে" । কোথায় ডাকখোঁজ আর কোথায় সদা সঙ্গ ! রাতদিনের ফারাক, তাই না ! কোথায় এক সেকেন্ডের প্রকৃত অবিনাশী প্রাপ্তির পিপাসু আত্মারা আর কোথায় তোমরা সব প্রাপ্তিস্বরূপ আত্মারা ! তারা গায়ন করে আর তোমরা সবাই বাবার কোলে সদা বসে আছো ! তারা মর্মপীড়ায় কাঁদে আর তোমরা প্রতি পদে তাঁর মত অনুসারে চলো । তারা পলকমাত্র দর্শনের পিয়াসী আর তোমরা স্বয়ংই বাবা দ্বারা দর্শনীয় মূর্তি হয়ে গেছ । আর একটু দুঃখ-বেদনার অনুভব বাড়তে দাও, তারপরে দেখ তোমাদের সকলের সেকেন্ডের এক ঝলক দর্শন আর সেকেন্ডের দৃষ্টির জন্য কতখানি তৃষ্ণার্ত হয়ে তোমাদের সামনে আসে !

এখন তোমরা তাদের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছ, ডাকছো । তারপর সময় এলে তোমাদের সাথে সেকেন্ডের সাক্ষাৎ করতেও তারা অনেক মেহনত করবে, "আমাদের দেখা করতে দাও" । তোমাদের সকলের এইরকম সাক্ষাৎকারস্বরূপ হওয়ার প্রত্যক্ষ রূপ থাকবে । তোমরা সব বাচ্চাদের মধ্যেও, তোমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ জীবন আর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির মহত্ব অধিক মাত্রায় চিনবে । এখন অসতর্কতা এবং সাধারণ হওয়ার কারণে তোমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ আর বিশেষত্ব ভুলেও যাও । কিন্তু যখন প্রাপ্তির অভাবে আত্মারা পিপাসার্ত হয়ে তোমাদের সামনে আসবে, তখন তোমরা বেশি অনুভব করবে যে তোমরা কে আর তারা কে ! এই মুহূর্তে বাপদাদার থেকে সহজেই তোমাদের অনেক খাজানা লাভ হওয়ার কারণে কখনও কখনও নিজের এবং খাজানার ভ্যাল্যুকে সাধারণ মনে করো - অথচ, প্রত্যেকটা শ্রেষ্ঠ মহাবাক্য, প্রত্যেকটা সেকেন্ড এবং ব্রাহ্মণ জীবনের প্রতিটি শ্বাস কতো শ্রেষ্ঠ ! তোমরা যতো উন্নতি করবে সেসব আরও বেশি অনুভব করবে । ব্রাহ্মণ জীবনের প্রতিটা সেকেন্ড শুধু এক জন্মের নয়, বরং জন্ম-জন্মের প্রারম্ভ তৈরি করে । এক সেকেন্ড চলে যাওয়ার অর্থ অনেক জন্মের প্রারম্ভ চলে যাওয়া । তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের এমনই অমূল্য জীবন ! এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বিশেষ আত্মা তোমরা ! বুঝেছো, তোমরা কে ? এইরকম শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের সাথে বাবা মিলিত হতে এসেছেন । ডবল

বিদেশি বাস্কাদের এটা সদা মনে থাকে, তাই না ? নাকি কখনো ভুলে যাও আর কখনো মনে থাকে ? স্মরণকারী নয়, তোমাদের স্মরণস্বরূপ হতে হবে । আচ্ছা !

যারা সদা মিলন উদযাপন করে, যারা সদা বাবার সপ্তের রঙে থাকে, যারা সদা নিজের, সময়ের, সর্বপ্রাপ্তির মহস্বকে জেনে, সদা প্রতি পদে ফলো ফাদার করে, সেইরকম হারানিধি সুযোগ্য বাস্কাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পোল্যান্ড তথা অন্য দেশ থেকে আসা নতুন বাস্কাদের সাথে :-

সবাই তোমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করো, কোন ভাগ্য ? এই শ্রেষ্ঠ ভূমিতে আসা, এটাই সবচেয়ে বড় ভাগ্য । এই ভূমি মহান তীর্থের ভূমি । যেমনই হোক, এখানে পৌঁছেছো এটা তো ভাগ্যই । সুতরাং, এখন তোমরা বেশি কি করবে ? স্মরণে থাকো, স্মরণের অভ্যাসকে সদা বাড়াতে থাকো । তোমরা যতো শেখো, সেটাকেই সদা বাড়িয়ে যাও । যদি তোমরা সদা সম্বন্ধ বজায় রাখো, তবে সেই সম্বন্ধ দ্বারাই নিরন্তর অনেক প্রাপ্তি করতে থাকবে । কেন ? আজ বিশ্বে সবারই খুশি আর শান্তি দুইই চাই । তাই এই দুটোই এই রাজযোগের অভ্যাস দ্বারা সদাসর্বদার প্রাপ্তি হতে পারে । যদি এই প্রাপ্তি চাও তো এটাই সহজ সাধন, এটা ছেড়োনা । সাথে রেখো । অনেক খুশি তোমরা লাভ করবে । মনে হবে যেন তোমরা খুশির খনি পেয়ে গেছ, যা দিয়ে অন্যদের প্রকৃত খুশি বিতরণ করতে পারবে । অন্যদের শোনাও আর এই রাস্তাও অন্যদের দেখাও । বিশ্বে এত আত্মারা আছে, কিন্তু সেই আত্মাদের মধ্যে থেকে তোমরা কিছু আত্মাই এখানে পৌঁছেছ । এটাও মহা ভাগ্যের লক্ষণ । তোমরা শান্তিকুণ্ডে পৌঁছে গেছ । শান্তি সবারই জন্য আবশ্যিক, তাই না ! নিজেও শান্ত আর সবাইকে শান্তি দিতে থাকাও, মানুষের বিশেষত্ব । যদি শান্তি না থাকে তবে মানব জীবন কি ? তোমাদের আত্মিক, অবিনাশী শান্তি থাকে । তোমরা নিজেকে এবং অন্য আরও অনেককে প্রকৃত শান্তি প্রাপ্ত করার রাস্তা বলতে পারো । তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে । কোনও অশান্ত আত্মাকে শান্তি যদি দাও তো কতবড় পুণ্য সেটা ! প্রথমে নিজে ভরপুর হও তারপরে অন্যের জন্যও পুণ্যাত্মা হতে পারো । এর মতো পুণ্য আর কিছু নেই । দুঃখী আত্মাদের সুখ শান্তির বলক দেখাতে পারো । যেখানে একাগ্রতা সেখানে হৃদয়ের সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হয়ে যায় । এখন বাবা দ্বারা যে সন্দেশ (বার্তা) পেয়েছো সেই সন্দেশ শুনিয়ো সন্দেশী (ব্রতাবাহক) হয়ে চলতে থাকো ।

সেবাধারীদের সাথে :- সেবার লটারী সদাকালের জন্য তোমাদের সম্পন্ন বানায় । সেবা করে সদাকালের জন্য তোমরা খাজানায় ভরপুর হয়ে যাও । সবাই নাম্বার ওয়ান সার্ভিস করেছো । সবাই তোমরা ফার্স্ট প্রাইজ নাও, তাই না ! ফার্স্ট প্রাইজ হলো, সন্তুষ্ট থাকা, আর সবাইকে সন্তুষ্ট করা । তাহলে কি ভাবছো তোমরা ? যতদিন সেবা করেছো ততদিন নিজেও সন্তুষ্ট থেকেছো আর অন্যদেরও করেছো, নাকি কেউ কেউ তোমরা মর্মান্বিত হয়েছো ? যদি তোমরা সন্তুষ্ট থাকো আর অন্যদের সন্তুষ্ট করে থাকো তো তোমরা নাম্বার ওয়ান । প্রতি কার্যে বিজয়ী হওয়া অর্থাৎ নাম্বার ওয়ান হওয়া । এটাই সফলতা । না নিজেদের ডিস্টার্ব হতে দাও আর না অন্যদের ডিস্টার্ব করো, এটা বিজয় । সুতরাং তোমরা এমনই সদাকালের বিজয়ী রহ্ন । বিজয় সঙ্গমযুগের অধিকার, কারণ তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান ।

প্রকৃত সেবাধারী তারাই যারা সদা রূহানী দৃষ্টি দ্বারা, রূহানী বৃত্তি দ্বারা রূহানী গোলাপ হয়ে সমস্ত রূহকে খুশি করে । তাই যতো সময় তোমরা সেবা করেছো ততোটা সময় রূহানী গোলাপ হয়ে সেবা

করেছো তোমরা ? মাঝখানে কোনো কাঁটা ছিলোনা তো, ছিলো ? সদাই রুহানী স্মৃতিতে থেকেছো অর্থাৎ রুহানী গোলাপের স্থিতি বজায় রেখেছো ? যেমন এখানে তোমরা এই অভ্যাস করেছো, তেমনই নিজের নিজের জায়গাতেও এইরকমই শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে থেকো । নিচে এসোনা । যা কিছুই হোক না কেন, বায়ুমন্ডল যেমনই হোক, গোলাপ ফুল যেমন কাঁটার মধ্যে থেকেও নিজে সদা সুগন্ধ বিতরণ করে, কিন্তু কাঁটার সাথে নিজে কখনো কাঁটা হয়না । তেমনই, রুহানী গোলাপেরা সদা বায়ুমন্ডলের প্রভাবের উর্ধ্বে থাকে এবং স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেও প্রিয় হয় । ফিরে গিয়ে লিখোনা "কি করবো, মায়া এসেছিলো" ! সদা মায়াজিৎ হয়েই তো ফিরে যাচ্ছ, তাই না ? মায়াকে আসার অনুমতি দিওনা । সবসময় দরজা বন্ধ করে দেবে । ডবল লক হলো স্মরণ আর সেবা । যেখানে ডবল লক আছে, সেখানে মায়া আসতে পারে না ।

দাদীজী তথা অন্য বড় বোনেদের সাথে :- বাবা যেমন সদা বাচ্চাদের উদ্যম-উৎসাহ বাড়াতে থাকেন, ফলো ফাদার করা বাচ্চারাও আছে । দেশ-বিদেশ থেকে যে টিচাররা সেবার জন্য এসেছে, বাপদাদা সব টিচারদের বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান । তোমরা প্রত্যেকে নিজের নামসহ বাবার স্মরণ আর ভালোবাসার অধিকারী মনে করে নিজেই নিজেকে ভালোবেসো । বাবা যদি এক একজনের গুণগান করেন, কতজনের গুণগান তিনি করতে পারতেন ! সবাই তোমরা অনেক মেহনত করেছো । গত বছরের থেকে তোমরা ভালো উন্নতি করেছো আর ভবিষ্যতে এর থেকে আরও অনেক বেশি নিজের জন্য এবং সেবাতে উন্নতি করতে থাকবে । বুঝেছো তোমরা ? এমন ভেবোনা যে আমাদের বাপদাদা বললেন না, তিনি তোমাদের সবাইকে বলছেন । ভক্তরা বাবার নাম স্মরণ করার জন্য অনেক চেষ্টা করতে থাকে, ভাবে বাবার নাম তাদের মুখে থাকা উচিত, কিন্তু বাবার মুখে কার নাম থাকে ? তোমরা সব বাচ্চাদের নাম বাবার মুখে, বুঝেছো তোমরা ! আচ্ছা ।

ডবল বিদেশি ভাই-বোনেদের প্রশ্নঃ - বাপদাদার উত্তরঃ

প্রশ্নঃ - এই বছরে সেবার জন্য নতুন প্ল্যান কি ?

উত্তরঃ - সময়কে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য প্রথমে বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী বানানোর সেবা করতে হবে । এর জন্য সর্বাগ্রে নিজের বৃত্তির প্রতি বিশেষ অ্যাটেনশন দেওয়া প্রয়োজন আর দ্বিতীয়তঃ, অন্যদের সেবা করার জন্য বিশেষভাবে সেই আত্মাদের বাচ্চাই করো, যারা প্রকৃতই বিশ্বাস করে যে শান্তির বিধি এখান থেকেই পাওয়া যাবে । এই বছর এই আওয়াজ উঠতে দাও যে শান্তি যদি হয়, তবে এই বিধিতেই হবে । এটাই একমাত্র বিধি যা বিশ্বে আবশ্যকতা আছে, এই বিধি ব্যতীত অন্য কিছু নেই । এই বাতাবরণ চারিদিকে একসঙ্গে তৈরি হতে হবে । ভারতে তথা বিদেশে শান্তির ঝলক প্রতীয়মান হতে হবে । চারিদিক থেকে সবাইকে এটা টাচ হতে দাও, আকৃষ্ট হতে দাও যে শান্তি পেতে যদি যথার্থ স্থান কোথাও থেকে থাকে তো তা' এটাই । গভর্নমেন্টের যেমন ইউ.এন.ও. আছে অর্থাৎ যখনই কোনকিছু হয় তো সবার অ্যাটেনশন সেদিকেই যায় । একইভাবে, যখনই কোনো অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে, সকলের অ্যাটেনশন যেন শান্তির বার্তা দেওয়া আত্মা হিসেবে তোমাদের দিকে যায় । তারা যেন অনুভব করে, অশান্তি থেকে রেহাই পাওয়ার এটাই একটা জায়গা, যেখানে আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে । এই বছর এই বায়ুমন্ডল তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত । জ্ঞান ভালো, জীবন ভালো, রাজযোগ ভালো, এতো সবাই বলে, কিন্তু এই আওয়াজ জোরদার হতে হবে, প্রকৃত প্রাপ্তি এখান থেকেই হবে, এই স্থানে বিশ্বের কল্যাণ হবে এই বিধি দ্বারা । বুঝেছো তোমরা ? এর জন্য শান্তির

বিশেষভাবে অ্যাডভার্টাইজ করো, যদি কেউ শান্তি চাও তো এখান থেকেই তোমরা বিধি পেয়ে যাবে । শান্তি সপ্তাহ রাখো, শান্তির জন্য সমাবেশের আয়োজন করো, তাদের শান্তির অনুভূতি করানোর জন্য যোগ শিবিরের ব্যবস্থা করো । এইভাবে শান্তির ভাইব্রেশন ছড়াও ।

সার্ভিসের মাধ্যমে যেমন স্টুডেন্ট বানাও, সেটা খুব ভালো । তাতে তো অবশ্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবেই । কিন্তু এখন সব ভ্যারাইটির লোক, যেমন কালো ফর্সা, বিভিন্ন জাতিধর্মের আত্মারা আছে, তেমনই সর্বত্র বিভিন্ন অক্যুপেশনের আত্মাদের থাকা উচিত । কেউ কোথাও গেলে তার নিজের অক্যুপেশনের রীতিতে সেখানে তাদেরকে অনুভব শোনাও । যেমন তোমরা এখানে ওয়ার্কশপ করো, কখনো ডক্টরদের সাথে, কখনো উকিলদের সাথে । যখন বিভিন্ন অক্যুপেশনের লোক একই শান্তির বিষয়ে নিজের অক্যুপেশনের আধারে বলে তো তাদের সেটা ভালো লাগে । সুতরাং এইভাবে যে কেউ সেন্টারে আসুক, তার নিজের অক্যুপেশনের কাউকে সেই সেন্টারে খুঁজে নিজের অনুভব শোনাতে হবে, তাদের ওপর এর প্রভাব পড়ে । তাদের এই অনুভব হতে দাও যে সব অক্যুপেশনের লোকের জন্য এটা সহজ বিধি । যেমন, কিছু সময়ের মধ্যে এই অ্যাডভার্টাইজ ভালো হয়েছে যে সব ধর্মাবলম্বীদের জন্য এটাই এক বিধি, এই আওয়াজ উঠতে দাও । এইভাবে এখন আওয়াজ ছড়িয়ে দাও । যারা তোমাদের সম্পর্কে আসে এবং স্টুডেন্টদের কাছে পর্যন্ত এই আওয়াজ তো পৌছেই যায় কিন্তু চারিদিকে এই আওয়াজ যাতে ছড়িয়ে পড়ে সেদিকে আরও একটু অ্যাটেনশন দিতে হবে । এখন ব্রাক্সও খুব কমই তৈরি হয়েছে । নস্বরক্রমে ব্রাক্স হওয়ার যে গতি, সেটাকে ফাস্ট বলতে পারা যাবেনা, তাই না ! এখন তো কমপক্ষে ন'লাখ প্রয়োজন । সত্যযুগের আদিত্যে অন্ততঃ ন'লাখের ওপরে তো তোমরা রাজ্য করবে, তাই না ! তার মধ্যে প্রজাও হবে, কিন্তু তারা এখন তোমাদের কাছের সম্পর্কে এলে তখনই একমাত্র তারা প্রজা হবে । সুতরাং এই হিসেবে গতি কেমন হওয়া উচিত ? এখনও পর্যন্ত সংখ্যা খুব কম । বিদেশের টোটাল সংখ্যা কতো হবে ? কমপক্ষে বিদেশের সংখ্যা দু'তিন লাখ তো হওয়া উচিত । তোমরা খুব ভালো মেহনত করছো, এতে কোনো ভুল নেই, তবে স্পীড আরেকটু দ্রুত হতে দাও । জেনারেল বাতাবরণের মাধ্যমে স্পিড বাড়বে । আচ্ছা ।

প্রশ্ন: - অতি পাওয়ারফুল বাতাবরণ বানানোর যুক্তি কি ?

উত্তর: - স্বয়ং তুমি পাওয়ারফুল হও । সেইজন্য অমৃতবেলা থেকে প্রতিটা কর্মে নিজের স্টেজ শক্তিশালী কিনা সেটা চেকিংয়ের ক্ষেত্রে আরও খানিক অ্যাটেনশন দাও । অন্যদের সেবায় অথবা সেবার প্ল্যানে তোমরা যখন বিজি থাকো, কখনো কখনো নিজের স্থিতিতে শিথিলতা এসে যায়, সেইজন্য এই বাতাবরণ শক্তিশালী হয়না । সেবা হয়, কিন্তু বাতাবরণ শক্তিশালী হয়না । এইজন্য নিজের ওপর বিশেষ অ্যাটেনশন রাখতে হবে । কর্ম আর যোগ, কর্মের সাথে শক্তিশালী স্টেজ, এই ব্যালেন্সের একটু অভাব আছে । শুধুমাত্র সেবায় বিজি থাকার কারণে স্ব-স্থিতি শক্তিশালী থাকেনা । যতো সময় সেবাতে দাও, তন, মন, ধন যতটা সেবায় লাগাও, সেই অনুযায়ী একের লাখো গুণ বেশি যা তোমাদের লাভ হওয়া উচিত, তা লাভ হয়না । এর কারণ কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স নেই । সেবার জন্য তোমরা যেমন প্ল্যান বানিয়েছ, প্রচারপত্র ছাপিয়েছ, টি.ভি ., রেডিওতে প্রোগ্রাম করেছো, বাইরের এই সাধন ঠিক যেমন ব্যবহার করেছো, একইভাবে প্রথমে নিজের মনসা শক্তিশালী বানানোর বিশেষ সাধন থাকা প্রয়োজন । এই অ্যাটেনশনের অভাব আছে । তারপরে আবার বলো, তোমরা বিজি ছিলে, সেইজন্য সামান্য মিস্ হয়ে গেছে । সুতরাং, ডবল লাভ হতে পারেনা । আচ্ছা ।

বরদানঃ - সেবা দ্বারা প্রাপ্ত মান পদমর্যাদা ত্যাগ করে অবিনাশী ভাগ্য বানিয়ে মহাত্যাগী ভব

তোমরা বাচ্চারা যে শ্রেষ্ঠ কর্ম করো, সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম অথবা সেবার প্রত্যক্ষ ফল হল, সকলের দ্বারা মহিমাম্বিত হওয়া । সেবাধারীর শ্রেষ্ঠ গায়নের সীট লাভ হয় । সে মান, প্রতিষ্ঠার সীট লাভ করে । এমন আত্মার অবশ্যই এই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় । যতই হোক, এই সিদ্ধি যাত্রাপথের সিঁড়ি, এটা কোনো ফাইনাল গন্তব্য নয় । সুতরাং এটা ত্যাগ করো, ভাগ্যবান হও । একেই বলা হয়ে থাকে মহাত্যাগী হওয়া । গুপ্ত মহাদানীর বিশেষত্বই হলো ত্যাগেরও ত্যাগী ।

স্লোগানঃ - ফরিস্তা হতে হলে সাক্ষী হয়ে সকল আত্মার পাঁট দেখ এবং তাদের সকাশ দাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বেহদের(অসীম, Unlimited) সার্ভিস করার জন্যে তোমাদের বুদ্ধি চলা উচিত। এমন বিশাল ঘড়ি তৈরি করো যার কাঁটায় রেডিয়াম লাগানো থাকবে এবং যা দূর থেকে জ্বলজ্বল করে"

প্রশ্ন:- সার্ভিসের বৃদ্ধির জন্যে কোন্ যুক্তি রচনা করা উচিত ?

উত্তর :- যারা মহারথী, তীর বুদ্ধিধারী বাচ্চা, তাদের নিজেদের সেন্টারে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। মহারথী বাচ্চারা বারবার আসলে সার্ভিসে বৃদ্ধি হবে। এতে এমন ভাবা উচিত নয় যে আমাদের মান কমে যাবে। বাচ্চাদের কখনও দেহ-অভিমান অনুভব হওয়া উচিত নয়। মহারথীদের যথেষ্ট রিগার্ড রাখা উচিত ।

গীত :- এই সময় চলে যাচ্ছে, সময় কার জন্যে থেমে থেকেছে, কার জন্যই বা থেমে থাকবে।

ওম্ শান্তি। ঘড়ি শব্দটি শুনলে বেহদের (অনন্তের, সময়ের) ঘড়ির কথা স্মরণে আসে। এ হল বেহদের ঘড়ি, এরমধ্যে সবটাই বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার কথা আছে। ঐ ঘড়িরও বড় কাঁটা ও ছোট কাঁটা আছে। সেকেন্ডের বড় কাঁটা চলতে থাকে। এখন রাত ১২ টা বেজেছে অর্থাৎ রাত পুরো হয়ে দিন শুরু হবে। এই বেহদের ঘড়ি কত বিশাল হওয়া উচিত। এতে যে কাঁটা বানানো হয় তাতে রেডিয়ামও দেওয়া উচিত, যাতে দূর থেকে জ্বলজ্বল করবে। ঘড়ি তো নিজেই বুঝিয়ে দেয়। নতুন কেউ আসলে ঘড়ি দেখবে এসে। বুদ্ধিও বলে বরাবর কাঁটা শেষে এসে পৌঁছেছে। সবাই বুঝবে বিনাশ তো অবশ্যই হওয়া উচিত। তারপরে আছে সত্যযুগের আদি কাল। সত্যযুগে খুব কম সংখ্যায় আত্মারা থাকে। অর্থাৎ এত সব আত্মারা নিশ্চয়ই ফিরে যায় তবে। চিত্র দ্বারা বুঝতে পারা খুবই সহজ। এমন ঘড়ি যদি কেউ বানায় তো অনেকে কিনে রাখবে ঘরে। এই বিষয়েই বোঝাতে হবে। এ হল কলিযুগী ব্রষ্টাচারী দুনিয়া। অনেক ধর্মও আছে। বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজও (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) হবে। এবারে এই লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদি সত্যযুগের বাদশাহী প্রাপ্ত করেন কিভাবে ? অবশ্যই বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে। পতিত-পাবন আসেন পতিত দুনিয়ায়, সঙ্গমে। পাবন দুনিয়ায় তো বাবাকে আসতে হবে, তাই না ! এই কথাটা সৃষ্টি গোলক বিষয়ে বোঝানোর ক্ষেত্রে খুব ফার্স্ট ক্লাস কথা আর এই বিষয়ে কাউকে বোঝানোও হল খুব সহজ। যদি কারো অনেক অর্থ থাকে তারা তো আর্টিস্টকে অর্ডার দিয়ে চটপট জিনিস তৈরি করাতে পারে। গভর্নমেন্টের কাজ তো সহজেই হয়ে যায়, কিন্তু এখানে তো অতি কষ্ট হয় । কোনো ভালো আর্টিস্ট চিত্র বানাতে সেই চিত্র শোভনীয়ও হবে। আজকাল আর্টের অনেক মান। ডাম্পের আর্ট দেখানো হয়, তারা ভাবে আগে এমন ডাম্প হত। কিন্তু এমন কিছু নয় । অতএব এই বেহদের ঘড়ি চটপট তৈরি করা উচিত। যাতে মানুষ ভালো ভাবে বুঝতে পারে। কালারও যেন এমন হয় যা উজ্জ্বল হবে । পতিত-পাবন কোনো মানুষ তো হতে পারে না। মানুষ পতিত হয় বলেই তখনই তো গায়ন করে। পবিত্র দুনিয়া হল স্বর্গ। মানুষ তো বোঝেনা যে কৃষ্ণ-ই হয় শ্যাম বর্ণ পরে সুন্দর হয়, তাই নাম দেওয়া হয়েছে শ্যাম-সুন্দর। আমরাও প্রথমে বুঝতাম না, এখন বুদ্ধিতে বসেছে যে কাম চিতায় বসলে কালো হয় অর্থাৎ আত্মা পতিত হয়। এইসবও স্পষ্ট করে লিখতে হবে। বর্ষা দেন পরম পিতা পরমাত্মা এবং অভিশাপ দেন রাবণ। মানুষের বুদ্ধি চলে যায় রঘুপতি রাঘব রাজা রামের দিকে,

কিন্তু রাম তো হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। এইসব বুদ্ধি খাটিয়ে চিত্র বানানো উচিত কারণ আজকাল নিজেকে ভগবান তো সবাই বলে। তোমরা জানো বাবা তো হলেন একজন-ই। বাকি আমরা সবাই হলাম আত্মা, পরমাত্মার সঙ্গে পরমধামে গিয়ে বাস করব। সেই সময় বাবাও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, আমরাও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তারপরে বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের আমি বিশ্বের মালিক করি। সে যত বড় রাজাই হোক, কেউ এমন বলবে না যে আমরা হলাম বিশ্বের মালিক। বাবা তো বিশ্বের মালিক করছেন। অতএব এমন মাতা পিতার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করা উচিত। ওঁনার শ্রীমৎ হল বিখ্যাত। সেই মতানুসারে চলতে চলতে শেষের দিকে শ্রীমতের পুরোপুরি পালন করে। এখনই যদি শ্রীমতের পুরো পালন করবে তাহলে তো শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে, কত বুদ্ধি খাটাতে হয়। যতক্ষণ যন্ত আছে ততক্ষণ পুরুষার্থ চলবে।

এ হল রুদ্র জ্ঞান যন্ত। তারাও রুদ্র যন্ত করে শান্তির জন্যে। তাই দিয়ে শান্তি তো স্থাপন হয় না। বাবার যন্তই হল একমাত্র যন্ত, যাতে সর্ব সামগ্রী স্বাধা হয়ে যায় এবং সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। তারা কত যন্ত করে, লাভ কিছু হয়না। তোমরা বাচ্চারা হলে নন ভায়োলেট। পবিত্রতা ব্যতীত কেউ স্বর্গে যেতে পারেনা। এখন হল শেষ সময়। পতিত দুনিয়া, ব্রষ্টাচারী রাবণের দুনিয়া, ১০০ শতাংশ অপবিত্রতা, দুঃখী, রুগী এইসব লিখতে হয় আর অন্য দিকে স্বর্গে হল শ্রেষ্ঠাচারী, ১০০% শতাংশ পবিত্রতা-সুখ-শান্তি-সুস্থতা। সেটা হল রাবণের অভিশাপ, এ হল শিববাবার বর্ষা - পুরো লেখা উচিত। ভারত অমুক সময় থেকে অমুক সময় পর্যন্ত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল তারপরে অমুক সময় থেকে ব্রষ্টাচারী হয়েছে। এমন লেখা উচিত যাতে দেখলেই বুঝতে পারে। বোঝালে বুদ্ধিতে নেশা বাড়বে। এই ধাক্কাতে থাকলে প্র্যাক্টিস হয়ে যাবে। ঐ সার্ভিস ৮ ঘন্টা করা হয় তো এই সার্ভিসও ৮ ঘন্টা করা উচিত। সেন্টারে যে কন্যারা আছে সবই আছে নম্বর অনুযায়ী। কারো সার্ভিসের শখ আছে। সব দিকে ছোটো। কেউ আবার এক জায়গায় আরামে বসে থাকে, তাদের অলরাউন্ডার বলা হবেনা। মহারথীদের অসম্মান করে, ফলে সার্ভিস স্লো হয়ে যায়। অনেকের নিজস্ব অহংকার থাকে। আমার মান হোক, অন্য কেউ এলে আমার মান কমে যাবে। এ কথা ভাবে না যে মহারথী তো সাহায্যই করবে। নিজের অহংকার থাকে, এমন বোকাও হয়। বাবা বলেন সত্য হৃদয় থাকলে সাহেব রাজি হন। বাবার কাছে খবর তো আসে তাইনা। বাবা প্রত্যেকের নাড়ি বোঝেন। এই বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) হলেন অনুভাবী।

অতএব এই গোলকের বিষয়টি বোঝানোর জন্যে ভালো। এই বিষয়টি বোঝানোর পয়েন্ট তোমাদের নিজের হলে তোমাদের বিহঙ্গ মার্গের সেবাও ভালো হবে। এখন তো পিপীলিকা মার্গের সার্ভিস হচ্ছে। নিজের দেহ-অভিमानে থাকে, তাই বুদ্ধি চলেনা। এখন এ হল বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের মাথা চলতে থাকবে - কি কি তৈরি করা উচিত। চিত্র দিয়ে বোঝানো খুব সহজ। এখন হল কলিযুগ, সত্যযুগ স্থাপন হয়। বাবা-ই সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। সেখানে আছে সুখ, এখানে আছে দুঃখ। সবাই পতিত। পতিত মানুষ কাউকেই মুক্তি-জীবনমুক্তি দিতে পারেনা। এরা সবাই হল ভক্তি মার্গের ব্যবসা প্রশিক্ষণ দাতা। গুরু হল ভক্তি মার্গের। জ্ঞান মার্গের কোনো গুরু নেই। এখানে তো কত পরিশ্রম করতে হয়। ভারতকে স্বর্গে পরিণত করা জাদুর খেলা নয় ! তাই ওঁনাকে জাদুকরও বলা হয়। কৃষ্ণকে কখনও জাদুকর বলা হবেনা। কৃষ্ণকেও শ্যাম থেকে সুন্দর করেন বাবা। বোঝানোর জন্যে খুব নেশা থাকা চাই। সেবার জন্য বাইরে যাওয়া উচিত। গরীবরা ভালো জ্ঞান অর্জন করে। ধনীদেব থেকে আশা কম থাকে। ১০০ জন গরীবের তুলনায় দু' একজন ধনী ব্যক্তি,

তো ৫-৭ জন সাধারণ থাকবে। এইভাবেই কাজ হয়। ধনের এত প্রয়োজন নেই, গভর্নেন্ট দেখো কত বারুদ তৈরি করেছে। দুজনেই বুঝতে পারে বিনাশ হবে, আমরা বিনাশ হবে, তখন শিকারী কে হবে ? গল্প আছে না - দুই বেড়ালের লড়াইয়ে মাখন বানর খায়। কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়েছে। এ হল স্বর্গ রূপী মাখন । এইসব কথা খুব আত্মাই বুঝতে পারে। এখানে ২০-২৫ বছর থেকেও অনেকে কিছুই বোঝেনা। যখন প্রথম ভাটি হয়েছিল, কতো এসেছিল, কতজন চলে গেছে। কেউ আবার স্থায়ীভাবে আছে। ড্রামায় কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিল। এখনও সেইসব হচ্ছে। চিত্র সাইজে যত বড় হবে ততই বোঝানো সহজ হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও দরকার। কল্প বৃষ্ণের চিত্র (ঝাড়) থেকে বোঝা যায় ভক্তি কাল্ট কবে শুরু হয়। ব্রহ্মার রাত দুই যুগ তারপর ব্রহ্মার দিন দুই যুগ। মানুষ তো বোঝে না, তারপর বলে ব্রহ্মা তো সূক্ষ্ম বতনে থাকেন। কিন্তু প্রজাপিতা তো অবশ্যই এখানে থাকবেন। অনেক গুট রহস্য আছে যা শাস্ত্রে তো থাকতে পারেনা। মানুষ তো সবই উল্টো চিত্র দেখেছে, উল্টো জ্ঞান শুনেছে। ব্রহ্মাকে বহু ভূজা দিয়েছে। এইসব যত শাস্ত্র ইত্যাদি আছে সেসব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। এই সব কবে শুরু হয়েছে, দুনিয়া জানেনা। মানুষ কত ভক্তি করে, ভাবে ভক্তি ছাড়া ভগবানকে পাওয়া যায়না। যখন সম্পূর্ণ দুর্গতি হবে তখনই তো ভগবানকে পাবে সদগতির জন্যে। এই হিসেব নিকেশ তোমরা জানো। অর্ধকল্প থেকে ভক্তি শুরু হয়। বাবা বলেন - এই বেদ, উপনিষদ, যজ্ঞ-তপ ইত্যাদি সবই হল ভক্তি মার্গের। এইসব শেষ হবে। সবাইকে কালো হতে হবে তবেই তো ফর্সা করতে বাবাকে আসতে হয়। বাবা বলেন আমি কল্পের সঙ্গম যুগে-যুগে আসি, শুধু যুগে-যুগে নয়। আমার কুর্ম অবতার, মৎস্য অবতার, পরশুরাম অবতার ইত্যাদি ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়েছে । এ সব যদি ভগবানের অবতার হয়, তাহলে নুড়িতে পাথরে ভগবান কিভাবে থাকতে পারেন । মানুষ কতখানি অবুঝ হয়ে গেছে। বাবা এসে কত বুঝদার করেছেন। সেই বাবার মহিমা বর্ণনাও করতে হয় - পরম পিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর। কৃষ্ণের এমন মহিমা হতে পারেনা। কৃষ্ণের ভক্তরা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলে যে তিনি হলেন সর্বব্যাপী। কতজন আকৃষ্ট হয়। সেখান থেকে বের করে বাবার পরিচয় দিতে হবে সব আত্মারা হল ভাই-ভাই, সবাই ফাদার হতে পারেনা, তাহলে স্মরণ করা হয় কাকে ? গড ফাদারকে বাচ্চারা স্মরণ করে, বোঝানোর জন্যে বেহদের বুদ্ধি যুক্ত হওয়া দরকার। বাচ্চাদের বুদ্ধি হদে অর্থাৎ দৈহিক জগতে আটকে যায়। এক জায়গায় বসে যায়। যারা বিজ্ঞানসন্মত হয় তারা বড় বড় ব্রাঞ্চ খুলে দেয়। যে যত সেন্টার খোলে সে ততই ভালো ম্যানেজার। তারপর সেন্টারের উপরেও নির্ভর করে। এ হল অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দোকান। কার ? জ্ঞান সাগরের। কৃষ্ণের এই জ্ঞান তো ছিলনা, না সেই সময় কোনো যুদ্ধ হয়েছিল। পয়েন্ট তো অনেক আছে, যা ধারণ করে বোঝাতে হবে। সভায় চিত্র রাখো যাতে সবাই দেখতে পারে। ঘড়ির চিত্র খুব ভালো। এই চক্রকে জানলে চক্রবর্তী হবে। স্ব দর্শন চক্রধারী হতে হবে। ঘড়ির বিষয়ে বোঝানো খুবই সহজ। কত পুরানো বাচ্চারা যোগ্য হয়না। নিজেকে জ্ঞানযুক্ত ভেবে মিথ্যাই খুশি হয়। সার্ভিস না করলে কে দানী ভাবে। দানও করতে হবে মোহরের, নাকি পাই পয়সার ? এই চিত্র হল অন্ধের দর্পণ। দর্পণে নিজের মুখ দর্শন করবে। প্রথমে বানর মুখ ছিল, এখন মন্দির সম চেহারা হচ্ছে। মন্দিরে বাস করার মতন যোগ্য হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। এ হল পতিত দুনিয়া, ওটা হল পবিত্র দুনিয়া, যা শিববাবা স্থাপন করছেন। যে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবেনা তাদের বুদ্ধিতে কখনোই ধারণা হতে পারেনা। বাবা বলেন প্রতিদিন তোমাদের গুট কথা শোনাই ফলে জ্ঞান বৃদ্ধি হতে থাকবে।

কেউ আবার প্রশ্ন করে - আট বাদশাহী কিভাবে চলবে ? এই হিসাব অনুযায়ী এত গুলি বাদশাহী হওয়া উচিত। বাবা বলেন তোমরা এইসব কথায় কেন মাথা ঘামাও ? প্রথমে বাবা এবং তাঁর বর্সাকে তো স্মরণ করো। ওখানকার যা আদব কায়দা থাকবে সেইরূপ চলবে। যে নিয়মে সন্তান জন্ম হওয়ার হবে সে নিয়মে জন্ম হবে। তোমরা কেন চিন্তা করো ? বিকারের কথা মুখে কেন আনো ? এই চিত্র কাউকে উপহার দেওয়া খুব ভালো কথা। এ হল গড ফাদারলি গিস্ট। এমন গড ফাদারলি গিস্ট সবাই নেবে। খ্রিস্টানরা অন্য কারো লিটারেচার ইত্যাদি নেয়না, তাদের নিজের ধর্মের নেশা থাকে। বাবা তো বলেন দেবতা ধর্ম হল সবচেয়ে উঁচুতে। তারা ভাবে এই খ্রিস্টানদের থেকে আমরা অনেক টাকা পয়সা পাই। কিন্তু এসব তো হল জ্ঞানের কথা। যারা জ্ঞান প্রাপ্ত করে তারা-ই বাবার বর্সা প্রাপ্ত করে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ এবং গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) যে মাতা-পিতা বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন তাঁর কাছে অন্তর থেকে সমর্পিত হতে হবে। ওঁনার শ্রীমং অনুসারে চলে শ্রেষ্ঠ হতে হবে।

২) নিজের মন পরিষ্কার রাখতে হবে। অহংকার ভাব আনবে না। মোহর দান করতে হবে। জ্ঞান দানে মহারথী হতে হবে। ৮ ঘন্টা ঈশ্বরীয় সেবা অবশ্যই করতে হবে।

বরদান :- নিজের দায়িত্বের সব বোঝা বাবাকে সঁপে দিয়ে সর্বদা নিশ্চিত অনুভবকারী সফলতা সম্পন্ন সেবানারী ভব

ব্যাখ্যা: যে বাচ্চারা নিজে যত হালকা থাকে , ততই সেবাও স্বয়ং সর্বদা উপরে উঠতে থাকে অর্থাৎ উল্লতির পথে এগিয়ে যায় তাই সবরকম দায়িত্বের বোঝা বাবাকে সঁপে নিজে ফুরফুরে হয়ে থাকে। কোনো রকমের আশঙ্কা ভাবের বোঝা যেন না থাকে। শুধুমাত্র স্মরণের নেশায় থাকে। বাবার সঙ্গে কন্সাইন্ড থাকে যেখানে বাবা আছেন সেখানে সেবা তো স্বতঃই হয়ে থাকে। করাবনহার (যিনি করান) করাচ্ছেন ফলে হান্কাও থাকবে এবং সফলতা সম্পন্নও হয়ে যাবে।

স্লোগান - বেহদের (অসীমের) ড্রামার প্রতিটি দৃশ্যকে নিশ্চিত জেনে সদা নিশ্চিত থাকে ।

"মিষ্টি বাচ্চার - এখন তোমরা অনেক বড় স্টিমারে বসে আছ, তোমাদের নোঙ্গর উঠে গেছে, তাই তোমরা লবণাক্ত চ্যানেল পার হয়ে ফ্রীর সাগরে যাচ্ছ"

প্রশ্ন :-- বাচ্চাদের কোন্ বিষয়ে বিশেষ ক্লাস্তি আসে ? এই ক্লাস্তি আসার মুখ্য কারণ কি ?

উত্তর :-- বাচ্চারা চলতে চলতে স্নরণের যাত্রায় ক্লাস্ত হয়ে যায়, এই ক্লাস্তি আসার মুখ্য কারণ হলো সঙ্গদোষ । এমন সঙ্গে চলে যায় যে, বাবার হাত ছেড়ে দেয় । বলা হয় যে, সুসঙ্গ ভালোর দিকে নিয়ে যায়, কুসঙ্গ পতনের দিকে নিয়ে যায় । সঙ্গদোষে এসে স্টিমার থেকে পা যদি নিচে নামাও তাহলে মায়া কাঁচা থেয়ে নেবে, তাই বাবা বাচ্চাদের সাবধান করেন -- দেবী, সমর্থ বাচ্চাদের হাত কখনোই ছেড়ো না ।

গীত :-- মাতা ও মাতা, তুমিই ভাগ্যবিধাতা

ওম্ শান্তি । রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের বলেন - বাচ্চারা, ওম্ শান্তি । একেও মহামন্ত্র বলা হয় । আত্মা নিজের স্বধর্মের মন্ত্র জপ করে । আমি আত্মার স্বধর্ম হলো শান্ত । শান্তির জন্য আমার জঙ্গল ইত্যাদিতে যাওয়ার দরকার নেই । আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ, এ হলো আমার অরগ্যাঙ্ক । আওয়াজ করা বা না করা, এ তো আমার হাতে কিন্তু এই জ্ঞান না থাকার কারণে দোরে দোরে বিভ্রান্ত হয় । এর উপর একটি কাহিনীও আছে -- এক রাণীর হার গলাতেই ছিলো কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিলো, তার মনে হয়েছিলো যে, আমার হার হারিয়ে গেছে, তাই সে বাইরে খুঁজছিল । তারপর কেউ বলেছিল, হার তো গলাতেই আছে । এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় । মানুষ তো দোরে দোরে বিভ্রান্ত হয় । সন্ন্যাসীরাও বলে যে, মনের শান্তি কিভাবে হবে, কিন্তু আত্মার মধ্যেই তো মন - বুদ্ধি আছে । আত্মা এই শরীরে এলে টকি হয়ে যায় । বাবা বলেন যে, তোমরা আত্মারা নিজেদের স্বধর্মে থাকো । এই দেহের সব ধর্ম ভুলে যাও । বার বার বোঝানো সত্ত্বেও কেউ কেউ বলে - আমাকে শান্তিতে বসাও, মেডিটেশন করাও । এ বলাও ভুল । এক আত্মা অন্য আত্মাকে বলে যে, আমাকে শান্তিতে বসাও । আরে, তোমাদের স্বধর্ম কি শান্ত নয় ? তোমরা নিজেরাই কি বসতে পারো না ? চলতে ফিরতে তোমরা কেন স্বধর্মে স্থির হও না ? যতক্ষণ না পথ বলে দেবার জন্য বাবাকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ স্বধর্মে কেউ টকিতে পারে না । ওরা তো বলেই দেয় যে, আত্মাই পরমাত্মা, তাই তারা স্বধর্মে টকিতে পারে না । এই অশান্ত দেশে এ হলো তোমাদের অস্তিম জন্ম । এখন তোমাদের শান্তির দেশে যেতে হবে, তারপর সুখধামে । এখানে তো ঘরে ঘরে অশান্তি । সত্যযুগে ঘরে ঘরে রোশনাই । তাই এখানে হলো অন্ধকার, এখানে প্রতি কথায় ঠোকর খেতে হয় । ঘরে ঘরে অন্ধকার, তাই সবাই দীপ জ্বালায় । যখন রাবণকে জ্বালিয়ে দেয় তখন মানুষ দীপমালা পালন করে । ওখানে তো রাবণ থাকে না । তাই সর্বদাই দীপমালা । এখানে রাবণ রাজের কারণে ১২ মাসের পরে দীপমালা পালন করা হয় । রাবণের মৃত্যু হলে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্যাভিষেক হয় । তাদের জন্য খুশী উদযাপন হয় । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণ যখন সিংহাসনে আসীন হয় তখন রাজ্যাভিষেকের উৎসব পালন করা হয় । তোমরা জানো যে এখন রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হবে । ভারত আবারও রাজ্য - ভাগ্য পাবে । এখন কোনো রাজ্য নেই । বাবার থেকেই রাজ্য পেতে হবে । বেহদের বাবা বেহদের রাজধানীর বর্সা দেন । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের সদা সুখের বর্সা দিই, বাকি আর সবাই তোমাদের দুঃখ দেয় । যদি কেউ সুখও দেয়, তা হল অল্পকালের

ক্ষণভঙ্গুর । সেই সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান । আমি তোমাদের এতো সুখ দিই যে তোমাদের কখনোই আর দুঃখ হবে না তাই এই দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধধারীদের ভুলে যাও । এই দেহ আর দেহ সম্বন্ধী তোমাদের দুঃখ দেয়, এদের ছেড়ে আমি এক বাবাকে স্মরণ করো । এই স্মরণ করতে হয় - ভোরবেলা অর্থাৎ অমৃতবেলা । ভক্তিমার্গেও মানুষ ভোরবেলা শয্যাভ্যাগ করে । কেউ কেউ কারোর মতে কি করে, কেউ আবার অন্য কারোর মতে । বাবা বোঝান যে ভোরবেলা উঠে যতটা সম্ভব নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । এই হলো বাবার নির্দেশ ।

ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে, আবার বলে দেয় সবাই ভগবান । এখনো তারা বুঝতে পারে না । একদিন সবাই তোমাদের মিত্র হবে । তারা বলবে, এ কথা তো ঠিক । ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলার অর্থ নিজের আর তার সঙ্গে ভারতের তরী ডুবিয়ে দেওয়া । দ্বিতীয় কথা হলো, ভারতকে স্বরাজ্যের মাখন দেন বাবা, তাঁর পরিবর্তে বাবার বাচ্চা শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে, যে শ্রীকৃষ্ণকে মাখন হাতে দেখানো হয় । তাই মানুষ মনে করে ভারতকে মাখন দেন শ্রীকৃষ্ণ । বাবার পরিবর্তে বাচ্চার নাম দিয়ে অনর্থ করে দিয়েছে । এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভগবান তো আর কৃষ্ণ হতে পারে না । মানুষ রাবণের মতে চলে নিজেদেরই নিজে অভিষেক করেছে । বাবা হলেন কান্ডারী আর তোমরা সবাই হলে তরী । গাওয়া হয় না --- আমার তরী পার করো । এখন তোমরা বড় স্টিমারে বসে আছ । চন্দ্রকান্ত বেদান্তে স্টিমারের কথা আছে । তাও এখনকার বানানো । তোমরা স্টিমারে ওইপারে যাচ্ছ । তোমরা বিষয় সাগর থেকে অমৃত অথবা ক্ষীর সাগরে যাও । লন্ডনে যেমন নোনতা জলের চ্যানেল যে স্টিমার পার করে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হয় । আর এ হলো নরক থেকে স্বর্গে যাওয়া । বিষয় সাগর হলো নুন জল । তোমরা বড় স্টিমারে বসে আছো । তোমরা এখন চলতে শুরু করেছো, তোমাদের নোঙ্গর উঠে গেছে । তোমরা এখন চলছ, তোমাদের ওইপারে যেতে হবে । স্টিমার চলতে চলতে পোর্ট আসে । সেখানে কেউ নামে, কেউ আবার ওঠে । কেউ যদি খাওয়া - দাওয়ার পিছনে যায় তাহলে থেকে যাবে । এর উপর এক কাহিনী বানানো হয়েছে । কৃষ্ণ হল বটুক মহারাজ । সে হল স্টিমারের ক্যাপ্টেন । এরপর স্টিমারে চলতে চলতে কেউ যদি নেমে যায় তো সেখানে মায়া অজগর বসে থাকে । মহারথীদেরও গিলে ফেলে । পড়া ছেড়ে দিলে মনে করা হবে নিশ্চয়বুদ্ধি নয় । তখন মাঝ সাগরে পড়ে যায় ।

তোমরা দেখেছো যে - পাখি যখন মরে যায় তখন দল বেঁধে পিঁপড়ে এসে তা খেয়ে নেয় । তেমনই এই পাঁচ বিকার রূপী ভূত একদম কাঁচা চিবিয়ে গিলে ফেলে । এর উপর বড় কাহিনী লেখা হয়েছে । মনে করো কেউ স্টিমারে বসে আছে - গ্যারান্টিও দেয়, নিজের ফটোও পার্টিয়ে দেয় কিন্তু কারোর সঙ্গে যদি বিগড়ে যায় তো পড়া ছেড়ে দেবে, তখন সেই চিত্র তাকে ফেরত দেওয়া হবে । এই সময় মায়া হলো তমোপ্রধান । ঈশ্বরের হাত ছাড়লেই অসুর হাত ধরে ফেলবে । এমন অনেকেই চলতে চলতে হাত ছেড়ে নেমে যায় । খবর আসে যে --- ওকে ক্রোধের ভূত, ওকে মায়ার ভূত ধরে ফেলেছে । প্রথমে তো নষ্টমোহ হতে হবে । একের প্রতিই মোহ রাখতে হবে । এতেই হল পরিশ্রম । মোহের শিকল তোমাদের অনেক লেগে আছে । এখন এই একের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে । মানুষ যখন বসে ভক্তি করে তখন বুদ্ধি কখনো ব্যবসার দিকে কখনো ঘরের দিকে চলে যায় । এখানেও তোমাদের এমনই হবে । চলতে চলতে তোমাদের সন্তানের কথা স্মরণে এসে যাবে । স্বামীর কথা স্মরণে এসে যাবে । বাবা বলেন যে এই শৃঙ্খল থেকে বুদ্ধিযোগ দূর করে সেই এককে স্মরণ করো । অন্তিম সময় যদি অন্য কারোর স্মৃতি আসে তাহলে অন্তিম কালে যে পতিকে স্মরণ করে -- পরের দিকে

শিববাবা ছাড়া যেন অন্য কেউ স্মরণে না আসে, এমন অভ্যাস তৈরী করতে হবে। ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা আমি তোমার কাছে এসেছি - অবশ্যই আমরা স্বর্গের মালিক হব। বাবা এবং তাঁর অবিনাশী বর্সাকে অর্থাৎ অল্ক এবং বে কে (আল্লাহ এবং বাদশাহী) স্মরণ করতে হবে। অল্ক হলো বাদশাহ আর বে হলো বাদশাহী। আত্মা হলো বিন্দু। এখানে মানুষ টীকা লাগায়, কেউ আবার বিন্দি বা টিপ পড়ে, কেউ লম্বা তিলক কাটে, কেউ আবার ক্রাউনের মতো করে, কেউ ছোটো স্টার লাগিয়ে দেয়, কেউ আবার হীরা লাগায়। বাবা বলেন যে, তোমরা হলে আত্মা। তোমরা জানো, আত্মা স্টারের মতো। সেই আত্মার মধ্যে সমস্ত ড্রামার রেকর্ড ভরা আছে। বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন যে, নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করো আর সবার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করো। এমন লক্ষ্য আর কেউই দিতে পারে না। বাবা বলেন যে, তোমাদের মাথায় জন্ম - জন্মান্তরের পাপের বোঝা আছে। স্মরণ ছাড়া তা ভস্ম হবে না। এভার হেলদী হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার কাছেই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায়। এভার হেলদী আর এভার ওয়েলদী হওয়ার জন্য। স্বাস্থ্য আর সম্পদ থাকলে আর কি প্রয়োজন। স্বাস্থ্য আছে, কিন্তু সম্পদ না থাকলে মজা নেই। আবার সম্পদ আছে কিন্তু স্বাস্থ্য না থাকলে মজা নেই। আত্মাকে প্রথমে বাবাকে স্মরণ করতে হবে তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে আর ২১ জন্মের জন্য সুস্বাস্থ্য পাবে আর স্বদর্শন চক্রধারী হলে ২১ জন্মের জন্য সম্পদ পাবে। এ কত সহজ কথা। আমরা ৮৪ জন্ম এমন চক্র পরিক্রমা করেছি। এখন সবই শেষ হয়ে যাবে তাই কেন মন লাগাব? তাতেই মন লাগাতে হবে যিনি আমাদের নতুন দুনিয়ার বাদশাহী দেবেন। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন - বাচ্চারা, এখন এই শরীরকে ভুলে নিজেকে অশরীরী মনে করে আমাকে স্মরণ করো। এই শরীর তোমরা অভিনয় করার জন্য পেয়েছ। ভোরে উঠে এই স্মরণ করা উচিত। যে সাজন লবণাক্ত চ্যানেল থেকে পারে নিয়ে যান, তাঁকে স্মরণ করতে হবে, বাকি আর সকলেই বিষয় সাগরে ডুবে যাবে। বাবাই পার করেন, তাই তাঁকে কান্ডারী বা বাগানের মালী বলা হয়। তিনি তোমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। এরপর স্বর্গে তোমরা কখনোই দুঃখ দেখবে না, তাই তাঁকে বলা হয় দুঃখহর্তা, সুখকর্তা। হর হর মহাদেব বলা হয়, তাই না! শিবকেই এ কথা বলা হবে। ইনি হলেন ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের বাবা। সেই বাবাই ২১ জন্মের জন্য সুখের অবিনাশী বর্সা দেন, তাই তাঁকে স্মরণ তো করতে হবে, তাই না, এতেই সাহসের প্রয়োজন। স্মরণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেই এই পথ চলা বন্ধ করে দেয়। এমন সঙ্গে চলে যায় যে বাবাকে ছেড়ে দেয়, তাই বলা হয় সঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ নাশ করে। বাইরে গেলে কুসঙ্গ হবে তখন নেশা উড়ে যাবে। কেউ আবার বলে ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে জাদু আছে, লেগে যাবে। ওদের কাছে যেও না। পরীক্ষা তো আসবেই। এমন অনেক আছে - দশ বছর থেকেও আবার সঙ্গদোষে এসে যায়। নিচে পা নামালেই মায়া কাঁচা খেয়ে নেয়। এও নিশ্চিত করতে হবে যে, বাবার থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা অবশ্যই পাওয়া যায়। তবুও মায়ার অনেক তুফান আসে কারণ এ তো যুদ্ধের ময়দান। অর্ধেক কল্প মায়ার রাজ্য চলেছে। এখন এর উপর বিজয় পেতে হবে। রাবণকে জ্বালিয়ে একদিনের খুশী পালন করে। এ সবই মেকি সুখ। প্রকৃত সুখ তো আছে সুখধামে। বাকি নরকের সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান। স্বর্গে তো সুখই সুখ। তোমরা সুখধামের জন্য পুরুষার্থ করছো। বস্ত্রিংয়ে কখনো মায়ার জিত কখনো আবার বাচ্চাদের জিত হয়। এই যুদ্ধ রাতদিন চলতে থাকে। ওস্তাদের হাত সম্পূর্ণ ভালো ভাবে ধরতে হবে। ওস্তাদ হলেন সর্বশক্তিমান এবং সমর্থ। তাঁর হাত ছেড়ে দিলে সর্বশক্তিমান তখন কি করবেন? হাত ছেড়ে দিলেই গেলে তোমরা। স্টিমারের কথা শান্ত্রেও আছে। এখন স্টিমার চলেছে। বাকি আর অল্প দিন আছে। বৈকুণ্ঠ তো সামনে নজরে আসছে। পরের দিকে তো মূহর্তে মূহর্তে বৈকুণ্ঠের দৃশ্য দেখতে থাকবে।

শুরুতে যেমন অনেক দেখতে । পরের দিকেও তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে । যারা এখানে থাকবে, যারা সাহসের সঙ্গে হাত ধরে থাকবে, তারাই অন্তিম সময় এই সব দেখতে পাবে । বাচ্চারা বলবে - বাবা এ দাসী হবে, এ অমুক হবে । তারপর আফশোষ করবে - আমরা দাসী হয়ে গেলাম । পরিশ্রম না করলে আর কি হাল হবে ? তখন অনেক অনুশোচনা করতে হবে । শুরুতে তোমরা অনেক খেলা দেখেছো । এমন গান আছে না -- যা আমরা দেখেছি -- তাই সময় যতো কাছে আসতে থাকবে, তখন সব বলতে থাকবে, তখন পড়া তো আর হবে না । বাবা বলবেন, তোমাদের কত বুমিয়েছি, তোমরা শ্রীমতে চলো নি তাই এমন হাল হয়েছে, এখন কল্প কল্প এই পদ পেতে থাকবে, তাই বাবা বলেন যে, নিজের পুরুষার্থ করতে থাকো মাতা - পিতাকে অনুসরণ করো । কেউ তো কুপুত্রও হয়, তাই না । মায়ার বশ হলে খুবই বিচলিত করবে, তখন অনেক বড় সাজা খেতে হবে, পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । বাচ্চারা এই সাজারও সাক্ষাৎকার করেছে । দুনিয়াতে হলো আসুরী সঙ্গ আর এখানে হলো ঈশ্বরীয় সঙ্গ । বাবা সব কথা বুমিয়ে বলেন, তারপর এমন কেউই বলতে পারবে না যে, আমরা জানতাম না ? বিনাশের সময় মানুষ অনেক গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকবে । তোমরা তখন অনেক সাক্ষাৎকার করতে থাকবে । কারোর পৌষ মাস কারোর সর্বনাশ -- এইভাবেই তোমরা নৃত্য করতে থাকবে । তোমরা দেখতে থাকবে যে, বিনাশের পরে কিভাবে আমাদের মহল তৈরী হবে । যারা বেঁচে থাকবে তারা সব দেখতে থাকবে । বাবার হয়ে আবার তালাক দিয়ে দিলে থোড়াই দেখতে পাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি, পাঁচ হাজার বছর পরে মিলিত হওয়া বাচ্চাদের প্রতি পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) সমর্থ বাবার হাত ধরে থাকতে হবে, এক বাবার সঙ্গেই মন লাগতে হবে, ভোরবেলা উঠে বাবার স্মরণে বসতে হবে ।

২) সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে । কুসঙ্গে এসে কখনো পড়া ছেড়ে দিও না ।

বরদান :-- সেবায় সর্বদা সহযোগী হয়ে সহজ যোগের বরদান প্রাপ্ত করে বিশেষত্ব সম্পন্ন ভব

ব্রাহ্মণ জীবন হলো বিশেষত্ব সম্পন্ন জীবন, ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ 'সহজ যোগী ভব' বরদান প্রাপ্ত করা । এ হলো সবথেকে প্রথম জন্মের বরদান । এই বরদানকে বুদ্ধিতে সর্বদা স্মরণে রেখো - এটাই হলো বরদানকে জীবনে আনা । বরদানকে জীবনে সফল করার সহজ বিধি হলো - সর্ব আত্মার প্রতি বরদানকে সর্বদা সেবায় লাগানো । সেবাতে সহযোগী হওয়াই হলো সহজ যোগী হওয়া । তাই এই বরদানকে স্মৃতিতে রেখে বিশেষত্ব সম্পন্ন হও ।

স্লোগান : - নিজের মস্তক মণির দ্বারা নিজের স্বরূপ আর শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের সাক্ষাৎকার করানোই হলো লাইট হাউস হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পরিবারের সবার প্রতি দায়িত্ব ও কর্ম-কর্তব্য পালন করতে হবে। কারও প্রতি ঘৃণার ভাব যেন না আসে। নিজেকে পদ্ম ফুলের মতন অবশ্যই পবিত্র রাখতে হবে"

প্রশ্ন :- তোমাদের জয়ঢাক কখন বাজবে? কিভাবেই বা তোমাদের জয়জয়কার হবে?

উত্তর :- অন্তিম সময়ে যখন মায়ার গ্রহের দশা তোমাদের উপর আর প্রভাব ফেলতে পারবে না, সর্বদাই সব লাইন ক্লিয়ার থাকবে, তখনই তোমাদের জয়জয়কার হয়ে চতুর্দিকে বিজয়ের জয়ঢাক বাজবে। বাচ্চারা, এখনও তোমাদের উপর গ্রহের দশা লাগে। কত প্রকারের বিঘ্নও আসতে থাকে। সেবার জন্য পৃথিবীর তিন-পা জমিও পাওয়া মুশ্কিল হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু, এমন সময়ও আসবে যখন তোমরা বি.কে.-রাই সমগ্র বিশ্বের মালিক হবে।

গীত :- ধৈর্য ধর রে মন, সুখের দিন এল বলে

ওঁ শান্তি! বাচ্চারা তাদের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে ধারণা করতে পারে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের পুরোনো এই অবিনাশী নাটক যে এখন অন্তিম পর্যায়ে। এই দুঃখ-কষ্টের দিন আর অল্প সময়ই বাকী আছে, তারপর কেবলই সুখ আর সুখ। সেই সুখের আভাস পাবে তখনই তো বুঝতে পারবে এটা যে দুঃখধাম। সুখধাম আর দুঃখধামের মধ্যে কত আকাশ-পাতাল তফাৎ। তোমরা বি.কে.-রা যে পুরুষার্থ করছ তা সুখ পাবার লক্ষ্যে। তোমরা এও বুঝতে পারছো, দুঃখের এই চলতে থাকা পুরোনো নাটক এখন প্রায় শেষের মুখে। তাই সুখের লক্ষ্যে এখন তোমরা বাপদাদার শ্রীমৎ অনুসারেই চলছো। যা অন্যদেরও সহজ-সরল ভাবে বোঝাতে পারবে। পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আত্মাদের এখন আপন ঘরে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। তাই তো বাবা স্বয়ং এসেছেন বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। পরম-পবিত্র বাবার বাচ্চারা, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পদ্মফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে তোমাদের। পরিবারের সব দায়িত্ব ও কর্ম-কর্তব্যও পালন করতে হবে। আর তা না পারলে তোমরাও যে জাগতিক সাধু-সন্ন্যাসীদের মতনই হয়ে যাবে। যেহেতু তারা কোনও দায়-দায়িত্ব ও কর্ম-কর্তব্য পালন করে না! তাই তারা নিবৃত্তি-মার্গের হঠযোগী। সেই সন্ন্যাসীরা যে যোগ শেখায় তা লহর্যোগ। আর তোমরা বি.কে.-রা এখানে শেখো, তা হল রাজযোগ, যা স্বয়ং ভগবান শেখান। ভারতের মূল ধর্ম-শাস্ত্র হল 'গীতা'। অন্যদের ধর্মশাস্ত্রের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। জাগতিক সন্ন্যাসীরা প্রবৃত্তি-মার্গের হয় না। তাদের যোগ হলো হঠযোগ। তাদের কাজ হলো ঘর-সংসার ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকা। জন্ম-জন্মান্তর ধরে পরম্পরায় তারা এমনই করে। কিন্তু তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে একবার সন্ন্যাস নিলে, পরবর্তীতে ২১-জন্ম তার প্রলব্ধ ভোগ কর। ঘর-গৃহস্থ ত্যাগ করে হঠ-যোগীদের এই দুনিয়ার হৃদের সন্ন্যাস - আর তোমাদের অর্থাৎ রাজযোগীদের বেহদের সন্ন্যাস। তাই তো রাজযোগীদের এত প্রসিদ্ধি দুনিয়া জুড়ে। আর যিনি এই রাজযোগ শেখান, অর্থাৎ ভগবান, তিনি অবশ্যই উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ-অর্থাৎ সর্বোচ্চ ভগবান। শ্রীকৃষ্ণকে কিন্তু ভগবান বলা চলে না। একমাত্র তিনিই অসীম বেহদের নিরাকার বাবা। বেহদের বাদশাহী একমাত্র উনিই বিলোতে পারেন।

এখানে গৃহস্থ ব্যবহারকে ঘৃণা করা হয় না। তাই তো বাবা জানাচ্ছেন- তোমরা এই অস্তিম জন্মে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র হচ্ছ। কোনও সাধু-সন্ন্যাসী পতিত-পাবন হয় না। তারা নিজেরাই তো "হে পতিত-পাবন" বলে পতিত-পাবনের উদ্দেশ্যে কীর্তন করতে থাকে। তারাও সেই পবিত্র দুনিয়ায় যেতে চায় বলে ওঁনাকেই স্মরণ করে। কিন্তু তারা এটা জানে না যে সে দুনিয়া এক পৃথক ধরণের দুনিয়া। যেহেতু তারা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকে না তাই তারা দেবতাদেরও মান্যতা দেয় না। তারা কখনও কাউকে রাজযোগও শেখাতে পারে না। তেমনি এই বাবাও হঠযোগ শেখাতে পারেন না। যার মর্মার্থ বুঝে নিতে হবে তোমাদের। দিল্লীতে এখন ওয়াল্ড কনফারেন্স চলছে, তাদেরকে এসব বোঝানো উচিত। কাগজে লিখে সবাইকে তা বিলি করা উচিত। মুখে বোঝাতে গেলে মতভেদ হতে পারে, তাই কাগজে লিখে দিলে তারা বুঝতে পারবে বি.কে.-দের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি! তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো, তোমরা উচ্চস্তরীয় ব্রাহ্মণ কুলের। অতএব শূদ্র-কুলের মেস্ভার তো তোমরা হবে না, তাছাড়া বিকারী কুলে তোমরা নিজেদের নাম রেজিস্টার করাবেই বা কেন? তাই তোমরা তাদেরকে নিষেধ করবে। তোমরা বি.কে.-রা হলে আস্তিক আর ওরা হলো নাস্তিক। ওরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে আর তোমরা বি.কে.-রা ঈশ্বরের স্মরণে থেকে ঈশ্বরের সাথে যোগযুক্ত হও। উভয়ের মধ্যে এমনই মতভেদ। নাস্তিক তাদেরকেই বলা হয়, যারা পরমপিতা বাবাকেই জানে না। বাবা স্বয়ং এসে আপন বাচ্চাদের আস্তিক বানান। বাবার প্রকৃত সন্তান হলে বাবা তাকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষাও দেন। যা খুব গভীর রহস্যের ব্যাপার। শুরুতেই বুদ্ধিতে ধারণা ধারণ করতে হবে যে, গীতার ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা। উনিই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। ভারতের মুখ্য ধর্ম হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। (আদিত্যে) ভারত খণ্ডেরও তো কোনও একটা ধর্মের প্রয়োজন। ভারতীয়রা এখন নিজেদের প্রকৃত ধর্মকেই ভুলে গেছে। তোমরা তবুও জান যে, ডামার চিত্রনাট্য অনুযায়ী ভারতবাসীরা নিজেদের ধর্মকে তো ভুলেই যাবে, তবেই তো আবার বাবা এসে নতুন করে তা স্থাপন করবেন। এমনটা না ঘটান থাকলে বাবা আসবেন বা কি প্রকারে? বাবা স্বয়ং তা বলেন - যখন যখন দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ পায়, তখনই ওঁনাকে আসতে হয়। তাই এর (প্রায়) লোপ তো হতেই হবে। যেমন প্রবাদ বাক্য আছে, বলদের এক পা ভেঙ্গে গেলেও বাকী তিন পায়ে তো সে দাঁড়িয়েই থাকে। তেমনি প্রধান ধর্মও চারটি। পুরোনো দেবী-দেবতা ধর্মের পা-টাই যে এখন ভেঙে আছে। অর্থাৎ এই ধর্ম এখন প্রায় লুপ্তই হয়ে গেছে। তাই তো পুরোনো বট-বৃক্ষের উদাহরণ দেওয়া হয় - যার প্রধান মূলটাই এখন পঁচে গেছে, কিন্তু ডাল-পালা নিয়ে তবুও সেই পুরোনো বট-বৃক্ষ দাঁড়িয়েই আছে। তেমনি এক্ষেত্রেও প্রধান মূল-কাণ্ডরূপী ধর্ম-বৃক্ষের দেবী-দেবতা ধর্মের অস্তিত্ব আজ আর নেই। অথচ সমগ্র দুনিয়াতে কত হাজার হাজার ধর্ম, তাদের কত মত, কত পথ, কত মঠ ইত্যাদি কত কি আছে। বাচ্চারা, যেহেতু তোমরা জ্ঞানের পাঠ পড়ছো, তাই এখন এই ডামার রহস্যকেও জেনেছ। কল্প-বৃক্ষও এখন অনেক পুরোনো হয়েছে। তাছাড়া কলিযুগের পরে সত্যযুগ যে আগত প্রায়। কল্পচক্রও তার নিজের নিয়মে ঘুরে চলেছে। তোমাদের বুদ্ধিতেও তা ধারণ করতে হবে, ডামা যে প্রায় শেষের মুখে, আপন ঘরে ফিরতে হবে এখন। তাই চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে একথা স্মরণে রাখবে- ঘরে ফেরার পালা এবার। এটাই প্রকৃত "মনমনাভব-মধ্যাজী ভব"-র মূল অর্থ।

বড় কোনও সভাতে ভাষণ করতে হলে সর্বাগ্রে এটাই বোঝাতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা বার বার বলছেন- বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের সর্ব ধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে সকল পাপ ভুল হতে থাকবে। যে কারণে স্বয়ং পরমাত্মা তোমাদের

রাজযোগ শেখাচ্ছেন। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পদ্মফুলের মতন পবিত্র থেকে বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। পবিত্র হয়ে এই জ্ঞান ধারণ করো। আত্মারা এখন খুবই দুর্গতিতে। সত্যযুগের দেবতারা থাকে সন্নতিতে। যা বাবা এসে তাদের সেই সদগতি করেন। অর্থাৎ আত্মারা হয়ে ওঠে সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ এটাই সদগতির লক্ষণ। কিন্তু এমনটা করেন কে? এই বাবা। আর ওঁনার লক্ষ্যগুণ কি কি? উনি হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর। যার মহিমা জগতের অন্যদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। অন্যদের যা থাকেই না। সব আত্মাধারীরাই এই একই পরমাত্মার সন্তান। যদিও তারা আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান। যাদের দ্বারা এই নতুন রচনা রচিত হচ্ছে। যদিও এক হিসাবে সবাই প্রজাপিতার প্রজা (সন্তান), কিন্তু অন্যেরা তো তা জানেই না। ব্রাহ্মণেরাই সবচেয়ে উচ্চ বর্ণের। ভারতেই এই ধরণের বর্ণের প্রচলন আছে। পুরো ৮৪-জন্ম পেতে গেলে তাকে এই ব্রাহ্মণ ধর্মে আসতেই হবে। আর এই ব্রাহ্মণ ধর্মের অবস্থান একমাত্র কল্পের এই সঙ্গম যুগেই।

বাচ্চারা, এখানে এখন তোমরা আছো সুইট সাইলেন্স হোমে। এই সাইলেন্স হোমই সবচেয়ে ভাল। যেহেতু শান্তির হার গলায় পড়ে আছো। যদিও সবাই চায় শান্তির ঘরে যেতে, কিন্তু তাদের সেই রাস্তা বানিয়ে দেবে কে? একমাত্র শান্তির সাগর ছাড়া আর কেউ তা বানাতেই জানে না। কত সুন্দর এই পদবী -শান্তির সাগর, জ্ঞানের সাগর ! শ্রীকৃষ্ণ তো কেবল স্বর্গ-রাজ্যের রাজকুমার। কিন্তু বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। দুজনের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ। কৃষ্ণকে কিন্তু সৃষ্টির বীজরূপ বলা যায় না। সর্বব্যাপী বলাতেই প্রমাণিত হয়ে যায়, তাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব। বাবার নিজস্ব স্বতন্ত্র মহিমা আছে। তিনি সর্বকালের পূজ্য। ওঁনাকে কখনই পূজারী হতে হয় না। কিন্তু, অনন্তের আকাশ থেকে প্রথমদিকে যারা আসে কেবল তারাই পূজ্য থেকে পূজারী হয়। এমন তো কত শত পয়েন্টই বোঝানো হয় তোমাদের। এসব জানতে ও বুঝতে এক্সজিভিশন দেখতেও আসে কত লোক, কিন্তু কয়েক কোটির মধ্যে কেউ কেউ তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। যেহেতু তা অতি উন্নত মার্গের দিশা। বিবিধ প্রকারের বিষয় থাকে বিভিন্ন প্রকারের প্রজাদের জন্য। আবার সেই লক্ষ-লক্ষ-এর মধ্যে মালার যোগ্য পুঁতির-দানা খুব অল্পই গড়ে ওঠে। নারদের উদাহরণ ধরা যেতে পারে- তাকে বলা হয়েছিল, লক্ষ্মীর পতি হবার উপযুক্ত তুমি হয়েছে কি না, তা তুমি তোমার মন-দর্পণে উঁকি দিয়ে দেখে নাও। প্রজা তো হরেক রকমই হয়, কিন্তু রাজা তো হবে রাজারই মতন। এক-এক রাজার তো লক্ষ-লক্ষ প্রজা থাকে। সুতরাং তোমাদেরও তেমনি উচ্চস্তরীয় পুরুষার্থ করতে হবে। রাজাদের মধ্যেও আবার ছোট-রাজা, বড়-রাজা এমনটাও থাকে। পূর্বে এই ভারত ভূ-খণ্ডেই অনেক সংখ্যায় রাজা ছিল। এমন কি সত্যযুগেও অনেক মহারাজা থাকে। সেই সত্যযুগ থেকেই তা চলে আসছে। মহারাজাদের প্রচুর পরিমাণে ধন-সম্পত্তি থাকে। কিন্তু রাজাদের থাকে কম। এই ঐশ্বর্যীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবার জ্ঞান পাওয়া যায়। তবে তার জন্য সঠিক পুরুষার্থে চলতে হবে। যদি তোমাকে জানতে চাওয়া হয়, লক্ষ্মী-নারায়ণের পদ পাবে, না কি রাম সীতার? তখন তো ঝটপট উত্তর দাও- "লক্ষ্মী-নারায়ণের পদই পাবে।" আর তার জন্য মাগ্না-বাবা উভয়ের থেকেই যে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পেতে হবে তোমাদের। সত্যি, কি ওয়াগারফুল ব্যাপার এটা। এমনটি আর কোথাও লেখা নেই, আর না আছে কোনো শাস্ত্র-পুঁথিতে। তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে। বাবাও বোঝাচ্ছেন, তোমরা চলতে-ফিরতে কেবল এমনটাই মনে করো, তোমরা যেন এক-একজন নাটকের অ্যাক্টরস। এবার আপন ঘরে ফিরতে হবে। এই কথাটাই স্মরণে থাকা মানে "মনমনাভব-মধ্যাজী ভব!" আর তাই তো বাবা মুহূর্ত্ত তোমাদের তা স্মরণ

করাচ্ছেন। উনি যে তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। তোমাদের এই যাত্রা যে ঈশ্বরীয় তীর্থযাত্রা। যে যাত্রা একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

ভারতের মহিমাও চারদিকে করতে হবে। এই ভারতই সর্ব তীর্থের শ্রেষ্ঠ-তীর্থভূমি। সবার দুঃখ-হতা ও সুখ-কর্তা, সবার সদগতি-দাতা একমাত্র এই বাবা। বাবার জন্মস্থান আবার এই ভারতেই। সবারই মুক্তিদাতা এই বাবা। ঔনার স্মরণেই ভারতে অনেক বড়-বড় তীর্থস্থানও আছে। যদিও ভারতবাসীরা সেগুলিকে শিব মন্দির বলেই জানে, কিন্তু প্রকৃত শিবকেই যে জানে না তারা। অথচ (মহাত্মা) গান্ধীকে জানে, তাদের ধারণা উনি খুবই ভাল লোক ছিলেন, তাই তার স্মরণে বেদীতে ফুল-মালা এসব দিয়ে শ্রদ্ধাও জানায়। এতে লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচও হয়। যেহেতু এখন তাদেরই সরকার, তাই যা চাইবে তাই করতে পারে। আর এই বাবা গুপ্ত থেকে তোমাদের সামনে বসে গুপ্ত-ধর্মের স্থাপনা করছেন। সেই রাজ্য অন্য সব রাজ্যের চাইতে একেবারেই পৃথক স্ফার অর্থাৎ স্বতন্ত্র। এই ভারতেই শুরুতে দেবতাদের রাজ্য ছিল। শাস্ত্রে দেখানো হয় অসুর আর দেবতাদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া, বাস্তবে কিন্তু এমন কিছু ঘটেনি মোটেই। প্রকৃত অর্থে আমাদের এই সংসার জগৎ ময়দানে যুদ্ধ-জয় পেতে হয় মায়ার সাথে। আর মায়াকে জয় করতে পারলে সর্বশক্তিমান অবশ্যই তাকে বিজয়মালায় ভূষিত করেন। কৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান বলা যায় না। এই বাবা-ই রাবণ-রাজ্যের কবল থেকে মুক্ত করে রাম-রাজ্যের স্থাপনা করান। কিন্তু তা জাগতিক দৃশ্যের স্কুল লড়াই নয়। এখন যদি দুনিয়ার দিকে স্কুল দৃষ্টিতে তাকাও তবে দেখবে, খ্রিস্টানরাই দুনিয়ার সর্বশক্তিমান। তারা চাইলে সমগ্র দুনিয়াকেই জিততে পারে, কিন্তু আবার এমন নিয়মও নেই যে কেবল ওরাই সমগ্র বিশ্বের মালিক হবে। আর সেই রহস্য কেবল তোমরা বি.কে.-রাই জানো। যেহেতু খ্রিস্টানরা এখন সবচেয়ে ক্ষমতাবান, তবুও অন্য ধর্মের লোকদের থেকে তাদের জনসংখ্যা এখনও যথেষ্ট কম, যেহেতু তাদের আগমন ঘটেছে অনেক পরে। যদিও তিন ধর্মের মধ্যে তারাই সবচেয়ে শক্তিশালী, এবং দুনিয়ার প্রায় সবকিছুই তাদের করায়ত্ত। এসবই পূর্ব নির্ধারিত ঘটনাক্রম ঘটে চলেছে অবিদ্যাক্ষী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী। সেই অনুসারে তোমরাও আবার তোমাদের রাজধানী পাবে। যেমন প্রবাদ বাক্য আছে না, দুই বিড়াল নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় ব্যস্ত, আর মাখনটুকু খেয়ে নিল তৃতীয়জন। তেমনি অপরেরা যখন যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকবে, তখন সেই মাখন পাবে ভারতবাসীরাই। যদিও এটা অতি সাধারণ কথা, কিন্তু এর মর্মার্থ খুবই মহৎ। সত্যি, মানুষেরা কতই নির্বোধ। অভিনয়কারী হওয়া সত্ত্বেও তারা ড্রামার কাহিনীকে বুঝতেই পারে না। এতই অবোধ তারা। তবুও গরীবেরা ড্রামাকে বুঝতে পারে। কিন্তু ধনীরা বোঝার চেষ্টাও করে না। তাই তো পতিত-পাবন বাবাকে "গরীব-নিবাজ"-অর্থাৎ দীনের বন্ধু। (দীনবন্ধু-কৃপাসিদ্ধ) তিনি স্বয়ং বাস্তবে এখন এই ড্রামাতে ওনার নিজস্ব কর্ম-কর্তব্যে ব্যস্ত। বড়-বড় সভাগুলিতে এভাবেই বোঝাতে হবে তোমাদের। বাবার অন্তরাবস্থা ইঙ্গিত দিচ্ছে, ড্রামা যেমন যেমন শেষের পর্যায়ে যেতে থাকবে, তেমনি ধীরে-ধীরে বাহ বাহ ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করতে থাকবে লোকেরা। এখনও বাচ্চারা গ্রহের প্রকোপ ভোগ করে। যেহেতু তাদের দিশা তেমন স্পষ্ট নয়। বিদ্বান তো আসতেই থাকবে, তাও হয় ড্রামার চিত্রনাট্য অনুসারে। অতএব যে যেমন পুরুষার্থ করবে - সে ততই উচ্চ-পদের অধিকারী হতে পারবে। পাণ্ডবেরা যেমন পৃথিবীতে মাত্র তিন-পদ ভূমিও পায়নি- তা তো সঙ্গমযুগেরই (বর্তমান সময়েরই) ঘটনা। কিন্তু তারপরের ঘটনাক্রম মানুষের আর মনে নাই যে,- বাস্তবে সেই পাণ্ডবেরাই বিশ্বের মালিক হয়েছিল। এখন তোমরা বি.কে.-রা তা বুঝতে পারছো। তাই তোমাদের কোনও আফসোস হয় না। কল্প-পূর্বেও তো এমনই ঘটেছিলো। তাই ড্রামার শৃঙ্খলে নিজেকে শৃঙ্খলিত করা উচিত। তা থেকে যেন ছিটকে না যাও। নাটক যে এখন অন্তিম

পর্যায়ে, তোমাদেরও পৌঁছতে হবে সুখধাম। অতএব এমন ভাবে এই জ্ঞানের পাঠ পড়তে হবে, যাতে উচ্চ থেকে উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারো। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) চলা-ফেরার মধ্যেও অ্যাক্টর ভাবতে হবে নিজেকে। ড্রামার শৃঙ্খলাবিধিতে নিজেকে অচল রাখতে হবে। বুদ্ধিকে সজাগ রাখতে হবে, এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেই দিশাতেই যেন এগিয়ে চলি।

২) সঙ্গতির সর্ব লক্ষণ নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ হতে হবে।

বরদান :- সহযোগের শুভ ভাবনা দ্বারা ঈশ্বরীয় বায়ুমণ্ডল তৈরী করতে পারা মাস্টার দাতা ভব

বিস্তার :- যেভাবে প্রকৃতি নিজের বায়ুমণ্ডলের প্রভাব অনুভব করায়, কখনও গরম, কখনও ঠাণ্ডা..... তেমনি তুমিও প্রকৃতিজীং সদা সহযোগী, সহজযোগী আত্মারা নিজের শুভ ভাবনার দ্বারা ঈশ্বরীয় বায়ুমণ্ডল তৈরীতে সহযোগী হও। সে এমন বা এমন করে-এসব ভাববে না। যেমনই বায়ুমণ্ডল হোক, ব্যক্তি হোক, সহযোগ তাকে দিতেই হবে। দাতার বাচ্চা সদা দিতেই থাকে। তা সে মন্সা দ্বারাই সহযোগী হও, কিস্বা বচনের দ্বারা, অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্কের দ্বারা, কিন্তু অবশ্যই লক্ষ্য থাকবে সহযোগী হবার।

স্লোগান :- ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যার স্থিতি দ্বারা সবার ইচ্ছাগুলিকে পূর্ণ করাই নিজেকে কামধেনু বানানো।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত হও যে আমরা হলাম আত্মা এবং এটা হল আমাদের শরীর। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। আত্মার সাক্ষাৎকার হলেও কিছু বুঝতে পারবে না”

প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ শ্রীমৎ অনুসরণ করে চললে গর্ভজেলের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে?

উত্তরঃ - বাচ্চাদের প্রতি বাবার শ্রীমৎ হল - ‘নির্মোহী হও’। কেবল বাবা, অন্য কেউ নয়। তোমরা কেবল আমাকেই স্মরণ কর এবং কোনো পাপ কর্ম করো না, তাহলেই গর্ভজেলের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। এই দুনিয়ায় তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে কয়েদী হয়ে ছিলে। এখন বাবা এই শাস্তি থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। সত্যযুগে কোনো গর্ভজেল থাকবে না।

ওম্ শান্তি। রুহানি পিতা তাঁর রুহানি সন্তানদেরকে বোঝাচ্ছেন - আত্মা কি এবং তার পিতা পরমাত্মা কে? তিনি পুনরায় এইগুলো বোঝাচ্ছেন। কারণ এটা হল পতিত দুনিয়া। পতিত মানুষ সর্বদা নির্বোধ হয়ে থাকে। পবিত্র দুনিয়ায় সবাই বোধবুদ্ধি সম্পন্ন হবে। ভারতে একসময় পবিত্র দুনিয়া অর্থাৎ দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। খুব ধনী এবং সুখী ছিল। কিন্তু ভারতবাসীরা এই কথাগুলো বুঝতেই পারে না। বাবা, পরমপিতা অর্থাৎ রচয়িতাকেই চেনে না। মানুষের পক্ষেই তাঁকে জানা সম্ভব, জন্তু-জানোয়ারের পক্ষে তো জানা সম্ভব নয়। তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলে স্মরণও করে থাকে। তিনি হলেন পারলৌকিক পিতা। আত্মা তার পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। যিনি এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন তিনি হলেন লৌকিক পিতা, আর ইনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, পারলৌকিক পিতা অর্থাৎ সকল আত্মার পিতা। মানুষ এই লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে। তারা এটাও জানে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগে ছিল এবং রাম-সীতা ত্রেতাযুগে ছিল। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমরা আমাকে অর্থাৎ পারলৌকিক পিতাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে স্মরণ করে এসেছ। গড ফাদার তো অবশ্যই নিরাকার হবেন। আমরা আত্মারাও হলাম নিরাকার। এই দুনিয়ায় এসে সাকার রূপধারী হয়েছি। এই সামান্য কথাটাই কারোর বুদ্ধিতে আসে না। তিনি হলেন তোমাদের বেহদের বাবা, রচয়িতা। ‘তুমি হলে মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক...’ - ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে মানুষ তাঁকে আহ্বান করে। আমরা যখন তোমার সন্তান হই, তখন স্বর্গের মালিক হয়ে যাই। তারপর তোমাকে ভুলে যাওয়ার ফলে নরকের মালিক হয়ে যাই। এখন সেই বাবা এই শরীরে বসে বোঝাচ্ছেন - আমি হলাম রচয়িতা এবং এইটা হল আমার রচনা। এর রহস্য আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। আত্মাকে কেউ দেখেনি। তাহলে কেন ‘অহম্ আত্মা’ বলা হয় ? এটা তো বুঝতে পারা যায় যে আমি আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করি। মহান আত্মা, পুণ্য আত্মা ইত্যাদি বলা হয়। এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে আমি হলাম আত্মা এবং এটা হল আমার শরীর। শরীর তো বিনাশী, কিন্তু আত্মা হল অবিনাশী, পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। কত সহজ বিষয়। কিন্তু ভালো ভালো বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বুঝতে পারে না। মায়া বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। তোমাদের তো নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার-ই হয় না। আত্মা অনেক জন্ম নেয়। প্রত্যেক জন্মে শারীরিক পিতা পরিবর্তন হয়। তোমরা কেন নিশ্চিত হতে পার না যে তুমি হলে আত্মা? কেবল আত্মার সাক্ষাৎকার করতে চায়। আরে, এতগুলো জন্ম ধরে কি কারোর কাছে আত্মার সাক্ষাৎকার করতে চেয়েছিলে? হয়তো কারোর কারোর আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। তোমরা বাবাকে জানো না। বেহদের বাবা ছাড়া অন্য কেউ আত্মাকে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করতে পারে না। মানুষ বলে - হে, ভগবান। সুতরাং তিনি হলেন পিতা। তোমাদের দুইজন বাবা আছেন। একজন বিনাশী বাবা, যিনি এই বিনাশী শরীরের জন্ম দিয়েছেন। অন্যজন হলেন অবিনাশী আত্মার অবিনাশী পিতা। তোমরা গায়ন করো - তুমি হলে মাতা-পিতা..., তাঁকে স্মরণ করো। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আসেন। জগৎ অশ্বা এবং জগৎ পিতা বসে আছেন। রাজযোগ শিখছেন। বৈকুণ্ঠতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। সেটা তো ভারতেই ছিল। মানুষ মনে করে হয়তো ওপরে কোথাও স্বর্গ রয়েছে। আরে, লক্ষ্মী-নারায়ণের স্মৃতিচিহ্ন তো এখানে আছে। তাহলে নিশ্চয়ই তারা এখানেই রাজত্ব করেছিল। এই দিলওয়াড়া মন্দির তোমাদের এই সময়ের স্মৃতিতে বানানো হয়েছে। তোমরা হলে রাজযোগী। অর্ধকুমার, কুমার, কুমারী সকলেই বসে আছে। এর স্মৃতিচিহ্ন এরপর ভক্তিতে তৈরি করা হবে। দিলওয়াড়া শব্দের নিশ্চয়ই কোনো না কোনো অর্থ আছে। দিল (হৃদয়) কে নেন? এখানে আদিদেব এবং আদিদেবীও রাজযোগ শিখছেন। এনারাও তাঁকেই অর্থাৎ নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা-কেই স্মরণ করেন। তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের সাগর। তিনি এই আদিদেবের শরীরে বসে সকল সন্তানদেরকে বোঝাচ্ছেন। এই মন্দির কবে বানানো হয়েছে, কেন বানানো হয়েছে, এ কাদের স্মৃতিচিহ্ন ? এইগুলো কিছুই জানতে না। দেবীদের কত নাম রয়েছে। কালি, দুর্গা, অন্নপূর্ণা... কিন্তু সমগ্র দুনিয়াকে অল্প দেবেন কে ? কোন্ দেবী

অল্পের চাহিদা পূরণ করেন সেটা তোমরাই জানো। ভারত স্বর্গ ছিল। প্রচুর সম্পত্তি ছিল। আজ থেকে ৮০-৯০ বছর আগেও ১০-১২ আনায় প্রায় ৩৮-৩৯ কেজি সবজি পাওয়া যেত। তাহলে আরও আগে কত সম্ভা ছিল। সত্যযুগে তো সবজি খুব সম্ভা এবং উন্নতমানের হয়। কিন্তু এটা কেউই বুঝতে পারে না। বাবা এসে তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পড়ান। আত্মা এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা শুনতে পায়। আত্মা চোখ পেয়েছে দেখার জন্য, কান পেয়েছে শোনার জন্য। বাবা বলেন, আমি নিরাকার পরমাত্মাও এই শরীরের আধার নিই। আমাকে সর্বদা শিব-ই বলা হয়। দুনিয়ার মানুষ তো রুদ্র, শিব, সোমনাথ ইত্যাদি অনেক নাম দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার একটাই নাম, সেটা হল 'শিব'। ২৫০০ বছর ধরে 'শিবায় নমঃ' বলেই ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে এসেছে। ভক্তিমার্গে আগে অব্যভিচারী ভক্তি করা হত। এখন তো তোমরা নুড়ি-পাথরের মধ্যেও ভগবানকে ঢুকিয়ে দিয়েছ। এখন সেই ভক্তির অন্তিম সময় উপস্থিত। আমি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। এই পুরাতন দুনিয়া এবার বিনষ্ট হবে। বোমা তৈরি হয়ে রয়েছে যার দ্বারা কত মানুষ মারা যাবে। সত্যযুগে খুব অল্প সংখ্যক, কেবল ৯ লাখ মানুষ থাকবে। বাকিরা কোথায় যাবে? লড়াই, ভূমিকম্প ইত্যাদি হবে। বিনাশ তো অবশ্যই হবে। ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, অনেক ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রয়েছে। ব্রহ্মার পিতা কে? নিরাকার শিব। আমরা তাঁর নাতি-নাতনি। আমরা শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। তাই তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করলেই পাপের বোঝা নেমে যাবে। তোমরা জানো যে এটা হল বিকারী, পতিত দুনিয়া। সত্যযুগ হল নির্বিকারী দুনিয়া। ওখানে বিষ (বিকার) থাকবে না। নিয়ম মতো সেখানে একটাই ছেলে হবে। কখনো অকালে মৃত্যু হবে না। ওই দুনিয়ার নামটাই হল সুখধাম। এখানে তো অনেক দুঃখ। কিন্তু এই কথাটা কেউই জানে না। গীতা পাঠ করার সময়ে বলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভগবানুবাচ। আত্মা, ভগবান কে? উত্তর দেয় - শ্রীকৃষ্ণ। আরে, ও তো ছোটো বাচ্চা। ও কিভাবে রাজযোগ শেখাবে? ওই সময়ে তো দুনিয়া পতিত ছিল না। এই দুনিয়াতেই এমন কাউকে প্রয়োজন যিনি সদগতি দেওয়ার জন্য রাজযোগ শেখাবেন। রুদ্র গীতা জ্ঞান যজ্ঞের কথা তো গীতাতেও রয়েছে। কৃষ্ণ গীতা জ্ঞান যজ্ঞের কথা তো নেই। এই জ্ঞান যজ্ঞ অনেক বছর ধরে চলছে। এটা কবে সমাপ্ত হবে? যখন গোটা দুনিয়া এই যজ্ঞে স্বাহা (আহুতি) হয়ে যাবে। যজ্ঞ সমাপ্ত করার সময়ে তাতে সবকিছু আহুতি দিয়ে দেয়। এই যজ্ঞও অন্তিম পর্যন্ত চলবে। এই পুরাতন দুনিয়া বিনষ্ট হয়ে যাবে। বাবা বলছেন, আমি হলাম কালেরও কাল, সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমাদেরকে পড়াচ্ছি যাতে তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পার। তোমরা জানো যে এখন প্রত্যেক মানুষই সদা-দুর্ভাগ্যবান। সত্যযুগে সদা-সৌভাগ্যবান ছিল। এই তফাৎটা সবাইকে বোঝাতে হবে। যখন এখানে আসে তখন ভালোভাবে বুঝতে পারে কিন্তু ঘরে গেলেই সব ভুলে যায়। যেমন গর্ভজেলের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করে যে আমি আর পাপ কর্ম করব না, কিন্তু কয়েদীর মতো বাইরে বেরিয়ে পুনরায় পাপ কর্ম করতে থাকে। এখন তো প্রত্যেক মানুষই কয়েদী। ঘনঘন গর্ভজেলে গিয়ে শাস্তি খায়। বাবা বলছেন, এখন আমি তোমাদেরকে গর্ভজেলের কয়েদী হওয়ার হাত থেকে মুক্ত করছি। সত্যযুগে গর্ভকে জেল বলা হবে না। আমি তোমাদেরকে এই শাস্তি থেকে মুক্ত করতে এসেছি। এখন কেবল আমাকে স্মরণ করো, কোনো পাপ কর্ম করোনা এবং নির্মোহী হও। গায়ন করে - তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই...। কিন্তু এই গায়ন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে করা হয় না। কৃষ্ণ তো ৮৪ জন্ম নেওয়ার পরে এখন ব্রহ্মা হয়েছে। এরপর পুনরায় ঐরকম কৃষ্ণ হতে হবে। তাই এই শরীরের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন। এটা পূর্ব নির্মিত নাটক। ভগবান এখন সূর্য এবং চন্দ্র বংশের স্থাপন করছেন। তোমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য প্রাপ্তি করাচ্ছেন। এখন তোমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে পুরুষার্থের দ্বারা অনেক জন্মের জন্য প্রাপ্তি করছ। এই বাবা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। এই নাটকে প্রত্যেক অভিনেতার নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। তাই আমি কেন শুধু শুধু দুঃখ পাব কিংবা মারামারি করব? আমরা জীবিত অবস্থায় কেবল ওই বাবাকেই স্মরণ করি। আমরা এই শরীরটার পরোয়া করি না। এই পুরাতন শরীরটার মৃত্যু হলেই আমরা বাবার কাছে চলে যাব। এখন তোমরা ভারতের অনেক সেবা করছ। তোমরাই অল্পপূর্ণা, দুর্গা, কালি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পূজিত হও। তাই কালি এইরকম ভয়ঙ্কর রূপধারী হয়না কিংবা গণেশের এইরকম শুঁড় থাকে না। মানুষ তো মানুষের মতোই হয়। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, আমি তোমাদের মতো সন্তানদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো বানাচ্ছি। তোমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যাও যে এখন আমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে গিয়ে প্রিন্স-প্রিন্সেস হব। বাবা, যিনি স্বর্গের রচনা করেন, তাঁকে কেউই জানেনা। জগদম্বাকেও ভুলে গেছে। মন্দিরে যার মূর্তি আছে, তিনি এখন চৈতন্য রূপে বসে আছেন। কলিযুগের পর পুনরায় সত্যযুগ আসবে। মানুষ প্রশ্ন করে কবে বিনাশ হবে। আরে, আগে তো তুমি পড়াশুনা করে বুদ্ধিমান হয়ে যাও। বরাবর মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছে এবং তার পরেই স্বর্গের গেট খুলেছে। সুতরাং এখন এই মাতাদের দ্বারা স্বর্গের গেট খুলছে। 'বন্দে মাতরম্' ইত্যাদি গান করা হয়। যারা পবিত্র তাদেরই বন্দনা করা হয়। দুই রকমের মাতা আছে। এক, শারীরিক সমাজ সেবক; দুই, রুহানি বা আত্মিক সমাজ সেবক। এটা হল তোমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রা। তোমরা জানো যে আমরা এই শরীর ত্যাগ করে ফিরে যাব। ভগবানুবাচ হল - 'মন্মনা ভব'। আমাকে অর্থাৎ নিজ পিতাকে স্মরণ করো। ছোট বাচ্চা কৃষ্ণ তো এইরকম বলতে পারবে না। তাঁর তো নিজের পিতা আছে। 'মন্মনা ভব'- কথার অর্থ কেউই জানে না। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম

বিনাশ হবে এবং ওড়ার জন্য ডানা প্রাপ্ত হবে। এখন তোমাদের পাথরের মতো বুদ্ধি পরশের মতো হচ্ছে। রচয়িতা অর্থাৎ বাবা তো সকলের জন্যই এক। আদি দেব এবং আদি দেবীর মন্দিরও রয়েছে। তোমরা অর্থাৎ তাদের সন্তানরা এখানে রাজযোগ শিখছ। তোমরা এখানেই তপস্যা করেছিলে। সামনেই তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে রাজত্ব পেল? এই মন্দির তারই স্মৃতিচিহ্ন। তোমরা হলে রাজকুমার। রাজত্ব পাওয়ার জন্য অর্থাৎ পুনরায় ভারতে রাজত্ব করার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ। নিজের তনু-মন-অর্থ দিয়ে সেবা করে তোমরা ভারতে স্বর্গের রাজত্ব স্থাপন করছ। বাবার শ্রীমতের দ্বারা তোমরা এই পতিত রাবণ রাজ্য থেকে সবাইকে মুক্ত করছ। বাবা হলেন লিবারেটর বা মুক্তিদাতা, দুঃখহর্তা-সুখকর্তা। তোমাদের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি পুরাতন দুনিয়াকে বিনষ্ট করেন। তোমাদেরকে শত্রুর উপরে বিজয়ী বানান এবং তোমরা মায়াজিৎ-জগৎজিৎ হয়ে যাও। প্রতি কল্পেই তোমরা রাজত্ব নাও এবং পুনরায় হারিয়ে ফেল। এটা হল রুদ্র শিবের জ্ঞান যন্তু যার থেকে বিনাশের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। বাকি সবকিছুর বিনাশ হয়ে যাবে এবং তোমরা সদাসুখী হয়ে যাবে। দ্বাপরযুগ থেকে দুঃখ শুরু হয়। বাবা বলছেন, আমি এসে নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানাই। কলিযুগ হল বেশ্যালয় এবং সত্যযুগ হল শিবালয়। তোমরা বেহদের বাবার দ্বারা স্বর্গের মালিক হচ্ছে। তাই তোমাদের খুশির পারদ উর্ধগামী হওয়া উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) জীবিত অবস্থায় বাবাকে স্মরণ করে উত্তরাধিকার নিতে হবে। কোনো কিছুর পরোয়া করতে হবে না।

২) শ্রীমৎ অনুসারে নিজের তনু-মন-অর্থ দিয়ে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে। সবাইকে রাবণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার যুক্তি বলতে হবে।

বরদানঃ অসীমের স্মৃতি-স্বরূপ দ্বারা সীমিত বিষয়গুলোকে সমাপ্ত করে অনুভবের প্রতিমূর্তি হও*
তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা হলে- বীজ এবং মুখ্য দুই পাতা অর্থাৎ ত্রিমূর্তির সাথে ডাইরেক্ট নিকট সম্বন্ধে থাকা কান্ড। এই উঁচু স্থিতিতে স্থিত থেকে অসীমের স্মৃতি-স্বরূপ হলে সীমিত বিষয়গুলো সমাপ্ত হয়ে যাবে। নিজের অসীম পরিপক্বতার স্মৃতি থাকলে সর্বদা সর্ব-অনুভবের প্রতিমূর্তি হয়ে যাবে। তোমরা হলে অসীমের পূর্বজ, সেই অক্যুপেশনকে স্মৃতিতে রাখো। তোমাদের মতো পূর্বজ আত্মাদের কর্তব্য হল অমর জ্যোতি হয়ে অন্ধকারে বিভ্রান্ত আত্মাদেরকে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া।

স্লোগানঃ কোনো ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ না করে সর্বদা খুশিতে থাকা - এটাই হল খুশীতে মত্ত যোগী হওয়া।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ রাখো তাহলে বন্ধন মুক্ত হয়ে যাবে, মায়া বন্ধন যুক্ত করে আর বাবা বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন"

প্রশ্ন:- নির্বন্ধন কাকে বলা হয়? নির্বন্ধন হওয়ার উপায় কি ?

উত্তর :- নির্বন্ধন অর্থাৎ অশরীরী। দেহ সহ দেহের কোনো সম্বন্ধ যেন বুদ্ধিকে নিজের দিকে না টানে। দেহ-অভিমাণেই বন্ধন আছে। দেহি-অভিমাত্রী হও তাহলে সব বন্ধন শেষ হয়ে যাবে। জীবিত থেকেও মরে যাওয়াই হল নির্বন্ধন হওয়া। বুদ্ধিতে যেন থাকে এখন হল শেষ সময়, নাটক পূর্ণ হয়েছে, আমরা বাবার কাছে ফিরে যাই তাই নির্বন্ধন হয়ে যাই ।

গীত :- যার সাথী হল ভগবান, তাকে আটকাতে কীভাবে আঁধি আর তুফান।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। এখন এত সংখ্যায় বাচ্চা রয়েছে তো অবশ্যই বেহদের বাবা-ই হবেন। বাবা বোঝান - বলাও হয় নিরাকার শিববাবা। ব্রহ্মাকেও বাবা বলা হয়, বিষ্ণু বা শঙ্করকে বাবা বলা হবে না। শিবকে সর্বদা বাবা বলা হয়। শিবের চিত্র আলাদা, শঙ্করের চিত্র আলাদা । গীতও আছে শিবায় নমঃ। তারপরে বলা হয় তুমি মাতা পিতা এই কথাটিও বোঝানো খুব সহজ যে বরাবর নিরাকার শিবকেই পিতা বলা হয়। তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা। শঙ্কর বা বিষ্ণু তো নিরাকার নন। শিবকে নিরাকার বলা হবে। মন্দিরে তাঁদের সবার চিত্র রাখা আছে। ভক্তি মার্গে কত চিত্র আছে। উঁচু থেকে উঁচু চিত্র দেখানো হয় শিববাবার, তারপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের চিত্র দেখানো হয়। তাঁদেরও রূপ আছে। জগৎ অম্বা, জগৎ পিতারও রূপ আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও সাকার রূপ আছে। বাকি ভগবান হলেন একমাত্র নিরাকার। কিন্তু ওঁনাকে শুধু গড বললে মানুষ কনফিউসড হয়। জিজ্ঞাসা করো - গড তোমাদের কে হন, তারা বলবে ফাদার। অতএব এটা প্রমাণ করে বলতে হবে গড হলেন ফাদার। ফাদার হলেন রচয়িতা তাই মাদারও চাই। মাদার না থাকলে ফাদার সৃষ্টি রচনা করবেন কিভাবে । সেই ফাদার কবে আসবেন ? সবাই আত্মান করে - হে পতিতদের পবিত্রকারী এসো। এখন তো সম্পূর্ণ দুনিয়া হল পতিত। পতিত হলে তবেই তো এসে পবিত্র করবেন তাইনা। এর দ্বারা প্রমাণ হয় বাবাকে পতিত দুনিয়ায় অবশ্যই আসতে হয় । কিন্তু ড্রামা অনুসারে এইসব কেউ বুঝতে পারবে না। না বুঝলে তবে তো বাবা এসে বোঝাবেন। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। ভারতেই গায়ন আছে জ্ঞান আর ভক্তি, আবার বলা হয় ব্রহ্মার দিন ও ব্রহ্মার রাত। রাত্তিরে ঘোর অন্ধকার থাকে। গায়ন আছে জ্ঞান অজ্ঞান সদগুরু দেন, ফলে অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ হয়। মানুষের এত অজ্ঞান আছে যে ফাদারকেও চেনেনা। এদের মতন অজ্ঞান আর কেউ হয় না। পরম পিতা, ও গডফাদার বলে - যদি তাঁকেই না জানে তাহলে এর চেয়ে অজ্ঞান আর কেউ নয়। বাচ্চারা বাবা বলে, যদি বলে আমরা তাঁর অকুপেশান, নাম, রূপ ইত্যাদিকে জানিনা তবে তাদেরকে আনাড়ি বলা হবে তাইনা! এ হল ভারতবাসীদের ভুল যে ফাদার বলা সত্ত্বেও ওঁনাকে জানেনা। গায়ন আছে - ও গডফাদার, এসে পতিতদের পবিত্র করো, দুঃখ থেকে মুক্ত করো, দুঃখ হরণ করে সুখ দাও। বাবা একবারই আসেন। এই কথা তোমরা জানো নম্বর অনুসারে। কেউ তো বোঝেনা যে আমাদের বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ বর্ষা নিতে হবে।

বাবার পুরো পরিচয় নেই তাই বলে কি করব, বন্ধন রয়েছে । জীবিত থেকেও মরলে (মন থেকে সমর্পিত হয়ে পুরানো দুনিয়াকে ভুললে) তো তোমাদের বন্ধন খালাস হয়ে যাবে। মানুষ হঠাৎ মারা যায় তখন বন্ধন মুক্ত হয়। এখন তো সবাই বন্ধন মুক্ত হবে। তোমাদের জীবিত অবস্থায় নির্বন্ধন অর্থাৎ অশরীরী হতে হবে। বাবা বলেন এই শরীরের বন্ধন ইত্যাদিকে ভুলে যাও। নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে এক পিতাকে স্মরণ করো। বন্ধন তখন অনুভব হয় যখন তোমরা দেহ-অভিমাণে থাকো তারপরে জিজ্ঞাসা করো - মুক্ত হব কিভাবে ? বাবা বলেন গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, কিন্তু বুদ্ধিতে যেন থাকে - আমাদের ফিরে যেতে হবে। যেমন নাটক যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে, তখন অ্যাক্টররা কেমন উপরাম হয়ে যায়। পার্ট প্লে করতে করতে বুদ্ধিতে এটাই থাকে যে, আর অল্প সময়ই বাকি আছে, এই পার্ট প্লে করে আমরা ঘরে ফিরব। তোমাদেরও এই কথাটি বুদ্ধিতে রাখতে হবে - এখন হল শেষ সময়, আমরা দৈবী সম্বন্ধে যাচ্ছি। এই পুরানো দুনিয়ায় থেকে এই কথাটি বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে আমরা বাবার কাছে ফিরে যাই। গায়নও করা হয় আমরা তোমার কাছে সমর্পণ করব । জীবিত থেকে তোমার আপন হব। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে আমরা তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখব। আমার সাথে সম্বন্ধ যদি আছে তো স্মরণ করো, ভালোবাসো। বাবার সঙ্গে অথবা নিজের প্রিয়তমের সঙ্গে বুদ্ধি যোগ লাগাও। ফলে তোমাদের উপরে যে মরচে লেগে আছে সেসব সরে যাবে। যোগ তো গায়ন আছে তাইনা। অন্য সবই হল দৈহিক যোগ - মামা, কাকা, গুরু গোঁসাই ইত্যাদি সবার সঙ্গে যোগ রাখা হয়। বাবা বলেন এইসব থেকে যোগ মিটিয়ে একমাত্র আমায় স্মরণ করো। যোগ কেবল মাত্র আমার সঙ্গে লাগাও। দেহ-অভিমাণে এসো না। দেহ দ্বারা কর্ম করাকালীন এই কথাটি নিশ্চয় করো যে আমরা পার্ট প্লে করছি। এই পুরানো দুনিয়ার এখন শেষ সময়, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে, দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ থেকে উপরাম থাকতে হবে। নিজের সঙ্গে এমন এমন কথা বলতে হবে। এখন তো বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। কারো স্ত্রীর বন্ধন আছে, কারো স্বামীর বন্ধন আছে , কারো আবার কোনো বন্ধন নেই। বাবা তো অনেক যুক্তি বলে দেন। বলে দাও - আমাদের পবিত্র হয়ে ভারতকে নিশ্চয়ই পবিত্র করতে হবে। আমরা পবিত্র হয়ে তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করি। কিন্তু প্রথমে নষ্টমোহ স্থিতি চাই। মোহ নষ্ট হলে গভর্নমেন্টকে চিঠি লেখো, তাহলে গভর্নমেন্টও তোমাদের সাহায্য করবে। ভগবানুবাচ - কাম হল মহা শত্রু, আমরা এই বিকারকে পরাজিত করে পবিত্র থাকতে চাই। বাবার আদেশ হল পবিত্র হও তাহলে স্বর্গের মালিক হবে। আমরা বিনাশ এবং স্থাপনার সাক্ষাৎকার করেছি, এখন পবিত্র থাকতে এরা আমাদের বাধা দেয়, মারধর করে। আমি তো ভারতের সত্য সেবায় নিযুক্ত। এখন আমায় আশ্রয় দাও। কিন্তু পাকা নষ্ট মোহ হতে হবে। সন্ন্যাসী তো ঘর সংসার ত্যাগ করে। এখানে তো সাথে থেকে নষ্ট মোহ হতে হবে। সন্ন্যাসীদের মার্গ আলাদা। মানুষ বলেও থাকে আমাদের এমন জ্ঞান দিন যাতে গৃহস্থ থেকে আমাদের রাজা জনক সম মুক্তি, জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। সেটা তো তোমরা এখন প্রাপ্ত করছ তাই না !

বাবা বলেন ইনি (ব্রহ্মা) হলেন আমার স্ত্রী বা যুগল, এনার মুখ দিয়ে আমি প্রজা রচনা করি। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দিয়েই বলেন। শিববাবা তোমাদের বলছেন তোমরা হলে আমার নাতি নাতনি। ইনি (ব্রহ্মাবাবা) বলেন তোমরা আমার সন্তান হয়ে শিববাবার নাতি নাতনি হও। বর্ষা শিববাবার থেকে প্রাপ্ত হয়। স্বর্গের বর্ষা কোনো মানুষ দিতে পারেনা। নিরাকার-ই দিয়ে থাকেন। সুতরাং ভক্তি আলাদা, জ্ঞান আলাদা। ভক্তিতে তো বেদ-শাস্ত্র পড়ে, যজ্ঞ-তপ, দান-পুণ্য ইত্যাদি করতে অনেক টাকা খরচ হয়, এইসবই হল ভক্তির সামগ্রী। ভক্তি শুরু হয় দ্বাপর থেকে। দেবী-দেবতা যখন বাম মার্গে

এসে পতিত হয় তখন দেবী-দেবতা রূপে পরিচয় দিতে পারেনা কারণ দেবতারা ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। বাম মার্গে গিয়ে বিকারী হয়। অতএব বলা হবে দেবতা ধর্মের আল্লারা বাম মার্গে এসে পতিত হয়েছে। পতিতকে দেবতা বলা হবেনা, তাই হিন্দু নাম রাখা হয়েছে। বেদ-শাস্ত্রে আর্ষ নাম দেওয়া হয়েছে। আর্ষ নামটি এই ভারত খণ্ডের জন্যে। এখন এই শব্দটি কোথা থেকে এসেছে ? সত্যযুগে তো আর্ষ শব্দ হয়না। বলাও হয় ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারতে দেবী দেবতা খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী ছিলেন তারপরে সেই দেবতা যখন দ্বাপরে এসে বিকারী হয় তখন তাদের অন-আর্ষ বলা হয়। একজন আর্ষ বলে দিয়েছে তো সেই নাম চলছে। যেমন একজন কৃষ্ণ ভগবানুবাচ বলেছে বা লিখেছে তো ব্যস, সেটাই বিশ্বাস করে নিয়েছে। যদিও গায়ন করে শিবায় নমঃ, তুমি মাতা-পিতা... কিন্তু উনি কিভাবে মাতা-পিতা হন, কখন রচনা করেন সেসব জানা নেই। নিশ্চয়ই সৃষ্টির আদিতে রচনা করেন। এবারে সৃষ্টির আদি কোন্ সময়টিকে বলা হবে ? সত্যযুগকে নাকি সঙ্গম যুগকে ? সত্যযুগে তো বাবা আসেন না। সত্যযুগের আদিতে তো আসেন লক্ষ্মী - নারায়ণ। তাঁদের সত্যযুগের মালিক করেছেন কে ? কলিযুগেও আসেন না। এ হল কল্পের সঙ্গম যুগ। বাবা বলেন আমি প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি যখন সব আল্লারা পতিত হয়ে যায় অথবা সৃষ্টি পুরানো হয়ে যায়। ডামার চক্র পুরো হলে তবে তো বাবা আসবেন তাইনা। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত, ধারণা থাকা চাই। এখন কনফারেন্স করে বেদ পড়লে কি লাভ হয় ? বেদ পড়া উচিত কেন ? কিছুই নির্ণয় করতে পারবে না। সেই কনফারেন্স দ্বিতীয় বছরও করবে। নির্ণয় করতে বসে কিন্তু কিছু হয়না। বিনাশের আয়োজন হতেই থাকে। বোমা ইত্যাদি বানাতে থাকে। এখন হল কলিযুগ। এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা জানো। তোমাদের কথা অন্যরকম। তোমরা জানো মানুষ, মানুষকে গতি-সদগতি দিতে পারেনা। গায়নও আছে পতিত-পাবন, তাহলে নিজেকে পতিত স্বীকার করেনা কেন ? এ হল পতিত দুনিয়া, বিষয় সাগর। সবাই তো খিবাইয়া অর্থাৎ কান্ডারি তো হতে পারবেনা।

বাচ্চারা, এখনও তোমাদের এত শক্তি হয়নি যে সম্পূর্ণ বোঝাতে পারো। এখনও তোমরা এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হও নি। যোগও নেই। এখনও পর্যন্ত ছোট বাচ্চার মতন কাঁদতে থাকে। মায়ার ঝড়ে স্থির থাকতে পারেনা। দেহ-অভিমান অনেক। দেহী-অভিমानी হতে পারেনি। বাবা তো বার-বার বলেন - নিজেকে আল্লা ভাবো। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। সব অ্যাক্টর্স যারা নিজের পাট প্লে করছে। সবাই শরীর ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাবে। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখো। দেহধারী সম্বন্ধ গুলিতে দেহের প্রতি মোহ কেন রাখো ? বিদেহী স্বরূপে পরিবর্তন হয়না। ফলে বিকর্ম বিনাশ হয়না। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে। আমাদের শিববাবা পড়ান যার ফলে আমরা দেবী দেবতায় পরিণত হব অতএব অপার খুশী থাকা উচিত তাইনা।

তোমরা জানো ভারতবাসী যখন সুখে ছিল তখন বাকি সব মানুষ নির্বাণধাম, শান্তিধামে ছিল। এখন তো কত কোটি মানুষ আছে। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ, জীবনমুক্তি প্রাপ্তির জন্যে। বাকি সবাই ফিরে যাবে। পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে নতুন দুনিয়া হবে। নতুন তো বাবা-ই বানাবেন। স্যাপলিং লাগানো হচ্ছে। এ হল দৈবী ফুলের স্যাপলিং। তোমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হও। বাগান পুরো তৈরি হয়ে যাবে তখন এই কাঁটার জঙ্গল শেষ হয়ে যাবে। এই জঙ্গলে আগুন লাগবে। তখন আমরা ফুলের বাগানে চলে যাব। তাহলে বাবা-মাম্মাকে ফলো করো। গায়নও আছে ফলো ফাদার-মাদার। জানো এই মাম্মা - বাবা, লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। এনারা ৮৪ বার জন্ম নিয়েছেন।

তোমাদেরও এমন আছে। এনাদের পার্ট হল মুখ্য। লেখাও হয় বাবা এসে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী স্বরাজ্য পুনরায় স্থাপন করেছেন। অনেক বোঝানো হয়, তবুও দেহ-অভিমান মেটেনা। আমার স্বামী, আমার সন্তান আরে, এইসব তো হল পুরানো দুনিয়ার পুরানো সম্বন্ধ তাইনা। আমার তো একমাত্র শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নয়। সব দেহ ধারীদের প্রতি মমত্ব মিটে যাওয়া খুবই মুশকিল। বাবা বুঝতে পারেন, এদের মমত্ব মেটানো খুব মুশকিল মনে হচ্ছে। চেহারা দেখেই বোঝা যায়। কুমারীরা ভালো সাহায্যকারী হয়।

আচ্ছা, মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) দেহ সহ সবকিছু থেকে মোহ মিটিয়ে দিয়ে বিদেহী হওয়ার পুরো পুরুষার্থ করতে হবে। প্রতিটি অ্যাক্টরের পার্ট সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। বন্ধন-মুক্ত হতে হবে।

২) এই পুরানো দুনিয়া থেকে উপরাম হতে হবে, নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে। এখন পুরানো দুনিয়ার শেষ সময়, আমাদের পার্ট পূর্ণ হয়েছে।

বরদান :- ডবল লাইট স্থিতি দ্বারা উড়ন্ত কলার অনুভবকারী সর্ব বন্ধনমুক্ত ভব

ব্যাখা: চলতে ফিরতে এই স্মৃতি যেন থাকে যে আমি ডবল লাইট স্থিতিতে থাকা ফরিস্তা । ফরিস্তা অর্থাৎ যে উড়তে পারে, লাইট অর্থাৎ হালকা জিনিস সর্বদা উপরে যায়, নীচে আসেনা। অর্ধকল্প তো নীচে বাস করেছে এখন হল উড়ে যাওয়ার সময় তাই চেক করো যে কোনোরকম বোঝা বা বন্ধন তো নেই ? নিজের দুর্বল সংস্কারের, ব্যর্থ সংকল্পের, দেহভানের বন্ধন বা বোঝা বেশিষ্কণ থাকলে শেষ সময়ে নীচে নামিয়ে দেবে, তাই বন্ধনমুক্ত হয়ে ডবল লাইট স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করো।

স্লোগান - মম্মা সেবা সে-ই করতে পারে যার কাছে শুদ্ধ সংকল্পের শক্তি জমা আছে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণে থাকার অভ্যাস এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে অন্তিম সময়েও এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ স্মরণে না আসে"

প্রশ্ন :- কোন্ একটি শ্রীমৎ যা পালন করলে তোমরা সৌভাগ্যবান হতে পারবে ?

উত্তর :- বাবার শ্রীমৎ -- "বাচ্চারা নিদ্রাকে জয় করতে শেখো। অমৃত বেলা খুব সুন্দর সময় । এই সময় উঠে আমি বাবাকে স্মরণ কর যদি তবে তোমরা ভাগ্যশালী হয়ে উঠবে । যদি অমৃত বেলায় উঠতে না পার তবে সর্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে । শুধু খাওয়া আর ঘুম -- এ তো সবকিছুই হারিয়ে ফেলা, আর তাই অমৃত বেলায় ওঠার অভ্যাস কর" ।

গীত :-- তুমি রাত নষ্ট করেছ ঘুমিয়ে আর দিন নষ্ট করেছ খেয়ে, এভাবেই নষ্ট করলে তোমার অমূল্য এ জীবন

ওম শান্তি । এই কাহিনী বাচ্চাদের জন্য । বাবা বলেন বাচ্চারা - খাওয়া আর ঘুম, এ কোনও জীবন নয় । যখন তোমরা বাচ্চারা এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন প্রাপ্তি করছ, ঝুলি ভর্তি হচ্ছে । তারপরও খেয়ে আর ঘুমিয়ে - এসব তো হারানোই হলো । ভোরে ওঠার (অমৃত বেলা) অনেক মহিমা । ভক্তি মার্গেও, জ্ঞান মার্গেও । কেননা ভোরের বাতাবরণ খুব শান্ত থাকে । সেসময় আত্মারা সবাই নিজের স্বধর্মে (শান্ত স্বরূপ) থাকে । অশরীরী হয়ে বিশ্রাম নেয় । সেই সময় স্মরণের স্থায়িত্ব দীর্ঘ সময় থাকে । দিনের বেলায় মায়ার বিশৃঙ্খলা চলে । ঐ একটা সময় হল সুন্দর মুহূর্ত । এখন আমরা কড়ি থেকে হীরে তুল্য হয়ে উঠছি । বাচ্চাদেরকে বাবা বলছেন, তোমরা আমার বাচ্চা, আমিও তোমাদের বাচ্চা । বাবাও বাচ্চা হন, এও বড় বোঝার ব্যাপার । বাবা নিজের বাচ্চাদের অবিনাশী বর্ষা প্রদান করেন । এমনকী আমি একজন সওদাগর । তোমাদের কড়ি তুল্য তন-মন সবই মূল্যহীন । ঐ পুরানো যা কিছু তোমাদের আছে সব কিছু নিয়ে আবার তোমাদের দিয়ে দিই যাতে তোমরা ট্রাস্টি হয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে পার । তোমরা জন্ম -জন্মান্তর ধরে গেয়ে এসেছ -- আমি নিজেকে তোমাকে সোঁপে দেবো, আত্ম বলিদান দেবো । আমার একজনই দ্বিতীয় কেউ নেই, কেননা সজনীরা সবাই একমাত্র সাজনকেই স্মরণ করবে । দেহ সহ সব সম্বন্ধ ভুলতে ভুলতে একজনের প্রতিই স্মরণ যেন এমনই থাকে যাতে অন্তিমে না এই শরীর না আর কেউ স্মরণে আসে। এমনই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে । ব্রহ্ম মুহূর্ত খুব সুন্দর সময় । এটাই হলো তোমাদের প্রকৃত যাত্রা । ওরা তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে যাত্রা করে আসছে কিন্তু মুক্তি প্রাপ্তি হয়নি, তবে মিথ্যে যাত্রা হলো না ! এ হলো রুহানী যাত্রা আর প্রকৃত মুক্তি আর জীবন-মুক্তির যাত্রা । মানুষ তীর্থে যায় যখন অমরনাথ, বদ্রীনাথ স্মরণে আসে, তাই না ! প্রধান হলো চার ধাম । তোমরা কত ধামে ঘুরেছ, কত ভক্তি করেছ! অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করে এসেছ । এসব কথা কেউই জানেনা । বাবাই মুক্ত করে গাইড হয়ে সবাইকে সাথে করে নিয়ে যান । কত ওয়ান্ডারফুল গাইড । বাচ্চাদের নিয়ে যান মুক্তি জীবনমুক্তি ধামে । এমন গাইড আর কেউ হতে পারেনা । সন্ন্যাসীরা শুধু মুক্তিধাম বলবে, জীবনমুক্তি শব্দ ওদের মুখ দিয়ে বেরোবে না । ওরা তো কাকবিষ্ঠা সমান অল্পকালের সুখকেই বোঝে । তোমরা বাচ্চারা জান বাবা হলেন দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা । হে মাতা-পিতা, আমরা যখন তোমার বালক হয়ে যাই আমাদের সব দুঃখ তখন দূর হয়ে যায় । আধাকল্প

আমরা সুখী হই, এটা তো বুদ্ধিতে থাকে তাই না ! কিন্তু কাজেকর্মে গেলে সব ভুলে যায় । ভোরবেলায় ওঠে না । যে ঘুমিয়ে থাকবে সে সব হারাবে।

তোমরা জানো -- বরাবরের মতো আমরা হীরা তুল্য জন্ম পেয়েছি। এখনও যদি ঘুম থেকে ভোরবেলায় উঠতে না পার তবে ধরে নিতে হবে এ সৌভাগ্যবান নয় । ভোরে উঠে বিলাভড বাবাকে, সাজনকে স্মরণ করে না । আধাকল্প ধরে সাজন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলে আর বাবাকেও তোমরা সারা কল্প ভুলে যাও, আবার ভক্তি মার্গে এসে তোমরা সাজন রূপে বা বাবা রূপে তাঁকে স্মরণ কর । সজনী সাজনকেই স্মরণ করে । তাঁকে আবার বাবাও বলা হয়। এখন বাবা সামনে আছেন সুতরাং তাঁর শ্রীমৎ-এ চলা উচিত । শ্রীমৎ-এ যদি না চল তবে অধঃপতিত হবে । শ্রীমৎ অর্থাৎ শিববাবার মত । তোমরা এমন বলতে পার না যে, আমরা কি জানি, কার মত পাচ্ছি ? বোঝানো উচিত ঔনার(শিব বাবার)) মতের জন্য উনি সম্পূর্ণভাবে রেসপন্সিবল । যেমন লৌকিক রীতিতে বাচ্চাদের বাবাই রেসপন্সিবল হন । পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতা প্রত্যক্ষ হন । এই ব্রহ্মা শরীরও ফাদারকেই প্রত্যক্ষ করায় । বিচক্ষণ (মুরব্বি) বাচ্চা । অনেক ভালো ভালো বাচ্চা আছে, যারা জানেই না যে আমরা কার মতে চলছি, কে আমাদের ডায়রেকশন দিচ্ছেন ? বাবাকে তো স্মরণ করে না । ভোরবেলাও ওঠেনা । স্মরণ করে না তাই বিকর্ম বিনাশ হয় না। বাবা বলেন এত পরিশ্রম করছি তবুও কর্মভোগ চলতেই থাকে, কেননা এক জন্মের কথা তো নয় । অনেক জন্মের হিসেব -নিকেশ । বাচ্চার ডায়রেকশন পেয়েছ, এই জন্মের পাপ স্বীকার করলে অর্ধেক নাশ হবে । বাবা বলেন একথা আমি জানি আর ধর্মরাজ জানে । অনেক পাপ করেছে । ধর্মরাজ গর্ভজেলে সাজা দিয়ে আসছে । এখন তোমরা পুরুষার্থ করে, বিকর্ম বিনাশ করছ তারপর গর্ভমহল প্রাপ্ত হবে । ওখানে তো (সত্যযুগে) মায়া নেই যে মানুষ দিয়ে পাপ কাজ করাবে যার জন্য শাস্তি পেতে হবে । আধাকল্প ঈশ্বরীয় রাজ্য আর আধাকল্প রাবণ রাজ্য । সাপের (খোলস ত্যাগ) দৃষ্টান্ত এখনকার জন্য । সন্ন্যাসীরা কপি(অনুকরণ) করে । যেমন বাবা ভ্রমরের দৃষ্টান্ত দেন - ভ্রমর কীটকে নিজের ঘরে নিয়ে যায় । তোমরাও পতিতদের নিয়ে আস । তারপর শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাও । তোমাদের নাম হল ব্রাহ্মণী । এই ভ্রমরের দৃষ্টান্ত খুব সুন্দর । এখানে প্রাক্টিক্যালি আসে তো অনেকে, তারপর কিছু বাচ্চা কাঁচাই থেকে যায়, কেউ পতিত হয়ে শেষ হয়ে যায় । মায়া বড় ঝড়ঝাপ্টা নিয়ে আসে। বাস্তবে তোমরা হলে প্রত্যেকেই হনুমান । মায়া যত বড়ই ঝড়ই নিয়ে আসুক না কেন আমরা বাবাকে আর স্বর্গকে কখনওই ভুলব না । প্রতি মুহূর্তে বাবা বলেন -- সাবধান ! মানুষ তো তীর্থে ঠোঁকর খেতে যায়, এখানে তোমরা কেউ কোথাও যাওনা । একজনই বাবা আর সুখধামকে স্মরণ করতে থাক । তোমরা তো প্রকৃতপক্ষেই বিজয়ী হয়ে আসছ । একেই বুদ্ধিযোগ বল, জ্ঞান বল বলা হয় । স্মরণ করলে বল প্রাপ্ত হয় । বুদ্ধির তালা খুলে যায় । যদি কেউ বেকায়দায় চলে তখন বুদ্ধির তালা আবার বন্ধ হয়ে যায় । বাবা বুঝিয়ে বলেন যদি তোমরা এমন কর তবে ডামানুসারে বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যাবে । কাউকে তখন বলতে পারবে না যে বিকারে যেও না । অন্তর্দহন হবে -- আমি এত পাপ করেছি । অজ্ঞানকালেও অন্তরদাহ হয় । মৃত্যুর সময়ও দুঃখ প্রকাশ করে থাকে । তারপর একদম শেষে গিয়ে সব পাপ সামনে এসে দাঁড়ায় । গর্ভজেলে গিয়ে শাস্তি ভোগ শুরু হয়ে যায় । শেষ অবস্থায় সবকিছুই স্মরণে আসে । তাই বাবা বলেন তোমাদের দুঃখ প্রকাশ করতে হবে না, তোমরা কোনও পাপ করো না । জেলবার্ড হয় না ! (একবার জেলে যায় একবার বের হয়) তোমরাও জেলবন্দি ছিলে । এখন বাবা গর্ভজেলের শাস্তি থেকে মুক্ত করছেন । বলা হয় বাবাকে স্মরণ কর যদি পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে,

তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । যদি আবার নীচে নেমে পড় তবে কিন্তু ছোট পেতে হবে । সর্বপ্রথম হলো অশুদ্ধ অহংকার । তারপর কাম, ক্রোধ । কাম হলো মহাশত্রু । এ তোমাদের আদি-মধ্য - অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে। তোমরা আদি-মধ্য -অন্তের সুখের জন্য পুরুষার্থ করছ । সুতরাং সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করা উচিত । বল ভোরবেলায় উঠতে পারি না তবে আর উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে না । দাস-দাসী হতে হবে । ওখানে কোনও গোবর ইত্যাদি তুলতে হয় না, কোনও পরিশ্রম নেই । এখনও বিলেতে কেউ চাকর ইত্যাদি রাখে না । সবকিছুই স্বয়ংক্রিয় ভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। ওখানে কোনও নোংরা থাকে না। চন্দাল, দাস-দাসীরা থাকে । বাবা তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের সব রহস্য বুঝিয়ে বলেন । তোমাদের বুদ্ধিতে সত্যযুগের রাজধানী রয়েছে । তোমরা ড্রামাকে বুঝেছ । প্রধান হলো সর্বপ্রথম চক্রকে বোঝানো । এখন ওপেনিং করানোর জন্য গভর্নর প্রমুখদের ডাকা হয়। সুতরাং বাচ্চারা ডাইরেকশন পায় যে ওপেনিং করার পূর্ব মুহূর্তে তাদের বোঝাও, ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে । ভারতের পূজ্য দেবী-দেবতারাই পূজারী মানুষ হয়েছে । এটা অবশ্যই বোঝাতে হবে । ওরা নিজেসই বলবে সৃষ্টি চক্রের রহস্য এখানে বোঝানো হয় । যে এটা জানে তাকে ত্রিকালদর্শী বলা হয়। মানুষ হয়েও যদি ড্রামাকে না জানে তবে সে কোনো কাজের! এমনিতে তো অনেকেই বলে বি. কে. দের পবিত্রতা খুব ভালো । পবিত্রতা সবারই ভালো লাগে । সন্ন্যাসীরা পবিত্র, দেবতার পবিত্র, তবেই তো তাদের সামনে মাথা নত করে না! এ হলো অন্য কথা । পতিত - পাবন এক পরমাত্মাই হতে পারেন । পতিত থেকে পবিত্র কোনও মানুষ রূপী গুরু বানাতে পারেন না । এসব বোঝাতে হবে । তোমাদের বলতে হবে কৃপা করে এই কথা তোমরা বোঝ, তবেই তোমাদের পদ অনেক উঁচুতে হবে । ভারত পূজ্য থেকে কিভাবে পূজারী হয়েছে, ভারতবাসী দেবী দেবতা ৮৪ জন্ম কিভাবে নেয় -- এসবই বোঝাও । একথা অবশ্যই বোঝাতে হবে । ক্রিস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারতবাসী দেবী দেবতা ছিল । তাকে সুখদাম স্বর্গ বলা হয় । স্বর্গ থেকে এখন নরকে পরিণত হয়েছে । এসব তোমরা বসে বোঝালে তোমাদের অনেক মহিমা হবে । সংবাদদাতাদেরও পার্টি দিতে হবে । তারপর ওরা আগুন লাগাবে, না জল ঢালবে সবটাই তাদের উপর নির্ভর করবে । এটা তো তোমরা বাচ্চারা জানো লড়াই লাগবেই । ভারতে রক্তের নদী বইবে । সবসময় এখান থেকেই রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছে । হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অনেক মারামারি হয় । পার্টিশন হয়ে কত মানুষ গৃহহীন হয়েছে । রাজধানীও আলাদা -আলাদা হয়ে গেছে । এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। নিজেদের মধ্যে লড়াই করে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । প্রথমে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান খোড়াই আলাদা ছিল । ভারতেই রক্তের নদী বইবে তারপর ঘি-এর নদী ও বইবে । পরিণামে কি হয় ? অল্প সংখ্যক বেঁচে থাকে । তোমরা পাল্‌বরা আছ গুপ্ত বেশে ।

সুতরাং গভর্নরকেও প্রথমে পরিচয় দিতে হবে । যার কাছে যেতে হবে, প্রথমে তাঁর মহিমা করতে হয় । কিন্তু তাদের জন্য কি লেখা আছে, সেকথা কেবল তোমরাই জান । ওরা খোড়াই বুঝবে বর্তমান রাজ্য মৃগতৃষ্ণা সম । ড্রামা অনুসারে ওরাও নিজেদের মতো করে প্ল্যান তৈরি করে । মহাভারতে দেখানো হয়েছে যে প্রলয় হয়ে গেছে । মহাপ্রলয় তো হয়না । বাচ্চারা, তোমাদের মনে সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান প্রতিটি মুহূর্তে গুঞ্জনিত হওয়া উচিত । সর্বপ্রথম ওরা বুকু এদের শিক্ষা প্রদান করেন কে ! তখন বুঝবে বরাবর আমরাও শিবের সন্তান ছিলাম । প্রজাপিতা ব্রহ্মারও বাচ্চা আছে । ইনি হলেন বংশবৃদ্ধিকারী বৃক্ষ । প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড ফাদার । মনুষ্য সৃষ্টির সর্বাধিক সিনিয়র হলেন ব্রহ্মা তাই না ! শিবকে এমন বলা হবে না । ওঁনাকে শুধু বাবা বলা হয় । গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার -- এই টাইটেল প্রজাপিতা ব্রহ্মার জন্য । নিশ্চয়ই গ্র্যান্ড মাদার, গ্র্যান্ড চিলড্রেনও

হবে । বাচ্চারা, তোমাদের এসব বোঝাতে হবে । শিব হলেন সব আত্মাদের পিতা । ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন । তোমরা জান তারপর আমাদের কত প্রজন্ম সৃষ্টি হয় । গভর্নরকে বোঝানো উচিত, দেশের প্রতিটি কোণায় কোণায় এগজিভিশন হওয়া উচিত । আপনি ব্যবস্থা করে দিন । আমাদের দেখুন তিন পা রাখার মতো জায়গা নেই তথাপি আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে উঠি । আপনি ব্যবস্থা করে দিলে আমরা ভারতকে স্বর্গ করে তোলার সেবা করব । উনি তোমাদের সামান্য সাহায্য করলেও সবাই ওনাকে বলতে থাকবে যে গভর্নরও ব্রহ্মাকুমার হয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কড়িতুল্য তন-মন-ধন যা কিছু তোমাদের কাছে আছে, বাবার প্রতি সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে সামলাতে হবে । মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে ।

২) অমৃত বেলায় উঠে বাবাকে ভালোবাসে স্মরণ করতে হবে । জ্ঞান বল আর বুদ্ধিবল দ্বারা মায়াকে জয় করতে হবে ।

বরদান :- সর্বদা উৎসাহ উদ্দীপনার ডানায় ভর করে উড়তি কলায় উড়তে পারা শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব

জ্ঞান যোগের সাথে সাথে প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দিন নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার স্থিতিবস্থায় থাকা, এটাই হল উড়তী কলার আধার । যেমন কাজই হোক না কেন, পরিষ্কার করা হোক, বাসন মাজা হোক বা যে কোনো সাধারণ কর্ম, তাতেও উৎসাহ-উদ্দীপনা যেন স্বাভাবিক আর নিরন্তর থাকে । উড়তি কলায় উড়তে পারা শ্রেষ্ঠ আত্মা উৎসাহ-উদ্দীপনার ডানায় ভর করে সবসময় উড়তে থাকবে, কখনোই কনফিউজড হবে না, ছোট ছোট কথায় ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবে না ।

স্লোগান :- যে নির্মাণচিত্ত, অক্লান্ত আর সবসময় জাগ্রত জ্যোতি স্বরূপ -- সে-ই বিশ্ব কল্যাণকারী ।

এক সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান আর সুন্দর মুহূর্ত

আজ, ভাগ্য বানানোর কারিগর, বাবা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান সব বাচ্চাদের দেখে পুলকিত । তোমরা বাচ্চারা প্রত্যেকে কিভাবে কল্প পূর্বের মতো তোমাদের ভাগ্য জাগিয়ে এখানে পৌঁছে গেছ ! তোমরা তোমাদের ভাগ্য উদয় করে এসেছো । চিনে নেওয়া অর্থাৎ ভাগ্যোদয় হওয়া । ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বরদান ভূমিতে বিশেষ সংগঠন হচ্ছে । এই সংগঠন ভাগ্যবান বাচ্চাদের সংগঠন । তোমাদের ভাগ্য উন্মোচিত হওয়ার প্রথম শ্রেষ্ঠ সময় বা শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত সেটাই, যখন তোমরা বাচ্চারা জেনেছো, স্বীকার করেছো আর বলেছো *"আমার বাবা"* । সেই মুহূর্তটাই সমগ্র কল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর সুন্দর । এখনও সেই মুহূর্তের স্মৃতি তোমাদের মনে আসে, তাই না ! পুরো সঙ্গমযুগই তোমরা একাত্ম হওয়ার, মিলনের, অধিকার পাওয়ার অনুভব করতে থাকবে । কিন্তু সেই মুহূর্ত ছিলো যখন তোমরা অনাথ থেকে সনাথ হয়েছো এবং যা ছিলে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়েছ । যারা বিচ্ছিন্ন ছিলো তারা আবার মিলিত হয়েছে । যে আত্মার কোনো প্রাপ্তি ছিলোনা, তারা প্রাপ্তির দাতার হয়েছে । সেটা ছিলো পরিবর্তনের প্রথম মুহূর্ত, তোমাদের ভাগ্যোদয়ের মুহূর্ত, কতো মহান শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত ! সেই প্রথম মুহূর্ত যখন তোমরা বাবার হয়েছো, তা' স্বর্গের জীবনের থেকেও মহান , *"যা কিছু আমার, তোমার হয়ে গেছে"* । *তোমার* বলার সাথে সাথে তোমরা ডবল লাইট হয়ে গেছ । *আমার* - এই বোঝা থেকে হালকা হয়ে গেছ, খুশির পাখনা পেয়েছো । মাটি থেকে আকাশে উডতে শুরু করেছ । পাথর থেকে তোমরা হীরায় পরিণত হয়েছো । চক্রাবর্ত থেকে নিস্তার পেয়ে চক্রধারী হয়ে গেছ । সেই মুহূর্ত মনে আছে তোমাদের ? সেই বৃহস্পতির দশার সময় ? যখন তোমাদের তন, মন, ধন, জন দ্বারা সর্ব প্রাপ্তির ভাগ্য পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ! যখন তোমাদের এইরকম দশা এবং এইরকম ভাগ্যের রেখা ছিল, তোমরা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হয়েছ । তোমাদের তৃতীয় নয়ন উন্মোচন হল আর তোমরা বাবাকে দেখলে । সবাই তোমরা অনুভাবী, তাই না ! হৃদয়ে তো এই গীতই গাও তোমরা, *"বাহ! সেই শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত"* । চমৎকারিষ্য সেই মুহূর্তের, তাই না ! এইরকম মহান বেলায়, এইরকম ভাগ্যবান বেলায় আসা বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা পুলকিত হচ্ছেন ।

ব্রহ্মাবাবাও বলেন, *"বাহ ! আদিদেবের আদিকালের রাজ্যভাগ্য অধিকারী আমার বাচ্চারা"* ! শিববাবা বলেন, *"বাহ ! অনাদিকালের অনাদি অবিনাশী অধিকার লাভ করা বাচ্চারা"* ! তোমরা হারানিধি বাচ্চা, যারা বাবা আর দাদার উভয়ের সর্বাধিকারী স্নেহময় সাথী । বাপদাদার এই নেশা থাকে, বিশ্বে সকল আত্মারা তাদের জীবনসাথী, প্রকৃত সাথী, প্রেম-প্রীতির দায়িত্বশীল সাথী অনেক খোঁজাখুঁজির পর পেলেও তারা সন্তুষ্ট হয়না । তারা একজনও এমন সাথী খুঁজে পায় না, সেখানে বাপদাদা কতো জীবনসাথী খুঁজে পেয়েছেন ! তারা প্রত্যেকে একে অন্যের থেকে মহান । তোমরা প্রকৃত সাথী তো, তাই না ? এমন সত্যিকারের সাথী যে প্রাণ গেলেও তোমরা ভালোবাসার দায়িত্ব নিঃশেষ হতে দাও না । এমন প্রকৃত সাথীই জীবনসাথী ।

তোমরা কি জানো বাপদাদার জীবন কি ? বিশ্ব সেবাই বাপদাদার জীবন । সবাই তোমরা এইরকম জীবনের সাথী, তাই না ! সুতরাং জীবনের প্রকৃত সাথী, যারা সদা সাথে থাকার দায়িত্ব পালন করে, এমন কতো বাচ্চা আছে বাপদাদার ! দিনরাত কিসে বিজি থাকো ? সাথে দেওয়ার পূর্ণ দায়িত্ব পালনে, তাই না ! জীবনসাথী সব বাচ্চাদের মধ্যে সদা কি সঙ্কল্প থাকে ? সেবার কাড়া-নাকাড়া বাজানোর । এখনও সবাই তোমরা ভালোবাসার গভীরে ডুবে আছো । সেবার সাথী হয়ে সেবার প্রমাণ নিয়ে এসেছো, তাই না ? তোমাদের লক্ষ্য অনুযায়ী তোমরা সফলতা লাভ করে চলেছো । ড্রামা অনুসারে যতখানি তোমরা করেছো, তা' খুব ভালো করেছো, এখন আরও উল্লসিত দিকে এগিয়ে যেতে হবে, তাই তো ! এই বছর, তোমরা জোরালো আওয়াজ তুলেছ, কিন্তু এখনও মাত্র কিছু জায়গা থেকেই মাইক অর্থাৎ মহান ব্যক্তিত্বদের আনা হয়েছে । সব জায়গা থেকে এখনও মাইক সকল আসেনি, এইজন্য আওয়াজ তো ছড়িয়েছে, কিন্তু চতুর্দিকে নিমিত্ত হওয়া, যাদের আওয়াজ প্রবল, তাদের বড়ো মাইকই বলো বা সেবার নিমিত্ত আত্মা বলো, তারা এখানে আসুক এবং যেখান থেকে তারা আসছে, প্রত্যেকে নিজেকে সেখানের মেসেঞ্জার মনে করে ফিরে যাক । এখন যেখান থেকে এসেছে সেখানের মেসেঞ্জার হতে হবে । যতই হোক, চারদিকের মাইকসকল এখানে আসুক আর মেসেঞ্জার হয়ে ফিরে যাক । চতুর্দিকের সব কোণে এই মেসেজ যদি সবাই পেয়ে যায়, তবে একই সময়ে চারদিকের আওয়াজ বেরোবে । একেই বলা হয়ে থাকে *ঢাকে কাঠি পড়া* অর্থাৎ *বৃহৎ কাড়া-নাকাড়া বেজে ওঠা* । সবখানে এক বাদ্যধ্বনি মুখরিত হোক, *"আমরা এক, আমরা এক"* , তখনই

তোমরা বলতে পারবে, প্রত্যক্ষতার কাড়া বেজেছে।

এখন, প্রত্যেক দেশে ব্যান্ড বেজেছে। কাড়া-নাকাড়া বাজতে হবে এখন। ব্যান্ড খুব ভালো বাজানো হয়েছে, সেইজন্য বিভিন্ন দেশের নিমিত্ত হওয়া আত্মারা ভ্যারাইটি ব্যান্ড বাজাচ্ছে দেখে আর শুনে বাপদাদা পুলকিত হয়েছেন। ভারতের ব্যান্ডও তিনি শুনেছেন। ব্যান্ডের আওয়াজ আর ঢাকের আওয়াজে ফারাক আছে। মন্দিরে ব্যান্ডের বদলে তারা ঢাক বাজায়। এখন বুঝেছো তোমরা কি করতে হবে তোমাদের? সংগঠিত রূপের আওয়াজ অতি প্রবল। এখনও যদি একজন *হাঁ জী* বলে, আর তারপরে যদি সবাই মিলে *হাঁ জী* বলে, তাহলে ফারাক তো হবেই, তাই না? *ইনিই এক, শুধু ইনিই এক, একমাত্র এক*। এই জোরালো আওয়াজ সর্বত্র একই সময়ে বার হওয়া উচিত। যখন তোমরা টিভিতে, রেডিওতে, সংবাদপত্রে দেখবে, লোকমুখে শুনবে, শুধু প্রবলভাবে এই একই আওয়াজ হবে। ইন্টারন্যাশনাল আওয়াজ হতে দাও, তাই তো বাপদাদা জীবন সাথীদের দেখে খুশি হন। যাঁর এত জীবনসাথী এবং প্রত্যেকে মহান, তখন সর্বকার্য হয়েই আছে। শুধু বাবা নিমিত্ত হয়ে শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রালব্ধ অর্জন করতে তোমাদের সমর্থ বানাচ্ছেন। আচ্ছা!

এখন তো মিলনের সীজন। পোল্যান্ডের বাচ্চারা সব চেয়ে ছোট এবং হারানিধি। ছোট বাচ্চারা সবসময় প্রিয় হয়। তোমরা যারা পোল্যান্ডের, তোমাদের এই নেশা থাকে যে তোমরা সবচেয়ে বেশি হারানিধি বাচ্চা, তাই না! সব সমস্যাকে বশীভূত করে তবুও তো পৌঁছে গেছ, তাই না! একেই বলা হয় গভীর নিষ্ঠা। গভীর নিষ্ঠা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সমাপ্ত করে। তোমরা বাপদাদারও এবং পরিবারেরও প্রিয়। পোল্যান্ড এবং পর্তুগাল, দুই দেশেরই গভীর ভালোবাসা আছে। তোমরা না দেখেছো ভাষা আর না দেখেছো অর্থ, কিন্তু তোমাদের প্রীতি তোমাদের উড়তে সমর্থ বানিয়েছে। যেখানে স্নেহ আছে, সেখানে তোমাদের অবশ্যই সহযোগ প্রাপ্ত হয়। অসম্ভব থেকে সবকিছু সম্ভব হয়ে যায়। সুতরাং, বাপদাদা এইরকম সুইট বাচ্চাদের স্নেহ দেখে আনন্দিত হন এবং নিষ্ঠাভরে সেবা করে নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদের ধন্যবাদ জানান। তোমরা ভালোবাসার সাথে খুব ভালো মেহনত করেছে।

কার্যতঃ, এই বছর সবাই খুব ভালো গ্রুপ নিয়ে এসেছে। যেমনই হোক এইসব দেশগুলোর নিজস্ব বিশেষত্ব আছে এবং এই কারণে বাপদাদা বিশেষভাবে তাদের দেখছেন। সকলেই নিজের নিজের সেবাস্থানের খুব ভালো বৃদ্ধি করেছে, আর এইজন্য বাপদাদা জায়গাগুলোর নাম উল্লেখ করেন না। যাই হোক, সব জায়গারই নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। মধুবন পর্যন্ত পৌঁছানো, এটাই সেবার বিশেষত্ব। চারিদিকের সব নিমিত্ত বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ স্নেহের পুষ্প উপহার দিচ্ছেন। সর্বত্র ইকনমির ওপর-নীচ হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এত আত্মাদের উড়িয়ে নিয়ে এসেছো। এটাই ভালোবাসার সাথে মেহনতের লক্ষণ। এটাই সফলতার লক্ষণ। সুতরাং, তোমাদের প্রত্যেকের নামসহ স্নেহপুষ্প গ্রহণ করা উচিত। যারা আসেনি তাদের থেকে স্মরণের অনেক পত্রমালা এসেছে। সুতরাং বাপদাদা আকার রূপে না পৌঁছানো বাচ্চাদেরও স্নেহভরা স্মরণ দিচ্ছেন। চতুর্দিক থেকে আসা বাচ্চাদের স্মরণের রেসপন্স দিচ্ছেন। তোমরা সবাই স্নেহী। বাপদাদার জীবনসাথী, তোমরা কাছের রত্নরাজি, যারা জীবনসাথীর দায়িত্ব সদা পূরণ করে, আর এই কারণে স্মরণ-পত্রের এবং মেসেজারের আগে তোমাদের স্মরণ বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে এবং এখনো তাঁর কাছে পৌঁছানো অব্যাহত আছে। তোমরা বাচ্চারা এইরকম সেবার জন্য প্রবল আগ্রহ জাগাও। বাবার থেকে তোমরা যে শান্তি আর খুশির খাজানা লাভ করেছে, তা' সকল আত্মাদের খুব ক'রে বিতরণ করো। সকল আত্মার এটাই আবশ্যিক, প্রকৃত খুশি আর প্রকৃত শান্তির। খুশির জন্য মানুষ কতো সময়, অর্থ এবং শারীরিক শক্তিও শেষ করে দেয়। হিঙ্গি হয়ে যায়। এখন তাদের হ্যাপি বানাও। সবার আবশ্যিকতা পূরণ করে অল্পপূর্ণার ভান্ডার হও। এই সন্দেশ (বার্তা) বিদেশের সব বাচ্চাদের পাঠিয়ে দাও। বাপদাদা সব বাচ্চাদের মেসেজ দিচ্ছেন। কিছু বাচ্চা এমনও আছে যারা অসতর্কতা বশতঃ চলতে চলতে তীব্র পুরুষাথী হওয়া থেকে ধীরগতির পুরুষাথী হয়ে যায়। আর কেউ কেউ মাঝে মাঝে মায়ার চক্রে ধরা পড়ে যায়। তারপরে, যখন আটকা পড়ে, তারা অনুতাপ করে। মায়ার আকর্ষণে প্রথমে তো ঘূর্ণাবর্তের মতো লাগে না, বরং আরামপ্রদ মনে হয়। কিন্তু যখন চক্রে ফঁসে যায় তখন তারা সচেতন হয়, আর সচেতন হওয়ার কারণে বাবাকে বলে, বাবা কি করবো? এমন চক্রে বশ হওয়া বাচ্চাদের থেকেও অনেক পত্র পান বাবা। বাপদাদা এমন বাচ্চাদেরও স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন, এবং আবারও একবার এটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। ভারতে একটা প্রবাদ আছে, রাতের ঘর-ভোলা যদি দিনে ঘরে ফিরে আসে, তবে তাকে ভোলা বলা যায় না। যদি তোমরা এইভাবে আবারও একবার উদ্ধুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানদীপ্ত হও, তবে অতীত অতীতই হয়ে যায়। আবার নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহ, নতুন জীবন অনুভব ক'রে সামনে এগিয়ে যেতে পারো।

বাপদাদা তোমাদের তিনবার ক্ষমা করেন। তিনবার হলেও চান্স দেন, এইজন্য কোনও সঙ্কোচ করার দরকার নেই। যদি তোমাদের স্নেহ থাকে তবে সঙ্কোচ বাদ দিয়ে তোমরা যদি ফিরে আসো, আবারও নিজের উন্নতি করতে পারো। এইরকম

বাচ্চাদেরও এই সন্দেশ বিশেষভাবে দাও । কেউ কেউ তাদের সার্কমস্ট্যান্সের কারণে আসতে পারেনা, হতাশার ফলে তারা খুব মরিয়া হয়ে বাবাকে স্মরণ করছে । বাপদাদা সব বাচ্চাদের প্রকৃত হৃদয় সম্পর্কে জানেন । যেখানে প্রকৃত হৃদয় আছে, সেখানে আজ নয়তো কাল অবশ্যই সফল হবে । আচ্ছা !

বাপদাদার সামনে সবাই ডবল বিদেশি । এটা তাদেরই সীজন, তাই না ! যাদের সীজন তাদের প্রথমে খাওয়ানো হয়ে থাকে । যারা সবাই দেশের অর্থাৎ যারা ভাগ্যবান আত্মা, যারা এই দেশের, তাদের এই অ্যাডিশনাল নেশাও থাকে, এই ভূমির হওয়ার অর্থাৎ তারা বাবার অবতরণ ভূমিবাসী । এইরকম সেবা সঞ্চালিত হয় যেখানে, সেই ভারতভূমির, বাবার অবতরণ ভূমির এবং তোমাদের ভবিষ্যতের রাজ্যভূমির সমস্ত বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন, কারণ সবাই নিজ নিজ নির্ধা, উৎসাহ-উদ্দীপনা অনুযায়ী সেবা করেছে, আর সেবা করার কারণে অনেক আত্মাদের বাবার কাছে নিয়ে এসেছে । এইজন্য সেবার রিটার্ণে বাপদাদা সমস্ত বাচ্চাদের স্নেহপুষ্পের স্তবক দিচ্ছেন । তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছেন । তোমরাও পুষ্পস্তবক দিয়ে সবাইকে স্বাগত জানাও, তাই না ! সুতরাং বাবা তোমাদের সবাইকে ফুলের তোড়াও দিচ্ছেন এবং তোমাদেরকে সাফল্যের ব্যাজ লাগিয়ে দিচ্ছেন । বাপদাদার থেকে পাওয়া ব্যাজ এবং ফুলের তোড়া তোমরা প্রত্যেকে নিজের নামে গ্রহণ করো । আচ্ছা !

জোনের (zone) ইনচার্জ দাদীরাই চেয়ারম্যান । চেয়ারম্যান অর্থাৎ সদা সীটে সেট হওয়া, যারা তাদের সীটে সদা সেট থাকে, তাদেরই বলা হয় চেয়ারম্যান । চেয়ারের সাথে তোমরা নিয়ারও (near) অর্থাৎ কাছেরও তোমরা । সেইজন্য তোমরা সদা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রতি পদে বাবার সাথী । বাবার কদম আর তাদের কদম সদা এক । বাবার প্রতি পদে তোমরা পদক্ষেপ করো, সেইজন্য প্রতি পদে সদাসর্বদার সাথীদের পদম-পদম-পদমগুন স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন এবং অতি সুন্দর হীরের শতদল (পদ্ম) বাবার থেকে তোমাদের স্বীকার করে নিতে হবে । মহারথীদের মধ্যে ভাইরাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । পাণ্ডব সদা শক্তির সাথী । পাণ্ডবদের সবসময় খুশি থাকে যে বাবার যা কাজ, তা' শক্তিসেনা এবং পান্ডবসেনা উভয়ে একসাথে মিলে নিমিত্ত হয়ে সাফল্য নিয়ে আসা সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে । এই কারণে পান্ডবরাও কম নয়, পান্ডবরাও মহান । প্রত্যেক পান্ডবের বিশেষত্ব তার নিজের, সবাই তোমরা বিশেষ সেবা করছে এবং সেই বিশেষত্বের আধারে, বাবা আর পরিবারের সামনে তোমরা বিশেষ আত্মা, সেইজন্য বাপদাদা এমন সেবার নিমিত্ত তোমরা সব বিশেষ আত্মাদের বিজয় তিলক দ্বারা বিশেষভাবে স্বাগত জানাচ্ছেন । বুঝেছো তোমরা ? আচ্ছা -

এখন সবাই তোমরা সবকিছু পেয়ে গেছ, তাই না ? কমল, তিলক, ফুলের তোড়া, ব্যাজ সবকিছু পেয়ে গেছ তো ? ডবল বিদেশিদের কতোভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে ! সময়ের আগেই প্রত্যেকে স্মরণ-স্নেহ লাভ করেছে । সে যাই হোক, ডবল বিদেশী এবং স্বদেশী, তোমরা সব বাচ্চারা সদা উন্নতি করতে থাকো আর বিশ্ব পরিবর্তন করে সদাসর্বদা খুশির দোলায় দুলতে থাকো । এইরকম বিশেষ সেবাবাহারী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

ত্রিনিদাদ গ্রুপের সাথে :- নিজেদের সদা সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মা মনে করো ? ব্রাহ্মণদের সবসময় উঁচু শিখার প্রতীক রূপে দেখানো হয় । বাবা উঁচু থেকেও উঁচুতম, সময়ও উঁচু থেকে উঁচু, সুতরাং তোমরা নিজেরাও উঁচু । যারা সদা উঁচু স্থিতিতে স্থিত থাকে তারা নিজেরা নিজেদের সদাই ডবল লাইট অনুভব করে । তাদের কোনোরকম বোঝা থাকেনা, না সম্বন্ধের, না নিজের কোনো পুরানো স্বভাব সংস্কারের । একেই বলা হয় সর্ব সম্বন্ধ থেকে মুক্ত । এতটাই ফ্রী তোমরা ! সমস্ত গ্রুপ নির্বন্ধন গ্রুপ । আত্মা হিসেবেও এবং শরীরের সম্বন্ধ থেকেও । নির্বন্ধন আত্মা কি করবে ? তারা সেন্টার দেখভাল করবে, তাই না ? সুতরাং কতো সেবাকেন্দ্র খোলা উচিত ? তোমাদের টাইমও আছে আর তোমরা ডবল লাইটও, সুতরাং তোমরা অন্যদের নিজের সমান বানাবে, তাই না ? তোমরা যা পেয়েছো, সেসব অন্যকেও দিতে হবে । তোমরা বুঝতে পারো, তাই না, যে আজকের বিশ্বের আত্মাদের এই অনুভবের কতো আবশ্যিকতা আছে ! এমন সময়ে, তোমরা প্রাপ্তিস্বরূপ আত্মাদের কি কর্তব্য ! সুতরাং, এখন সেবার আরও বৃদ্ধি হতে দাও । এমনভাবেই ত্রিনিদাদ সম্পন্ন দেশ, সুতরাং ত্রিনিদাদ সেন্টার থেকে স্টুডেন্টের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হওয়া উচিত । তোমাদের আশেপাশে অনেক এরিয়া আছে, তাদের জন্য করুণার উদ্রেক হয়না ? সেন্টারও খোলা আর বড়ো মাইকও আনো । এত সাহসী আত্মারা যা চায় তাই করতে পারে । শ্রেষ্ঠ আত্মাদের দ্বারা যা শ্রেষ্ঠ সেবা হবে, তা' পূর্ব নির্ধারিত । আচ্ছা !

বরদান:- *বরদান:- ভ্যারাইটি অনুভূতি দ্বারা সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর থেকে বিম্বজিৎ ভব*

রোজ অমৃতবেলায়, উৎসাহ-উদ্দীপনার ভ্যারাইটি পয়েন্টস সারা দিনের জন্য তোমাদের বুদ্ধিতে ইমার্জ করো । প্রতিদিনের মুরলি থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনার পয়েন্টস নোট করো, সেই ভ্যারাইটি পয়েন্টস

উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়াবে । মনুষ্য আত্মা ভ্যারাইটি পছন্দ করে । সুতরাং, তোমরা জ্ঞানের পয়েন্ট মনন করো বা রুহরিহান করো, ভ্যারাইটি রূপের সাথে জিরো হয়ে নিজের হিরো পার্টের স্মৃতিতে থাকো, তাহলে উদ্যম-উৎসাহে ভরপুর থাকবে এবং সব বিষয় সহজে সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান:-

***স্লোগানঃ - নিজের স্থিতিকে এমন শান্তিপ্রিয় বানাও যাতে ক্রোধের ভূত দূর থেকে পালিয়ে যায়* ।**

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বুদ্ধিকে এদিকে ওদিকে না চালিয়ে ঘরে বাবাকে স্মরণ করো, দূর দূরান্তে বুদ্ধিকে নিয়ে যাও - একেই স্মরণের যাত্রা বলা হয়!"

প্রশ্ন:- যে বাচ্চারা মনের সততা নিয়ে বাবাকে স্মরণ করে তাদের লক্ষণ কি হবে?

উত্তর:- ১) মনের সততা নিয়ে যে বাচ্চারা স্মরণ করবে তাদের দ্বারা কোনো বিকর্ম হতে পারে না। তাদের দ্বারা এমন কোনো কর্ম হবে না যার ফলে বাবার অসম্মান হয়। তাদের ম্যানার্স খুব ভালো হয়। ২) তারা ভোজনে বসেও স্মরণে থাকবে। ঠিক সময়ে তাদের ঘুমও ভেঙে যাবে। তারা খুব সহিষ্ণু হবে, খুব মধুর হবে। বাবার কাছে কোনো কথা লুকাবে না।

গীত:- আমাদের তীর্থ হল অনুপম.....

ওম শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান, কেউ নিরাকার বাবাকে বুঝবে, কেউ সাকার বাবাকে বুঝবে, কেউ মাতা পিতাকে বুঝবে। এই মাতা পিতা বোঝাচ্ছেন, তবুও মাতা ও পিতা হলেন পৃথক। যদি নিরাকার বোঝানো হয় তো নিরাকার ও সাকার দুই-ই পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু বোঝাচ্ছেন যিনি তিনি হলেন পিতা। তোমরা বাচ্চারাও এই কথা জানো যে দৈহিক বা জাগতিক তীর্থ এবং রূহানী তীর্থ আছে। ঐ জাগতিক তীর্থ হল অর্ধকল্পের জন্যে, যদি বলা হবে জন্ম জন্মান্তর ধরে চলছে তাহলে এমন হল যে শুরু থেকে এমনই চলছে, অনাদি রূপে। এমন তো নয় তাই অর্ধকল্প বলা হয়েছে। এখন বাবা এসে এই তীর্থ গুলির রহস্য বুঝিয়েছেন। মন্মনাভব অর্থাৎ রূহানী তীর্থ। নিশ্চয়ই আত্মাদেরই বোঝান এবং যিনি বোঝান তিনি হলেন পরম পিতা। আর কেউ বোঝাতে পারেনা। প্রত্যেকে নিজের নিজের ধর্ম স্থাপকের তীর্থে যায়। এও অর্ধকল্পের প্রচলিত প্রথা। সবাই তীর্থ করে কিন্তু কেউ সদগতি দিতে পারেনা। নিজেরাই বার বার তীর্থ করতে যেতে থাকে। অমরনাথ, বদ্রীনাথ ইত্যাদি স্থানে প্রতি বছর তীর্থ করতে বেরিয়ে চার ধাম ঘুরে আসে। এখন এই রূহানী তীর্থ যাত্রা শুধু মাত্র তোমরা জানো। রূহানী সুপ্রিম বাবা বুঝিয়েছেন মন্মনাভব এবং দৈহিক বা জাগতিক তীর্থ ইত্যাদি সব ত্যাগ করো, আমায় স্মরণ করো তাহলে তোমরা প্রকৃতরূপে স্বর্গে গমন করবে। যাত্রা অর্থাৎ আসা যাওয়া করা। সে তো এখনই হয়। সত্যযুগে যাত্রা হয়না। তোমরা সদকালের জন্যে স্বর্গ আশ্রমে গিয়ে বসবে। এখানে তো শুধু নাম রাখা হয়। বাস্তবে স্বর্গ আশ্রম এখানে নেই। স্বর্গ আশ্রম সত্যযুগ কে বলা হয়। নরক কে এমন নাম দেওয়া যাবে না। নরকবাসী নরকেই থাকে, স্বর্গবাসী স্বর্গে থাকে। এখানে তো দৈহিক তীর্থ করে ফিরে আসে। এইসব বেহদের (অসীমের) বাবা বুঝিয়ে দেন। বাস্তবে প্রকৃত সত্য বেহদের গুরু হলেন একজন-ই। বেহদের পিতাও হলেন একজন। যদিও বলা হয় আগা খাঁ গুরু, কিন্তু তিনি কোনো গুরু নন। সদগতি দাতা তো নন, তাইনা! যদি সদগতি দাতা হতেন তাহলে নিজের গতি-সদগতি করবেন। তাকে গুরু বলা হবে না। শুধু নাম রাখা হয়েছে। শিখরা বলে থাকে সদগুরু অকাল। বাস্তবে সত্য শ্রী অকাল হলেন একমাত্র পরমাত্মা যাঁকে সদগুরুও বলা হয়। তিনিই সদগতি প্রদান করতে পারেন। ইসলামী, বৌদ্ধি বা ব্রহ্মা ইত্যাদি করতে পারেন না। যদিও বলা হয় গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু। এবারে গুরু ব্রহ্মা বলা যেতেও পারে কিন্তু গুরু বিষ্ণু, গুরু শঙ্কর তো হতে পারেনা। অবশ্য গুরু ব্রহ্মার নাম আছে। কিন্তু ব্রহ্মা গুরুর কেউ গুরু তো হবে তাইনা। সত্য শ্রী অকালের কোনো গুরু নেই। তিনি হলেন একমাত্র সদগুরু। বাকি আর কেউ গুরু বা ফিলোসফার অথবা স্পিরিচুয়াল নলেজ প্রদানকারী নেই, একজন ছাড়া। বুদ্ধ ইত্যাদি তো নিজের পিছনে সবাইকে নিয়ে আসেন। তাদের রজো তমোতে আসতেই হয়। তারা কেউ সদগতির জন্যে আসেননি। সদগতি দাতা একজনের নামই প্রচলিত আছে, যাঁকে আবার সর্বব্যাপী বলা হয়েছে। তাহলে গুরু করার কি দরকার। আমিও গুরু, তুমিও গুরু, আমিও শিব, তুমিও শিব - এর দ্বারা তো কারো পেট ভরে না। বাকি হ্যাঁ, পবিত্র বলে তাদের সম্মান থাকে, সদগতি দিতে পারে না। তিনি তো হলেন একজনই, যাঁকে সত্য প্রকৃত গুরু বলা হয়। গুরু তো অনেক রকমের হয়। শিক্ষা প্রদানকারী উস্তাদকেও গুরু বলা হয়। ইনিও হলেন উস্তাদ। মায়া'র সঙ্গে যুদ্ধ করা শেখান। বাচ্চারা, তোমাদের ত্রিকালদর্শীর নলেজ আছে, যার দ্বারা তোমরা চক্রবর্তী হও। সৃষ্টির চক্রকে যে জানে সে চক্রবর্তী রাজা হয়। ড্রামার চক্রকে বা কল্প বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে জানা, একই কথা। চক্রের চিহ্নটি অনেক শাস্ত্রে লেখা আছে। ফিলোসফির আলাদা বই থাকে। বই তো অনেক রকমের হয়। এখানে তোমাদের কোনো বই এর দরকার নেই। তোমাদের বাবা যা শেখাচ্ছেন, সেসব বুঝতে হবে। পিতার সম্পত্তিতে সব বাচ্চাদের অধিকার থাকে। কিন্তু স্বর্গে সবার একরকম সম্পত্তি তো হবে না। রাজত্ব তাদের যারা বাবার আপন হয়। বাবা বলা, অল্প জ্ঞান শোনা মাত্রই অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নম্বর অনুযায়ী। কোথায় বিশ্বের মহারাজা, কোথায় প্রজা দাস দাসী। এখন সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে।

বাবার আপন হলে স্বর্গের বর্ষা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়। বর্ষা প্রাপ্ত হয় বাবার কাছে। এই সব হল নতুন কথা, তাই মানুষ বুঝতে পারেনা। বাবা বোঝান সত্যযুগে বিকার হয়না। মায়া-ই নেই তো বিকার কোথা থেকে আসবে। মায়ার রাজত্ব আরম্ভ হয় দ্বাপর থেকে। এ হল রাবণের ৫-টি শৃঙ্খল। সেখানে এইসব হয়না। বেশী ডিসকাস করার প্রয়োজন নেই। স্বর্গ হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। বাকি সন্তান উৎপত্তির কথা, সিংহাসনে বসার কথা, মহল ইত্যাদি তৈরি করার কথা যা প্রচলিত পদ্ধতি থাকবে - সেসব অবশ্যই ভালো হবে কারণ সেটা হল স্বর্গ।

বাবা বোঝান - বাচ্চারা, এই রুহানী যাত্রায় তোমাদের নিরন্তর বুদ্ধিযোগে যুক্ত থাকতে হবে। এ খুব সহজ। ভক্তিমার্গেও সকালে উঠতে হয়। জ্ঞান মার্গেও সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর কোনো বই ইত্যাদি পড়তে হবেনা। বাবা বলেন শুধু আমায় স্মরণ করো কারণ এখন ছোট বড় সবার সামনে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে। মৃত্যুর সময় বলা হয় - ভগবানকে স্মরণ করো। অন্তিম সময়ে যদি ভগবানের নাম স্মরণ করবেনা তো স্বর্গে যেতে পারবে না। তাই বাবা বলেন - মন্বন্তাভব। এই দেহকেও স্মরণ করবে না। আমরা আত্মারা হলাম অ্যাক্টর, শিববাবার সন্তান। অবিরাম স্মরণে থাকতে হবে। ছোট বাচ্চাদের বলা হবে না যে ভগবানকে স্মরণ করো। এখানে সবাইকে বলা হয় কারণ সবাইকে বাবার কাছে যেতে হবে, বাবার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে। কারো সঙ্গে লড়াই- ঝগড়া করবে না। এ হল খুব ক্ষতিকর। কেউ কিছু খারাপ কথা বললে না শোনার ভান করবে, লড়াই করতে উদ্যোগী হবেনা। সব কথায় সহিষ্ণু হওয়া উচিত এবং তারপরে বুঝতে হবে বাবা, পিতাও হলেন তিনি, ধর্মরাজও হলেন তিনি। যে বিষয়ই আসুক, তোমরা বাবাকে রিপোর্ট কর। তারপরে ধর্মরাজের কাছে পৌঁছে যাবে এবং সাজা ভোগ করার অধিকারী হবে। বাবা বলেন আমি সুখ প্রদান করি। দুঃখ বা শাস্তি দেন ধর্মরাজ। সাজা দেওয়ার অধিকার আমার নেই। আমায় এসে তোমরা বলো, সাজা দেবেন ধর্মরাজ। বাবাকে বললে হালকা হয়ে যাবে কারণ ইনি হলেন রাইট হ্যান্ড। সদগুরুর নিন্দুক ঠাই পায় না কোথাও। জাজমেন্ট তো ধর্মরাজ দেবেন যে দোষটা কার? ওঁনার কাছে কিছুই লুকানো থাকে না। বলবে ড্রামা অনুসারে ভুল করি, কল্প পূর্বেও এমন করেছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে ভুল করতেই থাকবে। তাহলে নির্ভুল হবে কিভাবে? ভুল হলে ক্ষমা চাইতে হবে। বেঙ্গলে কাউকে পা দিয়ে হোঁচট লাগলে তখনই ক্ষমা চাওয়া হয়। এখানে তো একে অপরকে গালাগালি করে। ম্যানার্স খুব ভালো হওয়া উচিত। বাবা তো অনেক শেখান, কিন্তু বোঝে না তখন ধরে নেওয়া হয় এদের রেজিস্টার খারাপ। নিন্দা করলে পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে। জন্ম জন্মান্তরের বিকর্মের বোঝা তো আছেই। সেই কর্মের শাস্তি তো ভোগ করতেই হবে। তারপরে এখানে থেকেও যদি বিকর্ম করা হয় তবে তার এক শত গুণ শাস্তি প্রাপ্ত হয়। শাস্তি তো ভোগ করতেই হবে। যেমন বাবা কাশী কলবট (কাশীতে একটা ছোড়া ভর্তি কুঁয়ো ছিল, তাতে পাপ খন্ডনের জন্য ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দিত) বিষয়টি বোঝান। সেটা হল ভক্তিমার্গের। এ হল জ্ঞান মার্গের কথা। এক তো আগেকার বিকর্ম আছে, তারপরে এই সময় যা বিকর্ম করা হয় তার দন্ড একশত গুণ হয়ে যায়। খুব কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। বাবা তো প্রতিটি কথা বোঝান। কোনো রকম পাপ করো না, নষ্ট মোহ হও। পরিশ্রম আছে অনেক! এই মাশ্চা-বাবাকে স্মরণ করবে না। এঁদের স্মরণ করলে জমা হবে না। এঁনার(ব্রহ্মা বাবা) মধ্যে শিববাবা আসেন তাই স্মরণ করতে হবে শিববাবাকে। এমন নয় যে এঁনার মধ্যে শিববাবা আছেন তাই এঁনাকে স্মরণ করতে হবে। না, শিববাবাকে ঐ পরমধামে স্মরণ করতে হবে। শিববাবা এবং সুইট হোম (পরমধাম) কে স্মরণ করতে হবে। জিনের মতন বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে - শিববাবা পরমধামে থাকেন, শিববাবা এখানে এসে জ্ঞান প্রদান করেন, কিন্তু শিববাবাকে আমাদের স্মরণ করতে হবে পরমধামে, এখানে নয়। বুদ্ধি দূরে যাওয়া উচিত, এখানে নয়। শিববাবা তো চলে যাবেন। শিববাবা একমাত্র এনার মধ্যেই আসেন। মাশ্চার মধ্যে ওঁনাকে দেখা যাবে না। তোমরা জানো এ হল বাবার রথ, কিন্তু এঁনার চেহারা দেখবে না। বুদ্ধি যেন ওখানে ঝুলে থাকে। বুদ্ধি এখানে থাকলে অত মজা অনুভব হবে না। এখানকার যাত্রা কোনো যাত্রা নয়। তোমাদের যাত্রার গন্তব্য স্থল হল পরমধাম। এমন নয় ব্রহ্মবাবাকেই দেখতে থাকবে কারণ, এঁনার মধ্যে শিব আছেন। তাহলে উপরে যাত্রার অভ্যাস হবেনা। বাবা বলেন আমাকে পরমধামে স্মরণ করো, বুদ্ধিযোগ ঐখানে লাগাও। অনেক বুদ্ধি হীন ভাবে ব্রহ্মাবাবাকেই বসে দেখো। আরে, বুদ্ধি সুইট হোমে যুক্ত করতে হবে। শিববাবা তো সবসময় রথে বিরাজিত থাকবেন না। এখানে এসে কেবল সার্ভিস করবেন। বাহনে বসে সার্ভিস করে নেমে যাবেন। ষাঁড়ের উপরে বসে সর্বদা যাত্রা সম্ভব নয়। তাই বুদ্ধি পরমধামে থাকা উচিত। বাবা আসেন, মুরলী পড়িয়ে চলে যান। ব্রহ্মাবাবার বুদ্ধিও ঐখানে থাকে। সঠিক পথ ধরা উচিত। তা নাহলে ক্ষণে ক্ষণে পাট থেকে নীচে নেমে যায়। এখন তো সময় কম আছে। এঁনার মধ্যে শিববাবা উপস্থিত না থাকলে স্মরণ কেন করা হবে? মুরলী তো ইনিও অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবাও শোনাতে পারেন, এঁনার মধ্যে কখনও আছেন, কখনও নেই। কখনও রেস্ট করেন। তোমরা স্মরণ ঐখানে করো। কখনও কখনও বাবা ভাবেন - ড্রামা অনুসারে কল্প পূর্বে আজকের দিনে যে মুরলীটি চলে ছিল সেইটিই গিয়ে চালাব। তোমরাও বলতে পারো যে কল্প পূর্বে বাবার কাছে যত বর্ষা প্রাপ্তি হয়েছিল, ততই প্রাপ্ত হবে। শিববাবার নাম তো অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু এইভাবে কেউ স্মরণে আসবে না। বাবা নিশ্চয়ই স্মরণে আসবেন। বাবার-ই পরিচয় দিতে হবে।

এমন নয়, বসে শুধু ঈনাকে দেখতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন - শিববাবাকে স্মরণ করো, তা নাহলে পাপ হবে। অবিরাম বাবাকে স্মরণ করতে হবে, নাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। এ হল খুব উঁচু লক্ষ্য। মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয়। এমন নয়, ভোজনে বসে স্মরণ করে, হয়ে গেল শেষ, আর থাওয়া শুরু করবে। না, পুরো সময় স্মরণ করতে হবে। পরিশ্রম আছে। এমনই কি উঁচু পদ প্রাপ্ত হয়ে যাবে ! তবেই তো দেখা কোটিতে কেবল ৮ রত্ন পাস করে। লক্ষ্য খুব উচ্চ। বিশ্বের মালিক হওয়া, এ কথা তো কারো বুদ্ধিতে থাকবে না। ঈনার বুদ্ধিতেও ছিল না। এখন এটাই ভাবো, কাদের ৮৪ জন্ম হয় ? নিশ্চয়ই যাঁরা প্রথমে আসেন তাঁরা হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। এসব হল বিচার সাগর মন্থন করার বিষয়। বাবা বোঝান - হাত রইবে কাজে, মন বাবার সাথে (হাথ কার ডে, দিল য়ার ডে)। যতই ব্যবসা ইত্যাদিতে থাকো, কিন্তু নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এ হল যাত্রা। তীর্থে গেলাম ফিরে এলাম, এ তা নয়। অনেক মানুষ তীর্থ করে, এখন তো সেখানেও দূষণ বেড়েছে। তা নাহলে তীর্থ স্থানে কখনও বেশ্যালয় থাকে না। এখন কত ব্রষ্টাচার হয়েছে। সনাতন তো একজনও নেই। কথায় কথায় কটু কথা বলতে আরম্ভ করে দেয়। আজকে যে চীফ মিনিস্টার আছে, কাল তাকেও আসন থেকে নামিয়ে দেয়। মায়ার দাস হয়ে যায়। টাকা পয়সা জমা করে, বাড়ি বানায়, ধন সম্পদের জন্যে চুরি ইত্যাদিও করে। তোমরা এখন স্বর্গে যাওয়ার জন্যে রেডি হচ্ছ। স্বর্গ-ই স্মরণে আসা উচিত। ধারণাও সেরকম হওয়া উচিত। মুরলী (খাতায়) লিখে রিভাইস করা উচিত। অবসর সময় তো থাকেই। রাত্রে অনেক সময় থাকে। রাত্রে জাগো, তাহলে অভ্যাস হয়ে যাবে। যে প্রকৃত ভাবে বাবাকে স্মরণ করবে তার চোখ আপনা থেকেই খুলে যাবে। বাবা নিজের অনুভব থেকে বলেন। কিভাবে রাত্রে চোখ খুলে যায়। এখন তো ঘুমানোর জন্যে কত পুরুষার্থ করে। হ্যাঁ, স্থূল কাজ করলে শরীর ক্লান্ত হয়। বাবার রথও দেখো কত পুরানো হয়েছে। ভাবো, বাবা পতিত দুনিয়ায় এসে কত পরিশ্রম করেন ! ভক্তি মার্গেও পরিশ্রম করতেন, এখনও পরিশ্রম করেন। শরীরও পতিত, তাই দুনিয়াও পতিত। বাবা বলেন আমি অর্ধকল্প খুব আরামে থাকি, কোনো রকম ভাবনা করতে হয়না। ভক্তি মার্গে খুব বেশি ভাবনা করতে হয় তাই বাবাকে দয়ালু বলা হয় - গায়ন আছে। ওশান অফ নলেজ, ওশান অফ ক্লিস, কত মহিমা করা হয়। সেই বাবা এখন আমাদের পড়ান, অন্য কেউ পড়াতে পারে না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কারো সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন নেই, কেউ খারাপ কিছু বলে দিলে না শোনার ভান করবে। সহিষ্ণু হতে হবে। সদগুরুর নিন্দা করা হবে না।

২) নিজের রেজিস্টার খারাপ হতে দেবে না। ভুল হলে বাবাকে বলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। ঐখানে (উপরে) স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- উপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারা সহিষ্ণুতার অবতার ভব*

ব্যাখা: অনেক বাচ্চাদের সহ্য শক্তি কম থাকে তাই ছোট ছোট কথাতেও চেহারা বদলে যায়, তারপরে ঘাবড়ে গিয়ে স্থান পরিবর্তন করার কথা ভাবে অথবা যার কারণে বিরক্ত হয় তাদের বদলাবার কথা ভাবে। অন্যদের পরিবর্তন করার বদলে নিজেকে বদলাও, সহিষ্ণুতার অবতার হয়ে যাও। সবার সঙ্গে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে শেখো।

স্লোগান:- পরমার্থের (ঐশ্বরীয় পথের) আধারে অপরের সাথে আচার - আচরণ করা- এটাই হল যোগী-র লক্ষণ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতো স্মরণে থাকবে, পবিত্র হবে, ততই পারলৌকিক মাতা - পিতার আশীর্বাদ পাবে, এই আশীর্বাদ পেলে তোমরা সদা সুখী হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :-- বাবা সকল বাচ্চাদের কোন্ রায়(উপদেশ) দিয়ে কুকর্ম থেকে বাঁচান ?

উত্তর :-- বাবা রায় দেন - বাচ্চারা, তোমাদের কাছে যা কিছু ধন - দৌলত আদি আছে, সে সব নিজের কাছেই রাখো কিন্তু ট্রাস্টি হয়ে চলো। তোমরা বলে এসেছ, হে ভগবান এই সবকিছুই তোমার। ভগবান সন্তান দিয়েছেন, ধন - দৌলত দিয়েছেন, এখন ভগবান বলছেন, এই সবকিছুর থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিয়ে ট্রাস্টি হয়ে থাকো, তোমরা শ্রীমতে চলো তাহলে কোনো কুকর্মই হবে না। তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

গীত :- মা - বাবার আশীর্বাদ নিয়ে নাও.....

ওম্ শান্তি। যে বাচ্চারা বলে আমাদের মুখ চলে না, বোঝাতে পারি না - তাদের সেন্টারের ব্রাহ্মণীরা কিভাবে শেখাবেন, এ কথা শিববাবা বোঝান। চিত্র দেখিয়ে বোঝানো তো খুবই সহজ। ছোটো বাচ্চাদের তো চিত্র দেখিয়েই বোঝাতে হয়, তাই না। এমন নয় যে, ক্লাসে সবাই এসে বসলো আর তোমরা মুরলী শুরু করে দিলে, না এমন নয়। বসে তারপর তাদের খুব ভালোভাবে বোঝানো উচিত। বাচ্চারা তো গান শুনেছে - এক হল পারলৌকিক মাতা - পিতা, যাঁকে মানুষ স্মরণ করতে থাকে, তুমিই মাতা - পিতা ----তিনিই হলেন এই সৃষ্টির রচয়িতা। তাহলে মাতা - পিতা অবশ্যই স্বর্গের রচনা করবেন। বাচ্চারা সত্যযুগে স্বর্গবাসী হয়। এখানকার মাতা - পিতা নিজেরাই নরকবাসী, তাহলে তারা সন্তানও নরকবাসীই জন্ম দেবেন। গানে বলা হয়েছে - মা - বাবার আশীর্বাদ নাও ----তোমরা জানো যে, এই সময়ের মা - বাবারা তো আশীর্বাদ দেন না। যাঁরা স্বর্গবাসী, তাঁরা আশীর্বাদ দেন, যে আশীর্বাদ অর্ধকল্প চলতে থাকে। তারপর অর্ধকল্প বাদে অভিশপ্ত হয়। তারা নিজেরাও পতিত হয় তাই বাচ্চাদেরও পতিত বানায়। একে তো আশীর্বাদ বলা যাবে না। অভিশম্পাত দিতে দিতে ভারতবাসী অভিশপ্ত হয়ে গেছে, কেবল দুঃখই দুঃখ, তাই তারা মাতা - পিতাকে স্মরণ করে। এখন সেই মাতা - পিতা আশীর্বাদ দিচ্ছেন। তিনি আমাদের পড়িয়ে পতিত থেকে পবিত্র বানাচ্ছেন। এখানে হলো আসুরী সম্প্রদায়, রাবণ রাজ্য। সেখানে হলো দৈবী সম্প্রদায়, রাম রাজ্য। রাবণের জন্মও এই ভারতেই। শিববাবা, যাঁকে রাম বলা হয়, তাঁর জন্মও এই ভারতেই। তোমরা যখন বাম মার্গে চলে যাও, তখন ভারতে রাবণ রাজ্য শুরু হয়ে যায়। তাই এই ভারতকেই পরমপিতা পরমাত্মা রাম এসে পতিত থেকে পবিত্র করেন। রাবণ এলে মানুষ পতিত হয়ে যায়। এমনও গাওয়া হয়, রাম গেলো, রাবণ গেলো, যাদের অনেক পরিবার। রামের পরিবার তো অনেক ছোটো। আর সব ধর্ম শেষ হয়ে যায়, সবার বিনাশ হয়ে যায়। বাকি তোমরা দেবী - দেবতারা থাকবে। তোমরা, যারা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, তারাই সত্যযুগে ট্রান্সফার হবে। তাই এখন তোমরা মা - বাবার আশীর্বাদ পাছ। মা - বাবা তোমাদের স্বর্গের মালিক বানান। সেখানে তো সুখই সুখ থাকে। এই সময় কলিযুগে কেবল দুঃখ, সকল ধর্মই দুঃখী। এখন কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ হবে। কলিযুগে তো কতো মানুষ, সত্যযুগে এতো মানুষ থাকবে না। যতো ব্রাহ্মণ হবে, তারাই আবার ওখানে দেবতা হবে। তারাও ত্রেতা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বলা হয় ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর

পূর্বে ভারতে সত্যযুগ ছিল। ক্রাইস্টের পূর্বে এবং ক্রাইস্টের পরে। সত্যযুগে তো একই ধর্ম এবং একই রাজ্য। ওখানে তো মানুষও খুব অল্প থাকবে। কেবল ভারত থাকবে, অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। সূর্যবংশীরাই কেবল থাকবে। চন্দ্রবংশীরা থাকবে না। সূর্যবংশীদের ভগবান - ভগবতী বলা হবে কেননা তাঁরা সম্পূর্ণ।

বাম্বারা, তোমরা জানো যে পতিত - পাবন হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা। চক্রের চিত্র দেখো, বাবা ওপরে বসে আছেন। তিনি ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করছেন। তোমরা এখন পড়ছো। যখন এই দেবতাদের রাজ্য থাকে, তখন অন্য কোনো ধর্ম থাকে না। এরপর অর্ধ কল্প বাদে বৃদ্ধি হতে থাকে। ওপর থেকে আত্মা আসতে - যেতে থাকে, বর্ণের পরিবর্তন হয়, জীবাশ্মা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্যযুগে থাকবে নয় লাখ, তারপর কোটি হবে, তারপর আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সত্যযুগে ভারত ছিলো শ্রেষ্ঠাচারী এখন ভারত ব্রষ্টাচারী। এমন নয় যে, সব ধর্মের মানুষ শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাবে। কতো বেশী মানুষ। এখানেও ব্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হতে কতো পরিশ্রম লাগে। প্রতি মুহূর্তে শ্রেষ্ঠাচারী হতে হতে বিকারে গিয়ে ব্রষ্টাচারী হয়ে যায়। বাবা বলেন যে আমি এসেছি তোমাদের কালো থেকে গৌর বর্ণের বানাতে, তোমরা প্রতি মুহূর্তে আবার পড়ে (অধঃপতিত) যাও। বেহদের বাবা তো তোমাদের সোজা কথা বলেন। তিনি বলেন, এখানে তোমরা কেন কুলের কলঙ্ক হও, মুখ কেন কালো করো। তোমরা কি সুন্দর হবে না? তোমরা অর্ধেক কল্প শ্রেষ্ঠ ছিলে, তারপর তোমাদের কলা কম হয়ে যায়। কলিযুগের অন্তে তো কলা একদম শেষ হয়ে যায়। সত্যযুগে কেবল একমাত্র ভারতই ছিলো। এখন তো সব ধর্ম আছে। বাবা এসে আবার সত্যযুগী শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি স্থাপন করেন। তোমাদেরও তাই শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে। কে এসে তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী বানান? বাবা হলেন গরীবের ভগবান। পয়সার বিষয় নয়। বেহদের বাবার কাছে যখন শ্রেষ্ঠ হতে যায় তখনো মানুষ বলে, তোমরা ওখানে কেন যাও। তারা কতো বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোমরা জানো যে এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের অনেক বিঘ্ন আসে। অবলাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়। কোনো কোনো স্ত্রীও অনেক বিরক্ত করে। বিকারের কারণে বিয়ে করে। এখন বাবা তোমাদের কাম চিতা থেকে উঠিয়ে জ্ঞান চিতায় বসিয়েছেন। এ হলো জন্ম - জন্মান্তরের চুক্তি। এই সময় হলো রাবণ রাজ্য। গভর্নমেন্ট কতো উৎসব পালন করে। রাবণকে জ্বালানো হয়, মানুষ সেই খেলা দেখতে যায়। এখন এই রাবণ কোথা থেকে এলো? রাবণের জন্ম তো ২৫০০ বছর হয়েছে। রাবণ সবাইকে শোক বাটিকায় বসিয়ে দিয়েছে। এখানে সবাই দুঃখীই দুঃখী। রাম রাজ্যে সবাই সুখীই সুখী হয়। এখন হলো কলিযুগের সমাপ্তি। বিনাশ সামনে উপস্থিত। এতো কোটি মানুষ মারা গেলে অবশ্যই তো লড়াই লাগবে। সর্ষের মতো সবাই পিষে মারা যায়। এখন দেখছো তার আয়োজন হচ্ছে। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। এই জ্ঞান আর কেউই দিতে পারে না। এই জ্ঞান বাবা এসেই দেন আর পতিতকে পবিত্র করেন। সন্নতি একমাত্র বাবা করেন। সত্যযুগে হলো সন্নতি। সেখানে গুরুর কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা এখন এই জ্ঞানের দ্বারা ত্রিকালদর্শী হও। সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের মধ্যে এমন জ্ঞান একদমই থাকবে না। তাই পরম্পরা অনুসারে এই জ্ঞান কোথা থেকে এলো? আর এখন হলো কলিযুগের সমাপ্তি। বাবা বলেন যে, এখন আমাকে স্মরণ করো। স্বর্গের রাজধানী স্থাপনকারী বাবা আর তাঁর অবিনাশী বর্সাকে স্মরণ করো। পবিত্র তো অবশ্যই থাকতে হবে। সেটা হলো পবিত্র দুনিয়া আর এটা হলো পতিত দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়ায় কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদিরা থাকে না। কলিযুগের কথাকে সত্যযুগে নিয়ে গেছে। শিববাবা এসেছেন কলিযুগের অন্তে। আজ শিববাবা এসেছেন, কাল শ্রীকৃষ্ণ আসবে। মানুষ শিববাবা আর শ্রীকৃষ্ণের পাটকে মিলিয়ে দিয়েছে। শিব ভগবান উবাচঃ - তাঁর কাছে পড়ে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এই পদ

পান । ওরা তখন ভুল করে শ্রীকৃষ্ণের নাম গীতায় দিয়ে দিয়েছে । এই ভুল আবারও হবে । মানুষ ভ্রষ্টাচারী হলে তখনই তো বাবা এসে শ্রেষ্ঠাচারী বানাবেন । শ্রেষ্ঠাচারীরাই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে ভ্রষ্টাচারী হয় । এই চক্র সম্বন্ধে বোঝানো তো খুব সহজ । কল্পবৃক্ষের চিত্রে তো দেখানো হয়েছে - নীচে তোমরা রাজযোগের তপস্যা করছো, ওপরে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য । এখন তোমরা কাণ্ডে বসে আছো, তোমাদের ফাউন্ডেশন তৈরী হচ্ছে । তোমরা জানো যে, এরপর তোমরা সূর্যবংশী কুলে যাবে । রামরাজ্যকে বৈকুণ্ঠ বলা হয় না । কৃষ্ণের রাজ্যকে বৈকুণ্ঠ বলা হয় ।

এখন তো তোমাদের কাছে অনেকেই আসবে । বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তোমাদের নামডাক হবে । একজন - দুজনকে দেখে বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বাবা এসে তোমাদের এইসব কথা বুঝিয়ে বলেন । চিত্র দেখিয়ে কাউকে বোঝানো খুব সহজ । ভগবান এসেই সত্যযুগের স্থাপনা করেন । আর তিনি আসেন এই পতিত দুনিয়াতে । তিনি কালো থেকে সুন্দর করেন । তোমরা হলে কৃষ্ণের রাজ্যের বংশাবলী । তোমরা প্রজাও । বাবা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । নিরাকার শিববাবা আত্মাদের বসে বোঝান যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এ হলো রুহানী যাত্রা । হে আত্মারা, তোমরা তোমাদের শান্তিধাম, নির্বাণধামকে স্মরণ করো তাহলে স্বর্গের অবিনাশী বর্ষা পাবে । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে বসে আছো । বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে আর আমার আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা স্বর্গে আসতে পারবে । যারা যতো স্মরণ করবে এবং পবিত্র থাকবে ততই উঁচু পদ পেতে পারবে । তোমরা কত বড় আশীর্বাদ পাচ্ছো - ধনবান ভব, পুত্রবান ভব, আয়ুষ্মান ভব । দেবতাদের আয়ু অনেক বেশী হয় । তাঁদের সাক্ষাৎকার হয় যে, এখন এই শরীর ত্যাগ করে আবার বাচ্চা হতে হবে । তাই এই কথা ভিতরে থাকা উচিত যে - আমি আত্মা, এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন গর্ভে প্রবেশ করবো । অন্ত মতি তেমন গতি । এই বৃদ্ধ অবস্থা থেকে কেন না আবার আমরা বাচ্চা হই । আত্মা যখন এই শরীরে থাকে তখনই কষ্টের অনুভব করে । আত্মা যখন শরীর থেকে পৃথক থাকে তখন কোনো কষ্টের অনুভব হয় না । শরীর থেকে পৃথক মানেই শেষ । আমাদের এখন যেতে হবে, মূলবতন থেকে বাবা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন । এ হলো দুঃখধাম । এখন আমরা মুক্তিধামে যাবো । বাবা বলেন যে, আমি সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাই । যে ধর্মেরই হোক না কেন, সবাইকে মুক্তিধামে যেতে হবে । তারা মুক্তিতে যাওয়ার জন্যই পুরুষার্থ করে ।

বাবা বলেন যে, তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমার কাছে চলে আসবে । বাবাকে স্মরণ করে ভোজন গ্রহণ করলে তোমরা শক্তি পাবে । অশরীরি হয়ে তোমরা আবু রোড পর্যন্ত (পান্ডব ভবন থেকে) চলে যাও, কখনোই তোমাদের কোনো ক্লান্তি আসবে না । বাবা শুরুর দিকে এই অভ্যাস করাতেন । তারা মনে করতো যে আমরা আত্মা । খুব হালকা হয়ে পায়ে হেঁটেই চলে যেতো । কোনো পরিশ্রমই হতো না । শরীর ছাড়া তোমরা আত্মারা তো এক সেকেন্ডেই বাবার কাছে পৌঁছে যেতে পারো । এখানে শরীর ত্যাগ করেই এক সেকেন্ডে লন্ডনে জন্ম নিতে পারে । আত্মার মতো তীক্ষ্ণ আর কিছুই হয় না । তাই বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি । এখন আমি তোমাদের বাবা, আমাকে তোমরা স্মরণ করো । এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালি বেহদের পারলৌকিক বাবার আশীর্বাদ পাচ্ছো । বাবা বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন । ধন - দৌলত ইত্যাদি সব তোমরা নিজের কাছেই রাখো । কেবল ট্রাস্টি হয়ে চলো । তোমরা বলেই এসেছো - হে ভগবান, এ সবকিছুই তোমার । ভগবান সন্তান দিয়েছেন, ভগবান এই ধন - দৌলত দিয়েছেন । আত্মা, এখন ভগবান এসে বলছেন, এই সবকিছুর থেকে বুদ্ধিযোগ দূর করে তোমরা ট্রাস্টি হয়ে চলো ।

শ্রীমতে চললে বাবা জানতে পারবেন । তোমরা কোনো কুকর্ম করো না তো ! শ্রীমতে চললেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । আসুরী মতে চলে তোমরা ব্রষ্ট হয়েছ । তোমাদের ব্রষ্ট হতে অর্ধেক কল্প লেগেছে । ১৬ কলা থেকে তোমরা ১৪ কলা হয়ে যাও তারপর ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে, এতে তো সময় লাগে, তাই না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) চলতে - ফিরতে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । এক বাবার স্মরণেই ভোজন গ্রহণ করতে হবে ।

২) মাতা - পিতার আশীর্বাদ নিতে হবে । ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে । কোনো কুকর্ম করো না ।

বরদান :-- জ্ঞান স্বরূপ হয়ে কর্ম ফিলজফিকে চিনে চলতে থাকা কর্মবন্ধন মুক্ত ভব

কোনো কোনো বাচ্চা আবেগের বশে জোর করে সবকিছুর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে শারীরিক ভাবে নিজেকে আলাদা করে নেয়, কিন্তু মনের হিসেব - নিকেশ থেকে যাওয়ার কারণে পিছনে টানতে থাকে । বুদ্ধি সেদিকেই আকৃষ্ট হয়। এও এক বড় বিঘ্ন হয়ে যায়। তাই কারোর থেকে পৃথক হতে গেলে প্রথমে নিমিত্ত আত্মার দ্বারা ভেরিফাই করাও, কেননা এ হলো কর্মের ফিলজফি । জোর করে পৃথক করলে মন বার বার সেদিকে যেতে থাকে । তাই জ্ঞান স্বরূপ হয়ে কর্মের ফিলজফিকে চেনো আর ভেরিফাই করাও তাহলে সহজেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান :-- নিজের স্বমানের আসনে সেট থাকো তাহলেই মায়া তোমার সামনে সমর্পণ করবে ।

২৪-১০-১৮ : প্রাতঃমুরলী ঔম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রভাত কালে মন ও বুদ্ধির সহযোগে এই বাবাকে স্মরণ করো এবং তার সাথে ভারতকে দৈবী-রাজস্থান গড়ার সেবা কর"

প্রশ্ন :- সূর্যবংশী রাজধানীতে আসার প্রাইজ কিসের আধারে পাওয়া যায় ?

উত্তর :- সূর্যবংশী রাজধানীর প্রাইজ পেতে চাইলে পুরোপুরি বাবার সাহায্যকারী হও আর শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। এর জন্য আশীর্বাদ চাইবে না, বরং যোগবলের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র বানাবার পুরুষার্থ করতে হবে। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করে এক ও একমাত্র অতি প্রিয় থেকেও প্রিয়তম(মোস্ট বিলাভড) বাবাকে তেমন ভাবে স্মরণ করলেই সূর্যবংশী রাজধানীর প্রাইজ পেয়ে যাবে। তার মধ্যেই - শান্তি, পবিত্রতা, সৌভাগ্য...সবকিছুই আছে।

গীত :- অবশেষে আজ এলো সেদিন !
যেদিনের অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন !!

ঔম্ শান্তি! বাচ্চারা, এই ঔম্ শান্তি শব্দের যথার্থ ভাবার্থ তোমাদের মন-বুদ্ধিতে অবশ্যই থাকে। বাবা যা কিছু বোঝান, তা একমাত্র বি.কে.-রা ছাড়া জগতের অন্যান্যরা তার মর্মার্থ বুঝতেই পারে না। অন্যেরা তা এমন বোধ করবে যেন হঠাৎ করে কেউ যদি মেডিকেল কলেজের ক্লাসে বসে পড়া শুনলেও তা যেমন কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না - ঠিক তেমনই। আবার এমন কোনও সংসঙ্গ নেই যেখানে মানুষেরা বসে তা শুনলে, তার কিছুই বুঝতে পারবে না। সেখানে তো পুঁথি-শাস্ত্র ইত্যাদি শোনানো হয়। কিন্তু তোমাদের এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয় হলো উচ্চ থেকেও অতি উচ্চতর কলেজ। যদিও তা নতুন কিছু নয়। সে দিনই ফিরে এসেছে আবার, যখন পরমাত্মা বাবা স্বয়ং বসে ওনার আত্মাধারী বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ভারতে কোনও রাজা-বাদশাহের শাসন নেই এখন। তোমরা এই রাজযোগের দ্বারা রাজাদেরও রাজা হও, অর্থাৎ তোমরা জানো যে, যারা বিকারী রাজা, তাদেরই রাজা হচ্ছে তোমরা। তোমাদের বুদ্ধিতে তো আছেই, যে যেমন কর্ম করে, বুদ্ধি তাই ধারণ করে। তোমরা হলে যোদ্ধা। আত্মারা পরমাত্মা বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়েই ভারতকে পবিত্র বানায়। সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান ধারণ করে সেই আত্মারাই চক্রবর্তী রাজা হতে চলেছে। এই সত্যটা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। যেহেতু তোমরা এখন এক বিশেষ যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছো। জয় নিশ্চিত তোমাদের। যা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে আছে। বাস্তবে তোমরা বি.কে.-রাই এই ভারতকে আবার দ্বিমুকুটের রাজস্থান বানাও। বাবা চিত্রগুলির উপরেই খুব সুন্দর রীতিতে এগুলি বুঝিয়ে বলতে থাকেন। একমাত্র বি.কে.-রাই তাদের ৮৪-জন্ম পুরো করে এই সময়ে আপন ঘরে ফিরে যায়। এরপর সত্যযুগের শুরুতে তারাই এসে রাজত্ব করে।

লোকেদের জানার আগ্রহ হয়, এই যে এত অনেক সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীরা আছে - এখানে তারা কি করে? ব্রহ্মাকুমারীদের এই সংস্থাটি আসলে কি এবং কেন? বি.কে.-রা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়- "আমরা বি.কে.-রাই এই ভারতকে আবার দেব-দেবীদের দৈবী-রাজস্থান করে গড়ে তুলি বাবার শ্রীমৎ অনুসারে। মানুষ তো 'শ্রী' শব্দটির যথার্থ ভাবার্থই জানে না। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা জানো 'শ্রী-শ্রী' একমাত্র এই শিববাবা। ওঁনার জন্যই (রুদ্র) মালা গাঁথা হয়। এত সব

রচনা কার ? -- এ সবার রচনাকার এই বাবা। সূর্য-বংশী ও চন্দ্র-বংশীর হবে যারা তাদের সবারই যে মালা হবে সেটাই শিববাবার রুদ্র মালা। যদিও লোকেরা তাদের রচয়িতাকে জানতে পারে, কিন্তু তার পেশা, কর্ম-কর্তব্যগুলি জানে না আদৌ। উনি কখন কিভাবে এসে এই পুরানো দুনিয়াকে আবার নতুন করে গড়ে তোলেন - এটাই কারও বুদ্ধিতে আসে না। যেহেতু লোকেরা ভাবে কলিযুগ এখনও অনেক বর্ষ ধরে চলতে থাকবে। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা এখন তা জানো, যেহেতু তোমরাই দৈবী-রাজস্থান গড়ে তোলার নিমিত্ত হয়েছ। কল্পচক্রের নিয়মানুসারে কল্পের শুরুতে গঠিত হয় দৈবী-রাজস্থান, তারপরে হয় ঋত্রিয়-রাজস্থান। অর্থাৎ শুরুতে রাজত্ব করবে সূর্য-বংশী কুলের যারা, তারপর ঋত্রিয় কুলের যারা। অতএব তোমাদের হতে হবে চক্রবর্তী রাজা-রানী, তাই বুদ্ধিতেও সর্বদা চক্র ঘোরাতে হবে - তাই না? তোমরাও অন্যদেরকে এইসব চিত্রগুলি দিয়ে খুব ভাল ভাবেই বোঝাতে পারবে। যে লক্ষ্মী-নারায়ণেরা প্রথমে হন সূর্য-বংশী কুলের পরবর্তীতে তারাই হন রাম-সীতার ঋত্রিয় কুলের। পরে বৈশ্য ও অবশেষে পতিত কুলের শূদ্র বংশীতে আসে তারাই। এভাবে পূজ্যরাই পূজারি হয়। এক মুকুটধারী রাজাদের চিত্রও বানাতে হবে। তবে সেই এক্সিভিশন খুব সুন্দর লাগবে। বুঝতেই পারছো ড্রামা অনুসারে সেবার জন্য এই এক্সিভিশনের প্রয়োজনীয়তা কতটা, তবেই তো সবার বুদ্ধিতে তা খেলবে। চিত্র দ্বারা সহজেই বোঝানো যায়-কিভাবে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা কার্য চলছে। বাচ্চাদেরও খুশির পারদ তাতে চড়তে থাকবে। সত্যযুগে সবার মধ্যেই আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে। তাই তারা যখন বুড়ো হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্মরণে আসে যে, এই পুরনো শরীর ত্যাগ করে এবার নতুন শরীর ধারণ করতে হবে। এই খেয়াল একেবারে শেষের দিকেই আসে। এছাড়া অন্য সময়ে তারা খুব খুশী ও মজাতেই থাকে। অবশ্য প্রথমদিকে সে জ্ঞান থাকে না।

জ্ঞানের শুরুতে বাচ্চাদের বোঝানো হয়, এই যে পরম পিতা পরমাত্মা - এনার কোনও নাম, রূপ, দেশ, কাল কিছুই জানা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবা স্বয়ং এসে নিজের পরিচয় দেন, যে পরিচয় আবার খুবই গম্ভীর। ওঁনার প্রথম পরিচয় লিঙ্গ রূপেই করানো হয়। তাই রুদ্র যজ্ঞ রচনার সময় মাটির লিঙ্গ রূপ বানানো হয়। এতদিন যাবৎ যা পূজিত হয়ে আসছে। বাবা নিজেই তা প্রথমে বলেননি যে প্রকৃত অর্থে উনি 'বিন্দু'-রূপ। যেহেতু বিন্দু-রূপ বললে তোমরা তা বুঝতে পারবে না বলে। যেটা যখন বলার, তা তখনই বলতে হয়। তাতে কিন্তু এমনটা যেন বলবে না যে-শুরুতেই তা বলা হয়নি কেন, যা এখন বলা হচ্ছে। আসলে যা কিছুই হচ্ছে তা সবই পূর্ব নির্ধারিত ড্রামার চিত্রপট অনুসারেই হচ্ছে। এই ধরনের এক্সিভিজিশনের মাধ্যমে সেবা কার্য অনেক গুণ বাড়ে। কোনও কিছুর আবিষ্কার হলে ক্রমে-ক্রমে তা খুব বৃদ্ধি হতেই থাকে। এ বিষয়ে বাবা মোটের গাড়ীর উদাহরণ দেন। শুরুতে আবিষ্কার করতে প্রচুর শ্রম দিতে হয়, তারপর বড়-বড় কারখানায় কয়েক মিনিটেই তা তৈরি হয়ে যায়। সত্যি বিজ্ঞানের আজ কত বিস্তার।

বাচ্চারা, ভারত কত বিশাল দেশ, সমগ্র দুনিয়াটা আরও কত বড়। (বিনাশের) পরে তা অনেক ছোটো আকারের হয়ে যাবে। খুব ভালভাবে একথা তোমাদের বুদ্ধিতে গেঁথে রাখো। যারা সেবাধারী বাচ্চা, কেবল তাদেরই তা স্মরণে থাকবে। অন্যদের তো খাওয়া-দাওয়া, ঝগড়া-ঝাঁটি, গাল-গল্পোতেই সময় নষ্ট হয়ে যাবে। একমাত্র তোমরা বি.কে.রাই জানো, এই ভারত ভূ-খণ্ডেই আবার দৈবী-রাজস্থান স্থাপিত হতে চলেছে। 'কিংডম' (রাজত্ব) শব্দটি সঠিক নয়। যেখানে ভারত দৈবী-রাজস্থান হতে চলেছে। বর্তমানে যা আসুরী-রাজস্থান, অর্থাৎ রাবণ-রাজ্য। প্রত্যেকের মধ্যেই ৫-বিকারের প্রভাব আছে। এই যে এত কোটি-কোটি আত্মাধারী এরা সবাই অ্যাক্টর্স। আত্মারা যে যার নির্দিষ্ট সময়

অনুসারে এখানে আসে আবার চলেও যায়। আগামীতেও আবার নিজ-নিজ কর্ম-কর্তব্যের নির্দিষ্ট পাট-এর পুনরাবৃত্তি করতে হয় নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী। ডামার এই পটচিত্র সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড নির্দিষ্ট গতিতে হুবহু পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। কল্প-পূর্বে যে যেমন পাট করেছিল, এখনও সে তেমনই করবে। -এগুলি সব বুদ্ধিতে রাখতে হবে। ব্যবসা-বানিজ্য, কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকলে কিছুটা অসুবিধা হয় অবশ্য তাই বাবা বলছেন- খুব ভোরে উঠে ওঁনাকে স্মরণ করতে। গীতেও আছে - "খুব ভোরে ওঠো রে তন - রামকে স্মরণ করো রে মন।" বাবা এও জানাচ্ছেন, আর অন্য কিছুকে যেন স্মরণ করবে না। প্রভাত বেলায় কেবলমাত্র এই বাবাকেই স্মরণ করবে।

বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের সম্মুখে বসে বলছেন - ভক্তি-মার্গে কত প্রচার হয়। সত্যযুগ ও ত্রেতায় তা নেই। তাই তো বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন - ওহে আল্লারা, তোমরা নিজেদের মন-বুদ্ধি সহযোগে খুব ভোরে এই বাবাকে স্মরণ করো। যে ভক্তরা রাত জাগে, নিশ্চয় কিছু না কিছু স্মরণ করে তারা। এখানকার সেই রীতি-নীতিই ভক্তি-মার্গেও চলে আসছে। আজ থেকে কত আগে এই ভারত দৈবী-রাজস্থান ছিল, যা পরবর্তীতে ক্ষত্রিয়-রাজস্থান হয়ে তারপর বৈশ্য-রাজস্থান হয়। দিন-প্রতিদিন তমোপ্রধান হয় অর্থাৎ অবনতিতে যায়। মুখ্য হলো চক্রের ধারণা। এই চক্রকে সঠিক ভাবে জানলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারো। তোমাদের অবস্থান এখন কলিযুগে। এরপরেই আসছে সত্যযুগ। কল্প-চক্রের পরিবর্তন কিভাবে হয়, তা তোমরা জানো। আবার এও জানো যে আগামীতে তোমরাই যাবে সত্যযুগের রাজধানীতে। সত্যি কত সহজ তোমাদের জন্য। চিত্রের শীর্ষে যেমন ত্রিমূর্তি শিব আছেন, আবার চক্রও আছে। উপরের সেই অংশে আবার লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও আছে। এই চিত্রকে সামনে রাখলে, সবাইকে তা সহজ রীতিতে বোঝাতে পারবে। এই ভারত ভূ-খণ্ডই একদা দৈবী-রাজস্থান ছিল, এখন আর নেই। এমন কি একমুকুট-ধারীরাও আর নেই। এই চিত্র দেখিয়েই বোঝানো উচিত। খুবই মূল্যবান এই চিত্র। কত ওয়াল্ডারফুল চিত্র, তেমনি ওয়াল্ডারফুল ভাবে বোঝাতে হবে। ৩০" ইঞ্চি বাই ৪০" ইঞ্চির কল্পবৃক্ষের পোস্টারে যেটায় ত্রিমূর্তির ছবিও আছে, সেই পোস্টার সবার নিজের ঘরে রাখা উচিত। কোনও আল্লীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এলে এই চিত্র দেখিয়ে তাকে বোঝানো উচিত। এটাই ওয়াল্ডারফুল প্রকৃত ইতিহাস-ভূগোল। প্রত্যেক বি.কে. বাচ্চাদের কাছে অবশ্যই তা থাকা উচিত। তার সাথে সুন্দর-সুন্দর গীতও রাখা উচিত। যেমন- "অবশেষে সেই দিন এলো আজ"- যেহেতু আসল বাবা যে এখন এসেছেন। যিনি স্বয়ং বি.কে.দেব রাজযোগ শেখাচ্ছেন। চিত্র যে নিতে চাইবে, তাকেই দিতে পারো। গরীবরা যেন তা বিনা পয়সায় পায়। কিন্তু সেভাবে বোঝাবার মতন বোধবুদ্ধি থাকতে হবে অবশ্যই। এ যে অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার। মহাদানীর বাচ্চা, তোমরাও যে দানী। তোমাদের মতন এমন জ্ঞান-রত্নের দান করা আর কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। জ্ঞান-রত্ন দানের মতন মহান দান আর কিছুই নেই। অতএব তোমরা এই দান করতেই থাকো। যে আসুক না কেন, তোমরা এসব ব্যাখ্যা করে বোঝাবে। দু-একজনকে দেখে আরও অনেকে আসতে থাকবে। এই চিত্রগুলি খুবই মূল্যবান, অমূল্য সম্পদ। যেমন তোমরাও অমূল্য। সামান্য কানাকড়ি থেকে তোমরা হীরে-তুল্য মূল্যবান হয়ে ওঠো। বিলেতে গিয়ে সেখানে যদি কেউ এই চিত্রকে বোঝাতে পারে, তবে তো তা এক বিশেষ চমৎকার হয়ে যাবে।

এতদিন ধরে জাগতিক সন্ন্যাসীরা বলে আসছে যে, আমরা ভারতবাসীদের যোগ শেখাই। প্রত্যেকেই যে যার নিজের ধর্মের গুণগান গায়, মহিমা করে। বৌদ্ধরা এইভাবে কতজনকে প্রভাবিত করে বৌদ্ধ বানিয়েছে। কিন্তু তাতে লাভের লাভ কি বা হয়েছে- কিছুই না। আর তোমরা বাঁদর স্বভাবের

মানুষকেও মন্দিরের পূজ্যের উপযুক্ত করে গড়ে তোলো। এই ভারতই পূর্বে সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। তখনকার ভারত ছিল কত স্বচ্ছ উজ্জ্বল, যা এখন কদাকার কুৎসিত হয়ে গেছে। এখন কত অধিক সংখ্যায় মানুষ এখানে। সত্যযুগে থাকবে অনেক কম সংখ্যায়। সপ্তম-যুগে বাবা এসে রাজযোগ শিখিয়ে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করান। কিন্তু কেবল সেই বাচ্চাদেরকেই তা শেখান, যারা গত কল্পেও তা শিখে ছিল। স্থাপনা কার্য তো হতেই হবে। বাচ্চারা প্রথমে যদিও রাবণের কাছে হেরে যায়, কিন্তু পরে তারাই আবার অতি সহজেই সেই রাবণকেই হারিয়ে দেয়। তাই তো বাচ্চাদেরও উচিত, বড় বড় চিত্রে বড় বড় অক্ষরে এসব লিখে বোঝানো উচিত- কোন সময় থেকে দুর্গতির ভক্তি-মার্গের সূচনা হয়, আর যখন সেই দুর্গতির চরম অবস্থা হয়, তখন বাবা আসেন তাদের সদগতি করতে।

এবার বাবা বলছেন, কাউকে ভক্তি করতে বারণ করবে না কখনো। বরঞ্চ বাবার পরিচয় দিয়ে তাকে বোঝাতে হবে। তাতেই তীর বিঁধে যাবে। তোমরা এর ভাবার্থ জানো, মহাভারতের লড়াই কেন বলা হয়? এই রুদ্রযজ্ঞ অনেক বড় যজ্ঞ। এই যজ্ঞ থেকেই সেই লড়াইয়ের শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়। যেহেতু এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ যে হতেই হবে। যা কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই তা বুঝতে পারবে। এত লোকেরা তো পিস্ অর্থাৎ শান্তির পুরস্কারে ভূষিত হয়। কিন্তু শান্তি হয় কোথায়? বাস্তবে শান্তি স্থাপন করতে পারেন এক ও একমাত্র এই বাবা। যার সহযোগী তোমরা বি.কে.-রা। পিস্ প্রাইজ তো তোমাদেরই প্রাপ্য। যেহেতু বাবা তো আর পুরস্কার নেন না। উনি কেবল পুরস্কার দিয়েই থাকেন। তোমাদেরকেও পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে পুরস্কৃত করে থাকেন। তোমরা কত অসংখ্য বাচ্চা ওনার। এই সময়ে তোমরা পবিত্রতা, শান্তি ও সৌভাগ্য স্থাপন করছো। এগুলিই সবচাইতে মূল্যবান প্রাইজ। তোমরা এও জানো, যে তেমন পুরুষার্থ ও পরিশ্রম করতে হয় সূর্য-বংশী রাজধানীর প্রাইজ পাবার জন্য। বাবা তো কেবল শ্রীমৎ দেন। কিন্তু এমন ব্যাপার নেই যে, বাবার থেকে আশীর্বাদ চাইতে পারো। ছাত্রদের তো কেবল উপদেশ দেওয়া হয়। যে বাবাকে যেমন স্মরণ করবে তার তেমন বিকর্ম বিনাশ হবে। একমাত্র যোগবলের শক্তি দ্বারাই তোমার আত্মা পবিত্র হতে পারে। প্রকৃত অর্থে তোমরা সবাই 'সীতা'! অগ্নি-পরীক্ষায় পার হতে হয় তোমাদের- হয় তা যোগবলের শক্তির দ্বারা পার হতে পারো নয়তো আগুনে পুড়ে মরতে হবে। অতএব দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ত্যাগ করে এক ও একমাত্র প্রিয় থেকেও প্রিয়তম বাবাকে লাগাতার স্মরণ করতে হবে। যদিও তা নিরন্তর থাকাটা শুরুতে একটু কঠিন মনে হবে, অভ্যাসে অভ্যাসী হতে কিছুটা সময় তো লাগবেই। যোগকেই অগ্নি বলা হয়। প্রাচীন ভারতের যোগ আর জ্ঞানের খ্যাতি তো আছেই। যেহেতু 'গীতা'-ই হলো সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণী 'মা'। সেই গীতাতেই রাজযোগের উল্লেখ আছে। কিন্তু অজ্ঞানী পণ্ডিত ও শাস্ত্রকারেরা 'রাজ' শব্দটিকেই বাদ দিয়ে কেবলমাত্র যোগ শব্দটিকেই ব্যাবহার করেছে। এক ও একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউ-ই এমন জোরের সাথে বলতে পারবে না- "এই রাজযোগের দ্বারা তোমাদেরকে আমি রাজার-ও রাজা বানাব।

বাচ্চারা, তোমরা সেই শিববাবার সন্মুখেই বসে আছো এখন। তোমরা এও জানো যে মূল অর্থে তোমরা আত্মারা পরমধাম নিবাসী আর এখানে এসে এই স্থূল শরীর ধারণ করো যে যার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট প্লে করার জন্য। শিববাবা পুনর্জন্মের চক্রে আসেন না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকেও পুনর্জন্ম নিতে হয় না। বাবা জানাচ্ছেন, ওনার আসার উদ্দেশ্যই হলো পতিতদের পবিত্র বানানো। তাই তো সবাই এভাবে স্মরণ করে ওনাকে, বলে- "পতিত-পাবন এসো।" এটাই প্রকৃত সত্য কথা। বাবা জানাচ্ছেন, উনি তোমাদের পবিত্র বানিয়ে দেবী-দেবতায় পরিণত করেন। অতএব তোমাদের মধ্যেও

তেমন আনন্দের ঘোর আসা উচিত। বাবা এনার শরীরকে আধার করে তোমাদের এসব শিক্ষা দিয়ে থাকেন। বি.কে.-দের এই সুন্দর ফুলের বাগানের মালী বাবা। সেই বাবার হাত ধরেছো তোমরা। সমস্ত বুদ্ধিই আছে যার কাছে। এই বাবা তোমাদের বিষয় সাগর পার করে ভবসাগরের পারে ক্ষীরসাগরে পৌঁছে দেন। যেখানে কোনও প্রকারের বিষের নামগন্ধও নেই। তাই তো সেই জগৎকে নিষ্পাপ-নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। একদা এই ভারতই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ভারত ছিল, যা এখন বিকারী ভারতে পরিণত। কল্পের যে পটচিত্র, তা তো ভারতের জন্যই। ভারতবাসীদেরই সেই অনুসারে জন্ম-চক্রে আসতে হয়। অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পূর্ণ চক্রে আসতে হয় না। যেহেতু তারা পরে আসে। খুবই আশ্চর্যজনক এই সৃষ্টি-চক্র। অতএব এসব বুদ্ধিতে ধারণ করে উৎফুল্ল থাকতে হবে। চিত্রগুলির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হবে। সেবার দ্বারা নিজেকে প্রমাণ করো। বি.কে.-দের নাম ছড়িয়ে পড়বে, যদি বিলেতেও এই চিত্রগুলির প্রদর্শন হতে পারে। তরিং গতির বিহঙ্গ-মার্গের সেবাও হবে তাতে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের যে ভাণ্ডার পেয়েছ, তা দানের জন্য। নিজের অমূল্য সময়কে খাওয়া-দাওয়া, ঝগড়া-ঝাঁটিতে যেন ব্যর্থ-ব্যয় করে দিও না।

২) কানাকড়ির তুল্য মানুষদেরও হীরের মতন করে গড়ে তোলার সেবা করতে হবে। বাবার আশীর্বাদ বা কৃপা চাইবে না। কেবলমাত্র ওনার নির্দেশ অনুসারেই চলতে থাকবে।

বরদান :- বাবাকে সামনে রেখে ঈর্ষা রূপী পাপের হাত থেকে বেঁচে চলতে পারা বিশেষ আত্মা ভব

ব্যখ্যা :- ব্রাহ্মণ আত্মারা সবাই একই রকমের হওয়াতে ঈর্ষার উৎপন্ন হয়। এই ঈর্ষার কারণেই তাদের সংস্কারে দ্বন্দ্ব আসে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে ভাবতে হবে যে, যেখানে আমিও একই রকমের হয়েছি কোনও বিশেষ কার্যের নিমিত্ত, তবে তাকেও সেই নিমিত্ত করলো কে? বাবাকে সামনে এনে প্রত্যক্ষ করো, দেখবে ঈর্ষারূপী মায়া পালিয়ে যাবে। যদি কারও কোনও কথা ভাল না লাগে, তবে তা শুভ ভাবনা দিয়ে উড়িয়ে দাও, কিন্তু ঈর্ষার বশে নয়। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করো কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। তবেই বিশেষ আত্মা হতে পারবে।

স্লোগান :- নিজেকে এমন বানাও, বাবাকে নিজের সাথী বানিয়ে, মায়ার খেলাকে যেন সাক্ষী রূপে দেখতে পারো।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই পড়াশুনা অত্যন্ত সহজ এবং সস্তা। কে কেমন পদ পাবে সেটা কেবল পড়াশুনার ওপরেই নির্ভর করে, গরিব কিংবা বড়লোকের ওপরে নয়। তাই পড়াশুনার ওপরেই পুরো মনোযোগ দাও”

প্রশ্ন:- একজন জ্ঞানী আত্মার প্রাথমিক লক্ষণ কি?

উত্তর:- সে সকলের সাথেই খুব মিষ্টি ব্যবহার করবে। কারোর সাথে বন্ধুত্ব আছে, কারোর সাথে শত্রুতা আছে - এটা কোনো জ্ঞানী আত্মার লক্ষণ নয়। বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বাবার গ্রীমৎ হল - ‘খুব মিষ্টি স্বভাবের হও’। প্র্যাক্টিস করো যে আমি আত্মা এই শরীরটাকে চালাচ্ছি, এখন ঘরে যেতে হবে।

গীত:- তু প্যায়ার কা সাগর হ্যায় ... (তুমি হলে প্রেমের সাগর)

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা কার মহিমা শুনল? নিরাকার বেহদের বাবার। তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সাগর। তাঁকেই সর্বোত্তম পিতা বলা হয়। পরম শিক্ষক অর্থাৎ জ্ঞানের সাগরও বলা হয়। এখন তোমরা বুঝতে পারছ যে এইসব আমাদের বাবার মহিমা। তাঁর দ্বারা আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও ঐরকম অবস্থা হবে। তিনি হলেন সর্বোত্তম পিতা, কোনো সাধু-সন্ন্যাসী নন। বেহদের বাবা হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তোমাদের মতো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে ইনি হলেন আমাদের বেহদের মাতা-পিতা, স্বামী ইত্যাদি সবকিছু। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বদা এই নেশা থাকে না। প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও। ইনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবথেকে মিষ্টি বাবা, যাঁকে সবাই অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করে এসেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণকেও এত স্মরণ করেনি। ভক্তের ভগবান তো একজনই, তিনি হলেন নিরাকার। তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। হয়তো কেউ লক্ষ্মী-নারায়ণকে, কেউ গণেশ ইত্যাদিকে মানে, কিন্তু মুখে সবাই ‘হে ভগবান’-শব্দই উচ্চারণ করে। আত্মারা তাঁকেই স্মরণ করে। দুনিয়ার ভক্তরা হয়তো পার্থিব জিনিসকে স্মরণ করে, কিন্তু তারা এতই পিতারতা যে নিজের বাবাকেও অবশ্যই স্মরণ করে। দুঃখের সময়ে ঝট করে তাদের মুখ থেকে ‘হে পরমাত্মা’-কথাটাই বেরিয়ে আসে। এটা অবশ্যই জানে যে পরমাত্মা হলেন নিরাকার, কিন্তু তাঁর মহত্ব জানে না। এখন তোমরা তাঁর মহত্ব জেনেছ, তিনি আমাদের সম্মুখে এসেছেন। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। আমাদেরকে সম্মুখে বসে পড়াচ্ছেন। এই পড়াশুনা কেবল এক রকমের-ই। দুনিয়ার পড়াশুনা অনেক রকমের হয়। কারোর যদি পড়াশুনা করতে ইচ্ছে না করে তাহলে সে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। এখানে এই পড়াশুনাতে কোনো টাকা খরচ করতে হয় না। ওই গভর্নমেন্টও গরিবদেরকে ফ্রি-তে পড়ায়। এখানে তো এই পড়াশুনা সম্পূর্ণ নিঃশুষ্ক, কোনো ফিজ নেই। বাবাকে গরিব নওয়াজ (দীননাথ) বলা হয়। এখানে গরিবরাই পড়ে। এই পড়াশুনা খুবই সহজ এবং সস্তা। দুনিয়াতে যেমন মানুষ আগে ইনসিওর করে নেয়, তোমরাও এখানে সেইরকম ইনসিওর করছ। তোমরা বলো- বাবা, তুমি আমাদেরকে স্বর্গে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দেবে। ভক্তিমার্গে এইরকম বলা হয় না যে, হে ভগবান, আমাদেরকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দাও। এখন তোমরা এটা জেনেছ যে আমরা ডাইরেক্ট নিজেকে ইনসিওর করছি। সর্বদা এটাই বলা হয় যে ঈশ্বরই সকল কর্মের ফল দেন। সবাইকেই ঈশ্বর বলে দেয়। সাধু-সন্ত কিংবা যে ঋদ্ধি-সিদ্ধি করে, তাদের সবাইকেই ভগবান-ই সবকিছু দেন। আত্মা বলে, ঈশ্বর-ই হলেন দাতা। কেউ যদি দান-পুণ্য করে, তাহলে সেই কর্মের ফলও ঈশ্বরই দেন। এই পড়াশুনাতে কোনো খরচ নেই।

বাবা বুঝিয়েছেন, গরিবদের ক্ষেত্রেও একই পরিমাণ ইনসিওর হয়। ধনী ব্যক্তি এক লক্ষ টাকা দিয়ে সেবা করলে সে তার পরিবর্তে এক লক্ষই পাবে। কোনো গরিব ব্যক্তি যদি এক পয়সার সেবা, আর কোনো ধনী ব্যক্তি যদি ৫ হাজার টাকা দিয়ে সেবা করে, তাহলে তাদের সমান প্রাপ্তি হবে। গরিবদের জন্য এটা খুবই সহজ। কোনো ফিজ লাগেনা। গরিব অথবা ধনী সবাই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার দাবিদার। পড়াশুনার ওপরেই সব নির্ভর করছে। কোনো গরিব ব্যক্তি যদি ভালো পড়াশুনা করে, তাহলে তার পদ একজন ধনী ব্যক্তির থেকেও উঁচু হয়ে যায়। পড়াশুনার দ্বারা-ই উপার্জন হচ্ছে। খুব সহজ এবং সস্তা পড়াশুনা। কেবল এই মনুষ্যসৃষ্টি রূপী বৃক্ষের আদি মধ্য এবং অন্তিমকে জানতে হবে। এটা কোনো মানুষ জানে না। কারোর পক্ষেই ত্রিকালদর্শী হওয়া সম্ভব নয়। সবাই বলে, ঈশ্বর অন্তহীন। মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের বীজ হলেন পরমাত্মা। এটা হল উল্টো বৃক্ষ। কিন্তু ওরা বলে যে, আমরা যথায়ভাবে জানি না। বাবা, অর্থাৎ যিনি নলেজফুল, তিনিই সকল জ্ঞান শোনান। সবকিছু পড়াশুনার ওপরেই নির্ভর করছে। তোমরা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে সবকিছু জেনেছ। তোমরা হলে মাস্টার জ্ঞানের সাগর। সবাই এক রকম হতে পারে না। কেউ বড় নদী, কেউ ছোট নদী। সবাই নিজের পুরুষার্থ অনুসারে পড়াশুনা করছে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ইনি আমাদের বেহদের বাবা। তাঁর সন্তান হওয়ার পরে, তাঁর শ্রীমৎ অনুসরণ করেই চলতে হবে। কারোর কারোর ক্ষেত্রে বলা হয়- এ তো বেচারি অন্যকিছুর বশীভূত। মায়ার দ্বারা বশীভূত হয়ে উল্টোপাল্টা মত চালায়। এটা তো শ্রীমৎ ভগবানুবাচ, যার দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা হওয়া যায়। সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়ার পরই শিববাবার সাথে মিলন করতে যাওয়া উচিত। বাবা বুঝতে পারেন যে এই বাচ্চা যথায়ভাবে নিশ্চিত হয়নি। এটা সকলেই বুঝতে পারে যে, আত্মার পিতা তো একজনই। কিন্তু তিনি যে এই শরীরের মধ্যে এসে উত্তরাধিকার দিচ্ছেন - এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুব কঠিন। যখন এটা কারোর বুদ্ধিতে ধারণ হবে এবং সে সেটা লিখে দেবে, তখন সেই লেখাটা বাবার কাছে নিয়ে আসতে হবে। তখনই বোঝা যাবে যে এই বাচ্চা ঠিকঠাক বুঝেছে। এতদিন আমরা যতকিছু বুঝেছি সব ভুল। ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। তিনি তো বেহদের বাবা। বরাবর ভারত প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে বেহদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। লিখতে হবে - সঙ্গমযুগের এই সময়েই পেয়েছিলাম এবং এখন পুনরায় পাচ্ছি। বাবা বরাবর সঙ্গমযুগেই আসেন এবং বি.কে.-দের দ্বারা স্বর্গের রচনা করেন। যখন কেউ কিছু লিখে দেবে তখন তাকে সেই বিষয়ের ওপরে বোঝাতে হবে - তুমি কার কাছে এসেছ, কি নিতে এসেছ? ঈশ্বরের রূপ তো নিরাকার। তাঁর রূপকে জানে না বলে ব্রহ্মতত্ত্বকেই ঈশ্বর বলে দেয়। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে তিনি হলেন বিন্দুর মতো। এটা কারোর বুদ্ধিতেই আসবে না যে পরমাত্মা আসলে একটা বিন্দু। আত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয় - ব্রহ্মকুটির মাঝে চমকায় এক অদ্ভুত নক্ষত্র। আত্মাও খুব ছোট। তাই বিচার করতে হবে যে, কে এই ভূমিকা পালন করে। এত ছোট আত্মার মধ্যে কত পার্ট ভরা আছে। কেউ যদি এইসব ব্যাপারে খুব গভীরে বুঝতে চায়, তাহলেই তাকে এইসব বোঝাতে হবে। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা বলছ যে আমরা ৮৪ বার জন্ম নিয়েছি। সেই সমস্ত পার্ট এই ছোট বিন্দুরূপ আত্মার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সেটাকে পুনরায় ওপরে ওঠাতে হবে। এই কথাটা শুনেই মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে। কেউই এই বিষয়টা বুঝতে পারে না। আমাদের ৮৪ জন্ম হুবহু রিপিট হয়। এই নাটক পূর্ব-নির্মিত। কিভাবে আত্মার মধ্যে পার্ট ভরা আছে সেটা শুনে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে। আমি আত্মা বলছি যে আমি একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। আমাদের এই পার্ট আত্মার মধ্যেই নিহিত আছে এবং সেটা ড্রামা অনুসারে রিপিট হয়। যাদের বুদ্ধি দুর্বল, তারা এইসব বিষয় বুঝতে পারবে না। এটাই মনে রাখতে হবে যে আমরাই ৮৪ জন্ম নিয়ে অভিনয় করি, শরীর ধারণ করি। এই বিষয়টা সর্বদা মনে

থাকলেই বলা যাবে যে, সে ত্রিকালদর্শী হয়েছে এবং অন্যকেও ত্রিকালদর্শী বানানোর পুরুষার্থ করছে। বোঝানোর জন্যেও বাস্তবের মধ্যে সাহস থাকতে হবে। অন্ধের লাঠি হয়ে ঘুম ভাঙিয়ে সজাগ করতে হবে। জাগো হে সজনী সকল, এখন নূতন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হচ্ছে। তোমরা কি ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের নাম শোনোনি? ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হয়। এরা সবাই ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। ব্রহ্মা একা তো করবেন না। প্রজাপিতার সাথে অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাও থাকবে। যিনি এদেরকে শিক্ষা দেন, অর্থাৎ এদের বাবাও নিশ্চয়ই কেউ আছেন। এনাকে (ব্রহ্মাকে) তো জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। যদিও ব্রহ্মার হাতেই শাস্ত্র দেখানো হয়, কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মা-ই এনার মধ্যে এসে এনার দ্বারা সকল বেদ-শাস্ত্রের সারকথা শোনান। ব্রহ্মা এইসব সারকথা শোনায় না। তিনি কার কাছে শিখেছেন? তার নিশ্চয়ই কোনো বাবা কিংবা গুরু রয়েছে। প্রজাপিতা তো অবশ্যই মানুষ-ই হবেন এবং তিনি এই দুনিয়াতেই থাকবেন। তিনি প্রজাদের রচনা করেন। তাকে ক্রিয়েটর, জ্ঞানের সাগর কিংবা নলেজফুল বলা যাবে না। পরমপিতা পরমাত্মা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান। ইনি (ব্রহ্মা) হলেন জ্ঞানের কলসি। কে কতটা ধারণ করে তার ওপরেই সব নির্ভর করে। ইনসিওর করবে কি করবে না সেটা তোমার ব্যাপার। বাবা তো খুব ভালোভাবেই ইনসিওর করছেন। ভক্তিমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ইনসিওরেন্স ম্যাগনেট। ভক্তিমার্গে সকল আত্মা বাবাকে স্মরণ করে এবং বলে - বাবা, তুমি এসে আমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত কর। বাবা উত্তরাধিকার দেন। হয় শান্তিধাম, নয়তো সুখধামে পাঠিয়ে দেন। যে এই কল্পে শান্তির উত্তরাধিকার পাবে, সে প্রতি কল্পেই এইরকম শান্তির উত্তরাধিকার নেবে। তোমরা এখন সুখের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। এর জন্য পড়তে হবে এবং পড়াতেও হবে। বাবা যেমন সবথেকে মিষ্টি, তাঁর রচনাও সেইরকম সবথেকে মিষ্টি। স্বর্গ কতই না মিষ্টি! সবার মুখেই স্বর্গের নাম উচ্চারিত হয়। কেউ মারা গেলে বলে যে, সে স্বর্গবাসী হয়েছে। তাহলে এতদিন নিশ্চয়ই নরকে ছিল। এখন স্বর্গে গেছে। তারা মোটেও যায় না, কিন্তু তবুও এইরকম বলে। তোমরা তখন লিখবে- তাহলে এতদিন নিশ্চয়ই নরকে ছিল। এটা তো নরক, তাহলে ওদেরকে এখানে ডেকে এনে খাওয়ানোর চেষ্টা কেন করো? আত্মাদেরকে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদেরকে আহ্বান করে। তোমরা এখন সকল আত্মার পিতাকে আহ্বান করছ। সকল আত্মার পিতা এখন তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তোমরা হলে গুপ্তসেনা, শিবশক্তি। শিববাবা তো নিরাকার। তোমরা শক্তিসেনারা হলে তাঁর সন্তান। আত্মার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হয়। দুনিয়ার মানুষ শারীরিক শক্তির প্রদর্শন করে, আর তোমরা আত্মিক শক্তির প্রদর্শন করো। তোমাদের শক্তি হল যোগবল। যোগের দ্বারা তোমরা আত্মারা পবিত্র এবং শক্তিশালী হও। তোমাদের মধ্যে মাঝারি জ্ঞানের তলোয়ার সবথেকে ধারালো। এটা কোনো স্থূল খড়্গ কিংবা তলোয়ারের বিষয় নয়। আত্মা নিজেও জানে যে আমার মধ্যে জ্ঞানের শঙ্খধ্বনি করার ভালো ক্ষমতা রয়েছে, আমি শঙ্খধ্বনি করতে পারি। কেউ কেউ আবার বলে যে আমি শঙ্খধ্বনি করতে পারি না। বাবা বলেন, যারা জ্ঞানের শঙ্খধ্বনি করে, তারা আমার খুব প্রিয়। জ্ঞানের দ্বারা-ই তো আমার পরিচয় দেবে, তাই না? বেহদের বাবাকে স্মরণ করো - এটাও তো জ্ঞান দেওয়া, তাই না? কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। মুখে কিছু বলার দরকার নেই। অন্তরে এটা বুঝতে হবে যে বাবা আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন। বাবা বলছেন, তোমাদেরকে এখন ফিরে যেতে হবে। আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। ভগবানুবাচ হল - মন্মনা হল। তাহলে তিনি নিশ্চয়ই নিরাকার। সাকার রূপধারী কিভাবে বলবে যে আমাকে স্মরণ করো? যিনি নিরাকার, তিনিই বলেন - হে আত্মারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি হলাম তোমাদের পিতা। আমাকে স্মরণ করলে অস্তিমে মতি এবং গতি হয়ে যাবে। কৃষ্ণ কখনো এইভাবে বলতে পারবে না। সে তো একজন মানুষ ছিল।

তোমরা আত্মারা এই শরীরের দ্বারা সকল জীবাত্মাদেরকে বাবাকে স্মরণ করতে বলছ। বাবাও আত্মাদেরকে বলছেন, মন্মনা ভব। তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে তো আমার কাছে আসতেই হবে। তাই দেহী-অভিমানী হতে হবে। আমি আত্মা এই শরীরকে চালনা করছি - এইটা ভালোভাবে অভ্যাস করতে হবে। এখন আমাকে বাবার কাছে ফেরৎ যেতে হবে। বাবা বলেন - চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে আমাকে স্মরণ করো। যে অশান্তি করে, সে নিজের পদকেই ভ্রষ্ট করে। খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। একটা গান আছে - কতই না মিষ্টি, কতই না প্রিয়, ভোলা ভগবান শিব। তোমরা তাঁর সন্তান। তাই তোমরাও ভোলাভালা। তোমরা সবাইকে ফার্স্টক্লাস রাস্তা বলছো যে বাবাকে স্মরণ করলেই স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। অন্য কেউ এইরকম চুক্তি করবে না। তাই বাবাকে অনেক স্মরণ করতে হবে। যাঁর কাছ থেকে এত সুখ পাওয়া যায়, তাঁকেই স্মরণ করা হয়। বলা হয় - হে পতিতপাবন, তুমি এসো। আত্মারা পতিত হয়ে গেছে এবং তার সঙ্গে শরীরও পতিত হয়ে গেছে। আত্মা এবং শরীর উভয়ই পতিত হয়ে গেছে। ওরা তো বলে যে আত্মা নির্লেপ, কখনো পতিত হয় না। কিন্তু না, কেবল পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যেই কখনো খাদ পড়ে না। বাকি সবার মধ্যে অবশ্যই খাদ পড়বে। প্রত্যেকেই সত্যো, রজো এবং তমো অবস্থাতে আসতেই হবে। এইসব পয়েন্ট ধারণ করে খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। এমন যেন না হয় যে কারোর সাথে বন্ধুত্ব আছে, আর কারোর সাথে শত্রুতা আছে। দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে এখানেই বসে বসে সেবা গ্রহণ করা একেবারেই ঠিক নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান মন্বন করে ত্রিকালদর্শী হতে হবে এবং অন্যকেও সেইরকম বানাতে হবে। অন্ধের লাঠি হয়ে তাদেরকে অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগিয়ে সজাগ করতে হবে।

২) ২১ জন্মের জন্য নিজের সবকিছু ইনসিওর করতে হবে এবং সাথে সাথে জ্ঞানের শঙ্খধ্বনিও করতে হবে।

বরদান:- আপসেট না হয়ে আনন্দ সহকারে হিসাবপত্র মিটিয়ে নিতে সক্ষম নিশ্চিত আত্মা হও

যদি কেউ কোনো কথা বলে দেয়, তাহলে ঝট করে আপসেট হয়ে যেও না। আগে নিশ্চিত হও অথবা ভেরিফাই করো যে সে কোন ভাবনা থেকে এই কথাটা বলেছে। যদি তোমার কোনো ভুল না থাকে, তাহলে নিশ্চিত হয়ে যাও। এটা যেন সর্বদা স্মৃতিতে থাকে যে ব্রাহ্মণ আত্মাদের দ্বারা এখানেই সব হিসাবপত্র মিটে যাবে। ধর্মরাজপুরী থেকে বাঁচার জন্য ব্রাহ্মণরাই কোনো না কোনো ভাবে নিমিত্ত হয়ে যায়। তাই ঘাবড়ে যেও না। আনন্দ সহকারে হিসাবপত্র মিটিয়ে নাও। এতে তোমার উল্লসিত হতে হবে।

স্লোগান:- “বাবা-ই হলেন সংসার”- এইটা সর্বদা স্মৃতিতে রাখাকেই সহজযোগ বলা হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো তাহলে তোমাদের সব ভান্ডার ভরপুর হয়ে যাবে, তোমাদের ভাগ্য উজ্জ্বল হয়ে যাবে"

প্রশ্ন:- এই কলিযুগে কোন্ জিনিসের দেউলিয়া হয়েছে ? দেউলিয়া হওয়াতে এর গতি কি হয়েছে ?

উত্তর:- কলিযুগে পবিত্রতা, সুখ ও শান্তির দেউলিয়া হয়েছে তাই ভারত সুখধাম থেকে দুঃখ ধাম, হীরা থেকে কড়িতে পরিণত হয়েছে। এই সম্পূর্ণ খেলাটি ভারত নিয়ে। খেলার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান এখন বাবা তোমাদের শোনাচ্ছেন। ভাগ্যশালী, সৌভাগ্যশালী বাচ্চারা-ই এই জ্ঞানকে ভালো ভাবে বুঝতে পারবে।

গীত:- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম আর কেউ নেই

ওম্ শান্তি ভগবানুবাচ। কোন্ ভগবান ? ভোলানাথ শিব ভগবানুবাচ । বাবাও বোঝান, টিচারের কাজও হল বোঝানো। সদগুরুর কাজও হল বোঝানো। শিববাবাকেই সৎ বাবা, ভোলানাথ বলা হয়। শঙ্করকে ভোলা বলা হবেনা। ঔনার জন্যে তো বলা হয় চোখ খুলে সৃষ্টি ভঙ্গ করে দিয়েছেন। ভোলা ভাগুরী শিবকে বলা হয় অর্থাৎ ভান্ডার ভরপুর করেন যিনি। কোন্ ভান্ডার ? ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তির। বাবা তো এসেছেন কেবল পবিত্রতা-সুখ-শান্তির ভান্ডার ভরপুর করতে। কলিযুগে পবিত্রতা-সুখ-শান্তির দেউলিয়া বা অভাব হয়েছে কারণ রাবণ অভিশাপ দিয়েছে। সবাই শোক বাটিকায় কান্না কাটি করে। ভোলানাথ শিব বসে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন অর্থাৎ বাচ্চারা তোমাদের ত্রিকালদর্শী করছেন। ড্রামার কথা তো আর কেউ জানেনা। মায়া একেবারে অবুঝ করে দিয়েছে। ভারতেরই এ হল হার-জিত, দুঃখ-সুখের নাটক। ভারত হীরের মতন সলভেন্ট(সমৃদ্ধশালী) ছিল, এখন কড়ির মতন ইনসলভেন্ট(দীন) হয়েছে। ভারত সুখধাম ছিল, এখন দুঃখ ধাম হয়েছে। ভারত হেভেন ছিল, এখন হেল বা নরক হয়েছে। নরক থেকে আবার স্বর্গে পরিণত হয় কিভাবে, তারই আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান, জ্ঞানসাগর ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারেনা। বুদ্ধিতে এই কথাটি নিশ্চয়ই থাকা উচিত। নিশ্চয় তাদের থাকে যাদের ভাগ্য উদয় হয়, যারা সৌভাগ্যশালী হবে । দুর্ভাগ্য শালী তো সবাই। দুর্ভাগ্য শালী অর্থাৎ ভাগ্য খারাপ হওয়া। যারা হয় ব্রষ্টাচারী । বাবা এসে শ্রেষ্ঠাচারী করেন। কিন্তু সেই পিতাকে বোঝা খুব কঠিন কারণ তাঁর কাছে দেহ নেই। সুপ্রিম আত্মা কথা বলেন। সত্যযুগে থাকে পবিত্র আত্মারা। কলিযুগে সব পতিত। অনেক মনস্কামনা নিয়ে জগৎ অস্ত্রার কাছে যায়, কিছুই জানেনা তবুও বাবা বলেন - যে যে যেমন-যেমন ভাবনা নিয়ে পূজা অর্চনা করে তাদের অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর ফল আমি প্রদান করি। জড় মূর্তি কখনও ফল প্রদান করতে পারেনা। ফল প্রদানকারী, অল্পকালের সুখ প্রদানকারী আমি এবং বেহদের সুখদাতাও আমি। আমি দুঃখ দাতা নই। আমি তো হলাম দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা । তোমরা এসেছ সুখধামে স্বর্গের বর্ষা নিতে। এর জন্যে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। বাবা বোঝান আদি-তে হল সুখ, মধ্য-তে ভক্তিমার্গ শুরু হয় অর্থাৎ সুখ পুরো হয়ে দুঃখ শুরু হয়। তারপরে দেবী-দেবতা বাম মার্গে, বিকারী মার্গে গমন করেন। যেখান থেকে ভক্তি শুরু হয়। সুতরাং আদি-তে হয় সুখ, মধ্য দুঃখ শুরু হয়। অন্তে তো অতি দুঃখ থাকে। বাবা বলেন এখন সকলের শান্তি, সুখদাতা হলাম আমি। তোমাদের সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উপযুক্ত করছি। বাকি সবাই হিসেব নিকেশ মিটিয়ে শান্তি ধামে চলে যাবে। সাজা তো অনেক ভোগ করবে। ট্রাইব্যুনাল বসে। বাবা বোঝান কাশীতে নিজেকে বলিদান করা হত। কাশী কলবট(কাশীতে একটি কুঁয়া আছে, যেটা ধারালো ছুরিতে পূর্ণ, পাপ করলে ওখানে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহুতি দিত, বর্তমানে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে) বলা হয় না ! এবারে কাশীতে আছে শিবের মন্দির। সেখানে ভক্তি মার্গে শিববাবার স্মরণে থাকে। তারা বলে - ব্যস, এবারে আপনার কাছে ফিরব। চোখের জল ফেলে শিবের কাছে বলিদান করে তো অল্পকাল ক্ষণ ভঙ্গুর অল্প মাত্রায় ফল প্রাপ্ত করে। এখানে তোমরা আত্মহুতি দাও অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় শিববাবার আপন হও ২১ জন্মের বর্ষা প্রাপ্তির জন্যে। জীবঘাত বা আত্মঘাতী হওয়ার ব্যাপারই নেই। জীবিত থেকেই বাবা আমি হলাম আপনার । তারা তো শিবের উদ্দেশ্যে বলিদান দেয় অর্থাৎ প্রাণ ত্যাগ করে, মরে যায়, ভাবে আমরা শিববাবার আপন হয়ে যাই। কিন্তু তা তো হয়না। এখানে তো জীবিত অবস্থায় বাবার আপন হয়ে, বাবার কোলে এসে বাবার মতামত অনুযায়ী চলতে হবে, তবেই শ্রেষ্ঠ দেবতা স্বরূপে পরিণত হতে পারবে। তোমরা এখন পরিণত হচ্ছ। কল্প কল্প তোমরা এই পুরুষার্থ করেছ। এইসব কোনো নতুন কথা নয়।

দুনিয়া পুরানো হয়। তারপরে নিশ্চয়ই নতুন চাই তাইনা ! ভারত নতুন সুখধাম ছিল, এখন পুরানো দুঃখ ধাম হয়েছে। মানুষ এত পাথর বুদ্ধি হয়েছে যে এ কথা বোঝে না যে সৃষ্টি হল একটিই । সৃষ্টি শুধু নতুন ও পুরানো হয়। মায়া বুদ্ধিতে

তালা লাগিয়ে একেবারেই তুচ্ছ বুদ্ধি করে দিয়েছে, তারজন্যেই তো অক্যুপেশান না জেনেই দেবতাদের পূজা অর্চনা করতে থাকে, একেই বলে ব্লাইন্ড ফেইথ অর্থাৎ অন্ধ বিশ্বাস। দেবীদের পূজায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে, তাঁদের পূজা করে ভোজন করিয়ে সমুদ্রে ভাসান দেয় তো পুতুলের পূজা হল কিনা। এতে কি লাভ ? কত ধুমধাম করে আয়োজন করা হয়, খরচ করা হয়, এক সপ্তাহ পরে যেমন শ্মশানে কবর দেওয়া হয় ঠিক সেইরকম সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ভগবানুবাচ - এ হল অসুরী সম্প্রদায়ের রাজত্ব, আমি তোমাদের দৈবী সম্প্রদায়ের বানাই। কারো বিশ্বাস হওয়া সহজ নয় - কারণ সাকারে দেখা যায়না। আগা খাঁ সাকারে ছিলেন তাই ওনার অনেক ফলোয়ার্স ছিল, ওনাকে সোনা হীরে দিয়ে ওজন করা হত। এতখানি মহিমা বাদশাহেরও হয়না। অতএব বাবা বোঝান - একেই অন্ধ শ্রদ্ধা বলা হয় কারণ স্থায়ী সুখ তো নয়, তাইনা ! অনেক খারাপ লোক থাকে, বড় লোকের দ্বারা বড় পাপ হয়। বাবা বলেন আমি হলাম গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ। গরীবের দ্বারা অত পাপ হবেনা। এই সময় সবাই হল পাপ আত্মা। এখন তোমরা বেহদের বাবাকে পেয়েছ তবুও ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে ভুলে যাও । আরে, তোমরা হলে আত্মা, তাইনা ! আত্মাকে কেউ কখনও দেখেনি। জানে আত্মা স্টার সম ভ্রু দুটির মাঝখানে থাকে। যখন আত্মা বেরিয়ে যায় তখন শরীর শেষ হয়ে যায়। আত্মা হল স্টার সম, তো নিশ্চয়ই আত্মার পিতা অর্থাৎ আমাদের পিতা আমাদের মতন হবেন। কিন্তু তিনি হলেন সুখের সাগর, শান্তির সাগর। নিরাকার বর্ষা প্রদান করবেন কিভাবে ? নিশ্চয়ই ভ্রুকুটির মধ্যখানে এসে বসবেন। আত্মা এখন জ্ঞান ধারণ করে দুর্গতি থেকে সদগতিতে যায়। এখন যে করবে সে পাবে। বাবাকে স্মরণ না করলে বর্ষাও পাবে না। কাউকে নিজের মতন বর্ষা প্রাপ্তির যোগ্য করে না তুললে ধরে নেওয়া হবে পাই-পয়সার পদ পাবে। শ্রেষ্ঠাচারী ও ভ্রষ্টাচারী কাকে বলা হয়, এই কথা বাবা বসে বোঝান। ভারতেই শ্রেষ্ঠাচারী দেবতা বাস করে গেছেন। গায়নও করে হেভেনলি গড ফাদার কিন্তু জানেনা যে হেভেনলি গড ফাদার কবে এসে সৃষ্টিকে হেভেন করেন। তোমরা জানো, শুধু পুরোপুরি পুরুষার্থ করছ না, সবই ড্রামা অনুসারে হবে, যার ভাগ্যে যত টুকু আছে। বাবাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তো বাবা চট করে বলে দিতে পারেন যে এই চলন দ্বারা যদি তোমাদের শরীর ত্যাগ হয় তো অমুক পদ প্রাপ্ত করবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো নেই। যারা ভালো পুরুষার্থ করে তারা বুঝতে পারে আমরা কতজনের অন্ধের লাঠি হয়েছি অর্থাৎ কতজনকে পথ বলে দিয়েছি ? বাবাও বুঝতে পারেন - এই আত্মা ভালো পদ প্রাপ্ত করবে, এই বাচ্চা কিছুই সার্ভিস করেনা তাই সেখানে দাস-দাসী পদ পাবে। সাফাইয়ের কর্মে নিযুক্ত, কৃষকের লালন পালনে নিযুক্ত, মহারানীর শৃঙ্গারে নিযুক্ত দাস-দাসীরাও তো হয় তাইনা। তারা হলেন পবিত্র রাজা, এরা হল পতিত রাজা। পতিত রাজারা পবিত্র রাজাদের মন্দির বানিয়ে তাঁদের পূজা করে। যদিও জানে কিছুই না।

বিড়লা মন্দির কত বিশাল। লক্ষ্মী নারায়ণের কত মন্দির বানায়, কিন্তু জানেনা যে লক্ষ্মী-নারায়ণ কে ? তাতে তাদের কতটুকু লাভ হয়েছে ? অল্পকালের সুখ। জগৎ অশ্বার কাছে যায়, একথা তো জানেনা যে জগৎ অশ্বার লক্ষ্মী রূপ ধারণ হয়। এই সময় তোমরা জগৎ অশ্বার কাছে থেকে সব মনস্কামনা পূর্ণ করছ। বিশ্বের রাজত্ব নিচ্ছ। জগৎ অশ্বা তোমাদের পড়াচ্ছেন। তিনিই লক্ষ্মী হবেন। যাঁর কাছে বছর বছর ভিক্ষা চাওয়া হয়। কতটা তফাৎ আছে ! লক্ষ্মীর কাছে প্রতি বছর টাকা পয়সার ভিক্ষা চাওয়া হয়। লক্ষ্মীকে এমন বলা হয়না সন্তান চাই বা সুস্বাস্থ্য চাই । না, লক্ষ্মীর কাছে শুধু ধন চাওয়া হয়। নামই হল লক্ষ্মী পূজা। জগৎ অশ্বার কাছে অনেক কিছু চাওয়া হয়। তিনি সর্ব কামনা পূর্ণ করেন। এখন তোমরা জগৎ অশ্বার কাছে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত কর। লক্ষ্মীর কাছে প্রতি বছর ধন সম্পদ রূপী ফল প্রাপ্ত হয়, তবে তো প্রতি বছর পূজা করে। ভাবে ধন দেবী ধন দেবেন। সেই ধন দিয়ে পাপ কর্ম করে। ধন প্রাপ্তির জন্যেও পাপ করে।

এখন তোমরা বাচ্চারা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত কর, যার দ্বারা তোমরা সম্পদশালী হয়ে যাবে। জগৎ অশ্বার কাছে স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। সেখানে পাপ হয়না। কত কিছু বোঝার বিষয় রয়েছে । কেউ ভালোভাবে বোঝে, কেউ তো কিছুই বোঝে না, কারণ ভাগ্যে নেই। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে না ফলে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না। তারপর পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে - একথা বুঝতে হবে। গড ফাদার (হেভেনলি কিংডম) স্বর্গের রাজধানী স্থাপন করছেন তারপরে ভারত স্বর্গে পরিণত হবে। একেই বলা হয় কল্যাণকারী যুগ। এ হল বড়জোর (ম্যাক্সিমাম) ১০০ বছরের যুগ। অন্য সব যুগ হল ১২৫০ বছরের। আজমের শহরে বৈকুণ্ঠের মডেল দেখানো হয়, দেখানো হয়েছে স্বর্গ কেমন হয়। স্বর্গ তো নিশ্চয়ই এখানেই হবে তাই না ! একটুও যদি শুনে নেয় তাহলেই স্বর্গে আসবে, কিন্তু পড়া না করলে হবে বন বাসী। প্রজাও তো নম্বর অনুসারে হয়, তাই না ! কিন্তু সেখানে গরিব, ধনী সবারই সুখ থাকে। এখানে তো আছে শুধুই দুঃখ। ভারত সত্যযুগে সুখধাম ছিল, কলিযুগে হয়েছে দুঃখধাম। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হবে। গড একজন। ওয়ার্ল্ডও একটি। নতুন ওয়ার্ল্ডে প্রথমে হল ভারত। এখন ভারত পুরানো হয়েছে তারপরে নতুন হতে হবে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি এইভাবেই রিপোর্ট হতে থাকে আর এই কথা কেউ জানেনা। সবাই তো একরকম হয়না। পদ মর্যাদা তো ওখানেও থাকবে। সেখানে সিপাহী থাকবে না, কারণ সেখানে ভয়ের কিছুই থাকে না। এখানে তো ভয় আছে, তাই সিপাহি ইত্যাদি রাখা হয়। ভারতকে

বিভাজিত করা হয়েছে। সত্যযুগে পার্টিশন হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণের একচ্ছত্র রাজত্ব থাকে। কোনো পাপ হয়না। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমার কাছে সদা সুখের বর্ষা নাও, আমার মতানুযায়ী চলে। সদগতির মার্গ একমাত্র বাবা-ই দেখান। এ হল শিব শক্তি সেনা, যারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করে। তারা তন-মন-ধন সব সেবায় নিয়োজিত করে। বাপুজি (গান্ধীজি) খ্রীষ্টানদের তাড়িয়ে ছিলেন, সেসবও ড্রামায় ছিল। কিন্তু তাতে সুখ প্রাপ্ত হয়নি বরং দুঃখ বেড়েছে। তাদের অল্প নেই অথচ তাদের মিথ্যে গল্প(আশ্বাসন) বলতে থাকে, এটা পাবে, সেটা পাবে, এই হবে, সেই হবে । কিন্তু আসল কথা হল প্রাপ্ত তো হবে শুধুমাত্র বাবার কাছ থেকেই । বাকি সব তো শেষ হয়ে যাবে। বলা হয় বার্থ কন্ট্রোল করো, তার জন্যে কত বুদ্ধি খাটানো হয়, হবে কিছুই না। এখন যদি একটু ছোট খাটো যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় তাহলেই অকাল পড়ে যাবে। একে অপরের সাথে মারামারি লেগে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জীবিত অবস্থায় বাবার কাছে সমর্পিত হতে হবে অর্থাৎ বাবার আপন হয়ে বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। নিজের মতন করে পরিণত করার সেবা করতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করে জগৎ অশ্বা সম সকলের মনস্কামনা পূরণকারী হতে হবে।

বরদান:- সব কথায় কল্যাণ ভেবে অচল, অটল মহাবীর স্বরূপ ত্রিকালদর্শী ভব*
ব্যাখ্যা: কোনও কথাকে একটি কালের দৃষ্টি দিয়ে দেখো না, ত্রিকালদর্শী হয়ে দেখো। কেন, কি ইত্যাদি প্রশ্নের বদলে সর্বদা এই সঙ্কল্প রাখো যে যা হচ্ছে তাতে কল্যাণ নিহিত আছে। বাবা যা বলেন তাই করতে থাকো, তারপরে বাবা জানবেন আর বাবার কাজ জানবে। বাবা যেভাবে চালান সেইভাবে চললে তাতে কল্যাণ রয়েছে । এই নিশ্চয়টি যেন কখনও টলমল না হয়। সঙ্কল্প এবং স্বপ্নেও যদি ব্যর্থ সঙ্কল্প না আসে তবেই বলা হবে অচল, অটল মহাবীর।

স্লোগান:- তপস্বী হল সে যে শ্রীমতের প্রতিটি ইঙ্গিত প্রমাণ সেকেন্ডে নির্লিপ্ত ও প্রিয় স্বরূপে স্থির হয় ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা- ধৈর্য ধরো, এখন তোমাদের দুঃখের দিন পূর্ণ হয়েছে, সুখের দিন আসছে, নিশ্চয় বুদ্ধিতে বাচ্চাদের অবস্থা ধৈর্যশীল থাকে"

প্রশ্ন:- কোনো অবস্থাতেই যেন উদাসীনতা না আসে তার সহজ বিধি কী?

উত্তর:- ব্রহ্মা বাবার উদাহরণ সदा নিজের সম্মুখে রাখো। তিনি হলেন অগণিত বাচ্চাদের বাবা, কেউ সুপুত্র, তো কেউ কুপুত্র, কেউ সার্থিস করে, কেউ ডিসসার্থিস, তবুও বাবা কখনো মুষড়ে পড়েন না, ভয় পান না তাহলে তোমরা বাচ্চারা কেন মুষড়ে পড়ো। তোমরা কোনো অবস্থাতেই উদাসীন হয়ো না।

গীত:- ধৈর্য ধরো রে মন/সুখের দিন আসছে এখন.....

ওম্ শান্তি। ধৈর্য ধরো মন.... কোনো মানুষকে এ কথা বলা হয় না। মন-বুদ্ধি আত্মায় থাকে। এ কথা আত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয়। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই আত্মাকে বলতে পারে না যে ধৈর্য ধরো, কারণ অধীরকেই ধৈর্য দেওয়া হয়। যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপী হন তাহলে তাঁকে অধৈর্য বলা যেতে পারে না। এই সময় সব মানুষই অধৈর্য, দুঃখী। সেইজন্য ধীরতা দেওয়ার, সুখ দেওয়ার জন্য বাবা এসেছেন। বাবা বলেন এখন ধৈর্য ধরো। বাবার মহাবাক্য শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই নয়, বাস্তবে তা সারা দুনিয়ার জন্য। সারা দুনিয়া ধীরে ধীরে শুনবে। যে শোনে সেই আসতে থাকে। একমাত্র বাবাই হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা, দুঃখহরণকারী। এ হল দুঃখের দুনিয়া। বাচ্চারা মনে করে এখনই আমাদের মুক্তি-জীবনমুক্তির দিন অর্থাৎ কলিযুগী পতিত দুনিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার দিন। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, তাও পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। সকলের ধৈর্য নেই যে এখন আমরা এই দুঃখের দুনিয়া থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের সুখধামে যাবো। বাচ্চারা, তোমাদেরও স্থায়ী নিশ্চয় থাকা উচিত। যদি শ্রীমত অনুসারে চলতে থাকো তাহলে এখন আমাদের সুখের দিন আসছে। এর মধ্যে আশীর্বাদ বা কৃপা ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। বাবা বসে পড়ান। সহজ স্বরাজ্য যোগ শেখান। পড়াকে নলেজও বলা হয়। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন। সর্বপ্রথমে অটল নিশ্চয়তা চাই, তাহলে তা আর কখনোই ওঠা নামা করবে না হবে না। গায়নও আছে, আশ্বা ছিল পরম ব্রহ্মের নিবাসীর প্রতি, তাঁকে পেয়ে গেছি তাই আর বাকী কি চাইব। এই নিশ্চয় তো আছে যে বাবার কাছ থেকে স্বর্গের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। প্রথমেই চিরস্থায়ী ধৈর্য পাওয়া যায়। এ হল অবিনাশী ধৈর্য। এটা নিশ্চিত যে আমরাই শ্রীমত অনুসারে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠাচারী রাজ্য-ভাগ্য স্থাপন করছি, কোনো লড়াই - ঝগড়া ছাড়া। তাহলে উদাস হয়ে পড়ার কী দরকার। তোমাদের ঘরে ১০-১২ টি বাচ্চা থাকতে পারে। কিন্তু বাবাকে দেখো তো হাজার- হাজার, লক্ষ-লক্ষ বাচ্চা। কোনো কোনো বাচ্চা তো ঝামেলাও (উপদ্রব) করে। কেউ সুপুত্র তো কেউ কুপুত্র, কেউ সার্থিস করে তো কেউ ডিসসার্থিস। কিন্তু বাবা কী কখনো ঘাবড়ে যান? তাই বাচ্চাদেরও ভয় পাওয়া উচিত নয়। গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। একদিকে রয়েছে হঠযোগ, কর্ম সন্ধ্যাসী। তোমাদের হল বেহদের সন্ধ্যাস। এ হল রাজযোগ। তোমাদের গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই বাবার আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে। অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। তাহলে এখন নিজেদের সুখধামের ঝাড়(বৃক্ষ) দেখা যাচ্ছে। এ কথা তোমরা পরোক্ষ বা অপরোক্ষ বুদ্ধির দ্বারা জানতে পারো। তাতে সাক্ষাৎকার হোক বা না-ই হোক। পুরুষার্থ করা হয় ভবিষ্যতের স্ব-রাজধানীর জন্য। লক্ষ্য তো সম্মুখে আছে, তাই না? লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখেছো তো। এরকমও নয় যে সাক্ষাৎকার হলে তবেই মানবো। এতো বুদ্ধির দ্বারা বোঝার ব্যাপার। এই নেত্র দ্বারা চিত্র দেখেছো তো আবার তা পুনরায় দেখবে। এ হল রাজযোগ। বুদ্ধিও বলে চিত্র তো সামনেই রয়েছে, তাহলে আবার সাক্ষাৎকার কী করবো? শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগের মালিক। শিববাবা তো পরমধাম নিবাসী। তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারো। এটাই তোমাদের লক্ষ্য। তাহলে আয়নায় দেখো যে সেই দৈব-গুণ আমাদের মধ্যে কতটা এসেছে? বাবা ধৈর্য তো অনেক দেন।

এখন পড়তে হবে। রাজত্বের জন্য জ্ঞান চাই। বাবা তা দিচ্ছেন। আই. সী. এস.-দের(Indian Civil Service) অনেক নেশা থাকে যে আমরা খুব বড় অফিসার হবো। কার্যতঃ ব্যবসা করেও কোটিপতি হওয়া যায়। বাবা তোমাদের ধান্দা শেখান - বিনিময়ের। তোমরা বাবাকে কড়ি দাও, তার বিনিময়ে ২১ জন্মের জন্য বাবা তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। এটা এক ধরনের ব্যবসাও আবার পড়াও। শুধু ব্যবসা, কোনো কাজের না। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীর জ্ঞানও চাই। স্বদর্শন চক্রধারীও হতে হবে। যত পড়বে ততই উচ্চ পদ পাবে। স্বর্গে মালিকও থাকবে তো প্রজা, ভূত্যও থাকবে। এখনও সকলে বলে - ভারত আমাদের দেশ। কিন্তু রাজা ও প্রজার মধ্যে অনেক ফারাক। বাবা বলেন - যতটা সম্ভব উচ্চ থেকে উচ্চ পদ

লাভ করো। মাতা-পিতার সমান পুরুষার্থ করো। তোমরা বোঝো যে সবাই তো আর রাজ সিংহাসনে বসবে না। তবুও রেস(দৌড়) করাতে হয়। পুরুষার্থের ক্রমানুসারেই রাজত্ব পাবে। কল্প-পূর্বে যাদের যা পুরুষার্থ ছিল তাই সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। আবার যদি কারও পুরুষার্থ শীতল হয়, তবে তাকে তীব্র বানানো হয়। তোমাদের পুরুষার্থে অনেক শীতলতা দেখি। তোমাদের মমত্ব রয়েছে। ট্রাস্টী বানিয়েছি তবুও মমত্ব কেন? তোমরা শ্রীমত অনুসারে চলো। তোমরা প্রশ্ন করো - বাবা, বাড়ি বানাবো ? হ্যাঁ, কেন নয় বানাও, ভালভাবে আরাম করে বসো। বাকী খুব অল্প দিনের জন্য এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া আছে। খুব আরাম করো, বাচ্চাদের বিয়ে দাও। বাবা কোনো ধন নেন না। তিনি তো দাতা। শিববাবা এই সময় বাচ্চাদের থাকার জন্য এই ঘর বানিয়েছেন। আর নিজের থাকার জন্য এই শরীরকে(ব্রহ্মা) নিমিত্ত করেছেন, জীব আত্মাদের থাকার জন্য তো অবশ্যই ঘরের প্রয়োজন। তাই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য তৈরী করছেন। বাবাও এই ঘরে বসে আছেন, তাই না। এ কথা তোমরা জানো যে - তিনি হলেন আমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের পিতা আর ইনি হলেন শরীরের পিতা। তোমাদের দত্তক নিয়েছেন। তোমরা আমাদের সন্তান। তোমরা মাশ্বা-বাবা বল। একেই দত্তক নেওয়া বলে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার এতো বাচ্চা তা অবশ্যই দত্তক নেওয়াই হবে। তোমাদের দত্তক নেন। সরস্বতীও তাঁর কন্যা। এ হল অতি গুহ্য কথা। গীতা-ভাগবত ইত্যাদি তোমরা পড়েছো, এই বাবাও পড়েছে। কিন্তু ড্রামা অনুসারে এখনই শ্রীমত পাওয়া যায়। যা কিছু বলেন তা ড্রামা অনুসারে। তাতে অবশ্য কল্যাণই হবে। যদি কোনো ক্ষতিও হয়, তাতেও কল্যাণই আছে। প্রতিটি কথায় কল্যাণ আছে। শিববাবা হলেন কল্যাণকারী। ওঁনার মত ভালো। যদি এর উপর কোনো সংশয় থাকে আর শ্রীমতে না চলে নিজের মতে চলে তবে ধোঁকা খেতে হবে। তাহলে শিববাবা কী করবেন ? প্রতিটি পদক্ষেপে রায় নিতে হবে। সুপ্রীম পান্ডা তো বসে আছেন। অনেক বাচ্চার একথা ভুলে যায় কারণ যোগে থাকে না। যোগকে স্মরণের যাত্রা বলা হয়। স্মরণ না করলে মনে করে আমরা রেস্ট নিচ্ছি। যাত্রা পথে কি কেউ রেস্ট নেয় ! তোমরাও যদি রেস্ট নাও, স্মরণ না করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে না আর এগিয়ে যেতে পারবে না। স্মরণ না করলে তো সমীপে যেতে পারবে না। আত্মা ক্লান্ত হয়ে যায়। বাবাকে ভুলে যায়। *বাবা বলছেন তোমরা যাত্রা-তে চলেছ। রাতে তো তোমরা রেস্টই নাও। এমন নয় যে রাতে তোমরা ঘুমের মধ্যেই যাত্রায় থাকো। না, ওটা বিশ্রাম। যখন জেগে থাকো তখনই যাত্রায় থাকো। ঘুমের মধ্যে কখনো বিকর্ম বিনাশ হবে না। তবে হ্যাঁ তখন কোনো বিকর্মও হয় না*। তাই বাবা সব কথাই বুঝিয়ে দেন কিন্তু কেউ বাবার কথা আমল তো করুক। অনেক পয়েন্টস বলেন। ব্যারিস্টারির পয়েন্টস তখন বুদ্ধিতে আসে যখন কেউ ব্যারিস্টারি পড়ে। যদি ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তাহলে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হয়। যে যেমন কোর্স করে, তেমনই হয়।

এখানে তো একটাই কোর্স। সদা যাত্রা-তে থাকো। তোমাদের মাথার উপর জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা রয়েছে। তা বিনাশ করার একটাই উপায় - বাবাকে স্মরণ করা। তা না হলে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। মালা তো তৈরী করাই আছে। নয় রঞ্জের গায়নও আছে। এসব কথা কোথা থেকে এসেছে তা মানুষ জানে না। অষ্টরত্ন আছে যারা রুদ্র মালায় আসে। তাই ভালো করে পুরুষার্থ করতে হবে। স্টুডেন্টস ভালো মতো পড়লে রেজিস্টার দেখে তা মা-বাবাও জানতে পারে। এখানে তো বাবাই টিচার, তাই তিনি সব জানেন। তোমরা বাবার কাছেই পড়ো। তাই তিনি তোমাদের রেজিস্টারও জানতে পারেন। তোমরাও নিজেদের রেজিস্টার জানতে পারো - কতখানি গুণ আমাদের মধ্যে আছে বা আমরা অন্যদের কতটা নিজেদের সমান বানাতে পারি ? আমাদের কী এতটা শক্তি আছে যে কেউ সম্মুখে এলে তার শরীরকে পর্যন্ত ভুলে যাবে ? বলা হয়ে থাকে, হিম্মত আমাদের মদদ ঈশ্বরের। বাবা অনেক সাহায্য করেন। তোমরাও যোগের দ্বারা সহায়তা দিয়ে থাকো। বাবার চাই পবিত্রতার সাহায্য। সমস্ত পতিত দুনিয়াকে যোগবলের দ্বারা পাবন করতে হবে। যে যত যোগের সহায়তা দেবে বাবা ততই খুশী হবেন। বাস্তবে এই সহায়তা বাবার জন্য না নিজের জন্য? তোমরা যত পড়বে তত উঁচু পদ পাবে। যত স্মরণ করবে ততই আমাকে পবিত্রতার সহায়তা প্রদান করতে পারবে। আমি আসি পতিতকে পবিত্র বানাতে, পবিত্র দুনিয়ার জন্য। পতিত ও পাবন এখানেই হয়। ওটা হলো নিরাকারী দুনিয়া। গায়নও আছে, পতিত-পাবন এসো। বোঝো না যে, পাবন বা পবিত্র দুনিয়া কাকে বলে। সীতাকে রাবণের জেল থেকে, দুঃখ থেকে মুক্ত করে, তারপর তো সুখও চাই। অন্যেরা শান্তি পায় অনেক কিন্তু সুখ পায় অল্প। তোমরা যেমন সুখ অনেক পাও, তেমন দুঃখও অনেক পাও। শেষে যে সব আত্মারা আসে তারা অল্প পার্ট বার্জিয়ে ফিরে চলে যায়। অনেকে এক-দুই জন্মও নেয়। একটু সময়ের জন্য আসা-যাওয়া। তোমাদের হল ৮৪ জন্মের ব্যাপার। ওদের এক-দুই জন্মের। তোমরা ৮৪ জন্মকেই জানো, চক্রকে জানার জন্য চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। ওরা তা হতে পারবে না। ওদের জন্য এই জ্ঞান নয়। এই জ্ঞান তোমাদের জন্য, যারা কল্প-পূর্বেও এই জ্ঞান নিয়েছিলো। এখন তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। এখনই পুরুষার্থের সময় আর তোমাদের জন্যই পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে। দেবী-দেবতা ধর্ম অনেক সুখ দেবে, এতো সুখ আর কেউ দিতে পারবে না। এই অনাদি ড্রামা তৈরী হয়েই রয়েছে। সবাই তো আর হিরো-হিরোইনের পার্ট পাবে না। বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে। তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ অনেক প্রকারের মানুষ আছে। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হল দেবী-দেবতা। শ্রেষ্ঠ তাদেরকেই বলা হয়। তারা তো সত্যযুগেই থাকে। তাদের চিত্রও

রয়েছে। কিন্তু কীভাবে তাঁরা এমন হয়েছে তা কেউ জানে না। কেউ কেউ বলে - কৃষ্ণ সর্বব্যাপী। তাই ভগবানও সর্বব্যাপী। এসব কথা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো। এই লক্ষ্য খুবই ভালো- বোঝাবার জন্য। সবাইকে অবশ্যই আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সবাই সংবাদ পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাচ্ছে। এখন সময়ও অনেক কম। এতক্ষণ বাচ্চারা যাত্রা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মায়ার তুফান সহ্য করতে পারে না। যুদ্ধের ময়দানে মায়া তো অবশ্যই আক্রমণ করবে। ওস্তাদের থেকেও ওস্তাদ হয়ে লড়বে। অত্যন্ত জোরে ঝড় তুফান আসবে। অনেকে বলে যে যখন থেকে জ্ঞানে এসেছি তখন থেকেই বিদ্বান আসছে, কাজে অনেক ক্ষতি হয়েছে। বাবা বলেন মনে কোরো না যেন জ্ঞানে এসেছো বলেই বিদ্বান আসছে। এ তো দুনিয়ায় হতেই থাকে। এতে ভয় পেয়ে যেও না। কখনো শুক্রে দশা, কখনো রাহুর, কখনো অন্য কারোর দশা বসে থাকবেই। চলতে চলতে ছেড়ে দেয়। রাহুর দশা অত্যন্ত কড়া। মায়া একদম খেয়ে নেয়, তাই কালোর থেকেও কালো হয়ে যায়। মায়া থাপ্পড় মেরে একদম কালো মুখ করে দেয়। মায়াও জিতে যাবে। শুধুমাত্র বাচ্চাদেরই জয় হলে তবেই রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে। ওস্তাদ-কে (বাবাকে) ভুলে যায়, তাই তো মায়া থাপ্পড় মারে। এমন রুহানী প্রেমিককে প্রেমিকা ভুলে যায়, এও অতি আশ্চর্যজনক, তাই না! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের-কে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যোগবলের দ্বারা পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে বাবার সাহায্যকারী হতে হবে। স্মরণের যাত্রায় রেস্ট নিও না। স্মরণ যেন এমন হয় যে তোমার সামনে আসা মানুষ যেন তার শরীর পর্যন্ত ভুলে যায়।

২) শ্রীমতের উপর সংশয় প্রকাশ করে নিজের মনমত চালিও না। প্রতি কথায় রায় নিয়ে এর মধ্যেই নিজের কল্যাণ আছে মনে করে চলতে হবে।

বরদান:- নিজের সূক্ষ্ম শক্তিগুলিকে স্থাপনার কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম মাস্টার রচয়িতা ভব* যেমন তোমাদের রচনার বিস্তারকে বৈজ্ঞানিকেরা সারে(সংকোচন) নিয়ে আসছে। অতি সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী বিনাশের সাধন বানাচ্ছে । ঠিক তেমনি তোমরাও মাস্টার রচয়িতা হয়ে নিজের শক্তিগুলিকে স্থাপনার কাজে লাগাও। তোমাদের কাছে সবচেয়ে মহান শক্তি রয়েছে - শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প-শক্তি, শুভ বৃত্তির শক্তি, স্নেহ আর সহযোগের দৃষ্টি। তাই এই সূক্ষ্ম শক্তিগুলির দ্বারা নিজের বংশাবলীর আশার প্রদীপ জ্বালাও, তাদেরকে যথাযথ লক্ষ্যে পৌঁছে দাও।

স্লোগান:- যেখানে স্বচ্ছতা আর মধুরতা রয়েছে সেখানেই সেবাতেও সফলতা রয়েছে*।

সঙ্গমযুগের চার কন্সাইন্ড রূপের অনুভব

আজ, বাপদাদা সব বাচ্চাদের কন্সাইন্ড রূপ দেখছেন। বাচ্চারা তোমরা সবাই নিজেদের কন্সাইন্ড রূপ সম্পর্কে ভালোভাবে জানো? এক হলো, তোমাদের এই অস্তিম পুরানো শরীর, কিন্তু তা তোমাদের অতি অমূল্য বানায়, সেই শরীরের সাথে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা কন্সাইন্ড। তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মারা এই শরীরের আধার দ্বারা শ্রেষ্ঠ কার্য এবং বাপদাদার সাথে মিলনের অনুভব করছো। প্রত্যেকের শরীর পুরানো কিন্তু এই অস্তিম শরীরের মহত্ব এটাই, তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা এই শরীরের আধার দ্বারা অলৌকিক অনুভব করো। সুতরাং, আত্মা আর শরীর কন্সাইন্ড। পুরানো শরীরে হওয়ার কোনোরকম শরীরগত ভাব অবশ্যই রেখোনা, বরং মালিক হয়ে এর দ্বারা কার্য করাতে হবে, সেইজন্য আত্মা অভিমানী এবং কর্মযোগী হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করাও।

দ্বিতীয়তঃ, তোমাদের অলৌকিক বি-চিত্র কন্সাইন্ড রূপ। যা সারা কল্পে এই কন্সাইন্ড রূপের অনুভব শুধু এখন করতে পারো। এই কন্সাইন্ড রূপের অনুভব, ***"তুমি এবং বাবা"***। সদা বিজয়ী হয়ে, সকলের বিঘ্ন বিনাশক হয়ে, সদা মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে থাকা। সদা শুভ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনা, শ্রেষ্ঠ বাণী, শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা অন্যদেরকে তোমাদের বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়ার অনুভব করাও। এটা তোমাদের এক সেকেন্ডে সকল সমস্যার সমাধান স্বরূপ বানায়। তোমাদের নিজেদের এবং সকলের জন্য দাতা এবং মাস্টার বরদাতা বানায়। শুধু এই কন্সাইন্ড রূপে সদা স্থিত থাকলে তোমরা সহজেই স্মরণ ও সেবায় সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে যাও। বিধি শুধু নামেমাত্র হবে আর সিদ্ধি সদা তোমাদের সাথে থাকবে। এই সময়ে বিধি অনুসরণে বেশি সময় লাগে। সিদ্ধি তোমাদের যথাশক্তি অনুভব হয়। যতোই হোক, যতো বেশি তোমরা এই অলৌকিক, শক্তিশালী কন্সাইন্ড রূপে সদা থাকবে ততোই বিধির দ্বারা অধিক সিদ্ধি অনুভব করবে। তোমরা যা পুরুষার্থ করো তার থেকে বেশি প্রাপ্তি অনুভব করবে। সিদ্ধিস্বরূপের অর্থই হলো প্রত্যেক কার্যে আগে থেকেই সিদ্ধি হয়ে আছে। এই অনুভব প্র্যাকটিক্যাল হতে দাও।

তৃতীয় কন্সাইন্ড রূপ হলো, ***"যে আমি ব্রাহ্মণ, সেই আমি ফরিস্তা"***, - ব্রাহ্মণ রূপ আর অস্তিম কর্মাতীত ফরিস্তা স্বরূপ। এই কন্সাইন্ড রূপের অনুভূতি বিশ্বের সামনে তোমাদের সাফাংকারমূর্তি বানাবে। ***ব্রাহ্মণ যে, সেই ফরিস্তা*** এই স্মৃতি দ্বারা চলতে ফিরতে ব্যক্ত শরীর দ্বারা ব্যক্ত দুনিয়ায় তোমরা তোমাদের পার্ট প্লে করেও নিজেদের অনুভব করবে, তোমরা ব্রহ্মাবাবার সাথী, সূক্ষ্ম বতনের ফরিস্তা ব্যক্ত দেশে ব্যক্ত দেহের মধ্যে বিশ্ব সেবার জন্য এসেছো। এইরকম ব্যক্ত ভাবের উর্ধ্বে অব্যক্ত রূপধারী অনুভব করবে নিজেদের। এই অব্যক্ত ভাব অর্থাৎ ফরিস্তা হওয়ার ভাব নিজে থেকেই অব্যক্ত অর্থাৎ ব্যক্ত ভাবের আচার-আচরণ, ব্যক্ত ভাবের স্বভাব, ব্যক্ত ভাবের সংস্কার সহজেই পরিবর্তন করে নেবে। যখন অনুভূতি পরিবর্তন হয়, সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যায়। এইরকম অব্যক্ত ভাব সদা তোমাদের স্বরূপ হতে দাও। তোমাদের স্মৃতিতে আছে, তোমরা ব্রাহ্মণই সেই ফরিস্তা। সেই স্মৃতিকে এখন স্বরূপে আসতে দাও। স্বরূপ নিরন্তর নিজে থেকেই সহজ হয়ে যায়। স্বরূপে আনা অর্থাৎ সদা তোমরা অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে আছো। কখনো কখনো ভুলে যাওয়া আর কখনো কখনো মনে আসা, স্মৃতিতে থাকার প্রথম স্টেজ। স্বরূপ হয়ে যাওয়া - এটাই হল শ্রেষ্ঠ স্টেজ।

চতুর্থতঃ, ভবিষ্যৎ চতুর্ভূজ স্বরূপ, লক্ষ্মী-নারায়ণের কন্সাইন্ড রূপ, কারণ এই সময় তোমরা আত্মারা লক্ষ্মী নারায়ণ দুইই হওয়ার সংস্কার দ্বারা ভরপুর হচ্ছ। কখনো তোমরা লক্ষ্মী হবে আর কখনো তোমরা নারায়ণ হবে। ভবিষ্যৎ প্রারম্ভের কন্সাইন্ড রূপ এতটাই স্পষ্ট হতে দাও। আজ ফরিস্তা, কাল দেবতা। এই মুহূর্তে ফরিস্তা, পরমুহূর্তে দেবতা। তোমাদের রাজত্ব এবং তোমাদের রাজকীয় স্বরূপ সমাগত প্রায়। সেই রাজ্য আর রাজরূপ প্রস্তুত প্রায়। এইভাবে তোমাদের সঙ্কল্প স্পষ্ট এবং শক্তিশালী হতে দাও, কারণ যখন তোমাদের স্পষ্ট আর সমর্থ সঙ্কল্প ইমার্জ হবে, তোমাদের রাজত্ব কাছে চলে আসবে। তোমাদের ইমার্জ হওয়া সঙ্কল্প নতুন সৃষ্টি রচনা করবে, অর্থাৎ সেইসব সঙ্কল্প এই দুনিয়াতে নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসবে। যখন তোমাদের সঙ্কল্প মার্জ হয়, নতুন সৃষ্টি ইমার্জ হতে পারে না। ব্রহ্মার সঙ্কল্পের সাথে ব্রাহ্মণদের সঙ্কল্প দ্বারা এই ভূমিতে নতুন সৃষ্টি প্রত্যক্ষ হবে। ব্রহ্মাবাবাও নতুন দুনিয়াতে তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সাথে প্রথম পার্ট প্লে করার জন্য প্রতীক্ষা করছেন, কারণ তাঁর প্রতিজ্ঞা তোমাদের সাথে যাওয়ার। ব্রহ্মা যদি শুধু একলা কৃষ্ণ হন, তবে তিনি একলা কি করতে পারবেন? তাঁর সাথে যারা খেলবে, পড়বে তাদেরকেও তো প্রয়োজন, তাই না! সেইজন্য

ব্রহ্মাবাবা ব্রাহ্মণদের বলেন, *আমার সমান, বাবার সমান অব্যক্ত রূপধারী, অব্যক্ত স্থিতিধারী ফরিস্তা রূপ হও* । ফরিস্তাই দেবতা হবে । বুঝেছো তোমরা ? এই সব কস্মাইন্ড রূপে স্থিত হলে তবেই একমাত্র তোমরা সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । বাবাসম হয়ে সহজেই কর্মে সিদ্ধিলাভের অনুভব করবে ।

ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বাপদাদার সাথে রুহ-রিহান করার বা মিলন উদযাপন করার তীব্র ইচ্ছা থাকে । সবাই তোমরা উপলব্ধি করো যে আজই আমি বাবার সাথে মিলিত হব । কিন্তু সাকার দুনিয়ায় তো অনেক কিছু দেখতে হয় । কারণ চন্দ্র, সূর্যের অধীন দুনিয়া না ! এই সবেল উর্ধ্বের দুনিয়ায় চলে এসো, এখানে তোমরা যতক্ষণ ইচ্ছা বসতে পারো । নিজ নিজ বিশেষত্বে সব বাচ্চাই বাপদাদার প্রিয় । তোমরা কেউ কেউ মনে করো যে এই-ই অধিক প্রিয়, তুমি ততটা প্রিয় নও । এইরকম কোনো ব্যাপার নেই । মহারথীরা প্রিয় তাদের নিজস্ব বিশেষত্বে, আর বাবার সামনে নিজ নিজ রূপে সবাই তোমরা মহারথী । তোমরা মহান আত্মা, সেইজন্য তোমরা মহারথী । কার্য চালানোর জন্য স্নেহের সাথে কাউকে নিমিত্ত বানাতেই হয়, অন্যথায় তোমরা তো কার্য নিমিত্ত তোমাদের নিজের নিজের স্থান লাভ করেছে । যদি সবাই দাদী হয়ে যায় তবে কি কোনো কাজ হবে ? নিমিত্ত কাউকে তো বানাতেই হবে, তাই না ! কার্যতঃ, নিজের রীতিতে সকলেই তোমরা দাদী । সবাইকে তো দিদি বা দাদী বলাই হয়, তাই না ? তবুও তোমরা সবাই মিলে একজনকে তো নিমিত্ত বানিয়েছই । সবাই মিলে তাঁকে নিমিত্ত বানিয়েছো নাকি শুধু বাবাই তাঁকে নিমিত্ত বানিয়েছেন ? অথবা, শুধু ক্রিয়াকাণ্ডের নিমিত্তার্থে নিজের নিজের কার্যানুসারে কাউকে নিমিত্ত বানাতেই হয় । এর অর্থ এই নয় যে তোমরা মহারথী নও । তোমরাও মহারথী । মহাবীর তোমরা । যারা মাঝাকে চ্যালেঞ্জ করে তারা মহারথী নয় তো কি !

বাপদাদার জন্য সপ্তাহ কোর্স করা বাচ্চাও মহারথী, কারণ সপ্তাহ কোর্স তখনই করে যখন তারা বোঝে যে তারা এই শ্রেষ্ঠ জীবন বানাতে চায় । তারা চ্যালেঞ্জ করেছে, সুতরাং তারা মহারথী এবং মহাবীর । বাপদাদা সদাসর্বদা তোমরা সব বাচ্চাদের একটা স্লোগান অভ্যাসে রাখার ব্যাপারে মনে করাতে থাকেন । এক তো নিজের স্ব-স্থিতি বজায় রাখা, আরেকটা, অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা । তোমাদের স্ব-স্থিতিতে তোমরা সবাই বড়ো, কেউ ছোট নয় । ব্যবসায়িক কাজকর্মে একজন কাউকে তো নিমিত্ত বানাতেই হয় । সেইজন্য ব্যবসায় সদা সফল হওয়ার স্লোগান হলো, *রিগার্ড দেওয়া, রিগার্ড নেওয়া* । অন্যদের রিগার্ড দেওয়াই রিগার্ড নেওয়া । রিগার্ড পাওয়ার উপায় রিগার্ড দেওয়া । রিগার্ড দিলে রিগার্ড পাবে । রিগার্ড নেওয়ার সাধনই হলো রিগার্ড দেওয়া । তুমি রিগার্ড দিলে, অথচ তুমি পেলেনা, এরকম হতেই পারেনা । কিন্তু অন্তর থেকে এটা দাও, শুধু তোমার লাভের জন্য উপর-উপর নয় । যারা অন্তর থেকে রিগার্ড দেয় তারা তাদের অন্তরে রিগার্ড লাভ করে । যদি তোমরা উপর উপর রিগার্ড দাও তো তোমরা পাবেও উপর উপর । সবসময় অন্তর থেকে দাও, অন্তর থেকে নাও । এই স্লোগান দ্বারা সদাই নির্বিল্ল, নিঃসঙ্কল্প, নিশ্চিন্ত থাকবে । আমার কি হবে এই চিন্তা থাকবে না । আমার সাথে সনকিছু আগে থেকে হয়েই আছে, এটা স্থিরীকৃত, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকবে আর এইরকম শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বর্তমান আর ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ আগে থেকেই পূর্ব নির্ধারিত । এটা কেউ বদল করতে পারেনা । কেউ কারও সীট নিতে পারেনা, এটা স্থির হয়ে আছে । এটা নিশ্চিত বলেই তোমরা নিশ্চিন্ত । একেই বলা যায় ফলো ফাদার করে বাবা সমান হওয়া । বুঝেছো তোমরা ?

ডবল বিদেশি বাচ্চাদের প্রতি বাবার বিশেষ স্নেহ আছে, কোনো মুনাফার জন্য নয়, হৃদয়ের স্নেহ । বাপদাদা তোমাদের শুনিয়েছিলেন যে একটা পুরানো গীত আছে, *আমি দুনিয়ার উঁচু উঁচু প্রাচীর টপকে এসেছি* , এটা ডবল বিদেশিদের গীত । তোমরা সমুদ্র, ধর্ম, দেশ, ভাষার বড়ো বড়ো বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে বাবার হয়েছো, এইজন্য তোমরা বাবার প্রিয় । ভারতবাসী দেবতাদেরই পূজারী ছিলো । তারা বড়ো বড়ো বাধা পর করেনি । কিন্তু তোমরা সব ডবল বিদেশিরা এই বড়ো বড়ো বাধা কতো সহজে পার করেছো, সেইজন্য বাপদাদা অন্তর থেকে বাচ্চাদের এই বিশেষত্বের গীত গান । বুঝেছো তোমরা ? শুধু খুশি করার জন্য করছেননা । কোনো কোনো বাচ্চা খেলাচ্ছলে বলে, বাপদাদা তো সবাইকে খুশি করেন । যতাই হোক, বাবা খুশি অথৈই সবাইকে খুশি করেন । তোমরা নিজেরা নিজেদের জিজ্ঞাসা করো, বাপদাদা এমনই এটা বলেন নাকি এটাই প্র্যাকটিক্যাল ! প্রতিবন্ধকতার উঁচু উঁচু প্রাচীর টপকে তোমরা এখানে এসে গেছ, তাই না ! কতো পরিশ্রম করে টিকিট পাও ! এখান থেকে যাওয়ার সাথে সাথেই তোমরা এইজন্য অর্থ সঞ্চয় করতে শুরু করো, তাই না ! বাপদাদা তোমরা সব বাচ্চাদের স্নেহ দেখেন, এবং এখানে আসার জন্য কতো ভালোবেসে তোমরা সাধন আপন করো, কিভাবে তোমরা এখানে পৌঁছাও ! তোমরা সব স্নেহী আত্মাদের গভীর নির্ভা এবং স্নেহের সাধন দেখে বাপদাদা খুশি হন । দূর থেকে যারা আসে তাদের জিজ্ঞাসা করো কিভাবে তারা আসে ? কতো মেহনত করে তবুও তো তারা এখানে পৌঁছে যায়, তাই না ! আচ্ছা ।

যারা সদা কস্মাইন্ড রূপে স্থিত থাকে, যারা সদা বাবা সমান অব্যক্ত ভাবে স্থিত থাকে, সদা সিদ্ধিস্বরূপ অনুভব করে, যারা নিজের সমর্থস্বরূপ দ্বারা সাফাংকার করায়, এইরকম সদা নিশ্চিত, সদা নিশ্চিত বিজয়ী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

সানফ্রান্সিস্কো গ্রুপের সাথে:-

সবাই তোমরা নিজেদের সারা বিশ্বের বিশেষ আত্মা অনুভব করো ? কারণ বিশ্বের সকল আত্মাদের মধ্যে বাবাকে চেনার ভাগ্য তোমরা বিশেষ আত্মারা লাভ করেছে । সর্বোচ্চ বাবাকে চেনা, এটা কতো বড় সৌভাগ্য ! তোমরা তাঁকে চিনেছো, তাঁর সাথে সম্বন্ধ জুড়েছো আর প্রাপ্তিলাভ হয়েছে । এখন নিজেদেরকে বাবার সকল খাজানার মালিক অনুভব করো ? যখন তোমরা সদাই তাঁর বাচ্চা তো বাচ্চা মানেই সদা অধিকারী । এই স্মৃতিই বারংবার রিভাইস করো, *আমি কে* ? কার বাচ্চা* ! অমৃতবেলায় যারা স্মৃতিস্বরূপের অনুভব করে তারাই শক্তিশালী থাকে । অমৃতবেলা শক্তিশালী না হলে সারাদিনে অনেক বিঘ্ন আসবে, অতএব, অমৃতবেলা যাতে শক্তিশালী থাকে । অমৃতবেলায় বাবা স্বয়ং আসেন তোমাদের বিশেষ বরদান দিতে । সুতরাং পঠনপাঠন এবং অমৃতবেলার মিলন এই দুইই যেন শক্তিশালী হয় । তাহলেই সদা সেফ থাকবে ।

***জার্মানি গ্রুপের সাথে* :-** সদা নিজেদের বিশ্ব কল্যাণকারী বাবার বাচ্চা, বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা মনে করো ? অর্থাৎ সর্ব খাজানায় ভরপুর হওয়া । যখন তোমাদের নিজেদের কাছে খাজানা পরিপূর্ণ হবে, তখন অন্যকেও তো দেবে, তাই না ! সুতরাং সদা সর্ব খাজানায় ভরপুর আত্মারা *যে বালক, সে-ই মালিক* । এইরকম অনুভব করো তোমরা ? *বাবা* বলা অর্থাৎ *বালক যে সেই মালিক* হওয়া । এই স্মৃতি তোমাদের স্বতঃই বিশ্ব কল্যাণকারী বানিয়ে দেয় । আর এই স্মৃতি তোমাদের সদা খুশিতে ওড়ায় । এটাই ব্রাহ্মণ জীবন, সম্পন্ন থাকা, খুশিতে ওড়া আর সদা বাবার খাজানার অধিকারের নেশায় থাকা । এইরকম শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা । আচ্ছা ।

বরদান:- *বরদানঃ - নিজের প্রতিটি কর্ম আর বোল দ্বারা চলতে ফিরতে সব আত্মাকে শিক্ষা প্রদানকারী মাস্টার শিক্ষক ভব*

আজকাল যেমন ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী দেখতে পাওয়া যায়, তেমনই তোমরাও ভ্রাম্যমান মাস্টার শিক্ষক । সদা নিজেদের সামনে স্টুডেন্টদের দেখ, তোমরা একলা নও, সদা স্টুডেন্টদের সামনে আছো । তোমরা সদা স্টাডি করছ আর করাচ্ছ । যোগ্য শিক্ষক কখনো স্টুডেন্টের সামনে অমনোযোগী হয়না, তারা অ্যাটেনশন রাখে । তোমরা চলতে, ফিরতে, ঘুমাতে, জাগতে সবসময় মনে করো যে তোমরা অনেক বড় কলেজে বসে আছো, স্টুডেন্টরা তোমাদের দেখছে ।

স্লোগান:- *স্লোগানঃ - আত্ম-নিশ্চয় দ্বারা নিজের সমস্ত সংস্কার সম্পূর্ণ পবিত্র বানানোই হল শ্রেষ্ঠ যোগ* ।

*"মিষ্টি বাচ্চারা -- আঙ্তাকারী হও, বাবার প্রথম আঙ্তা হল - নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো" *

প্রশ্ন: - আত্মা রূপী পাত্রটি অশুদ্ধ কেন হয়েছে ? তাকে শুদ্ধ করার সাধন বা উপায় কি ?

উত্তর: - ব্যর্থ কথা শুনে ও শুনিয়ে আত্মা রূপী পাত্রটি অশুদ্ধ হয়েছে। এই পাত্র শুদ্ধ করার জন্যে বাবার আদেশ হল হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল এক বাবার কাছে শোনো, বাবাকেই স্মরণ করো, তাহলে আত্মা রূপী পাত্র শুদ্ধ হয়ে যাবে। আত্মা ও শরীর দুই-ই পবিত্র হয়ে যাবে ।

গীত:- যে প্রীতমের সঙ্গে আছে, তার জন্যই বরিশণ আছে

ওম্ শান্তি ওম্ শান্তির অর্থ তো বাচ্চারা বুঝে নিয়েছে। বাচ্চাদের ক্ষণে ক্ষণে পয়েন্টস দেওয়া হয়। যেমন বলা হয় ক্ষণে ক্ষণে বাবা ও অবিনাশী বর্ষা স্মরণ করো। এখানে কোনো মানুষকে স্মরণ করার কথা নেই। মানুষ, মানুষের বা কোনো দেবতার স্মরণ করা হবে। পারলৌকিক পিতার স্মরণ কেউ করাতে পারে না, কারণ পিতাকে কেউ জানে না। এখানে ক্ষণে ক্ষণে তোমাদের বলা হয় নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। যেমন পিতার সন্তান হলে সবাই বুঝতে পারে এই সন্তান বাবার উত্তরাধিকার (বর্ষা) নিতে এসেছে। তখন সেই সন্তানের পিতা ও বর্ষা দুটিই স্মরণে থাকে। এখানেও ঠিক সেই রকমই হয়। বাচ্চারা অবশ্য বাবাকে জানে না, তাই বাবাকে আসতে হয়। যারা বাবার সঙ্গে আছে তাদের জন্যে এ হল স্তান বর্ষা। বেদ শাস্ত্রে যা স্তান আছে সেসব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। জপ, তপ, দান, পুণ্য, সন্ধ্যা গায়ত্রী ইত্যাদি যা কিছু করে সেসব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। সন্ধ্যাসীরাও হল ভক্ত। পবিত্রতা ছাড়া কেউ শান্তিধামে ফিরে যেতে পারবেনা তাই তারা ঘর সংসার ত্যাগ করেন। কিন্তু পুরো দুনিয়া তো এমন করবেনা। তাদের এই হঠ যোগও ড্রামাতে ফিক্সড আছে। বাচ্চারা তোমাদের রাজযোগের শিক্ষা দিতে কল্প-কল্প একবার-ই আসি। আমার আর কোনো অবতার হয়না। রিইনকারনেশন অফ গড। তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু। তারপরে রিইনকারনেশন অফ জগৎ অস্মা ও জগৎ পিতাও অবশ্যই হওয়া উচিত। বাস্তবে রিইনকারনেশন শব্দটি কেবল বাবার জন্য ব্যবহার হয়। সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা । যদিও প্রতিটি বস্তু পুনরায় রিইনকারনেট হয়। যেমন এখন ব্রষ্টাচার আছে তো বলা হবে ব্রষ্টাচার রিইনকারনেট হয়েছে। পুনরায় ব্রষ্টাচার হয়েছে, পুনরায় শ্রেষ্ঠাচার আসবে। রিইনকারনেট তো প্রত্যেকটি বস্তুর হয়। এখন পুরানো দুনিয়া আছে আবার নতুন দুনিয়া আসবে। নতুন দুনিয়ার পরে বলা হবে আবার পুরানো দুনিয়া আসবে। এইসব কথা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। যখন এখানে বসে থাকো তখন সর্বদা এমন ভাববে - আমি আত্মা, আমায় পিতার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে আমায় (পিতাকে) স্মরণ করো। বাচ্চাদের ছাড়া তো আর কেউ পিতার আদেশ প্রাপ্ত করেনা। তারপর বাচ্চাদের মধ্যেও কেউ আঙ্তাকারী হয়, কেউ আবার অবজ্ঞাও করে। বাবা বলেন - হে আত্মারা, তোমরা আমার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ লাগাও। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন, আর কোনো বিদ্বান - পন্ডিত ইত্যাদি এমন বলবেনা যে আমি আত্মাদের সঙ্গে কথা বলি। তারা আত্মাকেই পরমাত্মা ভেবে নেয়। তারা হল ভুল। তোমরা বাচ্চারা জানো শিববাবা এই শরীর দ্বারা আমাদের বোঝাচ্ছেন। শরীর ছাড়া তো অ্যাক্ট করা সম্ভব নয়। সর্বপ্রথমে তো নিশ্চয় চাই। নিশ্চয় ব্যতীত কিছুই বুদ্ধিতে বসবে না। প্রথমে নিশ্চয় চাই আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা হলেন উনি নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এবং সাকারে হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। সব আত্মারাই হল শিবের সন্তান, তাই শিবকুমার বলা হবে, কুমারী নয়। এই সব কথা ধারণ করতে হবে। ধারণা তখন হবে যখন নিরন্তর স্মরণ করবে। স্মরণ করলেই বুদ্ধি রূপী পাত্রটি শুদ্ধ হবে। ব্যর্থ কথা শুনে শুনে পাত্রটি অশুদ্ধ হয়ে গেছে, এই পাত্রকেই এবার শুদ্ধ করতে হবে। বাবার আদেশ হল আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বুদ্ধি পবিত্র হবে। তোমাদের আত্মায় খাদ বা অশুদ্ধি পড়েছে, এখন পবিত্র হতে হবে। সন্ধ্যাসী বলেন আত্মা হল নির্লেপ অর্থাৎ যার উপরে কোনো লেপ বা প্রভাব পড়ে না। বাবা বলেন আত্মাতেই খাদ পড়েছে অর্থাৎ অশুদ্ধির প্রভাব পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা ও শরীর দুই-ই হল পবিত্র । দুই-ই পবিত্র কেবল সত্যযুগে হয়। এখানে তো হতে পারেনা। তোমরা আত্মারা নম্বর অনুসারে পবিত্র হচ্ছে। এখনও পবিত্র হও নি। কেউ পবিত্র নয়। সবাই পুরুষার্থ করছে। শেষে নম্বর অনুযায়ী সবার রেজাল্ট বেরোবে।

বাবা এসে সব আত্মাদের আদেশ করেন যে আমাকে স্মরণ করো, নিজেকে অশরীরী ভাবো, দেহী-অভিমানী হও। মূল কথাটি এই যে, বাবা ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারবে না। প্রথমে এই কথাটি সম্পূর্ণ নিশ্চয় হলে তবে বিজয় প্রাপ্ত করবে। নিশ্চয় না হলে বিজয় লাভ হবে না। "নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্তী, সংশয় বুদ্ধি বিনশন্তী" । গীতায় কোনো কোনো শব্দ খুব

ভালো আছে। একেই বলা হয় আটায় যেটুকু লবণ(সেটুকুই সত্য)। বাবা বলেন আমি তোমাদের সব বেদ শাস্ত্রের সার তত্ত্ব বোঝাই যে এতে কি আছে? এইসবই হল ভক্তি মার্গের পথ। এসবও ড্রামাতে ফিফ্‌ড আছে। এই প্রশ্ন উঠতে পারেনা যে এই ভক্তিমার্গ কেন বানানো হয়েছে? এই তো হল অনাদি তৈরি করা ড্রামা। তোমরাও এই ড্রামায় বাবার কাছে স্বর্গের মালিক হওয়ার বর্ষা অনেক বার নিয়েছ আর নিতেও থাকবে। কখনও শেষ হবেনা। এই চক্র অনাদি রূপে পরিক্রমা করতেই থাকে। তোমরা বাচ্চারা এখন দুঃখ ধামে আছ তারপরে শান্তিধাম যাবে, শান্তিধাম থেকে সুখধামে আসবে তারপরে আবার আসবে দুঃখধামে - এইভাবে অনাদি চক্র চলতেই থাকে। সুখধাম থেকে দুঃখধামে আসতে বাচ্চারা তোমাদের ৫ হাজার বছর লাগে। যে সময়ে তোমরা ৮৪ জন্ম নাও। শুধু তোমরা বাচ্চারা-ই ৮৪ জন্ম নাও, সবাই নিতে পারবে না। এই বেহদের বাবা তোমাদের ডাইরেক্ট বোঝাচ্ছেন, আরও অন্য বাচ্চারা মুরলী শুনবে বা পড়বে বা টেপ শুনবে। টেপ সবাই শুনতে পারবে না। সুতরাং সর্ব প্রথম বাচ্চারা তোমাদের উঠতে বসতে স্মরণে থাকতে হবে। মানুষ তো রাম নামের মালা জপ করে। রুদ্রাক্ষের মালা বলা হয়, তাই না! এবারে রুদ্র তো হলেন ভগবান। তারপরে এই মালাতে মেরু দানা একত্রিত আছে। সে তো বিষ্ণুর যুগল স্বরূপ। তাঁরা কে? এই মাতা পিতা যাঁরা বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণে পরিণত হন তাই তাঁদের মেরু বলা হয়। ফুল হলেন শিববাবা, তারপরে মেরু হলেন মাঙ্গা-বাবা, যাকে মাতা-পিতা বলা হয়। বিষ্ণুকে মাতা পিতা বলা যাবেনা। লক্ষ্মী-নারায়ণ-কে মাতা পিতা তাঁদের সন্তানরা বলবে। আজকাল তো সবার সামনে গিয়ে বলে স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব ব্যস, যদি কেউ একজন মহিমা করে তো সবাই তাদের ফলো করা শুরু করে দেয়। এ হল আন-রাইটিয়াস (ভুলে ভরা) দুনিয়া। কলিযুগকে বলা হয় আন-রাইটিয়াস, সত্যযুগকে বলা হয় রাইটিয়াস। সেখানে আত্মা ও শরীর দুই-ই পবিত্র হয়। সত্যযুগে কৃষ্ণ হয় ফর্সা, আর শেষ জন্মে কৃষ্ণের আত্মা হয়ে যায় শ্যাম। এই ব্রহ্মা-সরস্বতী এই সময়ে শ্যাম বর্ণ কিনা। *আত্মা কালো হয়েছে তাই তার গহনা অর্থাৎ দেহটিও কালো হয়েছে। সোনায কিছু খাদ মিশিয়ে গহনা তৈরি করা হয়, ফলে সেই গহনা হয়ে যায় খাদ যুক্ত। সত্যযুগে যখন দেবী-দেবতাদের গভর্নমেন্ট থাকে তখন এই খাদ বা মিথ্যা কিছুই থাকেনা সেখানে তো সোনার মহল তৈরি হয়। ভারত সোনার পাখি ছিল, এখন তো মিশ্রণ হয়েছে। এমন ভারতকে পুনরায় স্বর্গ কেবল বাবা-ই বানাতে পারেন*।

বাবা বোঝান, শ্রীমৎ ভগবানুবাচ আছে কিনা। কৃষ্ণ তো দৈবী গুণধারী হয়, দুই হাত, দুই পা আছে যাঁর। চিত্রে কোথাও নারায়ণকে, কোথাও লক্ষ্মীকে চার ভূজাধারী দেখানো হয়েছে। 'ওম্' শব্দ বলা হয়, ওম্ শব্দের অর্থ বলা হয় - ওম্ অর্থাৎ গড, চারিদিকে গড বিরাজিত। কিন্তু এই কথাটি ভুল। ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা। বাবাও বলেন অহম্ আত্মা কিন্তু আমি হলাম সুপ্রিম, তাই আমাকে পরমাত্মা বলা হয়। আমি পরমধামে বাস করি। উঁচু থেকে উঁচু ভগবান আর তারপরে সূক্ষ্ম বতনে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের আত্মা আছেন। আরো নীচে এলে এই মনুষ্য লোক আছে। ওটা হল দেব লোক, আর তার উপরে হল আত্মাদের লোক, যাকে মূল বতন বলা হয়। এইসব হল বোঝার বিষয়। বাচ্চারা, তোমাদের এই অবিদ্যারী জ্ঞান রত্নের দান প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা তোমরা ভবিষ্যতে সম্পদশালী দ্বি মুকুট ধারী হয়ে যাও। দেখো, শ্রীকৃষ্ণের দুটি মুকুট আছে, তাই না। সেই বাচ্চাটি চন্দ্রবংশে এলে আত্মার দুই কলা কম হয়ে যায়। তারপরে বৈশ্য বংশে এলে আরও চার কলা কম হয়ে যাবে। তখন লাইটের মুকুট আর থাকবে না। বাকি রত্ন জড়িত মুকুট থাকবে। তারপরে যারা ভালো দান পুণ্য করে, এক জন্মের জন্যে তারা ভালো রাজস্ব প্রাপ্ত করে। পরের জন্মে ভালো দান পুণ্য করলে আবার রাজস্ব প্রাপ্ত হয়। এখানে তো তোমরা ২১ জন্মের জন্যে রাজস্ব প্রাপ্ত করো, পরিশ্রম করতে হয়। অতএব বাবা নিজের পরিচয় দেন, বলেন - আই এম সুপ্রিম সোল। তাই ওঁনাকে পরমপিতা পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা সেই সুপ্রিমকে স্মরণ কর। তোমরা হলে শালিগ্রাম, এ কথাও কেউ জানেনা। তোমরা শিববাবার সন্তান, ভারতকে স্বর্গে পরিণত কর, তাই তোমাদের পূজো হয়। তারপরে তোমরা দেবতা রূপ ধারণ কর, তখনও তোমাদের পূজো হয়। শিববাবার সঙ্গে তোমরা এত সার্ভিস কর তার জন্যেই শালিগ্রামেরও পূজো হয়। যারা উত্তম থেকেও উত্তম অর্থাৎ সর্বোত্তম কর্তব্য করে, তাঁদেরই পূজা হয় এবং কলিযুগে যারা সংকর্ম করে তাদের স্মরণিকা তৈরি করা হয়। কল্প-কল্প বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের রহস্য বোঝান অর্থাৎ তোমাদের স্ব দর্শন চক্রধারী বানান। স্বদর্শনচক্র বিষ্ণুর হতে পারে না, তিনি তো হলেন দেবতা। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের আছে। তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে পরিণত হয়ে গেলে এই জ্ঞান থাকবে না। সেখানে তো সবাই থাকে সদগতিতে। তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান এখনই শুনছো, পরে রাজস্ব প্রাপ্ত করবে। স্বর্গের স্থাপনা হয়ে গেলে এই জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না।

বাবা-ই এসে নিজের এবং রচনা-র পুরো পরিচয় দেন। *সন্ন্যাসীরা মাতাদের নিন্দা করে, কিন্তু বাবা এসে মাতাদের সম্মানিত করেন*। বাবা এই কথাও বোঝান যে এই সন্ন্যাসীর না থাকলে ভারত কাম চিতায় বসে একেবারে ভস্ম হয়ে যেত। *যখন দেবী দেবতারা বাম মার্গে গমন করেন তখন সেই সময় এমন বিশাল ভূমিকম্প ইত্যাদি হয় যে সব কিছু

মাটির নীচে চলে যায়*। অন্য কোনো খন্ড তো থাকে না, শুধু ভারত-ই থাকে। ইসলামী ইত্যাদি তো পরে আসে তখন সত্যযুগের কোনো কিছুই আর এখানে থাকে না। তোমরা যে সোমনাথ মন্দিরটি দেখেছ সেটা বৈকুণ্ঠে ছিল না। এই মন্দির তো ভক্তি মার্গে তৈরি হয়েছে, যে মন্দিরটি মহম্মদ গজনী ইত্যাদিরা লুট করেছিল। বাকি দেবতাদের মহল ইত্যাদি ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে যায়। এমন তো নয় সব মহল গুলি নীচে চলে গেছে সেইসবই আবার উপরে চলে আসবে। না সেসব তো মাটির তলায় নষ্ট হয়ে যায়। তারপরে যখন খনন কার্য হয় তখন কিছু অবশেষ প্রাপ্ত হয়। এখন তো কিছুই পাওয়া যায়না। শাস্ত্রে এইসব কথা নেই। সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। সর্বপ্রথম তো এই নিশ্চয় চাই। নিশ্চয়েই মায়া বিদ্ব সৃষ্টি করে। বলে ভগবান আসবে কিভাবে ? আরে, শিব জয়ন্তী পালন হয় তো নিশ্চয়ই এসেছিলেন কখনও। বাবা বুঝিয়েছেন আমি বেহদের দিন ও রাতের সঙ্গমে আসি। এই কথা কেউ জানেনা যে কোন্ সময় আসি ? তোমরা বাচ্চারা জানো। বাবা এসেই এই গুণান দিয়েছেন এবং দিব্য দৃষ্টি দ্বারা এই চিত্র ইত্যাদি বানিয়েছেন। গীতায়ও কল্প বৃক্ষের কিছু বর্ণনা আছে। বাবা বাচ্চাদের বলেন - তোমরা আমার সঙ্গে এখন আছ, কল্প পূর্বেও ছিলে এবং প্রতি কল্প কল্পে মিলিত হব। আমি কল্প-কল্প তোমাদের গুণান প্রদান করব। ফলে চক্রটি প্রমাণিত হয়। কিন্তু তোমরা ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। এ হল সম্পূর্ণ সৃষ্টির চিত্র, কেউ নিশ্চয়ই তৈরি করেছে। বাবাও বোঝান, বাচ্চারাও এই চিত্রের বিষয়টি নিয়ে বোঝায়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) প্রতিটি কথায় বিজয়ের আধার নিশ্চিত তাই নিশ্চয় বুদ্ধি অবশ্যই হতে হবে। সদগতি দাতা বাবার প্রতি কখনও সংশয় প্রকাশ করবে না।

২) বুদ্ধিকে পবিত্র বা শুদ্ধ করার জন্যে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। ব্যর্থ কথা শুনবে না, শোনাবে না।

বরদান:- নিজের শক্তি স্বরূপ দ্বারা অলৌকিকতার অনুভব করাতে পারা জ্বালা রূপ (অগ্নিপুঞ্জ) ভব*
ব্যাখ্যা: এখনও বহু শিখা বাবার আকর্ষণ বিদ্যমান। বাবার কর্তব্য কর্ম চলছে, বাচ্চাদের কর্তব্য গুণ আছে। কিন্তু যখন তোমরা নিজের শক্তি স্বরূপে স্থিত হবে তখন যে আল্মারা সম্পর্কে আসবে তারা অলৌকিকতার অনুভব করবে। ভালো ভালো বলে যারা, তারা ভালো হওয়ার জন্য অনুপ্রেরিত হবে, তখন যখন তোমরা সংগঠিত রূপে অগ্নি পুঞ্জ জ্বালা স্বরূপে, লাইট হাউস হবে। যখন তোমরা মাস্টার সর্ব শক্তিমানের স্টেজে এসে উপস্থিত হবে, তখন সবাই তোমাদের সামনে বহু পতঙ্গ রূপে পরিক্রমা করতে থাকবে।

স্লোগান:- যারা নিজের কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে যোগ অগ্নিতে তপ্ত করে তারা-ই সম্পূর্ণ পবিত্র হয়।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের সুখ ২১ পুরুষ পর্যন্ত চলে থাকে, সে হল স্বর্গের সদা সুখ, ভক্তিতে তীব্র ভক্তির দ্বারা অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ পাওয়া যায়"

প্রশ্ন :-- বাচ্চারা, তোমরা কোন্ শ্রীমতে চলে সদগতি প্রাপ্ত করতে পারো ?

উত্তর :-- তোমাদের প্রতি বাবার শ্রীমত হলো - এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। একেই বলিহারি যাওয়া বা বেঁচেও মরে থাকা বলা হয়। এই শ্রীমতেই তোমরা শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ হতে পারো। তোমাদের সদগতিও হয়ে যায়। সাকার মানুষ কোনো মানুষের সদগতি করতে পারে না। বাবাই হলেন সকলের সদগতিদাতা।

গীত :-- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনেছে। গায়ন আছে যে উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান। এখন ভগবানের নাম তো মানুষমাত্রের জানে না। ভক্ত ভগবানকে ততক্ষণ জানতে পারে না, যতক্ষণ না ভগবান এসে ভক্তদের নিজের পরিচয় দেন। জ্ঞান এবং ভক্তি - এ কথা তো বোঝানোই হয়েছে। সত্যযুগ এবং ত্রেতা হলো জ্ঞানের প্রালঙ্ক। এখন তোমরা জ্ঞানের সাগরের থেকে জ্ঞান পেয়ে পুরুষার্থের দ্বারা নিজেদের সদা সুখের প্রালঙ্ক তৈরী করছ এরপর দ্বাপর আর কলিযুগে ভক্তি থাকে। জ্ঞানের প্রালঙ্ক সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগ পর্যন্ত চলে। জ্ঞানের সুখ তো ২১ পুরুষ পর্যন্ত চলে। সে হলো স্বর্গের সদা সুখ। নরকের হলো অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ। বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, সত্যযুগ আর ত্রেতায় ছিলো জ্ঞানমার্গ, তখন নতুন দুনিয়া, নতুন ভারত ছিলো। তাকে স্বর্গ বলা হয়। এখন তমোপ্রধান ভারত নরক হয়ে গেছে। এখানে এখন অনেক প্রকারের দুঃখ। স্বর্গে দুঃখের নাম - নিশানা থাকে না। সেখানে গুরুর কোনো প্রয়োজন নেই। ভগবানকেই ভক্তদের উদ্ধার করতে হবে। এখন কলিযুগের অস্তিম সময়, বিনাশ সামনে উপস্থিত। বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা জ্ঞান প্রদান করে স্বর্গের স্থাপনা করেন, আর শঙ্করের দ্বারা বিনাশ আর বিষ্ণুর দ্বারা পালন করান। পরমাত্মার কর্তব্য কেউই বুঝতে পারে না। মানুষকে পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা বলা হয়, পাপ পরমাত্মা বা পুণ্য পরমাত্মা বলা হয় না। মহাত্মাদেরও মহান আত্মা বলা হবে, মহান পরমাত্মা বলা হবে না। আত্মা পবিত্র হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, প্রথমের দিকে মুখ্য হয় দেবী - দেবতা ধর্ম, সেই সময় সূর্যবংশীরাই রাজ্য করতো, চন্দ্রবংশীরা তখন ছিল না, সেখানে এক ধর্ম ছিল। ভারতে সোনা - রূপার মহল ছিল, হীরে - জহরতে ছাদ, দেওয়াল সাজানো থাকতো। ভারত হীরের মতো ছিলো, সেই ভারত এখন কড়ি তুল্য হয়ে গেছে। বাবা বলেন যে, আমি কল্পের অন্তে সত্যযুগ আদির সঙ্গমের সময় আসি। মায়েদের দ্বারা ভারতকে আবার স্বর্গ বানাই। এ হলো শিবশক্তি, পাণ্ডব সেনা। পাণ্ডবদের প্রীত এক বাবার সঙ্গে। বাবা তাঁদের পড়ান। শাস্ত্র ইত্যাদি হল সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী। সে হলো ভক্তি কান্ড। বাবা এখন এসে সবাইকে ভক্তির ফল জ্ঞান দিচ্ছেন। যাতে তোমরা সঙ্গতিতে যাও। সঙ্গতিদাতা সকলের বাবা একজনই। বাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। বাকি, মানুষ, মানুষকে মুক্তি - জীবনমুক্তি দিতে পারে না। এই জ্ঞান কোনো শাস্ত্রতেই নেই। জ্ঞানের সাগর এক বাবাকেই বলা হয়, তাঁর থেকে তোমরা আশীর্বাদী বর্ষা নাও এবং তারপরে তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, ষোল কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এ হলো দেবতাদের মহিমা। লক্ষ্মী - নারায়ণ হলো ১৬ কলা সম্পূর্ণ আর রাম - সীতা হলো ১৪ কলা

সম্পূর্ণ । এ হলো পড়া । এ কোনো সাধারণ সংসঙ্গ নয় । সং হলো একজনই, তিনি এসেই সত্য বুঝিয়ে বলেন । এ হলো পতিত দুনিয়া । পবিত্র দুনিয়ায় পতিত থাকে না আবার পতিত দুনিয়ায় পবিত্র হয় না । পবিত্র একমাত্র বাবাই বানান । আত্মা বলে শিবায় নমঃ, আত্মা নিজের বাবাকে বলছে নমস্কার । কেউ যদি বলে, শিব আমার মধ্যে আছে তাহলে কাকে নমস্কার করবে ? এই অজ্ঞানতা ছড়িয়ে আছে । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন । তোমরা জানো যে, সব আত্মারা যেখানে থাকে, সে হলো নির্বাণধাম, সুইট হোম । মুক্তিকে তো সবাই স্মরণ করে, যেখানে আমরা বাবার সঙ্গে থাকি । এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করছো । সুখধামে যখন যাবে, তখন বাবাকে স্মরণ করবে না । এখন এ হলো দুঃখধাম, সকলেই দুর্গাতিতে আছে । নতুন দুনিয়াতে ভারত ছিলো নতুন, সুখধাম, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজ্য ছিলো । মানুষ তো এ কথা জানেও না যে লক্ষ্মী - নারায়ণ এবং রাধা - কৃষ্ণের কি সম্পর্ক ? তারা আলাদা রাজ্যের রাজকুমার - রাজকুমারী ছিলো । এমন নয় যে দুজনেই নিজেদের মধ্যে ভাই - বোন ছিলো । রাধা অন্য রাজধানীতে ছিলো আর কৃষ্ণ তাঁর নিজের রাজধানীর রাজকুমার ছিলো । তাঁদের স্বয়ম্বর হওয়ার পরেই লক্ষ্মী - নারায়ণ হন । সত্যযুগে সমস্ত জিনিসই সুখদায়ী, আর কলিযুগে সমস্ত জিনিসই দুঃখদায়ী । সত্যযুগে কারোরই অকাল মৃত্যু হয় না । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার থেকে সহজ রাজযোগ শিখছি - নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার জন্য । এ হলো স্কুল । ওই সংসঙ্গ ইত্যাদিতে তো কোনো এইম অবজেক্ট থাকে না । তারা বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায় । বাবার দ্বারা তোমরা এই মনুষ্য সৃষ্টি চক্রকে এখন জেনে গেছো । বাবাকেই নলেজফুল, রিসফুল, দয়ালু বলা হয় । মানুষ গেয়ে থাকে - ও বাবা, এসে দয়া করো । হেভেনলী গড ফাদার এসেই এই সঙ্গমে হেভেন স্থাপন করেন ।

হেভেনে খুব অল্প মানুষ থাকে । বাকি বাকি এতো সব কোথায় যাবে ? বাবা সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যান । স্বর্গ কেবল ভারতেই ছিলো আবার ভারতেই থাকবে । ভারত হলো সত্যথও - এমন গায়ন আছে । এখন তো ভারত কাঙ্গাল হয়ে গেছে । অর্থের জন্য মানুষ ভিক্ষা পর্যন্ত করে । ভারত একসময় হীরের তুল্য ছিলো, এখন কড়ির তুল্য হয়ে গেছে । ড্রামার এই রহস্যকে বুঝতে হবে । তোমরা রচয়িতা বাবাকে আর তাঁর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো । কংগ্রেসীরা গায় - বন্দে মাতরম্ কিন্তু বন্দনা পবিত্রদেরই করা হয় । পরমাত্মা এসেই বন্দে মাতরম্ বলা শুরু করেন । শিববাবা এসেই বলেছেন - নারী হলো স্বর্গের দ্বার । নারী তো শক্তিসেনা । তারাই স্বর্গ রাজ্যের অধিকার দেন । যাকেই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য বলা হয় । তোমরা শক্তির স্বরাজ্য স্থাপন করেছিলে, এখন আবার তা স্থাপন হচ্ছে । রামরাজ্য সত্যযুগকে বলা হয় । এখনো বলে, যেন রামরাজ্য হয় কিন্তু তা কোনো মানুষ তো করতে পারে না । ইনকরপোরিয়াল গড ফাদারই এসে পড়ান । তাঁরও অবশ্যই শরীরের প্রয়োজন । অবশ্যই তাঁকে ব্রহ্মার শরীরে আসতে হবে । শিববাবা তো তোমাদের সকল আত্মার বাবা । প্রজাপিতা - এমন গায়নও আছে । পিতা তো বাবাই । ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয় । আদি দেব আর আদি দেবী, দুজনেই বসে আছেন, তপস্যা করছেন । তোমরাও তপস্যা করছো । এ হলো রাজযোগ । সন্ন্যাসীদের হলো হঠযোগ । তারা কখনোই রাজযোগ শেখাতে পারেন না । গীতা ইত্যাদি যে সব শাস্ত্র আছে, সে সব হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী । মানুষ পড়ে আসছে তবুও তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই যাতে বিনাশ হতে হবে । সাইন্স কোনো বেদে লেখা নেই । সেখানে তো জ্ঞানের কথা আছে । এই সাইন্স হলো বুদ্ধির চমৎকার, যা নতুন আবিষ্কার করতে থাকে । সুখের জন্য বিমান ইত্যাদি তৈরী করছে । এরপরে এর দ্বারাই বিনাশ হবে । এই সুখের আবিষ্কার বা দক্ষতা ভারতেই থেকে যাবে । আর দুঃখের

সামগ্রী(দক্ষতা দ্বারা প্রাপ্ত) মারণ যন্ত্রে বিনাশের কাজে লাগবে। সাইন্সের বুদ্ধি তো চলেই আসছে। এই বোম্ব ইত্যাদি আগের কল্পেও বানানো হয়েছিলো। পতিত দুনিয়ার বিনাশ তারপর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হতে হবে। বাবা বলেন যে, তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছ, এখন এই দেহের অহংকার ত্যাগ করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে স্মরণের যোগ অগ্নিতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। রাবণ তোমাদের অনেক বিকর্ম করিয়েছে। পবিত্র হওয়ার তো একটাই উপায় আছে। তোমরা তো আত্মাই। তোমরা বলেও থাকো - আমি আত্মা, আমি পরমাত্মা, এমন কথা বলো না। তোমরা বলো, আমার আত্মাকে দুঃখ দিও না। আত্মাই পরমাত্মা - এ কথা বলা অনেক বড় ভুল। এখন হলো তমোপ্রধান ব্যভিচারী ভক্তি। যে আসে, তাকেই বসে পূজো করে। একের স্মরণকেই অব্যভিচারী বলা হয়। এখন এই ব্যভিচারী ভক্তিরও অন্ত হতে হবে। বাবা এসে বেহদের আশীর্বাদী বর্ষা দেন। সকলকে সুখদানকারী একমাত্র বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয়। বাবা বলেন যে, আমি এই একের সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়লে অন্তিম কালে যেমন মতি, তেমনই গতি হবে। আমিই হলাম স্বর্গের রচয়িতা। এ হলো কাঁটার দুনিয়া। একে অপরের সঙ্গে লড়াই - ঝগড়া করতেই থাকে। এখন এই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। জ্ঞান অমৃতের কলস আমি মায়েদের মাথায় রাখি। এ হলো জ্ঞান, কিন্তু বিষের সাথে তুলনা করলে এ হল অমৃত। এ কথা বলাও হয় যে, অমৃত ছেড়ে বিষ কেন পান করছো? এই শ্রীমতেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। পরমপিতা পরমাত্মা এসেই শ্রীমত দেন। কৃষ্ণই এই শ্রীমতে এমন হয়েছেন। এ হলো বোঝার বিষয়। এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়াকে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বলিহারিও এখনই যেতে হয়। একেই বেঁচেও মরে থাকা বলা হয়। ভক্তিমার্গের কথা হলো আলাদা। সে হলো ভক্তি কান্ড। ভক্তিতে তো অনেক গুরু আছেন কিন্তু সদগতিদাতা এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। সাকার মানুষ অন্য কোনো মানুষকে সদগতি করতে পারে না। সদাকালের জন্য সুখ দিতে পারে না। সদা সুখদাতা হলেন একমাত্র বাবা। এ হলো পাঠশালা। এখানে এইম অবজেক্টও বাবাই বলে দেন। তিনি বলেন, তোমরা এখানে স্বর্গস্থলের বর্ষা পাবে। বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে। শান্তিধাম, সুখধাম আর এ হলো দুঃখধাম। এই চক্র ঘুরতে থাকে। একেই স্বদর্শন চক্র বলা হয়। এই ডামার চক্র থেকে কেউই মুক্ত হতে পারে না। প্রত্যেকেরই এ হলো বানানো অবিনাশী পাট। বাবা তোমাদের পড়িয়ে মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। এরপর যে যতটা পড়বে, তাতে কেউ রাজা হবে, কেউ আবার প্রজা হবে। সূর্যবংশী সাম্রাজ্য তো। সত্যযুগে কেবল সূর্যবংশীই ছিলো আর কেউই ছিলো না। ভারত খণ্ডই উঁচুর থেকেও উঁচু সত্যখণ্ড ছিলো, এখন তা সম্পূর্ণ মিথ্যাখণ্ড হয়ে গেছে, একেই চূড়ান্ত নরক বলা হয়। অর্থের কারণে কতো মারামারি হয়। ওখানে তো কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু থাকে না, যা পাওয়ার জন্য কোনো পাপ করতে হয়। বাবা-ই এই ব্রহ্মাচারী দুনিয়াকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছেন, এই মায়েদের দ্বারা। এদেরই বাবা বন্দে মাতরম্ বলেন। সন্ন্যাসীরা বন্দে মাতরম্ বলে না। তাদের হলো হদের সন্ন্যাস। এ হলো বেহদের সন্ন্যাস। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বুদ্ধির দ্বারা সন্ন্যাস করতে হবে। শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে। এ হলো বাবার নির্দেশ। বাবা আত্মাদের বুঝিয়ে বলেন, তোমরা এই কানের দ্বারা শোনো। শিববাবা এনার শরীরের দ্বারা তোমাদের বোঝান। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি কোনো সাধু, সন্ত বা মহাত্মা নন। আত্মা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার কাছে সম্পূর্ণ বলিহারি যেতে হবে । দেহের অহংকার ত্যাগ করে যোগ অগ্নির দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করতে হবে ।

২) এইম অবজেক্টকে বুদ্ধিতে রেখে পড়া করতে হবে । এই বানানো ড্রামাকে বুদ্ধিতে রেখে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে ।

বরদান :-- সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট দ্বারা ভবিষ্যৎ রাজ্য - ভাগ্যের আসন প্রাপ্ত করে সন্তুষ্ট মূর্তি ভব

সন্তুষ্ট থাকতে হবে আর সবাইকে সন্তুষ্ট করতে হবে -- এই স্লোগান যেন তোমাদের মস্তক রূপী(কপালে) বোর্ডে লেখা থাকে, কেননা এই সার্টিফিকেট যাদের থাকে তারাই ভবিষ্যতে রাজ্য - ভাগ্যের সার্টিফিকেট নেয় । তাই রোজ অমৃতবেলায় এই স্লোগানকে স্মৃতিতে আনো । বোর্ডে যেমন স্লোগান লেখো তেমনি সदा নিজের মস্তক বোর্ডে এই স্লোগান লাগাও তাহলেই সবাই সন্তুষ্ট মূর্তি হয়ে যাবে । যে সন্তুষ্ট থাকে সে সदा প্রসন্ন থাকে ।

স্লোগান :-- নিজেদের মধ্যে স্নেহ আর সন্তুষ্টতা সম্পন্ন ব্যবহার যারা করে তারাই সফলতার প্রতিমূর্ত হয় ।

৩১-১০-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের যার যার নিজের রথ(শরীর) আছে। আমি (শিববাবা) নিরাকার। কল্পে একবার আমারও রথের প্রয়োজন, তাই আমি অনুভাবী বৃদ্ধ ব্রহ্মার রথ ধার নিয়ে তাকেই আধার বানাই"

প্রশ্ন :- কোন্ নিশ্চয়তার আধারে শরীরের এই দেহ ভাবকে অতি সহজেই ভোলা যায় ?

উত্তর :- বাচ্চারা, তোমরা তো নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলো- বাবা, আমরা তোমার। অর্থাৎ বাবার আপন হওয়া মানেই শরীরের ভাবকে ভুলে থাকা। যেমন ভাবে শিববাবা স্বয়ং এই ব্রহ্মার রথে আসেন এবং চলেও যান - বাচ্চারা, তোমরাও তেমনি নিজের রথে আসা-যাওয়ার অভ্যাসে অভ্যাসী হও। অশরীরী হবার অভ্যাস কর। যাতে তাতে যেন কোনও অসুবিধা অনুভব না হয়। নিজেকে নিরাকারী আত্মা মনে করে নিরাকার বাবাকে স্মরণ করো।

গীত :- ওঁম নমঃ শিবায়ঃ

ওঁম শান্তি! ব্রহ্মার রথের মাধ্যমেই শিববাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বলছেন - "বাচ্চারা, বাবা তো তোমাদের কাছেই তা জানতে চান, যেহেতু আমার নিজের কোনও রথ নেই তাই। অথচ রথের আবশ্যকতাও আছে। তোমাদের অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মারই তো নিজ-নিজ রথ রয়েছে। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকরেরও সূক্ষ্ম শরীর আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতি সব আত্মাদেরই শরীর রূপী রথ থাকে। যাকে অশ্ব-ও (ঘোড়া) বলা হয়। যদিও বাস্তবে তারা মানুষ-ই। মানুষদেরই তো কিছু বোঝানো সম্ভব। পশুদের কথা পশুরাই বুঝতে পারে। এই দুনিয়াটা মনুষ্য সৃষ্টি-জগৎ, তাই মনুষ্য সৃষ্টির বাবা, তোমাদের অর্থাৎ মনুষ্যের সামনে বসেই সেসব বোঝাচ্ছেন। অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে যে আত্মা থাকে তাকেই বোঝাচ্ছেন। তিনি সরাসরি জানতে চান- তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের প্রত্যেকেরই নিজ-নিজ শরীর আছে- তাই তো ? প্রত্যেক আত্মাই যেমন শরীর গ্রহণ করে তেমনি আবার শরীর ত্যাগও করে। লোকেরা বলে আত্মা ৮৪-লক্ষ বার জন্ম নেয়। যা একেবারেই ভুল। যেখানে মাত্র ৮৪-জন্ম নিতে গিয়েই ক্লান্তিতে তোমরা এত হাঁফিয়ে ওঠো, কত যে হয়রানি হয়, সেখানে ৮৪-লক্ষ জন্মের কথা তো ভাবাই যায় না। এসব লোকদের গাল-গল্পো মাত্র। তাই তো এভাবে ব্যাখ্যা করে বাবা বোঝাচ্ছেন, আত্মাদের যার যার নিজস্ব রথ থাকে। এদিকে বাবারও তো রথের প্রয়োজন। যেহেতু একমাত্র বাবা-ই আত্মাদের অসীম-বেহদের পিতা। তাই তো আত্মারা বাবার উদ্দেশ্যে এমন করে গীত গায়- "ওগো পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর!" আর কারওকেই এমন পতিত-পাবন বলা যায় না। এমন কি লক্ষ্মী-নারায়ণ বা অন্য কারওকেই তা বলা যায় না। পতিত সৃষ্টিকে পাবন (পবিত্র) বানাতে পারেন যিনি, অর্থাৎ পবিত্র সৃষ্টি স্বর্গের রচয়িতা, পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ যা করতে পারেন না। পারেন এক ও একমাত্র তিনি, যিনি পরম-পিতা।

বাবা জানেন, তোমাদের মধ্যেও ক্রমিকানুসারে নির্বোধ পাথর বুদ্ধির বাচ্চারা এখন বুদ্ধিমান পারস বুদ্ধিদারীতে পরিণত হচ্ছে। বাইরের লোকেরা এসবের কিছুই বুঝতে পারবে না। তাই তো বাবা এমন ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন, কেন ওঁনারও রথের প্রয়োজন। ওঁনার মতন পতিত-পাবনকেও এই পতিত দুনিয়ায় আসতেই হয়। কোথাও যখন প্লেগ রোগের মহামারী শুরু হয়, ডাক্তারকে তো সেই প্লেগ-

রোগীর কাছে যেতেই হয়। বাবা বলছেন - তেমনি অর্দ্ধ-কল্প ধরে তোমরাও ৫-বিকারের রোগী হয়ে আছো, তাই তো মানুষের এত দুঃখ-কষ্ট। এই ৫-বিকারের কারণে আজ তোমরা একেবারেই পতিত হয়ে পড়েছো। আর তাই তো পতিত-পাবন বাবাকে এই পতিত দুনিয়ায় আসতেই হয়। পতিতদের ব্রষ্টাচারী বলা হয়, আর পাবনদের বলা হয় শ্রেষ্ঠাচারী। পূর্বে এই ভারত যখন পবিত্র ছিল - তা ছিল শ্রেষ্ঠাচারী। তখন ছিল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বকাল। যার কত মহিমা- সর্বগুণ সম্পন্ন। সবাই সর্বসুখ সম্পন্ন। যা মাত্র কিছু কাল আগের কথা। বাবা আরও জানাচ্ছেন - তিনি যখন আসবেনই, তবে তা কিভাবেই বা আসবেন আর কার শরীরকেই বা আধার বানাবেন? সর্বগ্রে ওনার প্রয়োজন একজন প্রজাপিতা। সূক্ষ্মবতনবাসী প্রজাপিতাকে তো আর এখানে আনা যাবে না, তিনি তো ফরিস্তারুণী। তাই তাকে পতিত দুনিয়ায় আনাটা খুব অন্যায়। সেও আবার বলবে- আমি এমন কি দোষ করলাম, (এই পতিত দুনিয়ায় আসতে হলো) ? বাবা বাচ্চাদেরকে এমনই মনোরম ভাবে ব্যাখ্যা করে শোনান সবকিছুই। এসবের মর্মার্থ বুঝতে পারবে তারাই, যারা বাবাকে আপন করে নিয়েছে। অর্থাৎ যে প্রতি নিয়তই বাবাকে স্মরণ করে চলেছে।

বাবা জানাচ্ছেন - উনি তখনই আসেন, যখন এই ধরিত্রী পাপে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সত্যি, কলিযুগে লোকেরা কত পাপ করে। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকেই জিপ্তোস করেন- "বাচ্চারা, তোমরাই বলা, আমি যে আসবো, কার শরীরকেই বা আধার বানাবো? যেখানে আমার প্রয়োজন বৃদ্ধ কোনও অনুভবী রথের। আমি যে রথে অবস্থান করছি, তিনি তো একদা অনেক গুরুত্ব সংস্পর্শে ছিলেন, যথেষ্ট শাস্ত্রাদিও পড়াশোনা করেছেন। যথেষ্টই শিক্ষিতও তিনি। এখানে অর্জুনের কথা বলা হচ্ছে না কিন্তু। কারণ আমার কোনও অর্জুন বা কৃষ্ণের রথের প্রয়োজন নেই। আমার তো দরকার ব্রহ্মার রথ। যাকে প্রজাপিতাও বলা হয়। কৃষ্ণকে তো আর প্রজাপিতা বলা যাবে না। তাই বাবার প্রয়োজন ব্রহ্মার রথ, যিনি ব্রাহ্মণ প্রজা রচনা করেন। এই ব্রাহ্মণেরাই কুলশ্রেষ্ঠ-সর্বোত্তম। বিরাট রূপের চিত্রে তা দেখানো হয়েছে। দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র - কিন্তু ব্রাহ্মণ তবে গেল কোথায়? এটাই লোকেদের জানা নেই। উচ্চ থেকেও উচ্চতর ব্রাহ্মণেরাই টিকিধারী চূড়ামণি। পূর্বে, এই টিকি দেখেই বোঝা যেত ইনি ব্রাহ্মণ। কিন্তু প্রকৃত টিকিধারী তো তোমরা বি.কে.-রাই। তোমরাই রাজঋষি। (সূক্ষ্মরূপে) যাদের রয়েছে বিশাল টিকি। আর ঋষি বলা যায় তাদেরকেই যারা পবিত্র। তোমরা বি.কে.-রা একদিকে যেমন রাজযোগী আবার রাজঋষিও বটে। তোমাদের এই তপস্যা (স্বর্গ-রাজ্যের) রাজত্ব পাবার লক্ষ্যে। জাগতিক সন্ন্যাসীরা হঠযোগের তপস্যা করে মুক্তির লক্ষ্যে। তোমরা বি.কে.-রা তপস্যা করো জীবন-মুক্তির লক্ষ্যে। রাজত্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যে রাজযোগের তপস্যা করো। তাই তো তোমাদের অপর নাম শিবশক্তি। শিববাবা তোমাদের পুনরায় দেহ-দান করেন দেহ-ধারণের জন্য। তোমরা আবারও এই ভারত ভূ-খণ্ডেই জন্মগ্রহণ করো। জন্ম তো নিয়েইছো- তাই না? যদিও অনেকেই এমন ভাবে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু তারা এমনটা মনে করেই না যে তারা শিববাবার কাছ থেকেই এই জন্ম পেয়েছে, তাই তারা শিববাবার আপনও হয় না। কিন্তু নিজেকে তেমনটা ভাবতে পারলে এই দেহের ভাব একেবারেই শেষ হয়ে যায়। যেমন নিরাকার শিববাবা এই রথে অবস্থান করে আছেন, তেমনি তোমরাও নিজেদেরকে নিরাকার আত্মা ভাবতে শেখো। তাই বাবা বার-বার বলছেন- বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো। তোমাদের যে এখন ঘরে ফেরার পালা। পূর্বে এই তোমরাই তো অশরীরী ছিলে, এরপরে দেবী-দেবতার শরীর ধারণ করেছিলে, তারপরে ঋত্রিয় শরীর, এরপরে বৈশ্য শরীর, তারপরে শূদ্র শরীর ধারণ করেছো। আবার সেই অশরীরী ভাবে এসো। তোমরা তো এই নিরাকার অর্থাৎ আমাকেই বলা- "বাবা, আমরা তো তোমার সন্তান, আমরা ফিরে যেতে চাই আপন ঘরে।"

সেখানে দেহ তো আর যাবে না। ওহে আত্মারা, এখন কেবলই আমাকে আর সুইট হোমকে স্মরণ করতে থাকো। আমিই তোমাদের প্রকৃত পিতা। লোকেরা যখন বিলেত থেকে ফিরে আসে তখন বলে, আগে চলো নিজের ঘর সুইট হোম ভারত ভূ-খণ্ডে। যেখানে জন্ম নিয়েছি সেখানেই ফিরে যাই। এমনকি মানুষ মারা গেলেও, যেখানে সে জন্ম নিয়েছিল, সেখানেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস সেই দেহ ভারতের মাটিতেই জন্ম যেখানে, যেখানকার মাটিতেই তাকে ছেড়ে আসা উচিত।

এবার বাবা জানাচ্ছেন- ওঁনারও জন্ম এই ভারতেই। লোকেরা তা 'শিব-জয়ন্তী' হিসাবে পালন করে। যদিও ওঁনাকে আরও অনেক নামেই ডাকা হয়ে থাকে, কেউ বলে 'হর হর মহাদেব'-অর্থাৎ সবার দুঃখ হরণ বা মোচনকারী, যদিও তা সেই বাবাকেই। বাবা আর শংকর কিন্তু এক নয়। ব্রহ্মা এখন সেবায় ব্যস্ত। আর যে স্থাপনা ও পালনা উভয় কার্য করে সে হচ্ছে 'বিষ্ণু'! তার দুই রূপ। কিন্তু শিববারার প্রয়োজন প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে। সেই আদি দেবের মন্দিরও আছে। কিন্তু এই আদি দেব তবে কার সন্তান? তা কি তোমরা বলতে পারবে? এই দিলওয়ারা মন্দিরের ট্রাস্টীরা, তারাও তা জানে না, এই আদি দেব কে? তার পিতা-ই বা কে? --আদি দেব হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা। আর ওনার পিতা শিব। এই ব্রহ্মা জগৎ পিতা আর জগৎমাতা জগদম্বার স্মরণেও মন্দির আছে। এই আদি দেব ব্রহ্মার রথেই বাবা অধিষ্ঠান হয়ে আত্মাদের জ্ঞানের পাঠ পড়ান। আর এই নিরিবিচলি ছায়াকুঞ্জে বসে তা শোনে বাত্মারা। সবার জন্য তো আর মন্দির হবে না। এর মধ্যে মুখ্য হলো ১০৮-এর মালা, তাই ১০৮-টি ছায়াকুঞ্জের কুটির বানানো হয়। এই ১০৮-এরই যত পূজার্চনা হয়। অতএব মুখ্য হলেন শিববাবা, তারপরেই ব্রহ্মা-সরস্বতী যুগল। শিববাবা হলেন মালার লকেটের ফুল, যার স্থান সর্বোচ্চে। ওনার নিজের শরীর নেই। কিন্তু ব্রহ্মা-সরস্বতীর নিজস্ব শরীর আছে। মালা তো শরীরধারীরাই পড়বে। পূজা কিন্তু সবাই মালাকেই করবে। পূজা সম্পূর্ণ করে তারপর সেই শিববাবাকেই প্রণাম করবে, মাথা ঠুকবে, ইত্যাদি। যেহেতু উনিই তো সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র বানান - তাই পূজা হয় ওনারই। লোকেরা তো বসে বসে মালা হাতে রাম-রাম জপতে থাকে। অথচ পরমপিতা পরমাত্মার নাম কারও জানা নেই। শিববাবাই হলেন মুখ্য, তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর সরস্বতী, এনারাও মুখ্য। এরপর ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা। যে যেমন পুরুষার্থ করে তাদের স্থান হয় সেই অনুসারে। পরবর্তীতে তোমরা সব কিছুই প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। অন্তিম সময়কালে তোমরা এখানে এসেই থাকবে। যারা পাক্ষা যোগী হবে, কেবল তারাই থাকতে পারবে। আর ভোগীরা সামান্য আওয়াজেই প্রাণত্যাগ করবে। যেমন কারও অপারেশন হচ্ছে দেখলেই অনেক মানুষ অগুস্তান হয়ে যায়। দেশ ভাগের সময় কত অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অথচ লোকেরা তো গাল-গল্পো করে যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই শান্তিতেই রাজ্যের অধিকার পাওয়া গেছে।

এই দুনিয়াটাই এখন মিথ্যা মায়ার জগৎ! সত্য বাবা এখন তোমাদের সামনে বসে তোমাদেরকে সত্য কাহিনী শোনাচ্ছেন। রথের দরকার আছেই বাবার। উনি যত বড় প্রেমিক, প্রমিকাও তো তেমনই চাই। সরস্বতী তো ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী। সে কিন্তু ব্রহ্মার যুগল নয়, সরস্বতী আসলে ব্রহ্মার কন্যা। তবে কেন তাকে জগৎ অম্বা বলা হয়? যেহেতু ব্রহ্মা হলেন পুরুষাকার, তাই মাতাদের দেখা-শোনার জন্য ওনাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, তাই সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা। মাশ্বা কত যুবতী আর ব্রহ্মা তো বৃদ্ধ। যুবতী সরস্বতী বৃদ্ধ ব্রহ্মার স্ত্রী হিসাবে মোটেই শোভনীয় নয়। তাই তাকে সহ-ধর্মিনী বলা চলে না মোটেই। এবার নিশ্চয় তোমরা তা বুঝতে পেরেছো। শিববাবা জানাচ্ছেন, নানা কারণে এই বৃদ্ধ ব্রহ্মার শরীরকে আধার বানাতে হয়।

এমন ধার তো অনেকেই নেয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকে যখন খাওয়ানো হয়, তখন সেই আত্মা এসে ব্রাহ্মণের শরীরকে আধার বানায়। আত্মা তখন তার সেই শরীর ছেড়ে সেখানে আসে নাকি? -- না, মোটেই তা নয়। সেই রীতি-নীতি তোমাদের বোঝাবার উদ্দেশ্যে তা বলা হয়ে থাকে, সাক্ষাৎকার যা হবার, তা হয় পূর্বনির্ধারিত ড্রামার চিত্রনাট্য অনুসারেই। আত্মাকে এখানে ডাকা হয়, কিন্তু এমনটা মোটেই সম্ভব নয় যে আত্মা সেই শরীর ছেড়ে এখানে আসবে। বাবার এই রথ 'নন্দীগণ' যা ষাঁড়কে দেখানো হয়। তা না হলে শিবের মন্দিরে ষাঁড় দেখাবে কেন? সূক্ষ্মবতনে শংকরের কাছে ষাঁড় আসবেই বা কি ভাবে? সূক্ষ্মবতন তো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর যা যুগল রূপে দেখানো হয়। অর্থাৎ প্রবৃত্তি-মার্গকে দেখানো হয়। কিন্তু সেখানে কোনও পশু আসবে কোথেকে? লোকেদের বুদ্ধি-সুদ্বুদ্ধি ঠিকঠাক কাজ করে না, তাই যা মনে আসে তাই বলতে থাকে। যার ফলে যেমন হয় সময়ের অপচয় তমনি হয় এনার্জির অপচয়। এখন তোমরাই বলো, একদা তোমরাই সেই পবিত্র দেবতা ছিলে, তারপর পুনঃ পুনঃ জন্ম নিতে নিতে পতিত হয়ে পুজারীতে পরিণত হয়েছো। যারা একদা পূজ্য ছিল, তারাই এখন পুজারী। ভগবান কিন্তু এমন পূজ্য থেকে পুজারী হন না। ওনাকে ৮৪-জন্ম-চক্রে আসতেই হয় না। মায়া লোকেদের একদম নির্বোধ বানিয়ে পাথর বুদ্ধির করে দেয়। "হাম সো"-এর অর্থ এমনটা মোটেই নয় যে, আমি আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার মতনই। মোটেই তা নয়। আমি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, পরবর্তীতে দেবতা। আত্মাদের পুনঃজন্মে আসতেই হয়। কি সুন্দর সহজ-সরল ব্যাখ্যা এটা। তাই বাবা এবার জানাচ্ছেন, উনি যে শরীরে প্রবেশ করেন, তিনি অনেক গুরুর সংস্পর্শে থাকেন, বহুবিধ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, জন্মচক্রের ৮৪-জন্মও পুরো করেন। যদিও সে নিজে তা জানে না। আমি তোমাদের সাথে সাথে তাকেও এসব জানাচ্ছি। তাকে অর্থাৎ এই ব্রহ্মাকে। আমি তো আর সর্বদাই এই রথে আসীন থাকতে পারি না। আমার যা কিছু বলার, তা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদেরই বলে থাকি। আর এই কারণেই রথের প্রয়োজন। বাচ্চারা, তোমরা যখনই আমাকে স্মরণ করো, আমিও তখনই এসে হাজির হই। আমাকেও যে আমার কর্ম-কর্তব্য পালন করতে হয়। অতএব শ্রী শ্রী মত অনুসারে ভারতকে পবিত্র বানাতেই হবে। নরকবাসীদের শ্রী শ্রী উপাধিতে ভূষিত করা খুবই গর্হিত অন্যায়। পূর্বে তো এই শ্রী উপাধি ছিলই না। কিন্তু এখন সবাইকে শ্রী অর্থাৎ (নকল) শ্রেষ্ঠ বানানো হচ্ছে। শ্রী শ্রী তো একমাত্র শিববাবা। এরপর সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা-বিষ্ণু- শংকর, তারপরে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ। এসব কথা ভালমতন বুঝতে হবে। খুবই মজার এই জ্ঞান। তবুও কেউ কেউ পড়তে-পড়তেই রফু-চক্কর হয়ে চলেও যায়। মায়া বাবার হাত ছাড়িয়ে দেয়। দোকানও ক্রমিক অনুসারে থাকে। যেমন বড় দোকানে খুব ভাল ভাল সেলসম্যান থাকে। ছোট দোকানগুলিতে তেমন থাকে না। তাই বড় দোকানেই যাওয়া উচিত, যেখানে মহারথীরা থাকে। মাতাদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকে। পুরুষদের তো চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু মাতারা খাবার বানাবার পরেই ফ্রী হয়ে যায়। কিন্তু পুরুষেরা নানাভাবে তোমাদের বন্ধনে বেঁধে বাঁধার সৃষ্টি করে। তারা মাতাদেরকে ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে যাওয়া বন্ধ করতে চায়, যেহেতু তারা শুনেছে সেখানে গেলে (কাম বিকারের) বিষ বন্ধ হয়ে যায়। তাই এই বাধাদান।

শিববাবা এমনই পিছলে যাওয়ার জিনিস যে মুহূর্তে-মুহূর্তে তাঁকে ভুলে যাও ! বাবা কিন্তু খুবই সহজ-সরল দিশা দেখিয়ে বলেন-"আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের সব পাপ ভুল হয়ে যাবে, তবেই হাল্কা হয়ে আমার কাছে আসতে পারবে। আর আমাকে স্মরণ করতে না পারলে, তোমাদের পাপ ভুল হবে না আর সাথেও নিয়ে যেতে পারবো না। তখন এখানে পড়ে-পড়ে কেবল সাজাই ভোগ করতে হবে। ভক্তি-মার্গে এতদিন কেবলই ঘোল খেয়ে এসেছো। মাখন খেয়েছিলে সত্যযুগ আর ত্রেতাতে।

শেষে তো কেবল ঘোলই পড়ে থাকে। ঘোলের প্রথম দিকটায় তবুও কিছুটা ভাল ঘোল পাওয়া যায়, শেষের দিকে তো কেবল জলের ভাগই বেশী। সত্যযুগ ও ত্রেতাতে এত ঘি-দুধ, যেন ঘি-দুধের নদী বইতে থাকে। আর এখন দেখো, ঘি কত মহার্ঘ্য। আচ্ছা!

মাতা-পিতা, বাপদাদার মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত।
ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রাজঋষি হয়ে তপস্যা করতে হবে। পূজনীয়ের মালাতে স্থান পাবার জন্য বাবার মতন সেবা করতে হবে। পাক্ষা যোগী হতে হবে।

২) জ্ঞান খুবই মজার, তাই তা আনন্দ সহযোগে পাঠ করতে হবে, কোনও প্রকারের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যেন না আসে।

বরদান :- বরদানের দিব্য পালনা দ্বারা সহজ আর শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভব করে সদা সৌভাগ্যবান ভব

সঙ্গমযুগে বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকেই তিনটি সম্বন্ধে পালন করেন। বাবার সম্বন্ধে আশীর্বাদী-বর্সার স্মৃতির দ্বারা পালন, শিক্ষকের সম্বন্ধে পড়াশোনার পালন আর সদগুরুর সম্বন্ধে বরদানের অনুভূতির পালন যা একই সময়ে সবাই পায়। এই দিব্য পালনা দ্বারা সহজ আর শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভব করতে থাকো। এগুলির সাহায্যে পরিশ্রম আর মুষ্কিল শব্দের অবসান ঘটাতে পারলে তবেই বলা যাবে সৌভাগ্যবান।

স্লোগান :- বাবার সাথে-সাথে অন্য সব আত্মারও স্নেহী হওয়াটাই হল প্রকৃত সদ্ভাবনা।